শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত মূলগ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবন বাসি
কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীরাধিকানাথ
গোস্বামি কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত
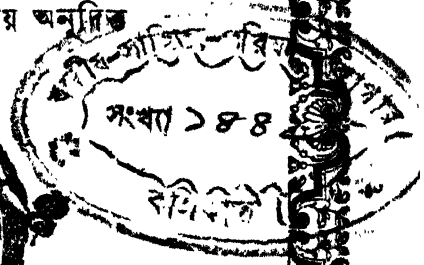
তাড়াশ ভূমিপতি শ্রীরাধাবিনোদৈক জীবন শ্রীরাধাকুণ্ড বাসি
রাজর্ষি রায় বনমালি রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ সাহায্যে
শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

শ্রীধাম বৃন্দাবন।
শ্রীমদ্দেবকীনন্দন প্রেস।
সম্বৎ ১৯৫৯।

সূচীপত্র।

প্রথম সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গঃ।

অষ্টম সর্গঃ।

নবম সর্গঃ।

দশম সর্গঃ।

একাদশ সর্গঃ।

দ্বাদশ সর্গঃ।

ত্রয়োদশ সর্গঃ।

চতুর্দ্দশ সর্গঃ।

পঞ্চদশ সর্গঃ।

৺

অষ্টাদশ সর্গঃ।

ঊনবিংশতি সর্গঃ।

বিংশ সর্গঃ।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

এই সূচীপত্র অনুবাদের ন্যায় হইয়াছে, পাঠক মহাত্মাগণ প্রত্যেক সর্গ পাঠ করিয়া এই অনুবাদ পাঠ করিলে প্রত্যেক সর্গের লীলা স্মরণ হইবে।

শুদ্ধপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	৫	কিরংক্ষণ	কিয়ংক্ষণ
১৩	১৯	হইরাছে	হইয়াছে
১৫	২৪	সখিদিগের	সখীদিগের
১৬	২৩	মঙ্গলারত্রিক	মঙ্গলারাত্রিক
১৭	১	নির্ম্মঞ্চন	নির্ম্মঞ্ছন
১৭	১৪	করিরাছেন	করিয়াছেন
২২	১	কথা	কথা
২২	২১	সম্প্রবোগী	সম্প্রয়োগী
৩৯	১৮	সদাচাীর	সদাচারী
৪৪	২০	নির্ম্মঞ্চন	নির্ম্মঞ্ছন
৫৩	২০	ঘঘন	ঘর্ষণ
৫৩	২২	উপবেশন করিয়া	পরমানন্দের সহিত
৫৪	১৭	সাথীগণ	সখীগণ
৫৯	৩	ইহাতে	ইহাকে
৬০	২৪	সম্প্রয়োগ	সম্প্রয়োগ
৬১	২৩	মকারিকাযুগল	মকরিকাযুগল
৬৯	১৫	গুনগুনের	গুণগণের
৭৪	১৭	বৃদ্ধা-শাশুরীকে	বৃদ্ধা-শ্বাশুরীকে
৭৫	২১	করিরা	করিয়া
৭৮	১৪	বৃদ্ধা-শাশুরী	বৃদ্ধা-শ্বাশুরী
৮০	১৫	কহিতে	করিতে
৮০	২১	দিক	দিক্
৮৬	৬	হৃদয়োংপন্ন	হৃদয়োৎপন্ন
৯১	১২	দেখিরাছি	দেখাইরাছি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৩	১৫	বংশিনাদের	বংশীনাদের
৯৩	১৮	করিলাম	করিলাম
৯৬	২	আরর্ত্তিত	আবর্ত্তিত
৯৬	১৯	য়ক্ষঃস্থলে	বক্ষঃস্থলে
৯৯	৭	করিথা	করিয়া
১০৩	১৭	কারিবার	করিবার
১১৯	৬।৮।১২	শাশুরী	শ্বাশুরী
১২১	৫	বীদীর্ণ	বিদীর্ণ
১২১	২৩	সজ্ঞা	সংজ্ঞা
১২৭	১৩	সখিগণ	সখীগণ
১৩৬	২৪	দিগ্	দিক্
১৩৬	২	করিতে আরম্ভ	আরম্ভ করিতে
১৩৭	২৪	সবঙ্গনাঃ	স্বরঙ্গনা
১৩৯	২০	দিক	দিক্
১৪৪	১৮	পরমামর্শ	পরামর্শ
১৪৮	১৮	সুধামণ্ডলী	সাধুমণ্ডলী
১৫০	২৪	সম্প্রযোগে	সম্প্রয়োগে
১৫৪	৫	শাশুরীর	শ্বাশুরীর
১৬১	১০	দেশেকে	দেশকে
১৬৪	২৩	করিযাছ	করিয়াছ
১৬৮	২৩	স্বভাবিক	স্বাভাবিক
১৭৩	১৪	কঞ্চকী ও নুীবীবন্ধ	কঞ্চুকী ও নীবিবন্ধ
১৭৪	৪	ইছা	ইচ্ছা
১৭৪	৮	প্রভৃতিকে করিলেন	প্রভৃতিকে করাইলেন
১৭৪	২৩	উপধি	উপাধি
১৭৬	২১	বৈরূপ্য	বৈরূপ্য
১৮১	২	উন্তত্তা ?	উন্মত্তা ?
১৮২	৮	সাত্তিকোদয়	সাত্বিকোদয়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৩	২৩	ঈন্দীবর	ইন্দীবর
১৮৬	৪	আছাদন	আচ্ছাদন
১৯১	২১।২৩	ঈন্দীবর	ইন্দীবর
১৯৯	৭	ঔৎসবের	উৎসবের
১৯৯	৯	বদনাম্বুজের	বদনাম্বুজের
২০৫	৮	কয়িয়া	করিয়া
২১৪	১	হইয়াছে	হইয়াছে
২২২	২২	কঞ্চকী	কঞ্চুকী
২৩৫	২৪	সুবলানন্দ	সুবলানন্দদ
২৩৬	১৮	মধুমঙ্গলনন্দ	মধুমঙ্গলনন্দদ
২৫৬	১৭	পরিলেন	পড়িলেন
২৬০	১৩	নিবীবন্ধ	নীবিবন্ধ
২৬৫	৮	আঘাসুর	অঘাসুর
২৭০	৮	রক্ষা কহিলেন	রক্ষা করিলেন
২৭৩	১১	নেদিয়ান্	নেদীয়ান্
২৭৪	২১	কন্দক	কন্দুক
২৭৫	৮	উদান	উদ্যান
২৮০	৮	ঔর্দ্ধে	ঊর্দ্ধে
২৮৩	১	কিসলয়	কিশলয়
২৮৬	১৭	চন্দনকলা	তুলসীমঞ্জরী
২৮৮	৯।১৩	চন্দনকলা	তুলসীমঞ্জরী
২৯০	১৬	শাশুরীর	শ্যাশুড়ীর
২৯৫	১৬	করিরা	করিয়া
৩১২	২৪	বংশির	বংশীর
৩১৮	৮	কলাবলীর	কলাবলীর প
৩৩২	১৭	গীযুষগ্রন্থি	পীযুষগ্রন্থি

শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গ্রন্থের তালিকার মধ্যে ভ্রমক্রমে শ্রীশ্রীস্বরূপতত্ত্ব গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

উপহার।

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমময় লীলা আস্বাদনে

বিভোর হইয়া

তদীয় রহোলীলাস্থলী সমাশ্রয় পূর্ব্বক

দিন যামিনী যাপন করিতেছেন

সেই

নিখিল ব্রজবৈষ্ণবৈক জীবন

মহাভাগবত রসজ্ঞপ্রবর

তাড়াশভূমিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত

রাজর্ষি রায় বনমালি রায় বাহাদুরের

পবিত্র করে এই গ্রন্থ

সাদরে সমর্পিত

হইল।

ভূমিকা।

এই শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য রাগানুগা নামক সাধন ভক্তির পদ্ধতি স্বরূপ, সর্ব্বত্রের রাগানুগীয় সাধকগণ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লীলা স্মরণ ও মানসী পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজগৎ-কারণ অনাদিনিধন সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ যেমন শ্রীরাগানুগা ভক্তি দ্বারা হইয়া থাকে, এইরূপ কিছুতেই হয় না, রাগানুগীয় ভক্তগণের জীবন, কেবল প্রীতি ভাবিত, তাঁহারা প্রীতি বশতঃ শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পরে আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকেন, যাহাকে উত্তম দ্রব্য সমর্পণ করা হয়, তিনি যদি সেই বস্তুর উপযুক্ত আদরের সহিত ব্যবহার করেন, তবেই দাতার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইয়া থাকে, এবং যাঁহার উপরি প্রীতি বিশেষ লোকের হয়, তাঁহার আপনার অতি প্রিয় দ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করিতে অভিলাষ হয়, শ্রীভগবানে যাঁহাদের প্রীতি বিশেষ হইয়াছে তাঁহারা অপরিসীম প্রীতির বস্তু আত্মাই সমর্পণ করেন, শ্রীভগবান ও নিজ ভক্তের অত্যন্ত প্রীতির সহিত দত্ত তদীয় আত্মা প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া নিরবধি তাহার সহিত প্রীতি ব্যবহার করেন, ইহাই রাগানুগা সাধন ভক্তির পদ্ধতি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর শ্রীচরণোপজীবি-রাগানুগীয় সাধকগণ, আপনার আত্মাকে একটি পরমসুন্দরী কিশোরী ভাবনা করিয়া তাহাদ্বারা আনন্দময় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের এবং তদীয় আনন্দিনী শক্তিরূপা শ্রীবৃষভানুকুমারী প্রভৃতির সাক্ষাৎ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, এবং সশক্তিক স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র কিশোরকে ব্রজগোপীসহ সর্ব্বদা সম্মিলিত করিয়া নবীন কিশোরীরূপে চিন্তিত নিজ আত্মাকে পূর্ণ সুখ সাগরে সদা নিমগ্ন করিয়া রাখিয়া থাকেন। এই বিষয় এই গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য। রাগানুগীয় সাধক না হইয়া কেবল শব্দ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতগণ, "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত একখানি উৎকৃষ্ট প্রথম রসের কাব্য" ইহাই মাত্র বুঝিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু এই গ্রন্থ যে অমৃতে পূর্ণ তাহার অনুভূতি তাঁহাদের বহু দূরে, সুতরাং রাগানুগা ভক্তিহীন ও শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হীন ব্যক্তির

ইহার কিছুই বুঝিবার আদৌ অধিকার নাই। আমাদের এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করার মুখ্য উদ্দেশ্য যাঁহারা সাহিত্যপ্রিয় তাহারা এই কাব্যাস্বাদন করিয়া কাব্য রচয়িতা শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হউন, এবং রাগানুগীয় ভক্তগণ, ইহাদ্বারা স্বাভীষ্ট বর্ত্মে অনুসরণ করিয়া পরমানন্দ-লাভ করুন, এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম, তদ্বিষয়ে সহৃদয় পাঠকগণই প্রমাণ।

মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য যতদূর সম্ভব রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, এই নিমিত্ত অনেক স্থানে বঙ্গভাষায় অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। "সেই শব্দ সহসা সকলের বোধগম্য হইবে না" বিবেচনায় তাহার অর্থও স্থানে স্থানে দেওয়া হইয়াছে। তথাপি বিজ্ঞ ভক্তিরসজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ কিঞ্চিৎ সাপেক্ষ্য থাকিল। অতএব যাঁহারা এই গ্রন্থের সম্যক্ রসাস্বাদন করিতে প্রয়াসী হইবেন তাঁহাদের গোস্বামি শাস্ত্রাভিজ্ঞ ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট যে যে স্থান দুরূহ বোধ হইবে তাহা জানিয়া লইতে হইবে।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের একজন অসামান্ত মহানুভব। শ্রীগোস্বামি-পাদদিগের পরে এতাদৃশ বিদ্বান ও রসজ্ঞ ব্যক্তি আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এ কথা অত্যুক্তি নহে। ইনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক জনের জীবনের দ্বারা সহসা সম্পন্ন হওয়া কঠিন। ইহাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তৃত টীকা এত সুমধুর, ও এতই শ্রোতৃরঞ্জক যে তাহা শত মুখে প্রশংসা করিলেও সাধ মিটে না। ইনি যে যে গ্রন্থ করিয়া গিয়াছেন,তাহা তাঁহার মন্ত্র শিষ্য এবং পাঠ শিষ্য কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়, স্বকৃত স্তবামৃত লহরীর অন্তর্নিবিষ্ট সংকল্পকল্পদ্রুম নামক শতকের টীকায় বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।

২। শ্রীভগবদ্গীতার টীকা।

৩। ব্রহ্মসংহিতার টীকা।

৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকা অসম্পূর্ণ।

৫। শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের টীকা।

৬। শ্রীললিতমাধব নাটকের টীকা।

৭। দানকেলিকৌমদীর টীকা।

৮। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির টীকা।

৯। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর টীক। (দুষ্প্রাপ্য)।

১০। মাধুর্য্য কাদম্বিনী।

১১। ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্য)।

১২। রাগাবর্ত্মচন্দ্রিকা।

১৩। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধোর্বিন্দুঃ।

১৪। উজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণ লেশঃ।

১৫। শ্রীভাগবতামৃত কণা।

১৬। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

১৭। স্তবামৃতলহরী ধৃত।

(ক) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকং।

(খ) মন্ত্রদাতৃ গুরোরষ্টকং।

(গ) পরম গুরোরষ্টকং।

(ঘ) গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর অষ্টক।
(ঙ) শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অষ্টক।
(চ) শ্রীলোকনাথ গোস্বামী মহাশয়ের অষ্টক।
(ছ) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকং।
(জ) স্বরূপ চরিতামৃতং।
(ঝ) স্বপ্নবিলাসামৃতং।
(ঞ) শ্রীগোপাল দেবাষ্টকং।
(ট) শ্রীমদনমোহন অষ্টকং।
(ঠ) শ্রীগোবিন্দাষ্টকং।
(ড) শ্রীগোপীনাথ অষ্টকং।
(ঢ) গোকুলানন্দ অষ্টকং।
(ণ) স্বয়ং ভগবত্তাষ্টকং।
(ত) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং।
(থ) জগন্মোহন ইষ্ট দেবাষ্টকং।
(দ) অনুরাগবল্লী।
(ধ) বৃন্দাদেব্যাষ্টকং।
(ন) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতং।
(প) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ।
(ফ) নন্দীশ্বরাষ্টকং।
(ব) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং।
(ভ) গোবর্দ্ধনাষ্টকং।
(ম) সংকল্পকল্পদ্রুম (শতকং)।
(য) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুদ্‌কাব্যঃ)।
(র) সুরতকথামৃতং (আর্য্যাশতকং)।
(ল) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং।

১৮। গীতাবলী।
১৯। প্রেমসম্পুটং (খণ্ডকাব্যং)
২০। শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা।
২১। ব্রজরীতি চিন্তামণিঃ।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা আমাদের সম্প্রদায়ের দুইটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া সম্প্রদায় রক্ষিত হয়। ১ম—রূপ কবিরাজ নামক কোন পণ্ডিত ব্যক্তি একেবারে শাস্ত্রানুগত সাধন ভক্তি উঠাইয়া দিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে কেবল স্মরনাঙ্গ মাত্র সংস্থাপন করেন, ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, এই জন্য ইঁহার মতানুবর্ত্তী বহুতর বৈষ্ণব হওয়ায় শাস্ত্রীয় সাধন ভক্তি একেবারে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইঁহাকে বিচারে পরাজয় করিয়া এবং বহু বৈষ্ণব ও আচার্য্যের সাহায্যে সম্প্রদায় বহিষ্কৃত করিয়া শাস্ত্রীয়ভক্তি রক্ষা করেন। কথিত আছে শ্রীরূপ কবিরাজ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন। ২য়।—জয়পুরে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী গলতার গাদীর মহান্তগণ তত্রত্য গোবিন্দদেবের সেবাধিকারীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত ?" তাহাতে তাহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় মহান্তগণ রাজসাহায্যে চারি সম্প্রদায়ের বহিষ্কৃত পন্থী অর্থাৎ গুরুত্যাগী বলিয়া শ্রীগোবিন্দজীর সেবা কাড়িয়া লয়, এই সম্বাদ ব্রজবৈষ্ণব মণ্ডলি পাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জয়পুরে বিচারার্থ যাইতে বলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বৃদ্ধাবস্থা বিধায় বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া নিজের উপযুক্ত দুই শিষ্য কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ও বলদেব বিদ্যাভূষণকে জয়পুরে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তিনি বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করেন, ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মন্ত্র শিষ্য এইমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়, ইঁহার কৃত ভাবনামৃতের টীকা ও স্তবামৃতলহরীর টীকা এবং অলঙ্কার কৌস্তভের টীকা আছে। অলঙ্কার কৌস্তভের টীকার শেষে এই পরিচয় পাওয়া যায়। বলদেব বিদ্যাভূষণ উৎকল দেশীয় খণ্ডাইত জাতি ছিলেন। ইনি মাধ্বসম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইনি শ্যামানন্দ প্রভুরপরিবার, বর্ত্তমান শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীশ্যামসুন্দর ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট গোস্বামী গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন। ইঁহার গোবিন্দ ভাষ্য প্রভৃতি বহুতর বেদান্তের গ্রন্থ আছে, এবং অনেক গ্রন্থের টীকা আছে।

ইঁহারা উভয়ে জয়পুরে বিচার করিয়া পুনরায় শ্রীগোবিন্দ দেবজীর সেবা অধিকার করেন। সেই সময়ে গোবিন্দ ভাষ্য অনুভাষ্য, বেদান্ত স্যমন্তক প্রমেয় রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিবার জন্য শ্রীগৌরগণোদ্দেশ

দীপিকা নামক গ্রন্থ স্বয়ং রচনা করিয়া শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামীর নামে প্রকাশ করেন, ইহা সকল প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। এক্ষণে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই চারটি কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা বারেন্দ্র বিশিষ্ট কাপ। কেহ বলিয়া থাকেন—ইঁহার মুর্শিদাবাদস্থ সৈদাবাদে জন্ম ও ইনি শ্রীশ্রীমোহন রায়ের বাড়ীর ঠাকুর, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ শ্রীশ্রীমোহন রায়ের বাড়ীর ঠাকুরদিগের গুরু প্রণালী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী হইতে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ে মিলে না। নরোত্তম বিলাসে বর্ণিত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর সন্তান মোহন রায়ের বাড়ীর ঠাকুরগণ। এই রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তি শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য, ইঁহা হইতেই শ্রীমোহন রায়ের বাটীর ঠাকুরদিগের গুরু প্রণালী শ্রীঠাকুর মহাশয়ে মিলিত হয়। আর স্তবামৃত লহরীতে স্বয়ং চক্রবর্ত্তি মহাশয় নিজের গুরু রাধারমণ চক্রবর্ত্তি পরমগুরু কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তি পরাৎপরগুরু, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তি লিখিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা চক্রবর্ত্তি মহাশয়কে শ্রীমোহন রায়ের বাড়ীর ঠাকুর বলেন, তাঁহাদের মত যে ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, যে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তি স্বয়ং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হইয়া যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে পোষ্যপুত্র রাখেন, তাঁহারই বংশ পরম্পরা এক্ষণে বালুচরের ঠাকুর বংশ, ইহা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না, কারণ সেই সময়ের তাদৃশ সমাজ বন্ধন সত্বে ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে পোষ্যপুত্র লইলে কখনই সমাজে প্রচলিত হইতে পারিতেন না। চক্রবর্ত্তি মহাশয় ১৬০১ শকে ভাবনামৃত গ্রন্থ সমাপ্তি করেন, আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী ইঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া আসেন, তাঁহার জীবনের কাল ও ইঁহার জীবনের কাল বিচার করিলে জানা যায়, ভাবনামৃত গ্রন্থ প্রভৃতি যখন রচিত হয়, তখন ইঁহার বৃদ্ধাবস্থা। সুতরাং অনুমান করা যায় যে ১৫৫০ হইতে ৫৫ শকাব্দের মধ্যে ইঁহার জন্ম, এবং ইনি ১৬১০ শকাব্দের মধ্যে লোকের লোচনের অগোচর হন কারণ ১৬১০ শকের পর আর কোন লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের পৃথক্ জীবন চরিত বিস্তার করিয়া লিখিত হইবে, এই জন্য এখানে আর অধিক কথা লিখিলাম না।

শ্রীরাধিকানাথ শর্ম্মণঃ।

শ্রীবৃন্দাবন কেশী ঘাট।

শ্রীরাধামদন গোপালোবিজয়তে

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

প্রথমসর্গঃ।

শ্রীহরিদাসবর্য্যঃ শরণং।

যিনি কোটী অর্ব্বুদ কন্দর্প অপেক্ষা পরম সুন্দর-কান্তিধারা বর্ষণ দ্বারা সর্ব্ববিশ্ব আপ্যায়িত করিয়াছেন, এবং উদয় হইয়াই তমঃপ্রপঞ্চ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ অদ্ভুত * মেঘের শরণ লইলাম।

দ্বিতীয়ার্থঃ।

যাঁহার শরণাগতিমাত্রেই অজ্ঞান-প্রপঞ্চবিধ্বস্ত হইয়া যায়, যিনি কোটীকন্দর্পের হৃদ্ঘূর্ণকরী শোভা-পরম্পরা দ্বারা সর্ব্ববিশ্ব আপ্যায়িত করিতেছেন; সেই শ্রীকৃষ্ণ (যশোদানন্দন নামক চৈতন্যঘনপদার্থের শরণাগত হইলাম॥ ১॥ †

---

* অন্য মেঘ উদয় হইলে তমঃ প্রপঞ্চ (অন্ধকাররাশি) গাঢ় হয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুরূপ মেঘের উদয়ে তমঃ প্রপঞ্চ (অজ্ঞান সংহতি) ধ্বংস হয়, একারণ শ্রীমহাপ্রভু অদ্ভুত মেঘ।

† শ্রীভগবৎ শরণাগতির ফল, অননুসংহিত—আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি, এবং অননুসংহিত-ভগবদ্রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাস্বাদ শরণাগতিমাত্রেই ভক্তদিগের হইয়া থাকে ইহাই এই শ্লোকে দুইটী বিশেষণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আমি ব্রজকাননেশ্বরী ও ব্রজকাননেশ্বরের সনাতন ও রূপ নামক দুই পরিজনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা-প্রকারজ্ঞাপক বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র ক্রমদীপিকা প্রভৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত বলিয়া, অতিপ্রশস্ত সাধুদিগের অনুরাগময় ভজন পথের অনুসরণ করি। অর্থাৎ শাস্ত্র সম্মত, এবং শ্রীরূপ সনাতনের অনুমোদিত ও সাধুজনের অনুসৃত রাগানুগা ভজন পথে অনুসরণ করিয়া বাহ্যদেহে ভগবৎ-পরিচর্য্যা করি।

দ্বিতীয়ার্থ।

আমি ক্ষিতিতলে উদিত ব্রজকাননেশ্বর ও ব্রজকাননেশ্বরীর সনাতনরূপ (নিত্যরূপ) হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহাদের কেলি-রূপ কল্পবৃক্ষের * সহিত সঙ্গম সময়ে যাঁহাদিগকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বয়ং স্তুতি করিয়া থাকেন, যাঁহারা ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর সঙ্গ জন্য লীলাই সিদ্ধ হয় না; সেই অনুরাগিণী ললিতাদি সখীগণে ভজন করি। অর্থাৎ তাঁহাদের আনুগত্যে অন্তঃকল্পিত তৎসদৃশ-দেহদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করি॥ †

---

* স্বাশ্রিত উপাসকদিগের সর্ব্বাভীষ্ট পূরক বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি, কল্পবৃক্ষ।—

† এই গ্রন্থ রাগানুগা নামক সাধন ভক্তির পদ্ধতি। রাগানুগীয়-ভক্তদিগের শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপগোস্বামি প্রভৃতি ব্রজলোকের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রীরাধামাধবের বাহ্যসেবা করিতে হয়; এবং শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজজনের অনুবর্ত্তী হইয়া অন্তঃকল্পিত তৎসদৃশ দেহে মানসী পরিচর্য্যা করিতে হয়; ইহাই এই-শ্লোকের দুইটী অর্থ দ্বারা ব্যক্ত হইল।

তৃতীয়ার্থঃ।

বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষে অবস্থান করিয়া যে সকল ভ্রমর বসন্তাদি রাগ গান করিয়া থাকে, আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সনাতন রূপ হৃদয়ে ভাবিতে ভাবিতে তাহাদিগকে ভজন করি।* ॥২॥

নিশান্তলীলা।

রসময় নাগর ও রসময়ী নাগরী, অনঙ্গ-রণচাতুরীভার-বাহিতা পরস্পরকে জানাইবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিলে, অর্থাৎ কন্দর্পরণে কে কেমন চাতুরী জানে, তাহা উভয়ে উভয়কে জানাইবার নিমিত্ত অতিব্যগ্র হইলে, শ্রান্তিরূপা সখী নিদ্রাকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনিয়া উভয়ের কলহ সমাধান করিলেন; অর্থাৎ রতিশ্রমে উভয়ের নিদ্রা আসিল ॥ ৩ ॥ তাহার পরে সখীগণ ও সেবা পরা দাসীগণ নিদ্রিত হইলেন, যাহারা নিজ নিজ সেবাসময়ে জাগরণশীলতা অভ্যাস করিয়াছেন, সেই সেবাপরাদাসীদিগকে রাত্রি শেষ হইয়াছে, অবগত হইয়া ক্ষণকাল পরে নিদ্রাই ত্যাগ করিয়া কি জাগাইল ? † ॥ ৪ ॥ সেবাপরা দাসীগণ নিদ্রা ভঙ্গের পরেই সেবার কাল অতিক্রম হইয়াছে, ভাবিয়া চকিত নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে পরম মহোৎসব বিধানকারী নাগর-চক্রবর্ত্তী ও নাগরী-চক্রবর্ত্তিনীর একান্ত সুখদা নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, অবগত হইয়া শয্যার উপরে নিরবে উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥ ৫ ॥ তদনন্তর তাঁহারা পরিহাসে পরিপূর্ণ রসের তুল

---

* এই অর্থ দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার শ্রীবৃন্দাবন বাসে লালসা বিশেষ জ্ঞাপিত হইল।
† ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিদ্রাত্যাগে উৎপ্রেক্ষা।

(গুঞ্জন) করিতে করিতে অর্থাৎ "রস এই অবধি কিম্বা ইহার পরে আর কিছু আছে" ইহা তুল করিতে করিতেই বুঝি জৃম্ভারসহিত মিলিত বাক্যদ্বারা পরস্পর, পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে সখিগণ! অদ্য নিকুঞ্জরাজের সহিত বিহারাতিশয়শ্রমে তোমরা নিদ্রিত হইয়াছ, তোমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিল কি ?" এবং সকলেই সেই সময় দীর্ঘজাগরণে ঘূর্ণিত নয়ন-ভৃঙ্গীগণকে নিজ নিজ বক্ষস্থলস্থ কমল কলিকায় লগ্ন শ্রীহরিনখাঙ্করূপ মকরন্দ আস্বাদন করাইতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর কতিপয় কিঙ্করী, শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্ত-কালোচিত-সেবার নিমিত্ত মাল্যগ্রন্থন ও তাম্বুলবীটিকা-নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় অনঙ্গ যাঁহাদের অঙ্গ বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গ পরিমল, প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাৎকালিক অঙ্গ পরিমল, তাঁহাদের বন্ধন দেখিয়া ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, যাঁহারা শয্যার উপরি নিরবে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে রসভরে চঞ্চলা এক কিঙ্করী দ্রুত আগমন করিয়া কহিলেন "হে সখিগণ! যাহাদের জন্য মালা গাঁথিতেছ, এবং তাম্বুল বীটিকা নির্ম্মাণ করিতেছ, তাহাদের দুই জন বাঁধা রহিয়াছে, আসিয়া দেখ ॥ ৭ ॥ অয়ি আলিগণ! জালরন্ধ্রে বদনকমল অর্পণ পূর্ব্বক কেলিগৃহে নিজ নয়ন প্রেরণ করিয়া অবগত হও, কন্দর্প নৃত্যে নিতান্ত-পটু নটিনী ও নটবরে সুপ্তিরূপা-সভ্যা তাদৃশ নৃত্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কেমন সুখী করিতেছে ?" ॥ ৮ ॥ তাঁহারা দেখিলেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ, পরস্পর দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া

নিদ্রা যাইতেছেন, উভয়েরই অঙ্গে বসন ও কতিপয় ভূষণ ও মাল্য নাই; এবং শ্রীরাধিকার পৃষ্ঠ দিগ্‌ভাগে ন্যস্ত মণি-প্রদীপাবলী, শ্রীরাধাঙ্গ-কান্তিদ্বারা চম্পক-কলিকা সদৃশ হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠ দিগ্‌ভাগস্থ-মণিপ্রদীপাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দ্বারা নীলকমল-কলিকায়মান হইয়াছে" ॥ ৯ ॥ শ্রীরাধা কৃষ্ণের বসনভূষণহীন এবং রতিচিহ্নাঙ্কিত কলেবর দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কৌতুকের সহিত কাহাকে কহিলেন, "সখি! ইহাদের সখীগণ বেষ ভূষা করিতে বিচক্ষণা নহে, অর্থাৎ তাহারা এই নবকিশোর-কিশোরীকে ভাল করিয়া সাজাইতে জানে না, এই নিমিত্ত শৃঙ্গারধূ (শৃঙ্গারাতিশয়) রূপা সখী, রুষ্টা হইয়াই বুঝি তাহাদের কৃত বেষ ভূষা দূর করিয়া নিজ চিহ্নদ্বারা অর্থাৎ নখক্ষতাদির দ্বারা বিভূষিত করিয়াছে; অর্থাৎ সখীদিগের নির্ম্মিতবেষ ভূষায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে মাধুরী প্রকাশ হয় না, রতি চিহ্নের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক মাধুরী হইয়াছে" ॥ ১০ ॥ হে সখি! এই তনুযুগলে পীত-নীলাংশুক না থাকার কারণ আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর; "এই পীত নীল-তনুদ্বয় পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া পরস্পরের কান্তিদ্বারা পীতাংশুক ও নীলাংশুক হইয়াছে" অর্থাৎ নীলতনু-কৃষ্ণ-কান্তি দ্বারা পীততনু রাধা, নীলাংশুকা হওয়ায়, এবং পীততনু রাধাকান্তিদ্বারা, নীলতনু কৃষ্ণ, পীতাংশুক হওয়ায়, এই তনুযুগল সেবী মদন পুনরুক্ত দোষ হয় বলিয়া অর্থাৎ যে তনুযুগল পরস্পর বেষ্টনে পরস্পরের কান্তি দ্বারা নীলাংশুক (নীলকান্তি) ও পীতাংশুক (পীতকান্তি) হইয়াছে; সেই তনুযুগলে নীলাংশুক (নীলবস্ত্র)

পীতাংশুক (পীতবস্ত্র) থাকার আবশ্যক নাই বলিয়া নীল-পীতাংশুক দূর করিয়াছে” ॥ ১১ ॥ হে সখি! মদন রাজা রাধার অঙ্গরূপ রাজ্য যখন অধিকার করিয়াছিল, তখন লজ্জাকে রাষ্ট্রপালিকা করিয়া শ্রীরাধার মস্তক নয়ন ও বক্ষঃ-স্থলে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, হায়! সম্প্রতি কি লজ্জাকে এই রাধাঙ্গরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে? হে সখি! রাধাঙ্গরাজ্যের কোন নিভৃতস্থলেও লজ্জাকে যখন গুপ্তভাবে থাকিতেও দেখিতেছি না, তখন অবশ্য লজ্জাই বা কোন্ গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকিবে; কিম্বা আমাদের নয়নের সুখভোগহেতু শুভাদৃষ্ট রাশি, মূর্ত্তিমান হইয়া লজ্জা ত্যাগছলে উদয় হইল ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ অথবা পালন দ্বারা উন্নতি করিয়া রাধাঙ্গরাজ্য মদনে সমর্পণ পূর্ব্বক লজ্জা স্বয়ং অন্তর্হিত হইয়াছে, কারণ এই কার্য্য দ্বারা সৌভাগ্যবতী লজ্জার অতুল সমৃদ্ধি হইবার সম্ভব; অর্থাৎ জাগরণের পরে শ্রীরাধিকা অধিকতর লজ্জাকুলা হইবেন” ॥ ১৪ ॥ এইরূপে এতাদৃশ উভয়ের মাধুরী দেখিয়া যাঁহারা অপার পরমানন্দ লাভ করিতে-ছিলেন, তাঁহাদের তদবস্থা দেখিয়া, তদনুগতা কোন দাসী; নিজ সঙ্গিনীকে কহিলেন, “সখি! স্থির চঞ্চলাবৃত এই কৃষ্ণ-মেঘ, মাধুর্য্যরসে, ইহাদিগকে স্নান করাইতেছেন দেখ; কি আশ্চর্য্য! কিঙ্করীগণ অগ্রে প্রভুর সেবা করিলে তাহাতে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যর্হন দ্বারা তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকেন, কিন্তু ইঁহারা অর্হনের পূর্ব্বে প্রত্যর্হন প্রাপ্ত হইতেছেন, অর্থাৎ সেবার দ্বারা পরিতোষ করার পূর্ব্বেই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেছেন” ॥ ১৫ ॥

অন্য দিকে কতিপয় কিঙ্করী তাম্বুলবীটিকা-নির্ম্মাণ ও মাল্য গ্রন্থন এবং নানাবিধ অনুলেপন প্রস্তুত, এবং অঙ্গারধানীতে (অগ্নি রাখিবার পাত্র বিশেষ) অগুরুধূপ নিক্ষেপ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা কতিপয় ক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ সেই সময় রাত্রি শেষোৎপন্ন শীতল মৃদু বায়ু, নিকুঞ্জরাজ ও নিকুঞ্জ-রাজ্ঞীকে রঞ্জিত করিবার জন্যই আনন্দের সহিত যেন চলিতে লাগিল; তৎস্পর্শে কোন কিঙ্করী, নিজ সখীকে কহিলেন “সখি! এই মৃদু মলয় বায়ুরও বুঝি এখনই নিদ্রা ভাঙ্গিল, তন্নিমিত্ত শ্লথ দুর্ব্বলাঙ্গ হইয়া দ্রুত চলিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে” ॥ ১৭ ॥

তাহার পরে সেই মলয়সমীর, রাত্রিশেষে যে বৃক্ষে যে লতায় কুসুম বিকসিত হইয়াছে, তাহাদিগকে চুম্বন করিয়া তাহাদের পরিমল বহন পূর্ব্বক দশদিক্ আমোদিত করিল; এবং কুসুমক্রোড়ে মধুপানভরে নিদ্রিত ভৃঙ্গাবলির শ্বাস পথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জাগাইল ॥ ১৮ ॥ ভৃঙ্গগণ জাগরিত হইয়া তখন যে গুঞ্জন করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া বৃন্দাদেবী জাগরণ করিয়া চকিত নেত্রে দশদিক্ বিলোকন পূর্ব্বক নিজনাথ ও নিজনাথাকে ঝটিতি জাগাইবার জন্য পক্ষীদিগকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৯ ॥ বৃন্দার আদেশে তাম্রচূড়, জাগিয়া পক্ষ কাঁপাইতে কাঁপাইতে গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক চারি পাঁচ বার যে রব করিল, তাহাতে রজনী প্রভাত জ্ঞানে রাধা অত্যন্ত কাতর হইয়া জাগরণ করিলেন ॥ ২০ ॥ এবং কৃষ্ণাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া পরমসুখে নিদ্রা যাইবার বিশেষ বাধক বলিয়া তাহাদিগকে মানিয়া ক্রোধভরে কহিলেন,

"অরে কুক্কুটগণ! পরম দুঃখময় যমপুরে গিয়া তোমরা রব কর, কিন্তু পরমসুখময় মদীয় বৃন্দাবনে অত্যন্ত মহাদুঃখপ্রদ রব করিয়া তোমাদের বাস করা উচিত নহে" ॥ ২১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কুক্কুটদিগকে এইরূপে শাপ দিয়া প্রভাত জ্ঞানজাত-শঙ্কা বশতঃ প্রিয়তমের বক্ষঃস্থল হইতে কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইলেন; পরে আর কুক্কুটের রব না শুনিয়া "ইহারা আমার শাপে যমপুরে গিয়াছে, আর প্রভাত হইবার আশঙ্কা নাই" ইহাই স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনর্বার নিদ্রিত হইলেন ॥ ২২ ॥ তাহার পরে কুক্কুটগণ ও টিট্টিভ প্রভৃতি পক্ষিগণ উচ্চ করিয়া রব করিতে লাগিল, তাহাতে শ্রীরাধা জাগরিত হইয়া "হে পক্ষিগণ! আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষণকাল নিদ্রা যাইতে দেও" ইহা স্বগত বলিয়া ঈষৎ অঙ্গমোটন করিলেন ॥ ২৩ ॥ তৎকালে কাদম্ব কারণ্ডব হংস স্বারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ, এবং কপোত শারী শুক ময়ূর কোকিল প্রভৃতি স্থলচর পক্ষিগণ, যুগপৎ সমস্বরে কৃষ্ণ কথামৃত সদৃশ কল-গান করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ তাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগপৎ জাগরিত হইয়া অঙ্গমোটন করায়, পরস্পরের দৃঢ়ালিঙ্গন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যেমন বিচ্ছেদ পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অঙ্গমোটনকালে চম্পক-কুসুম-ধনু সদৃশ শ্রীরাধাতনু, এবং নীল-কমল-ধনু সদৃশ শ্রীকৃষ্ণতনু, পরস্পরের বক্ষঃস্থল যুগলের নিবিড় আলিঙ্গন পাইয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥ কিঙ্করীগণ রাধাকৃষ্ণ জাগরিত হইয়াছেন নির্ণয় করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে নিঃশব্দে দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে মঞ্জীরভূষিত পদবিক্ষেপ করিতে করিতে

শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥২৬॥ শ্রীরাধিকা, কিঙ্করীগণের মঞ্জুমঞ্জীর রব শ্রবণ করিয়া, ত্বরায় শয্যা হইতে উত্থান করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াও, উত্থিত হইতে সমর্থা হইলেন না। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বাহুলতায় দৃঢ়বদ্ধ থাকা প্রযুক্ত, আপনাকে উন্মোচনের জন্য আত্যন্তিক প্রযত্ন করিলেও, বিফলপ্রযত্না হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের উপরি অতিমাত্র স্পন্দিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ যাদৃশ ভগবৎ প্রেমাস্পদত্ব নিবন্ধন অনুপম, ভাগবতার্থ-কোবিদ শুক, (শুকদেব) জগৎ প্রবোধে দক্ষ-পদ্যবৃন্দ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইরূপ দক্ষ ও বিচক্ষণ নামক শুকযুগল, জগৎপ্রভুর প্রবোধের (জাগরণের) নিমিত্ত পদ্যবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ দক্ষ নামক শুক কহিতেছেন,—হে! অশেষ-কন্দর্প-বিলাস-পাণ্ডিত্য-পারঙ্গত! হে! গোপীজনলোচনামৃত! হে! প্রাণপ্রিয়া-প্রেমতরঙ্গিণী-মত্ত-মাতঙ্গ! হে! নিজ-মাধুরী-বৃন্দাপ্যায়িত-সকল-লোক! হে ব্রজ-যুবরাজ! হে রস-সাগর! তুমি প্রিয়াধরাস্বাদ-সুখে নিমগ্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছ? তাহা অনুচিত নহে। কিন্তু তোমার রমণেচ্ছা সম্পাদনকরী বলিয়া, যে ক্ষণদা "উৎসবদায়িনী" স্বনামার্থ যথার্থই ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে বিরত হইতে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমার রমণেচ্ছা সঙ্কোচ করায়, সেই ক্ষণদা নিজ নামের (উৎসব-ছেদন-কারিণী) এই অর্থ গ্রহণ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ তাহার পরে বিচক্ষণ নামক শুক কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন;—"হে! প্রভো! নিদ্রাত্যাগ কর! নিবিড় আলিঙ্গন হইতে প্রেয়সীকে শিথিল কর। প্রভাত হইল, চাতুরী অনুসরণ কর, প্রচ্ছন্ন-কামত্ব অঙ্গীকার কর। নচেৎ

তোমার ব্যক্ত-কামত্ব প্রকাশ হইবে ॥ ৩১ ॥ হে! ব্রজানন্দ! হে! নন্দচিত্ত-দুগ্ধ-সিন্ধু-সুধাকর! হে! ব্রজেশ্বরী-পুণ্যলতা-প্রসূন! গৃহে গিয়া নিজ বন্ধুগণকে সুখী কর। তোমাতে অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ যদি ব্রজরাজ নন্দ এখানে দৈবযোগে আগমন করেন, তাহা হইলে কি হইবে? ॥ ৩২ ॥

পরে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসকেলি অবধি অবগত আছেন, সেই শুভা ও সূক্ষ্মাধী নাম্নী শারীযুগল শ্রীরাধিকাকে কহিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ শুভা শারী কহিতেছেন,—হে! বৃষভানুনন্দিনি! তুমি সৌভাগ্যভেরি-নিনাদ দ্বারা ত্রৈলোক্যের রমণীদিগকে চমৎকৃত করিতেছ; তোমার জয় হউক ॥ ৩৩ ॥ তুমি রতিবল্লভ-কৃষ্ণের বদন কমলের মধুপানে মত্ত হইয়া, নিদ্রা যাইতেছ? তাহা প্রভাত সময়ে উচিত নহে, এই কারণে তোমাকে জাগাইতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ আর বিলম্ব করিও না, নিদ্রাত্যাগ কর, নীতির অনুসরণ কর, আপনাকে আপনি লজ্জিত করিও না, গৃহে গমন কর। তোমাকে নীতি কে শিখাইতে পারে? তুমিই নিখিল রমণী-বৃন্দের নীতি শিক্ষার গুরু ॥ ৩৫ ॥

এই প্রকার শুক শারীর বচন শুনিয়া কেলি-বিলাসিযুগল, শয্যার উপরি উঠিয়া বসিলেন। সেই সময় উভয়ের এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল যে, তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন ত্রৈলোক্যের শোভা একত্র সঞ্চিত হইল। নূপুর ও কিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কারের মধুরধ্বনি হইতে লাগিল; এবং গাত্রযুগলের ছবির ছটা উচ্ছলিত হইল, ও স্খলিত অলক-শ্রেণীদ্বারা বেষ্টিত হইয়া বক্ষস্থলস্থ হার ও কর্ণের তাড়ঙ্ক,

ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায়, তাহার কান্তিদ্বারা উভয়ের বদন অত্যন্ত দীপিত হইল; এবং বিলাস ভরে বিগলিতবসন অন্বেষণ করিবার জন্য, সম্ভ্রমবশতঃ উভয়েই মুদ্রিত নয়নে শয্যার উপরি উপবেশন করিয়া ইতস্তত করকমল বিন্যাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ কিয়ৎক্ষণ পরে রসিক যুগল, ঢুলিতে ঢুলিতে পরস্পরের অঙ্গে অবলম্বন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ উভয়ের সম্মুখে উভয়ে উপবেশন করিয়া উভয়ের উভয় স্কন্ধে উভয় বাহু বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে অঙ্গভার অর্পণ করিলেন; এবং সেই সময় আলস্য ত্যাগ করিবার নিমিত্ত অঙ্গমোটন করায়, উভয়ের জৃম্ভাযুক্ত মুখ ঊর্দ্ধদিগ্‌গত হইল; তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, দুই বদনকমল যেন দুই বদনকমলের পরিক্রমা করিল; এবং জৃম্ভন-সময়ে প্রকাশিত দশন-কিরণ-রূপমাণিক্য-দীপদ্বারা উভয়ে উভয়কে নিরাজন করিলেন; এবং ঈষদ্বিকসিত দৃগন্ত লক্ষীরূপ রসনা দ্বারা পরস্পরের মাধুরী, আস্বাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ তদনন্তর ঘন ঘূর্ণাবিশতঃ শ্রীমুখযুগলের পরস্পর সংযোগ হওয়ায় "ক্ষণকাল নিদ্রাসুখ অনুভব করি" ইহা স্থির করিয়া বিলাস ভরে, যে শয্যা অনৃজু অর্থাৎ বিষম হইয়াছে, তাহাতে স্রস্তগাত্র হইয়া উভয়ে পতিত হইলেন; এবং তৎকালে ভূজলতায় পরস্পরকে বেষ্টন করায়, দুই জনেরই অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল ॥ ৪১ ॥ সেই সময়ে ভাবি-বিরহে ব্যাকুলা শয্যা, ও নিদ্রা, অতিক্লেশে অল্পমাত্র আলিঙ্গন লাভ করিয়া কোনরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণে ত্যাগ করিতে সমর্থা হইতেছে না। হায়! তথাপি অতি কঠোর হৃদয় পক্ষিগণ কলকল রব করিয়া

শয্যা ও নিদ্রাকে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত বিয়োগিনী করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১ ॥

—○:*:○—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে নিশান্ত লীলাস্বাদন-নাম প্রথমসর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

দ্বিতীয়সর্গঃ।

—০:*:০—

প্রাভাতিকলীলা।

যাঁহারা পরার্দ্ধকোটি প্রাণ দিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রমোদোত্থশোভার ছটার কণা ক্রয় করিয়া থাকেন, সেই ললিতাদি সখীগণের দৃষ্টি-রূপা সফরীগণ, জাল হইতে নিঃসৃত হইয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণের লাবণ্য বন্যায় বিহরণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ এবং বিশাখা ললিতাকে কহিলেন—সখি! যাঁহারা নিরংশুক (বসনহীন) হইয়াও অংশুক (কান্তি) পুঞ্জদ্বারা মঞ্জু, এবং বিহারী (হারহীন) হইয়াও অতিহারী, (অতি মনো-হর) সেই এই রাধাকৃষ্ণের অনঙ্গ চিহ্ন (নখ ক্ষতাদির) দ্বারা কেমন শোভা হইয়াছে, দেখ॥ ২ ॥ এবং ইঁহারা অনঙ্গদ (বাজুবন্ধ নামক অলঙ্কার হীন) হইয়াও অনঙ্গদ, (উভয়ে উভয়ের কামসুখপ্রদ) এবং ইঁহারা কেলিবশতঃ নিরঞ্জন (অঞ্জন রহিত নয়ন) হইয়াও নিরঞ্জন (অর্থাৎ পরস্পরের অতিশয় রঞ্জক), ইঁহাদের অধরের রাগ লুপ্ত হওয়ায়, ও শয্যাস্রস্ত হওয়ায়, রজনী সম্বন্ধীয় অগাধ রত সূচিত হইতেছে ॥ ৩ ॥ অনন্তর হাঁসিতে হাঁসিতে ললিতা কহিলেন—হে সখি! গত রজনীতে এই রসিকযুগল, পরস্পরের চূড়া ও বেণীগ্রহণ করিয়া তুমুল অনঙ্গ-রণে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ইহাদেয় চূড়া ও বেণীর বন্ধন শিথিল হই-য়াছে, এবং অধরে দশনাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে: এবং উভয়ের বক্ষঃস্থল, নখরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; সুতরাং ইঁহাদিগের দুই জনকে দেখিয়া আমি নির্ণয় করিতে পারিলাম না, যে অদ্য কে

রণজয়ী হইয়াছেন; অতএব তোমরা ভালরূপে দেখিয়া অবধারণ কর, শ্যামসুন্দরের বা আমাদের শ্রীরাধার জয় হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তদনন্তর রজনীযোগে প্রেমময়ী শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-যুগল পরমাদর সহকারে নিজ কুচযুগে ধারণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত চরণতল যুগলে কুচকুঙ্কুম লাগিয়া অরুণ হইয়াছে। এবং প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার যাবক রঞ্জিত চরণযুগল আদর করিয়া উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাহাও অরু-ণিত হইয়াছে, দেখিয়া বিশাখা কহিলেন,—হে সখি! আমা-দের শ্রীরাধা অদ্য কুচকুঙ্কুম লেপনছলে, হৃদয়ের অনুরাগ শ্রীকৃষ্ণপাদপঙ্কজে নিহিত করিয়াছে; এবং শ্রীকৃষ্ণও যাবক চিহ্ন ধারণের ছলে আমাদের শ্রীরাধিকার চরণের অনুরাগ মস্তকে বহন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

এইরূপে আলীগণ অলক্ষিত হইয়া ধীরে ধীরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণে বর্ণন করিতে লাগিলেন, এবং নিজ নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দ মহোদধি মধ্যে নিমগ্ন হই-লেন ॥ ৬ ॥ তৎকালে অনুরাগিনী ললিতাদি সখী বৃন্দের আস্বাদন দ্বারা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপমঞ্জরী (সৌন্দর্য্য স্বরূপ মঞ্জরী) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই রূপমঞ্জরী তৎকালীন সেবাপটীয়সী হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বসন ভূষণ ব্যতীত তৎকালোৎপন্ন শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক, আলীগণ পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভানুমতী প্রভৃতি সখীগণের সম্মতি পাইয়া রূপমঞ্জরী নাম্নী শ্রীরাধাকৃষ্ণের তৎকালীন পরিচর্য্যায় পটীয়সী, প্রিয়তমকিঙ্করী প্রফুল্লা হইয়া দেখিলেন—তাম্বুল অলক্তক, অঞ্জনদ্রব শ্রম জল, যাবক, অঞ্জন,

এবং কুঙ্কুম দ্রব, ও ত্রুটিত ভুষণ ইতস্তত ব্যস্ত হওয়ায়, সেই যুবদ্বয়ের ও তাহাদের শয্যার পরম রমণীয় শোভা হইয়াছে। শ্রীরূপমঞ্জরীর আদেশে কোন কিঙ্করী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ জাগিয়া হেলনা দিয়া উপবেশন করিবেন বলিয়া, পৃষ্ঠোপধান (তাকিয়া) শয্যার উপরি রাখিলেন। আর এক জন কিঙ্করী, বসন-হীন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের তনুযুগল, মৃদুল বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। আর একজন কিঙ্করী উভয়ের নিদ্রাবেশ দেখিয়া, অতি মৃদু ও সরস পীযূষ-বটীনামক নিদ্রানাশের ঔষধ উভয়ের মুখে দিয়া ঘূর্ণা দূর করিলে, উভয়ে নয়নযুগল উন্মীলন করিলেন ॥ ৭-৯ ॥ তাহার পরে বদনচন্দ্রযুগল, চঞ্চল-অলকরূপ-মধুকর-সেবিত-নয়ন কমলের দ্বারা, পরস্পর যখন পরস্পরের পূজা করিল, তখন তাহা দেখি-য়াই কন্দর্প প্রবুদ্ধ হইয়া ধনু সজ্য করিয়াছিল, (অর্থাৎ নিদ্রান্তে উভয়ের বদন দেখিয়া উভয়ের মদনাবেশ হইল) ॥ ১০ ॥ তদনন্তর নিজ শাসন অতিক্রম করার নিমিত্ত মদন ক্রুদ্ধ হইয়া, নিজ বিক্রম প্রকাশে বিধুযুগলে কম্পিত করিয়া সংযোজিত করিল; এবং শাণিত একবাণে উভয় বিধুকে বিদ্ধ করিয়া কীলিত করিল; তন্নিমিত্ত উভয় বিধু হইতে অমৃত স্যন্দিত হইতে লাগিল; পরে তিরশ্চীন ধ্বান্তোগ্র-পাশ দ্বারা কিয়ৎ-কাল বাঁধিয়া রাখিল, অর্থাৎ স্মরাবেশে সকম্প বদনযুগল সংযুক্ত হইয়া স্খলিত কেশ দ্বারা ক্ষণকাল আচ্ছাদিত হইয়া-ছিল ॥ ১১ ॥ যে লজ্জা দেবী কেলিগৃহের বাহিরে নিদ্রিত ছিলেন, তিনি সখীদিগের কঙ্কণ কিঙ্কিণীরবে জাগরিত হইয়া, শ্রীরাধিকার হৃদয় মন্দিরে গমন করিয়া, অতি কষ্টে রাধা-কৃষ্ণের বন্ধন মুক্ত করিলেন; অর্থাৎ কঙ্কণাদি শব্দ দ্বারা সখি-

দিগের আগমন অবগত হইয়া, যে লজ্জা হইয়াছিল, তাহা-দ্বারাই উভয়ের কন্দর্পাবেশ ত্যাগ হইল॥ ১২॥ কুন্তলের সহিত যে হার নাসালঙ্কার (বেশর) ও কর্ণের তাড়ঙ্কযুগ, বেষ্টিত হইয়াছিল; তাহা স্বহস্তে উন্মোচন করিবার জন্য যখন শ্রীরাধিকা ব্যাকুলা হইলেন, তাহা দেখিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে কোন কিঙ্করী কহিলেন—হে রসিকযুগল! তোমরা দুই জন পরস্পরে অনুরাগী,ও পরস্পরের প্রিয় হইয়া.পরস্পরকে বাঁধিয়া অতনু সংপ্রহারী হইয়াছিলে। তাহা দেখিয়া তোমাদের হার, কুণ্ডল, নাসাভরণ, ও চূর্ণ কুন্তল, একাত্মা হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে বাঁধিয়া বিরোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে॥১৪॥ তাহা শ্রবণ করিয়া, সুমুখী রাধা ঈর্ষাভরে কহিলেন—"হে কিঙ্করীগণ! আমি তোমাদিগকে জানি, এখন নিরবে থাক।" ইহা শুনিয়াও শ্রীরাধিকার নিকটে সেই কিঙ্করী, হাঁসিতে হাঁসিতে গিয়া, হারাদির গ্রন্থি বিমোচন করিতে লাগিলেন॥১৫॥ আর এক কিঙ্করী অতিমৃদু বহুমূল্যের বসন প্রসূনাম্বু (গোলাপ জলে) ঈষন্মাত্র ভিজাইয়া, তাহাদ্বারা রসিকযুগলের রসময়-সমরে উভয়ের নয়নের অঞ্জন, উভয়ের অধরে লাগিয়াছিল এবং উভয়ের অধরের রাগ উভয়ের নয়নে লাগিয়াছিল, এবং শ্রীরাধার চরণ যাবক, শ্রীকৃষ্ণের উত্তমাঙ্গে লাগিয়াছিল, তাহা মার্জ্জন করিয়া এরূপ উজ্জ্বল করিলেন, যে তাহাতে উভয়ের বদন দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। আর এক কিঙ্করী উভয়ের বদন কমলে তাম্বুল বীটি নিধান করিলেন। আর একজন কিঙ্করী মণিদীপাবলী দ্বারা, উভয়ের মঙ্গলারত্রিক,প্রীতিপূর্ব্বক এইরূপ পটুতার সহিত করিলেন; তাহাতে বোধ হইল যেন

কোটী প্রাণ দিয়া নির্ম্মঞ্চন করিলেন ॥১৭॥ অন্য কিঙ্করী উভয়ে আদর্শ দেখাইলেন। অপরা কিঙ্করী অঙ্গভূষণ আনয়ন করিলেন। অন্য একজন কিঙ্করী ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে করিতে উভয়ের ঘর্ম্ম-বিন্দু-সকল অপসারিত করিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা দর্পণে নিজ মুখ দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ দশন চিহ্ন অবলোকন করিয়া "অদ্য মধুসূদন আমার বদন কমলের নিখিল মকরন্দ পান করিয়া দংশন করিয়াছে" ইহা মনে মনে কহিয়া পরমানন্দ ভরে, সম্মুখ হইতে দর্পণ দূরীভূত করিতে পারিলেন না। এবং তাদৃশ নিজবদন যতই দেখেন, ততই মধুর বোধ হওয়ায় মুহুর্মুহু নিজ বদন কমলস্থ হরি-দশন-চিহ্নের পরম রমণীয়-শোভা হাঁসিতে হাঁসিতে দেখিতে লাগিলেন, ও মনে মনে কহিতে লাগিলেন; "অদ্য আমার ত্রিজগদ্বিলক্ষণ রূপামৃত, এবং অসীম মাধুর্য্যময় এই যৌবন, প্রিয়তম পরমাদরের সহিত উপভোগ করিয়াছেন বলিয়া, সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ শ্রীরাধা এই প্রকার ভাবনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ, নয়নদ্বারা তাঁহার অখিল মাধুরী, পান করিতে লাগিলেন; তাহাতে শ্রীরাধা, অন্তরে অসীম আনন্দ অনুভব করায় শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম, তাঁহার কটাক্ষ লক্ষ্মীর বিহার স্থান হইয়াছিল; পরে মুহুর্মুহু কটাক্ষ দ্বারা শ্রীরাধা, কৃষ্ণ-মাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে মদভরে স্বাধীনকান্তা হইয়া কহিলেন—ভো ভোঃ বিলাসিন্! অদ্য বিলাসভরে তুমি আমার বেষ ভূষা বিস্রস্ত করিয়াছ? আমার সখীদিগের আসিবার পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপে বেষ ভূষা করিতে কেন উদাসীন ভাবে রহিলে? হে নির্লজ্জরাজ!

এই অবস্থা সখীদিগকে দেখাইয়া আমায় লজ্জা-সাগরে নিক্ষেপ করিতে কি অভিলাষ করিয়াছ? তুমি সুচাতুরী প্রকাশ করিয়া আমাকে সাজাইয়া, অভীষ্ট দেবতা—অনঙ্গের নিকট যে অপরাধ করিয়াছ, তাহা ক্ষমাপণ দ্বারা, তাঁহাকে প্রসন্ন কর; অর্থাৎ সাধকেরা ইষ্ট দেবতাকে সেবাসময়ে বহির্নিষ্কাসিত করিয়া সেবা করেন, এবং সেবা সমাপ্তি হইলে, সমস্ত সেবার চিহ্নাদি দূর করিয়া পুনরায় গৃহমধ্যে স্থাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু সেবা সমাপ্তির পরে দেবতাকে বাহিরে রাখিলে, ও সেবার চিহ্নাদি দূর না করিলে, দেবতার নিকট সাধকদিগের অপরাধী হইতে হয়; তোমার তাহাই হইয়াছে, যেহেতু তুমি তোমার ও আমার মনোমন্দিরবর্ত্তী অভীষ্ট-দেবতা-অনঙ্গে নিষ্কাসন পূর্ব্বক সেবা করিয়া বাহিরেই রাখিয়াছ, এবং সেবার চিহ্ন নখক্ষতাদিও দূর কর নাই; এ কারণ কুঙ্কুম-মৃগমদাদি লেপনে, নখক্ষতাদির চিহ্ন দূর করিয়া অনঙ্গ দেবতাকে মনোমন্দিরে স্থাপন কর, সখীগণ আসিয়া আমাদের অঙ্গ দেখিয়া, কিছু যেন অনুমান না করিতে পারে? ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ রসিকমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"রাধে! তোমার অঙ্গপীঠে ইষ্টদেব-অনঙ্গ, প্রকট হইয়াছেন" ইহা সত্যই বলিতেছ; অতএব আমি বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, মালা ও চন্দন দিয়া অভীষ্টদেবতার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

অনন্তর ভানুমতী মঞ্জরী, করে কঙ্কতিকা (চিরণী) অর্পণ করিলে, কেশ কর্ষণে এবং কঙ্কতিকার আঘাতে, মস্তকে ব্যথা লাগিবে বলিয়া, নাগর-শেখর, ধীরে ধীরে শ্রীরাধার অত্যুজ্জ্বল

কেশ কলাপ আঁচড়াইয়া মালতীমালা দ্বারা বেণী রচনা করিলেন ॥ ২৬ ॥ পরে রাগলেখা মঞ্জরী-কর্ত্তৃক সংস্কৃত নবাঞ্জন দ্বারা শ্রীরাধার কমলসদৃশ নয়ন-যুগল রঞ্জিত করিলেন ॥২৭-২৮॥ পরে রুচিমঞ্জরী নাম্নী দাসীর কর হইতে রুচিমঞ্জরী (কান্তি-মঞ্জরী) যুক্ত-হার লইয়া শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলে, গর্ব্বিণী শ্রীরাধা সগর্ব্বে কহিলেন—অহে! বেষ-রচনা-নিপুণ! তুমি আমার স্তনযুগলের, যে চন্দন-কঞ্চুলী খণ্ডন করিয়াছ, তাহা না রচনা করিয়া হার অর্পণ করিলে কেন? হার অর্পণ করিলে চন্দন-কঞ্চুলী নির্ম্মিত হয় না; তাহা তুমি জান না, অতএব তুমি আমার বেষ রচনা করিতে পটু বলিয়া সখীসমাজে মিথ্যা গর্ব্ব করিয়া থাক মাত্র ॥২৯॥ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত অহঙ্কারের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"রাধে! আমি বিচিত্র চিত্র নির্ম্মাণ করিয়া, চিত্রকর্ম্মে অত্যন্ত গর্ব্ব-ধারিণী-বিশাখা-প্রভৃতি তোমার সখীসমূহে, বিস্মাপিত করিতেছি, দেখ?॥৩০॥ ইহা বলিয়াই শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী ও লীলামঞ্জরী প্রভৃতি সেবাপরা দাসীদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র, তাঁহারা চিত্র রচনার সামগ্রী করে ধারণ করিয়া "রহোলীলা দর্শনা-র্থিনী" হইয়া দাঁড়াইলে, তুলিকা দ্বারা শ্রীরাধার স্তনযুগল অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিয়াই, শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবাণের পঞ্চবাণে লক্ষীভুত হইলেন; অর্থাৎ এক সময়ে সম্মোহন স্তম্ভন শোষণ প্রভৃতি কামবাণে আহত হইলেন ॥ ৩১ ॥ শ্যাম নাগরের মুহু-র্মুহু পানি কম্পিত হওয়ায়, চিত্রের রেখা বক্র হইতে লাগিল; স্তনযুগল-স্থিত সেই বক্ররেখা স্ব বক্ষঃস্থল দ্বারা বারে বারে বিলোপ করিতে অর্থাৎ মুছিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, কিঙ্করীগণ,

মনে করিতে লাগিলেন,—"স্তনলগ্ন বক্র রেখা বক্ষঃস্থল দিয়া বিলোপের ছলে, বিদগ্ধমুকুটমণি শ্যামসুন্দর, শ্রীরাধার ধৈর্য্য ইন্ধন দগ্ধ করিবার জন্যই বুঝি কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে-ছেন" ॥ ৩১ ॥ তাহার পরে কাম, শ্রীকৃষ্ণকৃত বেশ বিন্যাস ভাল হইল না, বলিয়া স্বীয় মহাপ্রভাব দ্বারা তাহা অনিয়ত স্থলে রাখিল, পরে কতকগুলি পরিত্যাগ করিল; এবং কতক-গুলি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহাদ্বারা উভয়কে বিভূষিত করিল; অর্থাৎ বিগতধৈর্য্য রাধাকৃষ্ণের প্রয়োগ লীলার পরে, শ্রীরাধার যে অলঙ্কার ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, তাহা উভয়ের অঙ্গে সংলগ্ন হওয়ায় তাহাদ্বারাঃ উভয়ের পরমানিবর্চ্চনীয় শোভা হইয়া-ছিল ॥ ৩২ ॥ যাঁহারা উভয়ের মদনাবেশ দেখিয়া তৎকালে কেলিমন্দির হইতে নিঃসৃত হইয়া বাহিরে আসিয়া জাল রন্ধ্রে নয়ন দিয়া বিদ্যমান ছিলেন, সেই দাসীগণ, এবং সখীগণ, অভিলাষ করিতে লাগিলেন,—যে "আমাদের নয়নের এই মূর্ত্তিমতী কৃতার্থতা চির দিন রহুক"। তাহার পরে প্রভাতকাল আগত হইল দেখিয়া "অহো নির্দ্দয়বিধে! এই সময় প্রভাত-কাল আনিয়া আমাদের পরম সুখ ধ্বংস করিলি? তোরে ধিক্" ইহা বলিয়া বিধিকে তিরস্কার করিতে করিতে নিরুপায় কাতরা সখীগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হইলেন ॥ ৩৩ ॥ একতঃ সখী-দিগের গবাক্ষলগ্না চঞ্চল দৃষ্টি, শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিলাস বিলোকন করিয়া আনন্দ লাভ করিতে লাগিল; অন্যতঃ পূর্ব্ব-দিগ্ ভাগে পতিত হইয়া, ম্লান হইতে লাগিল; পুনরায় সেই দৃষ্টি হার মধ্য গত হইয়া সাধক ভক্ত সংহতির হৃদয়ে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অর্থাৎ তাদৃশ তৎকালিকী সখীদিগের

দৃষ্টি, সাধক ভক্তগণ চিন্তা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ অসীম সৌহার্দ্দশালিনী সখীগণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি অবসান, অবগত হইয়া কেলিমন্দিরে প্রবেশ করিবা মাত্র; শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া, শয্যা হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক, ভ্রুকুঞ্চনের দ্বারা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি কিঙ্করীগণকে নিজপক্ষপাতিনী করিয়া, আসনে উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সংলাপ পীযূষ পিপাসায়, তৎক্ষণাৎ কপট নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ শ্রীরাধিকা কহিলেন— হে সখিগণ! তোমরা ধন্যতমা, অদ্য আমার সহিত ভালরূপে সখ্য ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়াছ? ভাগ্যক্রমে আমাকে পুনর্দ্দর্শন দান পাত্রী করিয়া এক্ষণে কিনিবার জন্য উদিত হইলে? ॥ ৩৭ ॥ হে উদ্ধতা! সখীগণ! আমি কুলাঙ্গনা, আমাকে ছল করিয়া গৃহ হইতে নিঃসারিত করিয়া বনে আনিলে? পরে যাহার সতীব্রত ধ্বংস করাই স্বভাব, হায়! সেই পুরুষের হস্তে বলপূর্ব্বক আমায় সমর্পণ করিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলে? ॥ ৩৮ ॥ আমাকে অদ্য, পুরাতনী পুণ্যততি রক্ষা করিয়াছে; যাহার প্রভাবে ইহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া, সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়াও আমার সতীত্ব-ধ্বংস হয় নাই, সুতরাং পুণ্যততিই আমার গতি ॥ ৩৯ ॥ হে সখিগণ! আমি অদ্য যাহার পার্শ্বে রজনী অতিবাহিত করিলাম, সে সহস্র সহস্র গোপীদিগের সহিত কাম-ক্রীড়ায় বহুযামিনী জাগিয়া যাপন করিয়াছে, একারণ অদ্য রজনীতে সুপ্তিদেবী (নিদ্রা) আসিয়া ইহার নয়নযুগলে বাস করিয়া, আমার অতুল উপকার করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, নিদ্রায় অচৈতন্য থাকায়

আমার সতীত্ব বিনষ্ট হয় নাই ॥ ৪০ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন—সখি ! রাধে ! তোমার বিখ্যাত সতীত্ব কে না জানে ? এবং ইহার ব্রহ্মচর্য্যই বা কে না জানে ? এমন কি ! শ্রুতিগণ পর্য্যন্ত যাহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া গান করিতেছে, তাহার সহিত তোমার নির্দুষণ সাধুসঙ্গ অদ্য সখীদিগের নয়নের রঙ্গই বিধান করিতেছে ॥ ৪১ ॥ সখি ! রাধে ! এই অভিনব ব্রহ্মচারী, স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত রক্ষার নিমিত্ত, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বিধায়, নিদ্রাকেও স্পর্শ করেন না। সুতরাং ইনি তোমার অনঙ্গ-সঙ্গী, * ইহা সত্য সত্যই আমরা বুঝিয়াছি ॥ ৪২ ॥ এই কথা শুনিয়া বিশাখা কহিলেন সখি ! ললিতে ! আমি সকল অবগত আছি, ইহাদের দুই জনের ধর্ম্ম অর্থাৎ রাধার সতীত্ব ধর্ম্ম, ও কৃষ্ণের ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম, শর্ম্ম বিশেষ লাভ করিবার জন্য, প্রয়াগে কাম্যকূপে তনুত্যাগ করিয়াছে। (শ্লেষার্থ) অতনুপ্রয়াগে (কন্দর্পের প্রকৃষ্টযাগে, লয় প্রাপ্ত হইয়াছে)।

চিত্রা কহিলেন সখি ! সে শর্ম্ম কি ? তাহা বল, ইহা শুনিয়া বিশাখা কহিলেন, শ্রীরাধার সতীত্ব ধর্ম্ম, ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম, প্রয়াগে লয় প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পুষ্ট হইয়া ইহাদের দুই জনকে সম্প্রতি সম্প্রযোগী অর্থাৎ (সম্যক্ প্রকৃষ্ট যোগযুক্ত) করিয়াছে, যেহেতু ধর্ম্মই পরিপাক দশায় শুদ্ধচিত্তদিগকে যোগ সাধন করাইয়া থাকে। (শ্লেষার্থ) সম্প্রযোগী অর্থাৎ গ্রাম্য ধর্ম্মযুক্ত, করিয়াছে, হায় ! ইহাদের সতীত্ব ও ব্রহ্মচর্য্যের কি এই ফল পরিণত হইল ? ॥ ৪৩ ॥ শ্রীরাধা,

* অনঙ্গসঙ্গী—অঙ্গসঙ্গ রহিত এবং মদনসঙ্গী।

"বৈরাগ্য ধুরাধরা" অর্থাৎ (বৈরাগ্যের ভার-বাহিনী) এবং "নৈগুর্ণ্য মুক্তাময় হারিণী" অর্থাৎ নৈগুর্ণ্য হেতু মুক্তা এবং অন্যের সংসার-দুঃখ-হারিণী, এবং "নিরঞ্জনোদার-দৃক্" অর্থাৎ নিরুপাধি উদার জ্ঞান-শালিনী, অতএব অচ্যুতযোগ সিদ্ধা অর্থাৎ চ্যুতিরহিত যোগসিদ্ধি-বিশিষ্টা হইয়াছে। (শ্লেষার্থ) শ্রীরাধা তাম্বুলরাগহীন অধর, ও ছিন্ন মুক্তাহার, ও অঞ্জন রহিত নয়ন ধারণ করায় অচ্যুতের—শ্রীকৃষ্ণের সহিত যোগে অর্থাৎ সম্প্রযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ইহা আমরা সত্য জানিলাম ॥ ৪৪ ॥ এবং সম্প্রতি কৃষ্ণ ও পূর্ণ আত্মভূ তত্ত্বানুভব নিমিত্ত স্বাধীন মায়া, অর্থাৎ বিদ্যাসক্তিদ্বারা যোগনিদ্রা—(সমাধিরূপ নিদ্রা) আশ্রয় করিয়াছেন, এবং গুণাতীত অতিমুক্তগণ যাঁহার মোক্ষ সম্পত্তির পূজা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণও অতি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শয্যারূপ মহাযোগাসনে বিরাজিত রহিয়াছেন। (শ্লেষার্থ) শ্রীকৃষ্ণ অনঙ্গসুখ পূর্ণভাবে অনুভব করিবার নিমিত্ত, নিজাধীন কপট নিদ্রা যাইতেছেন; এবং সংমর্দ্দবশতঃ ছিন্ন-অতিমুক্ত (মাধবী) মালা ধারণে, শোভিত হইয়া, অতি সিদ্ধিলাভ করিয়া, শয্যার উপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ হে সখি! রাধাকৃষ্ণ উভয়েই সিদ্ধিলাভ করিলেও, শ্রীরাধার সিদ্ধি অধিকতরা। হে সখি! শ্রীরাধার হৃদয়াম্বরমধ্যে স্বানন্দানুভূতিরূপ (চিত্রেন্দুলেখা)-প্রবর শশিলেখা দীপ্তি পাইতেছে, তন্নিমিত্ত পুনর্ভবক্ষত অর্থাৎ পুনর্জন্মনাশ, এবং মনোভবোত্তাপ শান্তি অর্থাৎ মনের সন্তাপ শান্তি হইয়াছে, তাহা অনুভব কর। (শ্লেষার্থ) শ্রীরাধার হৃদয়াম্বরান্তরে অর্থাৎ বক্ষঃস্থিত বস্ত্রমধ্যে যাহা হইতে আনন্দোপলব্ধি

হইয়া থাকে, সেই চিত্রেন্দুলেখা—চন্দ্রকলাবৎ চিহ্ন বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা পুনর্ভবক্ষত—অর্থাৎ নখ-ক্ষত, এবং ইহাদ্বারা মনোভবোত্তাপ-শান্তি অর্থাৎ মদন জ্বালা-নিবৃত্তি হইয়াছে, ইহা তোমরাও বুঝিতে পারিতেছ না কি ? ॥৪৭॥ এই আলাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কলেবর, রোমাঞ্চিত হইল, ও স্বেদজল বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং স্বয়ং হাস্য সম্বরণের নিমিত্ত যতই চাতুরী প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল; অর্থাৎ কপট নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া হাঁসিয়া আকুল হইলেন। এবং হাঁসিতে হাঁসিতে শয্যা হইতে উঠিয়া অতি সম্ভ্রমের সহিত সখীদিগকে নিজ বক্ষঃস্থল দেখাইতে দেখাইতে, কহিলেন—হে সখিগণ আমার হৃদয়েও চিত্রেন্দুলেখা রহিয়াছে, দেখ ; ইহা বলিয়া সখীদিগকে শ্রীরাধাকৃত-নখক্ষত দেখাইলেন ॥ ৪৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিদূষকবৎ ভঙ্গী করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে, সখীদিগকে নিজ বক্ষঃস্থল দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলে, সখীগণ, হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; শ্রীরাধিকাও হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া, বসনাঞ্চল দিয়া শ্রীমুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক অবনত মুখী হইলেন। পরে ভ্রূভঙ্গী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে বিলোকন করিয়া, স্বকর কমল দ্বারা, কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলস্থ স্বকৃত নখচিহ্ন আচ্ছাদন করিয়া মৃদু মৃদু হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন—হে! নাগর! যদি তোমার এই বক্ষঃস্থলে "চিত্রেন্দুলেখা" রহিয়াছে তবে কেন ললিতা বিশাখা পরমযোগ্যা হইয়া স্থান পাইল না ? তাহারা স্থান পাইলে তোমার নখাঙ্ক গ্রহণ করিয়া তাহার ত্রিগুণ তোমাকে প্রদান করিবে ॥৪৯॥৫০॥৫১॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই প্রকার রসালাপ শ্রবণ করিয়া সখীগণ,

শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন, হে রসিক-সার্ব্বভৌম! আমরা এখনই শ্রীরাধার মুখে শুনিলাম,—তুমি অখিল নিশা নিদ্রাভরে অচৈতন্য হইয়া অতিবাহিত করিয়াছ, তোমার বক্ষঃস্থল কোন রমণী নখরেরদ্বারা বিচিত্রিত করিয়াছে? যদি বল "ইহা শ্রীরাধার কার্য্য, তাহা কোনরূপেই সম্ভব হয় না, কারণ সাধ্বীকুল চক্রবর্ত্তিণী, আমাদের শ্রীরাধা, তোমার পার্শ্বে এক শয্যায় নিশি অতিবাহিত করিলেও, ইহাকে নিজপুণ্য রক্ষা করিয়াছে; ইঁহারদ্বারা কখনই পর পুরুষের বক্ষঃ নখরাঙ্কিত হইতে পারে না" ॥ ৫২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "হে সখিগণ! সত্য সত্যই পরম-সাধ্বী শ্রীরাধার প্রচুরতর পুণ্য বল আছে; যেহেতু ইনি বালা ও অবলা হইয়াও অতনু-সংপ্রহারে * আমায় রজনীযোগে পরাজয় করিয়া অত্যন্ত অহঙ্কার-বশতঃ, অভ্যন্তরস্থিত মন প্রাণ বাহির করিয়া লইবার জন্য, নখরাস্ত্র-দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল খনন করিয়াছেন, দেখ" ॥৫৩॥ "হে নাগর! শ্রীরাধা কেমন করিয়া তোমার বক্ষঃস্থল নখরাস্ত্রের দ্বারা খনন করিয়াছে"? এই কথা সখীগণে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, দন্তদ্বারা তাঁহাদের অধর, এবং নখদ্বারা তাহাদের পয়োধর খণ্ডন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"তোমাদের সখী রাধা, এইরূপে আমার অধর-খণ্ডন, ও বক্ষঃস্থলে নখাঘাত করিয়াছে" ॥ ৫৪ ॥

এই প্রকারে প্রাতঃকালে পরিফুল্ল পদ্মিনী†গণের মুখমকরন্দ পানে মত্ত, মধুসূদনে ‡ অবলোকন করিয়া, বৃন্দাদেবী

* অতনু সংপ্রহার—মহাযুদ্ধ এবং কামযুদ্ধ।

† পদ্মিনী—কমলিনী এবং গোপীগণ।

‡ মধুসূদন—ভ্রমর এবং কৃষ্ণ।

আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, এবং প্রভাতকাল দেখিয়া কম্পিতা হইয়া ভয়-সাগরেও মগ্ন হইয়াছিলেন। পূর্ণশশধর-বদনা শ্রীরাধা প্রভৃতি কান্তাগণ, উদিত রহিয়াছেন, এবং চন্দ্রিকাযুক্ত চন্দ্রসহিত রজনী চলিয়া গেল, দেখিয়া রাধাকৃষ্ণের বিলাস ভঙ্গ হইল কি না? এ বিষয়ে সন্দিহানা হইয়া বৃন্দা-দেবী কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বিলাস-ভঙ্গের হেতু সচন্দ্রা রজনী প্রয়ান, এবং বিলাসের হেতু পূর্ণশশধর বদনা শ্রীগোপিকাদিগের উদয় দর্শনই, বৃন্দার সন্দেহের হেতু হইয়াছিল। বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—যে পরিমাণে তমঃ (অজ্ঞান) ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে প্রকাশ (জ্ঞান) হয়, এবং প্রকাশানুসারে হৃদ্রোগ (দুর্ব্বাসনা) নষ্ট হয়, কিন্তু বৃন্দার পক্ষে ইহার বিপরীত হইল; অর্থাৎ যে পরিমাণে তমোক্ষয় (অন্ধকার) হইয়া প্রকাশ (আলোক) হইতে লাগিল; সেই পরিমাণে বৃন্দা হৃদ্রোগ—(কুঞ্জ হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৃহে গমন করিলে তাঁহাদের ভাবি অদর্শন জন্য, দারুণ হৃদয়ে ব্যথা) পাইতে লাগিলেন। শ্রীবৃন্দাদেবীর শ্রুতি বিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইবারই কথা, যেহেতু ব্রজের রীতি, শ্রুতিগণও অবগত নহে॥ ৫৭॥ পরে বৃন্দাদেবী শ্রীরাধামাধবের কেলি-বিলাস শান্তি করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া কক্‌খটী নাম্নী বৃদ্ধ-মর্কটীকে একটী অতি ভীষণ, কক্‌খট বাক্য বলিবার জন্য বল-পূর্ব্বক আদেশ করিলে—কক্‌খটী বলিতে লাগিল—হে কৃষ্ণ! তুমি এই সতীদিগকে কলঙ্ক-পঙ্কিলা করিতেছ, প্রাতঃকালেও পরিত্যাগ করিতেছ না, আজ তাহার ফল ব্রজ হইতে জটিলা আসিয়া প্রদান করিতেছে॥ ৫৯॥ "জটিলা" এই তিনটী বর্ণ

শুনিবা মাত্র শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজরামাগণ, বিবর্ণা হইলেন, এবং তাঁহাদের দারুণ শঙ্কা উদ্ভূত হইয়া সেই বিলাস-রত্নাকর অগস্ত্যবৎ চুলুকীকৃত করিল ॥ ৬০ ॥

পরে সকলে "হে সখিগণ! আমরা কি করিব, কিরূপে নিভৃতে নিকেতনে গমন করিব, ইহাই সভয়চিত্তে আলাপন করিতে করিতে, কুঞ্জালয় হইতে স্খলিত হইতে হইতে অঙ্গনে আগমন করিলেন ॥ ৬১ ॥ অঙ্গনে আসিয়া শ্রীরাধিকা সখেদে কহিতে লাগিলেন, অল্পতর সুখদা রজনী চলিয়া গেল, হায়! অতিশয় দুঃখপ্রদা জটিলারূপা, কালরাত্রি উপস্থিত হইয়া আমাদের ফলবতী আশালতা কবলিত করিল ॥ ৬২ ॥ কতকগুলি দাসী ও সখী পুনরায় অঙ্গন হইতে কেলিগৃহে প্রবেশ করিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণের ছিন্ন মালা, অঙ্গোত্তীর্ণ চন্দন, ও ফেলামৃত, এবং মণ্ডনাদি পরস্পর পরমানন্দে আদান প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণের শঙ্কা-নিমিত্ত অঙ্গসঙ্গত্যাগ করিবার ইচ্ছা, এবং ঔৎসুক্য নিমিত্ত অঙ্গসঙ্গ-গ্রহণ করিবার ইচ্ছায়, পরস্পরে তুমুল রণ হইয়া যখন প্রথমা অর্থাৎ (অঙ্গসঙ্গত্যাগ করিবার জন্য ইচ্ছা) অল্পমাত্র পরাভূতা হইল, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের বাহু, শ্রীরাধাস্কন্ধ গত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল; "শ্রীরাধার স্কন্ধে বামবাহু অর্পণ করিয়া বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণে—অবলোকন করিয়া বিদ্যুল্লতায় জড়িত মেঘের তরু ক্ষিতিতলে চলিতেছে, ভাবিয়া পরম-হর্ষে ময়ূরগণ শ্রীরাধিকা-মাধবের সম্মুখে পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে কেকারব করিতে লাগিল। সেই ময়ূর গণের শব্দে, সখী ও দাসীগণেরও নয়নের ভ্রম হইয়াছিল;

অর্থাৎ তাঁহারাও তৎকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণে বিদ্যুল্লতালিঙ্গিত জঙ্গম মেঘতরু বলিয়া ভ্রান্তা হইয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥ পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের স্কন্ধে বাহু সমর্পণ করিয়া ব্রজে চলি-লেন। তৎকালে শ্রীরাধিকা তৃষ্ণাতুর এক নয়ন শ্রীকৃষ্ণবদনে শ্রীকৃষ্ণও অতিতৃষ্ণাতুর এক নয়ন শ্রীরাধাবদনে সমর্পণ করিয়া এবং আর এক এক নয়ন "কেহবা আমাদিগকে দেখে" ইহা ভাবিয়া সভয়ে সকল দিগ্বিভাগে মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিতে করিতে পদ-বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

দ্বিজরাজরূপ নৃপতির অভাবে অরুণরূপ দস্যুদ্বারা প্রপী-ড়িত হইয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীদিগের পরম সুহৃৎ অন্ধকার পলায়ন করিলে, তাঁহারা দূরস্থিত স্থাণু (শাখা পল্লব-হীন তরু) বিলোকন করিয়া জটিলা বোধে আকুলা হইয়া-ছিলেন; এমন কি তাঁহারা তৎকালে অত্যন্ত প্রবল শঙ্কা বশতঃ, জগৎ জটিলাময় মানিয়াছিলেন। অর্থাৎ সশঙ্কনেত্রে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই যেন জটিলাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের বাহু-দ্বারা আশ্লিষ্ট থাকিলেও, জটিলাদি-বিরোধি-জনের আগমন-শঙ্কায় তৎকালে মদন শরাহত হন নাই, তাহার কারণ—সক-লেই অবগত আছেন, যে "কন্দর্পের রাজ্যে পদ্মবন্ধুর উদয়ে পদ্মিনীসংহতি প্রফুল্ল হইয়া থাকে", কিন্তু তৎকালে পদ্মবন্ধু উদয় হইয়াই, পদ্মিনীগণে (শ্রীরাধা প্রভৃতি পদ্মিণী রমণীগণে) পীড়া দিতে আরম্ভ করায় রাষ্ট্রবিপ্লব চিন্তায় সংমগ্ন হইয়া মদন, শর সন্ধান করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। নচেৎ এ অবস্থায় মদনের শরে দুই জনেরই লক্ষীভূত হইবার নিতান্ত সম্ভব

ছিল ॥ ৬৮ ॥ যাহার নিকুঞ্জ সীমায় অধিকার, সেই ঔৎসুক্য সেনানীর অনুকূলতায় শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের ভুজাশ্লেষরূপ নিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরে ব্রজসীমায় আসিবামাত্র তথাকার অধিকারিণী বলবতী শঙ্কা ঔৎসুক্য সেনানীকে পরাজয়পূর্ব্বক সুনয়না শ্রীরাধার স্কন্ধদেশ হইতে বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ভুজাশ্লেষ নিধি বিদূরিত করিল (অর্থাৎ ব্রজসীমায় আগমন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্কাবশতঃ শ্রীরাধাস্কন্ধদেশ হইতে স্বীয় বাহু আকর্ষণ করিয়া পৃথক হইলেন) ॥ ৬৯ ॥ পুনরায় সেই বলবতী শঙ্কা শ্রীরাধা-কৃষ্ণে তর্জ্জন করিয়া এক পথে যাইতেও নিষেধ করিল। সেই সময় উভয়ে সকাতর নেত্রে পরস্পরের প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সেই দৃষ্টি সম্মুখস্থিত প্রাণসখীদিগকে কাঁদাইয়া আকুল করিয়াছিল ॥ ৭০ ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ, পৃথক পথে যাইবার জন্য পদ নিক্ষেপ করিলে, ভাবি-বিরহ-নিমিত্ত অত্যন্ত খেদে উভয়ের বদন-বিধু-যুগল কান্তিহীন হইয়াছিল। (শ্লেষার্থ) নক্ষত্রবৎ অত্যল্প বিয়োগ প্রভাদ্বারা উভয়ের বিধুসদৃশ বদনযুগল হতপ্রভ হইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য !!! যেহেতু কেহ কখনই শ্রবণ করে নাই যে নক্ষত্রের প্রভাদ্বারা দুই বিধু হতপ্রভ হয় ॥ ৭১ ॥ মণি-লাভ হইলে কেহ কখনও গ্লানিযুক্ত হয় না, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ পরস্পরের হৃদয়মণি লাভ করিয়াও, যখন পরস্পরের মিলন-সুখ ভঙ্গ-নিমিত্ত, গ্লানি ভোগ করিতে লাগিলেন, তৎকালে বিমল প্রেমই, তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রতিভূ হইয়াছিল ॥ ৭২ ॥ শ্রীরাধা-সঙ্গ হারাইয়া শ্রীমদনমোহন, একাকী ব্রজে যাইতেছেন, এমন সময় পথ মধ্যে

অপার ব্যথারূপা রমণী, আলিঙ্গন করিয়া রুদ্ধ করিয়াছিল, অর্থাৎ শ্রীরাধা-বিয়োগ-ব্যথায় অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আর চলিতে সমর্থ হন নাই। এবং নয়ন যুগল হইতে উষ্ণাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। (শ্লেষার্থ) শ্রীরাধাবিয়োগী শ্রীকৃষ্ণে একাকী পথ মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া অপার-কান্তিমতী কোন তরুণী নয়নযুগল হইতে উষ্ণাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, আলিঙ্গনপূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগরূপ অত্যুৎকট ব্রণ-সমূহের দ্বারা নখ-কেশ পর্য্যন্ত নিজাঙ্গ আবৃত হইয়াছে,—অনুভব করিয়া, নিজ নিকেতনে যাইবার সময়, বিলম্বমানা কোন সখীর করাবলম্বনপূর্ব্বক পদে পদে স্খলিত হইতে হইতে যাইতেছেন, এবং সখীদিগকে কহিতেছেন—হে সখিগণ! আমি আমার হৃদয় নাথের বিয়োগ ব্যথায় ম্রিয়মানা হইয়াছি, আমাকে এই অবস্থায় ব্রজে লইয়া গিয়া অসমঞ্জস কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে কেন? একতঃ প্রাণবল্লভের সুখময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া বিধাতা আমার প্রতি দ্রোহাচরণ করিতেছে, বিধাতা আমার বৈরী সে আমার প্রতি দ্রোহ করিতে পারে? কিন্তু প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রীতির পাত্র হইয়া তোমরা কেন এক্ষণে শ্বশ্রু গৃহরূপ নিবিড় অন্ধকূপে আমাকে নিক্ষেপ করিয়া দ্রোহাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে? হায়! আমি এখন কাহার শরণাগত হইব, কে আমাকে রক্ষা করিবে ॥ ৭৫ ॥

পরে অনুরাগ-পর-ভাগবতী শ্রীরাধা অনুরাগ-স্বভাব-বশতঃ সমস্ত রজনী শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বিবিধ বিলাসে অতিবাহিত করিয়াও "আমি শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি" জ্ঞানে

ললিতাকে কহিলেন—হে ললিতে! তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—"শ্রীরাধে আমার সহিত আগমন কর, আমি তোমাকে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গরূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করাইব" হায়! এই প্রলোভনে আমাকে এখনই গৃহ হইতে নিঃসারিত করিয়া এখনই গৃহে প্রবেশ করাইতে প্রবৃত্ত হইলে? হে প্রিয় সখি! সে সুধা-সাগরে কি দোষে আমাকে অবগাহন করাইলে না? ॥ ৭৬ ॥ হে সখি! এখনই যাহাকে অস্তাচলে যাইতে দেখিলাম, সেই সূর্য্য পুর্ব্ব পর্ব্বততটে আরোহণ করিতে উদ্যত হইতেছে; অদ্য কি বিভাবরী আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা হইল, অর্থাৎ অদ্য কি রজনী হয় নাই॥ ৭৭ ॥ হে সখি! আমার যে শ্রুতি, শ্যামসুন্দরের সৌন্দর্য্যামৃতের (অতি মিষ্ট কথামৃতের) লেশও পান করিতে পাইল না, এবং যে রসনা, সৌরস্যামৃতের লেশ পান করিতে পাইল না, এবং যে নয়ন, সুরূপামৃতেরও লেশ পান করিতে পাইল না, সেই শ্রুতি সেই রসনা, ও সেই নয়নে, ধিক !!! ॥ ৭৮ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন—হে রাধে! অদ্য রজনীযোগে যোগ (শ্রীকৃষ্ণ সহ সংযোগ) তোমাকে নির্ব্বেদ-পদ্ধতি (অর্থাৎ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন নিমিত্ত বেদরহিত পদ্ধতি) পাঠ করাইয়াছে, এক্ষণে বিয়োগও নির্ব্বেদ-পদ্ধতি (অর্থাৎ আত্মধিক্কার পদ্ধতি) অধ্যয়ন করাইতেছে। তাহার মধ্যে যোগ, নির্ব্বেদ পদ্ধতির অর্থ, শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিরূপ অমৃত অনুভব করাইয়াছিল; অর্থাৎ মিলন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বাগমৃত ও অধরামৃত ও রূপামৃতের মধুরতা, তোমাকে অনুভব করাইয়াছিল। এক্ষণে বিয়োগ নির্ব্বেদপদ্ধতির অর্থ কালকূট

অনুভব করাইতেছে* ॥ ৭৯ ॥ অনুরাগ-পর-ভাগবতী শ্রীরাধা এই প্রকার সখীবাক্য বোধগম্য করিতে পারেন নাই; এবং সখীগণ কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ শয্যার উপরি শয়ন করিলেন; গৃহে আসিবার সময় পথে বা গৃহে কেহ দৃষ্টি গোচর হয় নাই ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠকুর মহাশয় কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে প্রাভাতিক-লীলাস্বাদন-নাম দ্বিতীয়সর্গঃ।

---

* এই শ্লোকের শ্লেষার্থ অনুপযোগী বোধে মূলে সন্নিবিষ্ট না করিয়া টীকায় দেওয়া হইল।

অষ্টাঙ্গযোগ সাধকদিগকে (নির্ব্বেদপদ্ধতি) আত্মধিকার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া থাকে। (বিয়োগ যোগ ভ্রংশ) নির্ব্বেদ পদ্ধতি—(বেদ বৈমুখ্য পথ) শিক্ষা দিয়া থাকে। তাহার মধ্যে যোগ অচ্যুতামৃত (চ্যুতি রহিত যোগামৃত অনুভব করায় এবং যোগভ্রংশ, মৃত্যু পরম্পরা দেখাইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

তৃতীয়সর্গঃ।

—○:*:○—

রসোদ্গারাদিলীলা।

শ্রী রাধিকা নিজালয়ে আসিয়া নিদ্রাগত হইলে, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি তাঁহার কিঙ্করীগণ, স্নান করিয়া চন্দনাদিদ্বারা নিজ নিজ তনু অনু-লেপন পূর্ব্বক, নিজেশ্বরী শ্রীরাধার নির্ম্মাল্য-মাল্য, বসন, ও আভরণ, ধারণ করিয়া নিজ-কান্তি সমধিক পুষ্ট করিলেন। যাঁহারা, সকল-কামনা পরি-ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমময়-পরিচর্য্যায় রত হইয়াছেন, সেই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি দাসীগণের সৌন্দর্য্যের অবধি নাই; তাঁহাদের পদাগ্রের এক একটী রেখা, সৌদামিনীর উৎকৃষ্ট দ্যুতি জয় করিয়াছে; এবং তাঁহারা মূর্ত্তিমতী বৈদগ্ধী-স্বরূপা, সুতরাং তাঁহারা প্রত্যেকেই যুথেশ্বরী হইবার উপযুক্তা হইয়াও, তাহাতে সম্যক-অরুচি-বশতঃ, শ্রীরাধিকার দাস্যরূপ-অমৃত সাগরে নিরন্তর অবগাহন করিতেছেন।। ২।।

শ্রীরাধিকার স্বতন্ত্র বাসের নিমিত্ত, তদীয়-জনক-শ্রীবৃষভানু মহারাজা, জটিলার অন্তঃপুরের উত্তর পার্শ্বে, নানাবিধ শিল্প কলায় বিভূষিতা ও অতিদীপ্তিমতী একটী পরম সুন্দর নিরুপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।। ৩।। যে অট্টালিকা-মধ্যে, স্থূণা (স্তম্ভ) অলিন্দ (বারান্দা) এবং পটল (ছাত) গোপা-

নসী (বালক) এবং অঙ্গন ও বিবিধ প্রকারের কোষ্ঠ (কুঠারী) ও বিবিধ প্রকারের কপাট ও বেদী বিরাজিত রহিয়াছে। এবং যাহাতে মণিপ্রদীপসমূহ কর্ত্তৃক প্রদীপ্তা, নানাবিধ-চিত্রবস্তা অবলোকন করিয়া জনগণের নয়ন, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে। শ্রীনারায়ণ হইতেও শ্রীরাধিকার অট্টালিকার বৈচিত্র্য-ভাব-দানকারিতা-শক্তি অধিক; যেহেতু শ্রীনারায়ণে ভজন করিয়া সারূপ্য প্রাপ্তি হইলে, লোকের বৈচিত্র্যভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, আর শ্রীরাধিকার অট্টালিকা দর্শন মাত্রেই স্বনিষ্ঠ-জাড্যরূপ-বৈচিত্র্যভাব প্রাপ্তি হয় ॥ ৪ ॥ যে অট্টালিকার উপরি বিরাজিত ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত মেঘতুল্য-বলভীর উপরি রজত-নির্ম্মিত-হংস-শ্রেণী, পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ময়ূরগণ, ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত-বলভী দেখিয়া নিজ-বন্ধু-মেঘ-বোধে, পক্ষ বিস্তার করিতেছে, পুনরায় তদুপরিস্থিত রজত-নির্ম্মিত-হংস-শ্রেণী দেখিয়া শত্রুবোধে, পক্ষ সঙ্কুচিত করিতেছে ॥ ৫ ॥ এতাদৃশ অট্টালিকার-মধ্যবর্ত্তি গৃহমধ্যে শ্রীরাধিকার কিঙ্করীগণ, শয়ন, ভোজন, উপবেশন প্রভৃতির বেদি মার্জ্জন করিয়া চন্দনাদিদ্বারা লেপন করিলেন, পরে জল শোষণ করিয়া রঙ্কু নামক মৃগ-রোম-জাত কোমল আসন তদুপরি আস্তরণ দিয়া, পরমানন্দের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রাতপ বন্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ একজন কিঙ্করী, মণি ও কাঞ্চনের পাত্র মাজিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আর একজন কিঙ্করী, সময়-যোগ্য বারি, আনয়ন করিলেন; আর এক জন কিঙ্করী বিচিত্র বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত-রত্ন-চতুষ্কিকার-উপরি আলম্বনীয় উপবর্হ (তাকিয়া) রাখিলেন ॥ ৭ ॥ আর এক-

জন, কিঙ্করী পূর্ব্ব দিবসে, দিব্যবস্ত্র ও মণিময়-ভূষণ সকল পরিস্কৃত করিয়া যে পেটিকায় রাখিয়াছিলেন, তাহা বলয় ঝনৎকারযুক্ত করদ্বারা উদ্ঘাটনপুর্ব্বক, বসন, ভূষণ, দেখিয়া কর্পূর-কুঙ্কুম ও চন্দন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন; আর একজন সুমনাঃ-কিঙ্করী, বিচিত্র কুসুমদ্বারা কিরীট, কটক, হার ও কাঞ্চী, প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; আর একজন কিঙ্করী, জাতিফল, লবঙ্গ, খদিরাদিদ্বারা প্রীতি-বিশেষের সহিত সুরস তাম্বুলের বীটী প্রস্তুত করিলেন॥ ৮॥ ইত্যবসরে প্রতিদিকে দধিমন্থনের শব্দ হইতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মণগণ বেদগান করিতে লাগিলেন, তাহা দধিমন্থন রব অপেক্ষাও উচ্চ হইয়া "হম্বা ধ্বনির ব্যতি-বিধান করিয়াছিল; অর্থাৎ ধেনুগণ দোহন কালে হম্বারব করিয়া তর্ণকগণে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অতি উচ্চ বেদশব্দ নিমিত্ত বৎসগণ শুনিতে না পাইয়া নিকটে আগমন না করায় "হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা উচ্চ করিয়া বেদধ্বনি করায়, আমাদের বৎসগণ হম্বারব শুনিতে না পাইয়া নিকটে আসিতেছে না, তোমরা নিরব হও" ইহা মনে করিয়া অতি উচ্চ করিয়া হম্বারব করিতে লাগিল, তাহা শ্রবণার্থ ব্রাহ্মণগণ অল্পক্ষণ নিরব থাকিয়া পরে হে পশুগণ! তোমরা কেন বেদগান নিবারণ কর, এই অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণেরা, নিজ নিজ গৃহে ততোঽধিক উচ্চস্বরে বেদগান করিতে লাগিলেন।* এবং অতিশয় শ্রেষ্ঠ বন্দিগণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তি-

---

* ব্রাহ্মণগণের প্রতিমন্ত্র গানের পরে কিয়ৎক্ষণ নিরববিষয়ে ও ধেনুগণের যূথে যূথে দোহন সময়ে নিরব-বিষয়ে ইহা উৎপ্রেক্ষা।

বিরুদাবলীরূপ সুধা তরঙ্গ গান করিতে লাগিল; এবং শারী, শুক, কলবিঙ্ক, (চটক) ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণের কোলাহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমশঃ লোক-নিচয় জাগরিত হইয়া, শয্যার উপরি উপবেশনপূর্ব্বক, দিবসের কর্ত্তব্য বিষয় ভাবিতে লাগিল। এবং কৃষ্ণ দর্শন করিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণ হইয়া পুরস্ত্রীবর্গ, নন্দগৃহে গমনার্থ উৎসুকা হইলেন, এমন সময়ে শ্রীরাধিকার মুখ বিলোকন যাঁহার জীবাতু, এবং যিনি বাৎসল্য রত্ন সমূহের পেটিকা স্বরূপ, সেই মুখরা, শ্রীরাধিকার মন্দিরে আগমন করিয়া, হে রাধে! হে পুত্রি! তুমি কোথায় আছ? বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া "হে আর্য্যে! আমি এখানে আছি, ইহা বলিতে বলিতে জাগরিত হইয়া জৃম্ভাযুক্ত মুখে ঘূর্ণিত নেত্রে শ্রীরাধা, মুখরার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মুখরা শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পীতোত্তরীয় বিলোকন করিয়া ও "শ্রীরাধিকা লজ্জিত হইবেন বলিয়া" অবিলোকনের অভিনয় করিলেন। মুখরা, শ্রীরাধিকাকে নিজ ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া, করদ্বারা অঙ্গমার্জ্জনা পূর্ব্বক, অশ্রুবিন্দুদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, কহিতে লাগিলেন, পুত্রি! রাধে! প্রাতঃকাল হইল, তথাপি কেন নিদ্রা যাইতেছিলে? সূর্য্য উদয় হইলেন, তুমি কি দেখ নাই? এখন স্নান করিয়া সূর্য্য-পূজা করিয়া কিছু ভোজন কর, হায়!!! প্রতি দিন তোমার তনু কৃশ হইতেছে কেন? ॥ ৯—১৫ ॥ এই প্রকারে শ্রীরাধিকাকে লালন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুলিত অন্তঃকরণে, মুখরা, শ্রীগোপেন্দ্র মন্দিরে দ্রুত

গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ পরে একে একে সখীগণ মিলিত হইয়া শ্রীরাধিকা, যে রত্ন চতুষ্কিকার উপরি উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাতে মণ্ডলীবন্ধে উপবেশন করিলেন; অর্থাৎ রত্ন চতুস্কিকার মধ্যস্থলে শ্রীরাধিকা, আলম্বনীয় উপবর্হ-অবলম্বনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সখীগণ উপবেশন করিলেন। সখীগণ, শ্রীরাধিকার সহিত হাস পরিহাসে মগ্ন হইলে, যিনি শ্রীরাধিকাসহ সম্মিলনই, সমস্ত হর্ষ, শস্তের জীবাতু—অমৃত বর্ষণ-স্বরূপ, হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি যূথেশ্বরীত্ব নিবন্ধন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণসহ মিলিত হইয়া, এবং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখ লাভ করিয়াও যে আনন্দ লাভ না করেন, শ্রীরাধিকাসহ সম্মিলনে ও শ্রীরাধিকার মুখে শ্রীকৃষ্ণবিলাসের কথা শুনিয়া ততোঽধিক আনন্দ লাভ করেন; সেই সময়াভিজ্ঞা শ্যামলা, আগমন করিলে, শ্রীরাধিকা, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, নিজ নিকটে উপবেশন করাইলেন॥ তাহাতে বোধ হইল, "শ্যামলা যেন মূর্ত্তিমতী সুষমা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ পরে শ্রীরাধিকা অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণসহ রজনী-বিলাস বিস্মৃত হইয়া, কহিলেন—শ্যামে! এখনই তোমাকে ভাবিতেছিলাম, সখি! তুমি যেমন বিধির অনুকূলতায়, আমার নেত্রপথে উদয় হইলে, এইরূপ যদি আমার সেই তৃষ্ণাতরু, ফলিত হয়, তবে হে আলি! আমি অদ্য সুপ্রভাত গণনা করিব। হে সুন্দরি! শ্যামে! আমার এই তৃষ্ণাতরু, সতত অতি বৃদ্ধি হইতেছে; এবং সখীগণ সতত সেচন করিতেছে; তথাপি তাহাতে ফল ফলিল না, হায়!! অতি কৌতুকের সহিত কবে

আমি তাহার ফল অবলোকন করিব॥ ১৯॥ ২০॥ ইহা শুনিয়া শ্যামলা হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন—হে রাধে! যদি তোমার সেই তৃষ্ণাতরু, না ফলিত হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত চিন্তা করিও না, অবশ্যই ফলবান্ হইবে, কিন্তু হে অলসাঙ্গি! এই তরুর ফল যে অতীব আশ্চর্য্য!!! তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। হে আলি! যাহার সৌরভে অলিগণ মত্ত হয়, এবং যাহা আস্বাদ্যমান হইয়াও অনস্বুভূতের ন্যায় আপনাকে অনুভব করাইয়া থাকে; এবং যাহার অরুণবর্ণ রসে তোমার পক্ষ্মাবলী (অক্ষিরোম সমূহ) অরুণিত হইয়াছে, সেই ফল তোমার নয়ন গোচর হয় নাই? ইহা আশ্চর্য্য!!! হে কঞ্জ মুখি! যে ফল পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া তোমার অধরে ব্রণ হইয়াছে, অহো! সেই ফল তুমি আস্বাদন কর নাই? ইহা আরও অধিক আশ্চর্য্য!!! এই বাগ্‌ভঙ্গি দ্বারা "শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ জন্য, তদীয়-অধরস্থ-তাম্বূল-রাগদ্বারা নয়নে অরুনতা, এবং অধরে ব্রণ বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ অনুরাগ-স্থায়িভাবের প্রবলতা বশতঃ, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ" ইহা ব্যক্ত হওয়ায় অনুরাগ-পর-ভাগবতী, শ্রীরাধা কহিলেন—সখি! শ্যামলে! তুমি আমার হৃদয়ের বেদনা না জানিয়া আমাকে পরিহাস করিতেছ, অতএব তোমাকে কহিতেছি—সখি! তোমার কথাক্রমে আমার মনে পড়িল; "যেমন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীতে, বিদ্যুৎ, একবার মাত্র প্রকাশ হইয়া অন্ধকারনাশ করিয়া, তৎক্ষণাৎ মেঘ মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া তিমির দ্বিগুণিত করে, সেইরূপ এ জন্মের মধ্যে আমাকে, একবার অতি অল্পক্ষণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণ, দর্শন দিয়া দুঃখ নাশপূর্ব্বক পুনরায়

অদর্শনে দুঃখ দ্বিগুণিত করিয়াছেন ॥ ২১-২৩ ॥ শ্যামলা কহিলেন—রাধে! তুমি যাহাকে বিদ্যুৎসদৃশ বলিয়া পরিবাদ প্রদান করিতেছ; সেই কলানিধি, তোমাকে অনবরত অমৃতময় করাগ্র * দ্বারা সুখী করিতেছে, এবং তদীয় কলা তোমার কুচযুগলে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥ শ্রীরাধা কহিতেছেন—শ্যামে! সে, আমাকে স্বীয় কলা দানের পরিবর্ত্তে, কেবল কলঙ্ক প্রদান করিয়াছে, তাহাকে 'কলানিধিরূপে' তোমরা যে নির্ণয় করিয়াছ তাহা সত্য। হে সখি! সে আমার দৃষ্টি চকোরিকাকে যদি কোন সময়ে স্বীয়-কৌমুদীকণা প্রদান করে, তাহা প্রচুর পরিমাণে নহে; অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় সুখ প্রদান করা দূরে থাকুক, সে আমার নয়নেন্দ্রিয়েরও সম্পূর্ণ সুখ প্রদান করে না ॥ ২৫ ॥ তাহার পরে শ্যামলা কহিলেন রাধে! অবহিত্থা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের যাহা শ্রবণে অভিলাষ, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল। হে সখি! তোমার মুখ-কমল হইতে প্রাদুর্ভূতা রজনীবিলাসরূপা সুধাময়ী-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া, সকল তাপ দূরীভূত করিতে আমি অভিলাষিণী হইয়া আসিয়াছি। আমার এই সুধা সুরধুনীতে অবগাহন না করিলে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি হয় না; হে সখি! তুমি অবগত আছ, সদাচারী ব্যক্তিদিগের প্রাতঃস্নান ব্যতীত, কোন কৃত্যই সম্পন্ন হয় না; অর্থাৎ তোমার মুখে রজনী-বিলাসের কথা না শুনিলে আমি কোন কার্য্যই করিতে পারিব না ॥ ২৬ ॥ এই প্রকারে শ্যামলা বিহার শ্রবণে প্রার্থনা করিলে, শ্রীরাধা সান্দ্রানুরাগ বশতঃ, শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যুৎ-তুল্যত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক কহিতেছেন—

* করাগ্র—কিরণ শ্রেষ্ঠ এবং নখ।

হে শ্যামলে! নিকুঞ্জ নিলয়ে নবনীলকান্তি ধারা আমাকে যখন স্নান করাইতে প্রবৃত্ত হইল, তখন কে আমাকে অসংখ্য-পঞ্চশরের অনির্ব্বচনীয়-নাট্য-রঙ্গভূমি-মধ্যে লইয়া গেল; অর্থাৎ (সেই সময় নখ শিখা অবধি কন্দর্প সমূহে পরিপূর্ণ হওয়ায় আমি ব্যাকুলা হইয়াছিলাম) ॥ ২৭ ॥ হে সখি! যখন সভ্যরূপে আমি নৃত্য সন্দর্শনপূর্ব্বক তুষ্ট হইয়া, সেই কন্দর্প-সমূহরূপ-নটনিচয়ে, নিজ নিখিলেন্দ্রিয়-বৃত্তি-মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম; তাহার পরে উক্ত রঙ্গভূমিতে যে বিচিত্র-নৃত্যগতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহা আমি প্রণিধান পূর্ব্বক স্মরণ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৮ ॥

শ্যামলা কহিলেন—হে রাধে! যে এক জন বিলাসসিন্ধু, নিজ নাট্য দ্বারা কন্দর্প রূপ কোটি নটে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া থাকে, হায় কি আশ্চর্য্য!!! তুমি তাহাকে অনঙ্গ রণে নাচাইয়া সূত্রধার হইয়াছিলে; তবে কেন "আমি সভ্য হইয়া নৃত্য দর্শন করিয়াছি" এই মিথ্যা কথা কহিলে? শ্রীরাধিকা কহিলেন শ্যামলে! তুমি যাহা কহিলে, এবং আমি যাহা কহিলাম, ইহা ব্যতীত আরও কত শত অনুভূতি আমার মনে উদয় হয়, কিন্তু হে সখি! সে সমুদয় স্বপ্ন, অথবা ইন্দ্রজাল অথবা আমার চিত্তভ্রম তাহা এখন অবধি আমি নিশ্চয় করিতে পারি নাই। যেমন অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর-ব্যক্তির, কিম্বা অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তির, স্বপ্নাদিতে পান ভোজন করিয়া নিদ্রাদি ভঙ্গ হইলে পূর্ব্ববৎ তৃষ্ণা ও ক্ষুধা থাকে; অর্থাৎ স্বপ্নাদিতে পান ভোজনে তৃপ্তি হয় না বলিয়া, সেই পান ভোজন যেমন মিথ্যা রূপে প্রতীতি হয়, এইরূপ তৃপ্তির অভাবে, শ্রীকৃষ্ণসহ

সঙ্গ,স্বপ্নাদিবৎ আমারও মিথ্যারূপে প্রতীতি হওয়ায়,তোমাকে সে সকল কথা বলি নাই ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ শ্রীরাধিকার সন্দেহ-ময় বাক্য শুনিয়া শ্যামলা, হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন—হে রাধে! যাহার বদন-সরসী-রুহের গন্ধ, দূর হইতে কুলাঙ্গনা কুলে অন্ধ করিয়া থাকে, তুমি তাহার সেই বদন-কমলের-সুরস মধু, অনুরাগের সহিত অধিক পরিমাণে পান করি-য়াছ, অতএব তোমার ইহা চিত্ত ভ্রমই নিশ্চয়, কিন্তু স্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল নহে। শ্যামলার সহিত শ্রীরাধিকার, এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মধুরিকা নাম্নী সখী, আসিয়া মিলিত হইলেন; হে মধুরিকে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? ইহা সকলে জিজ্ঞাসা করিলে, মধুরিকা কহিলেন—হে আলিগণ! অদ্য আমি, কোন কার্য্যের নিমিত্ত ব্রজরাজের গৃহে গিয়াছিলাম; তথায় যে কৌতুক দেখিলাম, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণের শয্যাগৃহে গমন করিয়া ব্রজরাজ-মহিষী, "হে কৃষ্ণ! হে নলিন-নয়ন! জাগরিত হও" ইহা বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে স্তন-দুগ্ধ ও নয়নের আনন্দ-বারিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অভিষিক্ত করিলেন॥ ৩৩॥ জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের, শয্যা হইতে উত্থিত হইবার সময়, নয়ন যুগল, ঈষৎ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, এবং জৃম্ভন সময়ে শ্রীমুখের সৌরভ, ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া অলি-কুলে মত্ত করিতে লাগিল; এবং অঙ্গ সংমোটনের সময়, বক্রভাবে ঊর্দ্ধদিগ্‌গত-বদন-কমলের একপার্শ্বে চলিত, ও অপর পার্শ্বে বন্ধন হইতে স্খলিত, অলকাবলীর পরম-রমণীয়-শোভা হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥ ব্রজরাজ-মহিষী, নিজ পুত্রের

আপাদশীর্ষ, পানিতলদ্বারা স্পর্শ করিতে করিতে "অব্যাদজো-ঽঙ্ঘ্রি্মণিমান্" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অখিলাঙ্গ রক্ষা করিলেন, পরে ঊর্দ্ধদিগ্‌ভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া, শ্রীভগবানের নিকট কাকুবচনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে দেবাধিদেব! তুমি করুণা করিয়া বন্ধুগণের জীবনস্বরূপ, এই পুত্র আমাকে দিয়াছ; হে নাথ! আমি তোমার কোন প্রকার পূজা করিতে জানি না, যে তাহাদ্বারা তোমাকে সন্তুষ্ট করিব, অতএব হে প্রভো! তুমি তোমার নিরুপাধি করুণা-রাশি প্রকাশিয়া, আমার এই পুত্রে রক্ষা করিও ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ শ্রীব্রজরাজ্ঞী, এইরূপে প্রার্থনা করিতেছেন—এমন সময় রোহিণী, এবং ভগবতী-পৌর্ণমাসী ও শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী কিলিম্বা সহসা উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে স্বয়ং, যথাযোগ্য সম্মান করিয়া পরে পুত্রদ্বারা বন্দনা করাইয়াছিলেন ।। ৩৭ ।।

মধুরিকা ইহা সভামধ্যে বর্ণনা করিয়া পরে শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি! হে গান্ধর্ব্বিকে! অদ্য তথায় যে বিচিত্র ঘটনা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর; "শ্রীব্রজেশ্বরী, নিজ-তনয়ের বক্ষঃস্থল-স্থিত তোমার নীলাম্বর দেখিয়া, "পীতাম্বর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ নীলাম্বর ধারণ করিল কেন? ইহা ভাবিতেছেন, এমন সময় ভগবতী-পৌর্ণমাসী কহিলেন—"অয়ি! গোষ্ঠ-রাজ্ঞি! রামা-স্বরের সহিত তোমার তনয়ের বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছে"। পরে এবং তোমার অধরের তাম্বুল রাগ, শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে দেখিয়া, পৌর্ণমাসী, কহিয়াছিলেন—হে মাধব! তোমার মরকত-দর্পণ-সদৃশ গণ্ডস্থলে, তাটঙ্ক-স্থিত-অরুণ-মণির প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে"? হে সখি!

ইহা শুনিয়াই চুম্বন সময়ে নিজ গণ্ডস্থলে লগ্ন—তোমার অধরের রাগ, নিজ পাণিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ শয্যোত্থানের সময়ে, তোমার সহিত রতিরভস-ভরে, রজনী-জাগরণ নিমিত্ত স্ব-তনয়ের ঘূর্ণা দেখিয়া, ব্রজেশ্বরী, রোহিণী-দেবীকে কহিলেন—"সখি! রোহিণি! গত প্রদোষ সময়ে কৃষ্ণ, ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারে নাই, এই জন্য ঘূর্ণা-বশতঃ কৃশ হইয়াছে, অতএব ইহাকে তুমি কিছু ভোজন করাও, ইহা শ্রবণ করিয়া, ভোজন সামগ্রী আনিবার জন্য, রোহিণী গমন করিলেন। পরে দাসগণ কর্ত্তৃক আনিত-মণিপীঠে শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করিলেন, দাসগণ-বদন-সরসীরুহ-ধাবনাদি তৎকালিক নিজ নিজ সেবা করিতে লাগিল; সেই সময়ে শ্রীবলরাম ও মধুমঙ্গল আসিয়া, সেই পীঠে শ্রীকৃষ্ণের দুই পার্শ্বে দুই জনে উপবেশন করিলে, বোধ হইতে লাগিল, যেন সজল-সান্দ্র-পয়োদের শোভা, চন্দ্র ও চপলার দ্বারা প্রদীপ্তা হইল ॥ ৩৮—৪১ ॥

পরে রজতের পাত্রে রোহিণী কর্ত্তৃক আনীত-মৎস্যণ্ডিকা (মিশ্রি) মিশ্রিত এবং কর্পূর সুগন্ধি হৈয়ঙ্গবীন (মাখন) দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে "জননীর হৃদয়-পুণ্ডরীক-স্থিত বাৎসল্যরস, মূর্ত্তিমান্ হইয়া, রজত-ভাজনস্থ হৈয়ঙ্গবীনরূপে বুঝি বহির্ভূত হইয়াছে" ॥ ৪২ ॥ গোষ্ঠরাজ্ঞী, মুহুর্মুহু সেই মৎস্যণ্ডিকা মিশ্রিত-হৈয়ঙ্গবীন, শ্রীকৃষ্ণে বলদেবে ও মধুমঙ্গলে পরিবেশন করিতে লাগিলেন, তাহাতে সকলেই পরিতৃপ্তিলাভ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু মধুমঙ্গলের প্রচুরতর ভোজন জন্য কিছুমাত্রে ভোজনের শক্তি ছিল না, তথাপি সে বারে বারে বলিতে

লাগিল, হে জননি ! আমি ক্ষুধার্ত্তই রহিলাম ; আমার উদর পুরণ হয় নাই, ইহা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী, প্রচুর পরিমাণে তাহাকে মৎস্যণ্ডিকা-হৈয়ঙ্গবীন দিলেন ॥ ৪৩ ॥ এই প্রকারে ইহাঁ-দিগকে ভোজন করাইয়া শ্রীব্রজরাজ-মহিষী, কুতূহল লাভ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক জন গোপ আসিয়া কহিলেন— "হে গোষ্ঠ যুবরাজ! দক্ষ গোপগণ, গো-দোহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বিফল প্রযত্ন হইয়াছেন, এবং তর্ণকমণ্ডলী গাভীগণের আপীন-চূষণ করিয়া কণামাত্র দুগ্ধ না পাওয়ায় তাঁহারা বিষণ্ণ হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ হে ভর্ত্তৃদারক ! গোগণ তোমার পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে, এবং নিজ নিকটস্থিত বৎস-কুলে লেহন করিতেছে না, তোমার অদর্শনে হম্বারবে দিগ্বলয় মুখরিত করিতেছে, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব সহ্য করিতে পারি-তেছে না" ॥ ৪৫ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, জননী-গণকে নিজানন্দ-সূচক-ঈষৎ-হাস্য-সুধাভিষেকদ্বারা সুখী করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে গো-দোহন করিতে, যাইবার নিমিত্ত, উত্থান করিলেন। তখন কৃষ্ণজননী বলভদ্রে কহিলেন—"হে বলভদ্র ! গো-দোহন সমাপন করিয়া যদি মল্লাজিরে গমন কর, তাহা হইলে বিলম্ব করিও না; আমি তোমার নির্ম্মঞ্ছন যাই, ক্ষণকালমাত্র মিত্রগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া শীঘ্র ভোজন করিতে আসিবে" ॥ ৪৭ ॥ জননীর এই বাক্য শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মাতঃ ! তুমি আমাকে বিশ্বাস করনা, যে হেতু আমাকে কিছু না বলিয়া আমার অগ্রজকে পূর্ব্বোক্ত বচন বলিলে; আমি ইহাঁ-দের মধ্যে শিষ্টাগ্রগণ্য যদি তাহা না হইব, তবে কেন

অগ্রজের বশীভূততা স্বীকার করিব? ॥ ৪৮ ॥ জননী কহিলেন—হে বৎস! বাল্যকাল হইতে তুমি যেমন শিষ্ট, তাহা ব্রজপুরের পুরন্ধ্রীগণ, অবগত আছে; কিছু দিন পূর্ব্বে যাহারা নিজালয়স্থ দ্রব্য সমূহের অপচয় জানাইয়া আমার সহিত কলহ করিতে, কতবার আসিয়াছিল ॥ ৪৯ ॥ "পুত্রের গো-দোহনে আনন্দ বিশেষ লাভ হয়, অবগত হইয়া জননী, স্বয়ংই প্রেরণ করিতে অভিলাষিণী হইলেন; একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত দোহনভাণ্ড তনয়ের দক্ষিণ করে সমর্পণ করিয়া বামকরে সৌদামিনী-প্রভা-বিজয়ি-দামনী (পশু-বন্ধন রজ্জু-ছাঁদনদড়ি) সমর্পণ করিলেন। তন্নিমিত্ত হে সখি! শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণের পরমার্চ্চণীয় শোভা হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥ তদনন্তর মত্ত মাতঙ্গ বিড়ম্বি মন্দ মন্দ পদ-বিন্যাস করিতে করিতে, শ্রীকৃষ্ণ, গো-দোহনার্থ চলিলেন, তন্নিমিত্ত কিঙ্কিণী, ঝন-ঝনৎকার করিতে লাগিল; এবং চঞ্চল অলক শ্রেণীর শ্যাম-বর্ণা কান্তিরূপা যমুনা, এবং হীরককুণ্ডলের শুভ্রবর্ণা কান্তি-রূপা সুরধনী, মিলিত হইয়া যে অপরূপ ত্রিবেণী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গ-ভরে, শ্রীবদন সুধাংশুবিম্বে অভি-ষিক্ত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ এবং অপঘনরূপ নবঘনের উপরি, পীতোত্তরীয়-রূপ-চপলা নাচিতে আরম্ভ করিল, এবং বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণিরূপ-ভানু মণ্ডলে দোদুল্যমান মুক্তা-হার, যেন পরিধি হইয়া বেষ্টন করিল, অর্থাৎ মেঘের উপরি পরিধিবেষ্টিত ভানু-বিম্বের উদয় দেখিয়া পরম হর্ষে চপলা নাচিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ শোভার সহিত তুলনা লাভের কক্ষা করিতে পারে? বারে বারে চরণভূষণে

বনমালা, চুম্বন করিতে লাগিল, অর্থাৎ আমি বক্ষঃস্থলে থাকিয়াও যে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই, চরণে থাকিয়া তাহা অপেক্ষা তোমরা অধিক সৌভাগ্যলাভ করিয়াছ, এই অভিপ্রায়ে বারে বারে বনমালা শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভূষণে চুম্বন করিয়াছিল ॥ ৫২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে গতিভঙ্গী প্রকাশিয়া, নিজ রম্যপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়, জননী জনের লোচনবৃন্দে, পরমানন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে দাসগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত-তাম্বুল বীটী চর্ব্বণ করিতে করিতে গো-পুরের (পুরদ্বারের) সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫৩॥ সেই পুরদ্বারের বহিঃপ্রদেশস্থিত কুট্টিম (চবুতরা) তটীর উপরি, মিত্রবৃন্দের আগমন প্রতীক্ষার ছলে উপবেশন করিয়া "কোন তরুণী কোথায় কি করিতেছে" তাহার অনুসন্ধানার্থ অট্টালিকা সমূহের উপরি নয়ন সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সুবল প্রভৃতি মিত্রবৃন্দ, আসিয়া মিলিতে লাগিলেন; তাহাদের সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের শোভা বিশেষ হইয়াছিল ॥ ৫৪ ॥ বয়স্যগণ, শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহার অর্থাস্বাদন করিয়া শ্রীমুখ-কমলে, যে মৃদুহাস্য সমুদ্ভুত হইয়াছিল; হে সখি! তাহার অর্থ আমি আর কি বলিব, তোমার চিত্ত-ভ্রমর, অনুসন্ধানপূর্ব্বক অবগত হউক; অর্থাৎ হে সখি! তাহা অন্য কোন কথা নহে, তোমার সহিত বিলাসের কথা ॥ ৫৫ ॥

সেই কর্ণকথা শুনিবার সময়, সমুদিত উষ্ণীষ-বক্রিমার মাধুর্য্যে কাহার মন না মগ্ন হইয়াছিল? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাম্বুল-চর্ব্বণ করিতে করিতে, সেই সেই কর্ণকথা শ্রবণ করিয়া,

হর্ষাবেশে উষ্ণীষ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাঁকাইতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার যে মাধুর্য্য-সিন্ধু উদিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্রজযুবতী-গণের মন, মগ্ন হইয়া মোহপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের তদিতর-সমস্ত বস্তু বিস্মৃতি হইয়াছিল। এবং সেই উষ্ণীষের উপরি শেখরিত-স্বর্ণসূত্র-জালে বদ্ধ সুন্দর-মণিগণের দ্যুতিভর বর্ণনা করা যায় না ॥ ৫৬ ॥ তাহার পরে তথা হইতে উত্থান করিয়া গো-শালার পথে শ্রীকৃষ্ণ চলিতে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীচরণ যুগ-লের সুমধুর নূপুর ধ্বনি, এবং শ্রীঅঙ্গের সৌরভ, ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া, যে সকল কুল-যুবতী গৃহাভ্যন্তরে গৃহকর্ম্মে রত ছিল, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অট্টালিকার উপরি স্থিত-বলভীর উপর অধিরোহণ করাইলে, তাহারা, নেত্রকমলদ্বারা বহুবার শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়াছিল ॥ ৫৭ ॥ মধুরিকা, এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণসহ বিলাস-বলিতা সুষমারূপ-রসালা * পরিবেশন করিয়া, শ্রীরাধিকার বিরহ-জ্বর-যাতনা আপাততঃ প্রশমিত করিলেন বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় তৃষ্ণা † বৃদ্ধি হইয়া শতগুণ জ্বর প্রবল হইল॥৫৮॥ শ্রীরাধিকার শ্রবণযুগলে হর্ষোন্নতি (আনন্দ বৃদ্ধি) স্নিগ্ধ করিল বটে, কিন্তু তৃষ্ণাজাত অতিশয় জ্বর, নয়নযুগলে প্রবেশ করিল; ইহা হইবারই কথা, যেহেতু প্রতিবেশীদিগের আক-স্মিকী নিরুপমা সম্পত্তি, সহবাসিদিগকে সদাই তাপ দিয়া

---

* রসালা—শিখরিণী-দধি, মরীচ, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করা পেয়-দ্রব্য-বিশেষ।

† তৃষ্ণা—দর্শনোৎকণ্ঠা।

থাকে ॥ ৫৯ ॥ তদনন্তর অনুরাগ-পরভাগবতী শ্রীরাধিকা, মধুরিকাকে কহিলেন—"হে চারুমুখি! যাহারা শ্রীশ্যাম-সুন্দরের লাবণ্য-জলধি ও কেলি-জলধি-মধ্যে নিজ নিজ নয়ন সফরীগণকে প্রেরণপূর্ব্বক খেলা করাইয়া থাকে, সেই হেমাঙ্গি-রমণীগণ ধন্যতমা" ইহা বলিয়াই, নয়ন জলে অভিষিক্তা হইতে হইতে, শ্যামলার কর ধারণপূর্ব্বক সকাতরে কহিতে লাগিলেন—"হে সখি! শ্যামলে! আমার জন্ম কেন গোকুলে হইল? আমি গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও গোকুল নায়কের মাধুরীর লেশও কোন দিন আস্বাদন করিতে পাইলাম না; এবং শ্রবণ করিয়াও আমার চপল হৃদয়ে সেই মাধুরীর লেশ-মাত্রও ধারণা হইল না" ॥ ৬১ ॥ ইহা শ্রবণে শ্রীরাধিকার অনুরাগের পরম কাষ্ঠা জ্ঞাত হইয়া শ্যামলা, ললিতাকে কহি-লেন—"হে ভগিনি! ললিতে! আমি সম্প্রতি গৃহে চলিলাম, শ্রীরাধিকার সহিত আমার বাগালাপ এই খানেই বিশ্রাম করিল; তুমি এই পদ্মিনীকে ব্রজপুরন্দর-গৃহে তৃষ্ণাতুর শ্রীকৃষ্ণ-নয়ন-মধুকরে সমর্পণ করিও ॥ ৬২ ॥ ইহা বলিয়া শ্যামলা স্ব-ভবনে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলা শ্রীরাধা ভ্রস্তবুদ্ধি হইলেন, এবং এক এক ক্ষণ, এক এক যুগতুল্য-জ্ঞান করিতে লাগিলেন। দন্তধাবন ও স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম কিঙ্করীগণ করা-ইলে, শ্রীরাধিকা জ্ঞানশূন্যাবস্থায় অভ্যাসবশতঃ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকার স্নানানন্তর ললিতাদি-সখীগণে তাঁহাদের পরিচর্য্যা-পরায়ণা সখীগণও স্নান বস্ত্রালঙ্কার-পরিধাপন করাইলেন; তাহাতে যে শোভা হইল তাহা কি কহিব, যদি শারদীয় নির্ম্মল চন্দ্রিকাময়,একটি সিন্ধু থাকে, তাহা মথনে যদি অপূর্ব্বা

অভিনবা একটি শ্রী, উদ্ভূতা হন, তাঁহাকেও ইঁহাদের কেবল পদকমল মাত্র, সৌন্দর্য্য দ্বারা জয় করিতে পারে।

—○:*:○—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-
কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি
শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে রসোদ্গারাদি
লীলাস্বাদন-নাম তৃতীয়সর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

চতুর্থসর্গঃ।

—○:*:○—

শ্রীরাধিকার স্নান ভূষণ পরিধানাদিলীলা।

অনন্তর সখীগণ, স্বর্ণ-ভৃঙ্গারস্থ কালোচিত-সলিল দ্বারা (অর্থাৎ শীতকালে কদুষ্ণ এবং গ্রীষ্ম-কালে সুশীতল জল দ্বারা) মুখ-প্রক্ষালন করাইবার নিমিত্ত, গৃহাগ্রে রত্ন চতুষ্কিকার উপরি উপবেশন করাইয়া, আবরণপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইলে, শ্রীরাধিকার অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল॥১॥ এক সখী, স্বর্ণ-ঝর্ঝরি হইতে করতলে জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, সেই জল মুখে দিয়া দন্ত হইতে তালু পর্য্যন্ত চালিত করিবার কালে, শ্রীরাধিকার গণ্ডযুগ ঈষৎ উন্নত হইল, এবং মুখ মধ্যে মৃদু-মধুর-ধ্বনি হইতে লাগিল। শ্রীরাধিকা জলকণা সর্ব্বত্র প্রসারিত হইবে বলিয়া, কুল্লোলজল একান্তে স্বর্ণ-পতৎগ্রহে (ডাবরে) নিক্ষেপ করিলেন॥ ২॥ শ্রীরাধা এই প্রকারে শ্রীমুখের অভ্যন্তর ধৌত করিয়া বহির্ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীমুখোপরি-পতিত-অলকাবলী বাম-করাঙ্গুলী-চালন-দ্বারা মস্তকের উপরি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বতঃস্নিগ্ধ ললাটগণ্ড, নয়নাদি, তিন বার ধৌত করিয়া, অপরিমিত-দ্যুতি-বিশিষ্ট করিলেন॥৩॥ এক বয়স্যা, অতি-সুন্দর-কান্তিমতী দন্তহিতকরী কল্পবৃক্ষের বিটপিকা অর্পণ করিলে, তাহা মুকুলিত করে ধারণ করিয়া, শ্রীরাধা দন্ত-ধাবন করিতে লাগিলেন;

সেই সময় হস্তসূত্র (পহুচি নামক অলঙ্কারে বদ্ধসূত্র) দুলিতে লাগিল, এবং শ্রীহস্তের চাঞ্চল্য সত্ত্বেও বলয়াবলী নিঃশব্দে রহিল; ও কর্ণের কুণ্ডল, সমধিক চপল হইল। এই প্রকারে মার্জ্জনা করিয়া, উচ্ছলিত জলাদি-কণিকার ন্যায় দশনাবলীর শোভা সম্পাদন করিলেন ॥ ৫ ॥ আর এক সখী, মণিময়ী ধনুরাকৃতি রসনা-পরিনেজনী (জিহ্বাচাঁচা) অর্পণ করিলে, শ্রীরাধা দুই কোমল কর-কমলের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা, তাহার দুই প্রান্ত ধারণ করিয়া নবীন-রসাল পল্লবসদৃশী রসনা মার্জ্জন করিতে লাগিলেন, সেই সময় মস্তক ও নয়নের কম্পন, এবং অলকাবলীর শ্রীমুখের উপরি স্খলন, দেখিয়া পরম-রসময়-সময়ের অবস্থা-বিশেষ স্মৃতি পথে উদিত হওয়ায়, সখীকুলের মুখে, মৃদু মৃদু হাঁসির উদয় হইল, তাহা দেখিয়া শ্রীরাধিকাও স্বয়ং হাঁসিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ শ্রীরাধিকা, এইরূপে মুখ-বিধুর বহিরভ্যন্তর পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া, করযুগল ধৌত করিলে এক সখী, মৃদু ও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রদান করিলে, তাহাদ্বারা শ্রীমুখের জলকণা সভয়ে অপসরণ করিলেন ॥ ৯ ॥ মুখ মার্জ্জন সময়ে দন্তাদি-লগ্ন তাম্বূলাদি-রাগ সম্যক্‌রূপে বিদূরিত হওয়ার সাক্ষি-স্বরূপ মণিদর্পণ, এক সহচরী সহর্ষে সম্মুখে ধরিলেন, তাহাতে প্রিয়তম-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উৎসব চিহ্নের জ্ঞাপক —নিজ বদন অবলোকন, করিয়া শ্রীরাধিকা পুনরায় স্মিতসুধার দ্বারা ধৌত করিলেন ॥ ৯ ॥ তদনন্তর সখীগণ, স্নানকালে যে যে ভূষণ অঙ্গে থাকা অনুচিত, তাহা পরমানন্দের সহিত শ্রীঅঙ্গ হইতে অবতারণ করিলে, সেই সেই ভূষণ ধারণের স্থানে যে চিহ্ন (দাগ) বিদ্যমান থাকিল, তাহাই যেন

নির্দ্দোষ ভূষণ হইয়া শ্রীরাধিকাকে আরও শোভিত করিল ॥১০॥ তাহার পরে শ্রীরাধিকা স্নানযোগ্য অতি শ্লক্ষ্ণ শুভ্রবস্ত্র, "কেহ দেখিবে জ্ঞানে" চকিত নয়নে চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে পরিধান করিলে, বোধ হইতে লাগিল—"অচপলা চপলা লতিকা যেন রুচির চন্দ্রিকার দ্বারা আবৃতা হইল ॥ ১১ ॥ পরে কোমল আসনে উপবেশন করিলে, অপচয়-হীন-নিরুপাধি-প্রেমময়-পরিচর্য্যা-বিষয়ে-পটিয়সী সখীগণ, পরিচর্য্যা করিবার জন্য মণ্ডলী-বন্ধে দাঁড়াইলে পরিধি-বেষ্টিত বিধুবৎ শ্রীরাধিকার শোভা হইল ॥ ১২ ॥ ইত্যবসরে রতিমঞ্জরী নাম্নী শ্রীরাধিকার অতিপ্রিয়-কিঙ্করী, কপট (মস্তকের বসন) উদ্ঘাটন করিয়া প্রতিকর্ম্ম-বন্ধ (বেণী-বন্ধন) উন্মোচন পূর্ব্বক বাল-সমূহের (কেশ কলাপের,) অত্যন্ত শোভাবর্দ্ধন করিলেন *। এবং সুগন্ধি তৈলদ্বারা সেচন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কৃত-অঙ্গুলী নিচয়ের দ্বারা, গ্রন্থি বিমোচনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অতি ধীরে ধীরে আকর্ষণ-পূর্ব্বক, করভ ঘট্টন ও ঘর্ষণদ্বারা কেশ কলাপের অভ্যন্তর-বর্ত্তি স্নিগ্ধতার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। এবং বলয় ঝনৎকার যুক্ত করকুট্মলের দ্বারা, মস্তক মৃদু মৃদু মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রীরাধিকার নয়ন, অল্প অল্প মীলিত হইতে লাগিল এবং অতনু-সুখময় (বহু সুখময়) কম্প শরীরে উদয় হইল ॥ ১৫ ॥ পরে কঙ্কতিকা-দ্বারা সংস্কার

---

* শ্লেষার্থ—মূলে না দিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। রতিমঞ্জরী (নবজাত প্রেমাঙ্কুর,) বালসমূহে (অজ্ঞ জীবে) কপট (মায়া) দূর করিয়া প্রতি কর্ম্ম জন্য বন্ধন হইতে উন্মোচন করিয়া অত্যন্ত কান্তিবিশিষ্ট করিয়া থাকেন।

করিয়া কেশ বন্ধন করিলে, তত্রত্য পরিজনবর্গের মনে হইল—"যে কেশরূপ-গাঢ়-অন্ধকার-নিচয়, মুখবিধু রুদ্ধ করায়, রতি-মঞ্জরী ক্রুদ্ধা হইয়াই যেন কঙ্কতিকারূপ অস্ত্রদ্বারা আকর্ষণ-পূর্ব্বক বাঁধিয়া তদুচিত ফল প্রদান করিলেন"। রসমঞ্জরী-প্রভৃতি কিঙ্করীগণ, কুচযুগে, এবং ভুজ উদর প্রভৃতি স্থলে তৈল নিষেচনের নিমিত্ত বসন উদ্ঘাটন করিয়াই, কুচযুগলে নখ-ক্ষতাদি দেখিয়া মৃদু মৃদু হাঁসিতে লাগিলেন। "নির্জ্জন স্থানে কিঙ্করীগণ মৃদু হাঁসিতেছে কেন? কেহবা এ অবস্থায় আমাকে দেখিল," ইহা ভাবিয়া স্বস্তিকাকার বাহুযুগলদ্বারা পয়োধর আচ্ছাদনপূর্ব্বক, শ্রীরাধিকা, লজ্জাবশতঃ নতাঙ্গী হই-লেন ॥ ১৭ ॥ এমন সময় এক সুচতুরা কিঙ্করী, কুঙ্কুম কর্পূর ও পদ্মপরাগ চন্দন-দ্রবের সহিত মিলিত করিয়া গোলাপজল (কুসুমাম্বু) দিয়া উদ্বর্ত্তন সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন ॥ ১৮ ॥ অপরা কিঙ্করী, সেই উদ্বর্ত্তন সামগ্রীদ্বারা বিদ্যুৎসদৃশ ও লাবণ্যামৃত-বর্ষি-ঘন-সদৃশ শ্রীরাধার অপঘন, উদ্বর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এবং "উদ্বর্ত্তন ক্রিয়া সম্যকরূপে হইয়াছে কিনা?" ইহা নিজ নয়নদ্বারা নীতি নৈপুণ্য প্রকাশিয়া দেখিতে লাগি-লেন ॥ ১৯ ॥ আর এক কিঙ্করী, অন্য দ্রব্য মিলনে সুগন্ধি, আমলকী দ্রব (আমলা বাটা) দ্বারা কেশকলাপ মৃদু-পাণিতল দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া অতিশয় স্নিগ্ধ ও শোভা বিশিষ্ট করিলেন ॥২০॥ পরে যে স্নানবেদি, স্ফটিক মণিদ্বারা নির্ম্মিত, এবং যাহার চতুষ্পার্শ্বে কিঙ্করীগণ, উপবেশন করিয়া মস্তকে জল দানার্থ কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে বসিবেন বলিয়া, চতুর্দ্দিকে ভিত্তিদ্বারা আবৃত, এবং জল নির্গমনের প্রণালীযুক্ত, তাহাতে

গজগমনে শ্রীরাধিকা, আরোহণ করিয়া নিজ কান্তিদ্বারা কাঞ্চন কান্তি করিলেন; অর্থাৎ তৎকালে শ্রীরাধিকার স্নানার্থ অনাবৃত অঙ্গের হেমকান্তি উচ্ছলিত হওয়ায়, স্ফটিকের স্নানবেদি, স্বর্ণবেদিবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল ।।২১।। বেদিমধ্যা শ্রীরাধিকা, বেদিমধ্যে উপবেশন করিলে, পার্শ্বস্থিত ভিত্তির উপরি একজন কিঙ্করী উপবেশন করিয়া অল্প অল্প জল-ধারা অর্পণ করিতে লাগিলেন, আর এক জন কিঙ্করী, পরমানন্দের সহিত করতল যুগলদ্বারা কেশকলাপ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন ।। ২২ ।। কেশ-কলাপ মার্জ্জিত হইলে, বোধ হইতে লাগিল, "যে অনঙ্গের ঈষৎ কুঞ্চিত, প্রসারিত-নীল পতাকাযুক্ত-সুবর্ণধ্বজ, ঘন রস সেচন দ্বারা শোভা বিশেষ যেন বিস্তার করিতেছে" অর্থাৎ শ্রীরাধাতনুরূপ মদনের সুবর্ণের ধ্বজে ঈষৎ কুঞ্চিত কেশকলাপরূপ লম্বিত নীল-পতাকা যেন দুলিতে লাগিল ।। ২৩ ।। কিঙ্করীগণের, অঙ্গ মার্জ্জনা শেষ হইলে, ললিতাদি সখীগণ, সময়োচিত অতি সুগন্ধ সলিলদ্বারা মহাস্নান করাইতে আরম্ভ করিলে চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি আরম্ভ হইল॥২৩।। অভিষেকার্থ সখীগণ, জলপূর্ণ স্ফটিক-গর্গরী হইতে মস্তকোপরি জল সেক করিতে আরম্ভ করিলে, কেশকলাপের কান্তিদ্বারা সেই স্ফটিক কলস, নীলমণিময় হইল, এবং শ্রীমুখের সন্নিধানে বহুরত্নময় হইল,অর্থাৎ দন্ত অধর নয়ন নাসিকা প্রভৃতির কান্তিদ্বারা শিখরমণিময় পদ্মরাগমণিময়, এবং নীলমণিময় ও হেমময় হইল,এবং ব্রহ্মরন্ধ্রোপরি জলধারা অর্পণকালে নাসারন্ধ্রে ও শ্রীমুখে জল প্রবেশাশঙ্কায় শ্রীরাধিকা উত্তান পাণিযুগল দ্বারা শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিলে, করতল যুগলের সন্নিধানে বিদ্রুমময় হইল, এবং

কুচযুগলের সন্নিধানে হেমময় হইল, এবং শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্রাচ্ছাদিত নিতম্ব নিকটে জলপিণ্ডবৎ হইল, এই প্রকারে স্ফটিক-কলস স্বভাবতঃ শুভ্রত্ব-নিবন্ধন একরূপ হইয়াও শ্রীরাধিকার তনুসান্নিধ্য-বশতঃ বহুরূপ হইয়াছিল; "অহো! শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গ ধন্য !!! যে হেতু তুচ্ছপদার্থও যাঁহার সন্নিধি-লাভমাত্রে মহৎ হয়, কোথায় অল্প মূল্যের স্ফটিকের কলস, কোথায় তাহার নানারত্ন-ময়ত্ব লাভ," এই প্রকার বিস্ময়ের উদ্দীপক হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

স্নানান্তর শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গে সংলগ্ন বিন্দু বিন্দু জল, কিঙ্করীসমূহ, অতি শুভ্র গাত্রমার্জ্জনীর দ্বারা মার্জ্জন করিলে বোধ হইল,—"স্থির বিদ্যুৎলতায় ফলিত মৌক্তিকাবলী শরৎ-কালীন শুভ্র মেঘদ্বারা যেন উত্থাপিত হইতেছে" ॥২৭॥ আর একজন কিঙ্করী, জলাপসরণ করিবার নিমিত্ত; শুভ্র বস্ত্রদ্বারা কেশসমূহে বেষ্টন করিলেও মধ্য হইতে কান্তি বিনিঃসৃত হওয়ায়, বোধ হইল—"গঙ্গাদ্বারা যমুনা, আচ্ছাদিত হইয়াও গঙ্গাকে জয় করিবার নিমিত্ত অভ্যন্তর হইতে কান্তিরাশি বিস্তার করিতেছেন" ॥ ২৮ ॥ সেই কিঙ্করীকর্ত্তৃক শুভ্র বস্ত্র বেষ্টিত কেশততি, অল্প অল্প নিষ্পীড়িত হইয়া ভ্রমিবশতঃ জল উদ্গীরণ করায়, বোধ হইল,—"মৃণালবৎ শুভ্র চন্দ্রিকা কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া যেন নিবীড় অন্ধকার রাশি, কাঁদিতেছে" ॥ ২৯ ॥ শ্রীরাধারুচির-বসনদ্বারা উদর হইতে চরণ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া, স্নানীয় আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, "সৌগন্ধরূপ আমার গুণ, নানাবিধ সুগন্ধি তৈল সংস্পৃষ্ট শ্রীরাধিকার স্নানীয় বসনরূপে ভাগ্য ক্রমে ইদানীং মূর্ত্তিমান্ হইল" ইহা ভাবিয়াই

বুঝি গন্ধগুণা পৃথিবী, অনুরাগ বিশেষের সহিত সেই বস্ত্র গ্রহণ করিলেন"। বস্তুতঃ অতিরস-সিক্ত শ্রীরাধিকার সেই স্নানীয় বস্ত্র পতিত হইয়া ভূমি সুগন্ধি করিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

ললনামণি শ্রীরাধিকা, শরীর কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া অঙ্গুলিরূপ চম্পক কোরকদ্বারা-শিরসিজ সমূহে শ্রীমুখের সম্মুখে সন্নত করিলেন। এবং কেহ কোথা হইতে দেখিবে বলিয়া, সভয় নয়নে, ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অত্যুত্তম গাত্র মার্জ্জনীর প্রান্ততটদ্বয় ধারণ করিয়া, তদুপরি পুনঃ পুনঃ আঘাত পূর্ব্বক, আকাশ যেন ঘনরস-ত্রস-রেণু-ময় করিলেন। অর্থাৎ তাদৃশ গাত্রমার্জ্জনীর আঘাতে কেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা শ্রীরাধার সম্মুখস্থ নভোভাগে পতিত হইতে লাগিল। সেই কেশাঘাত দেখিয়া বোধ হইল,—"অচপলা চপলা-লতা, বিমল চন্দ্রিকার সহিত নিজ শাখা যুগলের সখ্য উৎপাদন করিয়া, তাহাদ্বারা ঘনতমো সমুহে প্রহার করিতে লাগিল; তাহাতে তমোরাশি নত হওয়ায় উজ্জ্বলকান্তি লাভ করিল। এতাদৃশ গুণ ভগবদ্ভক্তে দৃষ্ট হয়, তাঁহারা অন্যকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াও নত হন বলিয়া উজ্জ্বলকান্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকেন ॥৩১-৩৩॥ তদনন্তর শ্রীরাধা, যাহার উপরিভাগে রুচির কুঞ্চনদ্বারা আবৃত, এবং যাহা কুঞ্চন মধ্য-প্রবিষ্ট-অরুণ সূত্রে বদ্ধ, এবং শ্রীচরণের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত লম্বিত, এবং নানাবিধ প্রসস্ত চিত্রযুক্ত, (লাহাঙ্গা-ঘাগ্‌রা) নামে খ্যাত প্রবর অম্বর পরিধান করিয়া, তদুপরি ব্রজদেশে (দাঁড়িয়া) নামে খ্যাত, মেঁঘবর্ণ কনক-বিন্দুযুক্ত নবীন-শাটিকা দ্বারা বেষ্টন করিলেন; সেই বেষ্টন দেখিবামাত্রই মুকুন্দের নয়ন রুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীরাধিকার

দীর্ঘতর কেশ কলাপে যে জলীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল, তাহা শোধণ করিতে করিতে, অগুরু-ধূম, স্বর্গত হইল; অহো !!! মহৎসেবায় কাহার মহোৎসব না হয় ?*

তদনন্তর বিধুমুখী শ্রীরাধা, উচ্ছলিত কান্তিরূপ সৈন্য-গণে আবৃত হইয়া, স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলে, সকল কলা-ভিজ্ঞা সুদেবী, পরিচর্য্যা করিবার জন্য নিকটে উপস্থিত হইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সুদেবী, বিধুমুখীর কন্ধরায় বামকর উত্তানরূপে বিন্যস্ত করিয়া, দক্ষিণ করধৃত কঙ্কতিকার অগ্রভাগ দিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক কেশ কলাপ যখন তাহাতে অর্পণ করিতেছেন; তখন সেই বামকর প্রসারিত হইতে লাগিল; এবং অন্য সময় কুঞ্চিত হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল—“কনক জাল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যমুনা প্রবাহ, মুকুলিত ও স্ফুটিত কমল মুখে পতিত হইয়া যেন—গ্রস্ত হইতেছে” ॥৩৯॥ সুদেবী সুন্দর কঙ্কতিকা-দ্বারা ললাটের উপরিভাগ হইতে মস্তক মধ্য পর্য্যন্ত পুচ্ছযুগল-যুতা কন্দর্পের স্তববিষয়ীভূত সূক্ষ্ম-শরণী-সদৃশী (সিঁথি) নামে খ্যাত রেখা রচনা করিলেন ॥ ৪০ ॥ সেই রেখা দেখিয়া মনে উদয় হইতে লাগিল,—“যাহার, স্মরণে পাপরাশি দূরে যায়, সেই ত্রিপথগা মাধুরীরূপ-সুরশৈবলিনী, হরি-হৃদয়-করিবরের কেলির নিমিত্ত প্রবাহরূপে চলিতেছে, এবং তাহাতে পরিজন-গণের নয়ন-তরি যেন ভাসিতেছে” ॥ ৪১ ॥

---

* শ্লেষার্থ। গুরু সহিত মলিন জন সমুদয় গুরুস্বরূপ ঈশ্বরে ভজন করিয়া অশেষ রসাস্বাদন করিতে করিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধিময় বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া-ছিল।

ললিতা সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া শ্রীরাধার মস্তকের উপরি (শিস্‌ফুল) নামে প্রসিদ্ধ শিরোমণি অর্পণ করিলে বোধ হইল,— "কেশরূপ গাঢ় অন্ধকার রাশির উপরি, উদয়কালীন-প্রভাকর প্রিয়তমের ন্যায় যেন শোভিত হইলেন"। যদি কেহ কহেন— "সূর্য্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন, সেইরূপ এই চূড়ামণি-রূপ সূর্য্য, কেশরূপ অন্ধকার নাশ করিল না কেন?" তাহার উত্তর "গগন-মণ্ডলের সূর্য্য তিমিরারি, আর এই সূর্য্য, তিমিরের প্রিয়-তম; সুতরাং তিমির ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে"॥৪২॥ সেই চূড়ামণির চারিদিকে বেষ্টিত নবীন মৌক্তিক শ্রেণী শ্রীরাধার সিঁথি রেখার উপরি শোভিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল,—"নক্ষত্রগণ, হিমাংশুর সেবা করিয়া শীতার্ত্ত হয়, শীত নিবারণ না হওয়ায় অপরিতোষ নিমিত্ত সূর্য্যের সেবা করিতে যেন প্রবৃত্ত হইয়াছে"।

পরে শ্রীরাধার ললাটের উপরিভাগে ললাটিকা (পত্রপাশ্যা-সিঁথি) নামক ভূষণ অর্পণ করিলে, তাহার মৌক্তিক শ্রেণী অলক (চূর্ণ-কুন্তল) চুম্বন করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া সন্দেহ হইল—"ইহা কি সরসছবি-মুখসুধা-সরোবরের চঞ্চল শৈবল সহিত বুদ্বুদ শ্রেণী?" ॥ ৪৪ ॥

তাহার পরে সুদেবী, শিরোমণি-লগ্ন মুক্তামালা ও ললা-টিকা প্রভৃতির সূত্রের প্রান্তভাগ কেশ-ততির সহিত মিলিত করিয়া পুষ্পের দ্বারা বিচিত্রিত করিয়া জঙ্ঘা পর্য্যন্ত লম্বিত বেণী রচনা করিলেন। তাহা দেখিয়া বোধ হইল—"বিধু, তপস্যা দ্বারা নিজ "কলঙ্ক উদ্বমন করিয়া শ্রীরাধার শ্রীমুখত্ব লাভ করিয়াছে, এবং উদ্বান্ত কলঙ্ক, কেশ হইয়াছে"।

যদি কেহ কহেন? কেশরূপ কলঙ্ক কলা শ্রীরাধিকা স্বমস্তকে কেন স্থাপন করিলেন? তাহার উত্তর—"এই কলঙ্ক কলা, চরণে পতিত হওয়ায় করুণাময়ী শ্রীরাধিকা, ইহাতে বেণীরূপে অঙ্গীকার করিয়া মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া বেণীরূপ কলঙ্ক কলা, জঙ্ঘা পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়াও কর-দ্বারা চরণ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে" ॥ ৪৬ ॥ সুদেবী বেণী রচনা করিয়া কনক হিরক ও মৌক্তিক দ্বারা বিচিত্রিত মৃদুল-পট্টসূত্র-নির্ম্মিত পদ্ম (ব্রজদেশে ফোন্দনা নামে খ্যাত) বেণীর অগ্রে যোজনা করিলেন। তদবলোকনে মনে হইতে লাগিল—"শ্রীরাধিকারূপ হরিমনোরথ-কল্পলতা, ঊর্দ্ধভাগে যে বেণীরূপা জটা ধারণ করিয়াছেন, তাহার অগ্রভাগে মদন, ইন্দ্রপুর বিজয় করিয়া অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট চামর আনয়ন করিয়া, বাঁধিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ বটবৃক্ষ ব্যতীত অন্যবৃক্ষে বা লতায় জটা হইলে নৃপতিগণে যেমন সেই জটার অগ্রে চামর বাঁধিয়া তাহার তলে নিধিস্থিতি বোধ করাইয়া থাকেন। এইরূপ হরি-মনোরথ কল্প লতার জটাগ্রে (অর্থাৎ শ্রীরাধার বেণীর অগ্রে) চামর বাঁধিয়া তত্তলে নিধিস্থিতি, মদন, জানাইতেছে, অর্থাৎ শ্রীরাধার দোদুল্যমান বেণীর নিম্নস্থিত শ্রীচরণ তলে নিধি আছে, অর্থাৎ তদুপাসনায় পরম নিধি লাভ হয় ইহাই বোধ করাইতেছে"*। কেশবন্ধন সমাধার পরে সুদেবীকে অপদেশ করিয়া ললিতা শ্রীরাধিকাকে পরিহাস করিয়া কহি-লেন—"হে সুদেবি! তুমি কি বন্ধদা দেবী? অর্থাৎ মহামায়া,

* এখানে আরও একটি অত্যন্ত রহস্য ভাব আছে।

তোমার দ্বারা যে বালততি * বদ্ধ হইল, হরি, নিজ রতি অনুভব-ক্ষণেই ইহাদিগকে মোচন করিবেন" ॥ ৪৯ ॥

তদনন্তর ললিতা মৃগনয়না-শ্রীরাধার মস্তকে বামকর অর্পণ করিয়া ও শ্রীমুখ কিঞ্চিৎ উত্থাপন করিয়া দক্ষিণ করে বর্ত্তিকা (তুলী) ধারণপূর্ব্বক অলক-রাজিত ললাটে অগুরু দ্রব্যের (চোয়ার) সহিত মৃগমদ মিলিত করিয়া তাহাদ্বারা মণ্ডল রচনা করিয়া তাহার মধ্যে সিন্দূর দ্বারা অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া তাহার মধ্যে কর্পূর সম্বলিত চন্দন বিন্দু অর্পণপূর্ব্বক তিলক রচনা করিলেন ॥ ৫০-৫১ ॥

শ্রীরাধার ললাটে সেই তিলক দেখিয়া বোধ হইল—"আত্মভূ উমাপতিকে পরাজয় করিয়া তাহার ললাট হইতে শশিকলা আচ্ছাদন পূর্ব্বক আনিয়া তাহাদ্বারা শ্রীরাধিকার ললাট রচনা করিয়া,তাহাতে চির সম্ভৃত মূর্ত্তিমান্ শূচিরস যেন নিহিত করিয়াছে" পুনরায় তাদৃশ তিলক দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—"শ্রীরাধিকার ললাটরূপ-সুবর্ণপট্টে, অলকরূপ মাতৃকা ক্ষরাবৃত এবং বহুবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর আনন্দদায়ক-বশীকরণের সামগ্রী স্বরূপ-স্মরযন্ত্র যেন শোভিত হইতেছে" ॥ ৫২-৫৩ ॥

অনন্তর ললিতা কর্পূর নির্ম্মিত বর্ত্তিকাদ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নযুগ অঞ্জনযুক্ত করিলেন। তৎকালীন শ্রীরাধার পক্ষ কুঞ্চনের মাধুরী, নীতি নিপুন পণ্ডিতগণেরও রসনা, কোনরূপ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ জিহ্বা বর্ণন করিতে

* বালততি—অজ্ঞ জীবসমূহ ও কেশ রাশি। রতি-ভক্তি-বিশেষ ও সম্প্রয়োগ।

পারে না। শ্রীরাধার অঞ্জন রঞ্জিত নয়নযুগল দেখিয়া তত্রত্য পরিজনের মনে উদয় হইল—"সূর্য্যের প্রভাব আর নাই" ইহা মনে করিয়া সূর্য্য-শত্রু অন্ধকার, সূর্য্য প্রিয়-নলিন-যুগলে আবৃত করিয়াছে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে তাহাতে নলিন যুগলের কান্তিমত্তা বহুকাল ব্যাপিনী হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে" ॥৫৪-৫৫॥ তাহার পরে শ্রীরাধিকার অঞ্জন রঞ্জিত নয়ন-যুগলের সহিত কথার ছল করিয়া ললিতা, শ্রীরাধিকাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন—হে নয়ন-যুগল! তোমরা আমাকে কি বলিলে—"আমরা সকল অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে রত্নাদি না দিয়া মসী-মালিন্য অর্পণ করিলে কেন? তাহার কারণ—"কৃষ্ণরুচি দ্রবে তোমাদের সতৃষ্ণতা অবগত হইয়া আমি কৃষ্ণরুচি দ্রব অর্পণ করিলাম," হসিতমুখী-ললিতার এই ললিতাক্ষর যুক্ত বচন শুনিয়া, শ্রীরাধিকা হর্ষ বশতঃ ভ্রূকৌটিল্য প্রকটন করিলে পুনরায় শ্রীরাধার নয়নের প্রতি ললিতা কহিলেন—"হে অঞ্জন রঞ্জিত সফরিকে! কৃষ্ণ ঘনোদ্গম হইলে কাহারও অপেক্ষা না করিয়া তোমরা মধুর ভাব কলা বিশিষ্ট নৃত্যগতি বিস্তার করিও, সুধাংশু-মুখী, শ্রীরাধিকা এই প্রকারে ললিতাকর্ত্তৃক পরিহসিতা হইয়া কহিলেন,—হে ললিতে! তোমার অপাঙ্গরূপ নট প্রবরের নিকট অধ্যয়ন না করিয়া আমার দৃষ্টি, কিরূপে নর্ত্তকী হইবে? অতএব হে সখি! আমার মুর্খ দৃষ্টির বৃথা প্রশংসার আর প্রয়োজন নাই"॥ ৫৬-৫৮ ॥

তাহার পরে ললিতা, বিবিধরত্নযুত-বর-মুক্তা শ্রীরাধিকার নাসিকা শিখরে অর্পণ করিলে, শুভ্র পুষ্প দ্বারা পূজিতবৎ প্রতীয়মান হইল, এবং তত্রত্য পরিকরবর্গের মনে হইল,—

"সুধাকর, নিজ রমণী তারাকে (নক্ষত্রে) অভরণে ভূষিত করিয়া নিজ বক্ষঃস্থলে যেন অর্পণ করিয়াছে" ॥৫৯॥ এবং "মুক্তাভরণ ছলে স্বর্ণ কমল পট্টাসনে বিরাজিত দ্যুতিরূপ রাজা, অখিল-দুর্ব্বশ হরি-নয়নরূপ সুখদ নগরদ্বয়, যেন অধিকার করিয়াছে; "আরও মনে উদয় হইতে লাগিল—"নাশাভরণে, লাবণ্য লতার বীজ জ্ঞানে, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তদীয় নয়নরূপ বিলাসি যুগলের কি ইহাতে সতৃষ্ণতা হয়? ॥ ৬০-৬১ ॥ আরও মনে হইল—তিলফুলের তুন হইতে বিচিকিলের (মতিয়া রায় বেলের) বর্ত্তুলাকৃতি কোরকরূপ-নির্দ্দোষ-কাম বান নির্গত হইয়া, মুকুন্দ ধৈর্য্যধ্বংসের নিমিত্ত পারমৈশ্বর্য্য প্রকটন করিতেছে কি? পুনরায় ললিতা জগন্মণ্ডলে মহাসৌভাগ্যযুক্ত নাসাভরণকে উদ্দেশ করিয়া পরিহাস করিতেছেন—অয়ি! নাশাভূষণ! তুমি মাধুর্য্যামৃতযুক্ত বড়িশ! অতএব ঝটিতি কৃষ্ণের নয়নরূপ সফর মৎস্য-যুগলে আকর্ষণ করিও" ॥ ৬২-৬৩ ॥ ললিতার এই পরিহাসোক্তি শ্রবণ করিয়া বিশাখা কহিলেন—হে ললিতে! যে অনুরাগ সাগরবাসি—হরি-নয়ন-সফর কুলবতীগণের ধৈর্য্য ভয় বুদ্ধিরূপ সম্পুট পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া থাকে, সে এই বড়িশও গ্রাস করিবে, অর্থাৎ হে ললিতে! তুমি যাহা কহিলে,তাহার বৈপরিত্য হইবে,যেহেতু সেই হরিনয়ন সফরের দমন কর্ত্তা ভূমণ্ডলে কেহই নাই "এই প্রকারে সখীযুগলের বাগমৃতপান করিয়া শ্রীরাধিকা ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন—অয়ি ললিতে! অয়ি বিশাখে! তোমরা দুই জনও পরস্পরে কৃষধাতুর কর্ম্ম হও; অর্থাৎ তোমাদের দুই জনকে সে কৃষ্ণ আকর্ষণ করুক, এবং তোমরা দুই জন তাহাকে (কৃষ্ণকে) আকর্ষণ কর"॥৬৪-৬৫॥

পরে শ্রীললিতাদেবী শ্রীরাধিকার কুন্দাবতংসিত কর্ণ-যুগলের উপরি বস্ত্র-ছানিত কান্তির ন্যায় চক্রি-শলাকা-যুগল * এবং অধোভাগে মণিকুণ্ডল-যুগল অর্পণ করিলেন ॥ ৬৬ ॥ তাহা দেখিয়া বোধ হইল—"কন্দর্প-তরুর উৎকৃষ্ট পল্লবযুগল, কৃষ্ণ ভ্রমরের প্রমদ-প্রদ শোভারূপ-মধুপূর্ণ মণিময় স্তবকযুগল যেন ধারণ করিয়াছে" ॥ ৬৭ ॥

পরে ললিতাদেবী, শ্রীরাধিকার মৃদুগণ্ড যুগলে মকরিকা যুগল লিখিতে লিখিতে মকরকেতনকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে কন্দর্প! তুমি এই পীঠে আসিয়া উপবেশন কর, তাহা হইলে নিজ 'অরুণাধর পল্লব অর্পণপূর্ব্বক রসময় সময়ে শ্রীহরি তোমাকে অর্চ্চনা করিবেন" ॥ ৬৮ ॥ পুনরায় ললিতা, শ্রীরাধিকার গণ্ডযুগলে লিখিত মকরিকাযুগলে অপদেশ করিয়া শ্রীরাধিকাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন,—হে মকরিকাযুগল! তোমাদের উপরি যখন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের মকরযুগল পতিত হইবে, তোমরা তখন তাহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিও, তাহা হইলে তোমাদের সকল কলা সফলা হইবে; কারণ সেই মকরযুগল "অঘহর শ্রুতি-সেবী" অর্থাৎ পাপনাশক বেদ-সেবী, সুতরাং এতাদৃশ পতিলাভ বহু সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, শ্লেষার্থ—(শ্রীকৃষ্ণের শ্রাবণবর্ত্তি) ॥ ৬৯ ॥ ললিতা-কর্ত্তৃক লিখিত মকরীযুগলের ব্যাদত্ত-বদন বিলোকন করিয়া মনে হইতে লাগিল,—"কর্ণ ভূষণস্থ-হীরক-কণা, স্বর্ণ দর্পণ-সদৃশ শ্রীরাধার গণ্ডযুগে পতিত হইয়া লাজ (খই) ভ্রান্তি করায়, তাহা ভোজন করিবার নিমিত্ত মকরিকাযুগল, যেন ব্যাবৃত বদনে

* চক্রিশলাকা—মাকৃরী বিশেষ।

বিদ্যমান রহিয়াছে" ॥ ৬৮ ॥ সুনয়না শ্রীরাধা, ললিতার এই পরিহাস-বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"হে ললিতে! সখি! আমার এই মকরিকাযুগল, অচপলা, ও মৃদুলা, অতএব কৃষ্ণের কর্ণস্থিত শুষ্ক নীরস ও চপল মকর-যুগলের সদৃশ হইতে পারে না, তুমি কি নিমিত্ত সহাস্য বচন বৃথা বলিতেছ? ॥৭০॥ তুমি তোমার ভুজস্থিত অঙ্গদরূপ-কুণ্ডলিকার কঠিন বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ি কঠিন-কুণ্ডল-যুগলে শয়ন করিয়া রাখিও। যদি বল-কুণ্ডলযুগলে কি নিমিত্ত শয়ন করাইয়া রাখিতে কহিতেছ? তাহার কারণ শ্রবণ কর,—"যোগ্য সঙ্গ লাভ হইলে দোষ বিশেষ নিবৃত্ত হইয়া গুণ-বিশেষ উদয় হইয়া থাকে, এই হেতু কৃষ্ণের কর্ণের কুণ্ডল-যুগল, ভুজাঙ্গদ-কুণ্ডলিকারূপ স্ত্রীরত্ন লাভে পরমাঢ্য হইলে, ইহাদের চপলতারূপ দোষ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে" ॥ ৭২ ॥

শ্রীরাধার চিবুক মধ্য, ললিতা, মৃগমদ বিন্দুযুক্ত করিলে বোধ হইল—"বিধু, স্বকরে তিমির সংহার করিয়া করুণাবশতঃ তাহার ডিম্ভে (শিশু সন্তানে) যেন নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছে ॥ ৭৩ ॥ চিবুক বিন্দু উপলক্ষ করিয়া পুনরায় ললিতাদেবী, পরিহাস করিয়া কহিলেন—আমি এক্ষণে মাধুর্য্য সমুদ্র সমুৎপন্ন পূর্ণ সুধাংশু-মণ্ডলে যে কৃষ্ণবর্ণ পৃষত * অঙ্কন করিলাম, ইহাকে কৃষ্ণ নিজ মুদ্রা,(ছাপ মোহর) অঙ্কিত, নিজ দ্রব্য জ্ঞানে সরস করিয়া,এবং স্বয়ং রসানুভব করিয়া রমিত করাইবেন" ॥৭৪॥ শ্রীরাধার চিবুকস্থিত বিন্দু বিলোকন করিয়া মনে উদয় হইল—"আত্মভূ বুঝি কনক কেতকী পত্রদ্বারা নানাশিল্প-কলা-

* পৃষত—বিন্দু ও মৃগ।

ভূষিত-দ্বিকোণ পুটী (দোনা) নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি বিম্বফল-যুগল নিধান করিয়া তন্নিম্নে অত্যন্ত শোভা-শালী ভ্রমরতনয়ে, যেন শয়ন করাইয়া রাখিয়াছে" ॥ ৭৫ ॥

পরে চিত্রাদেবী, বরতনু শ্রীরাধিকার স্তনযুগলোপরি কর্পূর অগুরু কুঙ্কুম ও চন্দন দ্বারা, সূক্ষ্মতর পল্লবযুক্ত লতা সুন্দররূপে অঙ্কন করিলেন ॥ ৭৬ ॥ তাদৃশচিত্রিত শ্রীরাধার স্তনযুগল দেখিয়া বোধ হইল—"রস-সরোবরে মদনের চক্রবাকযুগল নিমগ্ন হইয়া শৈবলযুক্ত হইয়া সহসা যেন উত্থিত হইয়াছে, এবং মুরহররূপ মত্তমাতঙ্গ, এই দুই চক্রবাকে দেখিলে নিজ কর সঙ্গে ইহাদিগকে ভালরূপে খেলা করাইবে" ॥ ৭৭ ॥ তদনন্তর শ্রীরাধার দুই ভুজে চম্পকলতা এবং ইন্দুলেখা মণিময় অঙ্গদ (বাজু) পরাইয়া দিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল—"পূর্ণচন্দ্র দ্বিখণ্ড করিয়া উৎকৃষ্ট মৃণালযুগলেকে, যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে" ॥ ৭৮ ॥ তাহার পরে অঙ্গদযুগলে ব্যপদেশ করিয়া শ্রীরাধিকাকে সখীদ্বয়, পরিহাস করিতেছেন—অঙ্গদ-যুগল ! আমরা, তোমাদের নামের ব্যুৎপত্তি দ্বারা অনুমান করিতেছি—"এখন যিনি তোমাদিগকে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা কোন ব্যক্তির অতুল অঙ্গ প্রদান করিবে, যদি না কর তাহা হইলে প্রতি সভায় লোকে তোমাদিগকে সদোষ বলিবে, অথবা তোমরা স্বধারিণীকে তৎপ্রিয়জনের অঙ্গদান করিতে না পারিলে একবারে মিথ্যা হইবে, কিম্বা "অঙ্গদান যে করে" তাহার নাম অঙ্গদ, এই নামার্থের পরিবর্ত্তে "অঙ্গ যে খণ্ডন করে, তাহার নাম অঙ্গদ এই নামার্থ প্রাপ্ত হইবে" ॥৭৯॥ চম্পকলতার এই পরিহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দুলেখা কহিতেছেন—হে সখি!

চম্পকলতে! এই অঙ্গদ হরিনয়ন পথবর্ত্তী হইয়াই অনঙ্গদ হয়, সুতরাং অতি বিচিত্ররূপে আমাদের পরমার্থরূপ বস্তু পূরণ করে, অতএব এই অঙ্গদযুগল, পরম উদার, অর্থাৎ কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র এই অঙ্গদযুগল, অনঙ্গ প্রদান করে, অর্থাৎ কৃষ্ণের কাম উদ্দীপন করে; তাহার পরে স্বধারিণীকে কৃষ্ণাঙ্গ প্রদান করে, তাহাতেই রহোলীলা হয়, পরে আমাদের তদ্দর্শনরূপ পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে, একারণ হৃষ্ট চিত্তে অঙ্গদযুগলের অতি মহত্তার প্রশংসা কর, কিন্তু মিথ্যা বা অঙ্গচ্ছেদী বলিয়া বৃথা নিন্দা করিও না॥ ৮০॥ এই প্রকার সখীযুগলের নর্ম্ম বচন শ্রবণ করিয়া স্মিতমুখী-রাধিকা, লজ্জা-বশতঃ নত নয়না হইয়া কহিলেন—হে সখি! অধিক অঙ্গদের বার্ত্তায় আর প্রয়োজন নাই, তোমাদের অঙ্গসমূহে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গদত্ব এবং অনঙ্গদত্ব এবং অগদত্ব এই তিনটী গুণই বিদ্য-মান আছে, অর্থাৎ হরি তোমাদের নিখিলাঙ্গে অঙ্গার্পণ করে, এবং তোমাদের অনঙ্গোদ্দীপন করে, এবং কন্দর্প-জ্বর নিবারক অগদ (ঔষধ) অর্পণ করে, অতএব অঙ্গদের যে গুণ বলিলে তাহা শ্রীকৃষ্ণে ও তোমাদের মধ্যে রহিয়াছে॥ ৮১॥ তাহার পরে উপরোক্ত সখীযুগল, শ্রীরাধিকার মণিবন্ধযুগলে ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত ও স্বর্ণ-রেখাযুক্ত চুড়ী অর্পণ করিলেন। যে চুড়ী সময়-বিশেষে মধুর অস্ফুট ধ্বনি করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে॥ ৮২॥ শ্রীরাধার কলাবিযুগলে * চুড়ী দেখিয়া বোধ হইল—"শ্রীরাধার করারবিন্দের উপরিস্থিত নখর-রূপ হংস-শাবকগণ কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়া ভ্রমর-শ্রেণী, ভয়

* কলাবি—মণিবন্ধ, হস্ত-গ্রন্থি।

পাইয়া যেন কমলযুগলের কণ্ঠ ধারণ করিয়াছে,—এবং শরণাগত বৎসলতা হেতু কমলযুগল,ভ্রমরাবলীর সম্বন্ধে হংসশাবকদিগের নীলকমল ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে, নচেৎ এখান হইতে তাহারা ভ্রমরসমূহে নিঃসারিত করিত" ॥৮৩॥ পরে শ্রীরাধিকার মণিবন্ধে কঙ্কণ পরিধাপন করাইলে বোধ হইল—"শ্রীরাধিকা নিজ প্রিয়তম কৃষ্ণচন্দ্রের শরীর ও বসনের কান্তিরূপ জপমালা বলয় ও কঙ্কণের ছলে যেন নিজমণিবন্ধে স্থাপন করিয়াছেন, যেহেতু জাপকদিগের এই স্বভাব—"তাহারা পরমাসক্তিবশতঃ জপমালা মণিবন্ধে স্থাপন করিয়া থাকেন" ॥ ৮৪ ॥

তদনন্তর শ্রীরাধার হস্তে প্রতিসর (পঁহুচি নামে খ্যাত হস্ত-সূত্র) বন্ধন করিলে বোধ হইল—"পক্ষী-হিংসক ব্যাধ বিশেষ, যেমন পক্ষী-বন্ধনার্থ পল্লবমূলে ফাঁদ পাতিয়া থাকে, এইরূপ মদন শাকুনিক (অর্থাৎ মদনরূপ পাখমারা) শ্রীরাধিকা-রূপ অমৃতময়ী-লতার কর-রূপ পল্লবের মূলে প্রতিসর-রূপ কৃষ্ণবর্ণ সূত্র-নির্ম্মিত ফাঁদ, হরিমানস চকোরকে বন্ধন করিবার জন্য যেন পাতিয়াছে" ॥ ৮৫ ॥ শ্রীরাধিকা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী ও মধ্যমা ব্যতীত উভয় হস্তে অঙ্গুরীয়সমূহ ধারণ করিলে, বোধ হইল—"নখরূপ চন্দ্রগণ হস্তরূপ, কমল-যুগলের আশ্রিত হইয়াছে, যদি কেহ কহেন—"চন্দ্র, বিপক্ষ কমলের আশ্রিত হইল কেন ? তাহার উত্তর শ্রীরাধিকার নখ চন্দ্রাপেক্ষা করকমলে অধিক সৌভাগ্য প্রদান করায়, অত্যন্ত মহদাশ্রয় নিমিত্ত বিলক্ষণ বলশালী, জানিয়া ভয়বশতঃ নখররূপ চন্দ্রমণ্ডলী, করকমলে যেন আশ্রয় করিয়াছে", তাহা দেখিয়া নখচন্দ্র-মণ্ডলীর স্ত্রীস্বরূপা অঙ্গুরীয়রূপ-নক্ষত্র-

মণ্ডলী, করকমলের-দল-স্বরূপ অঙ্গুলিসমূহে বেষ্টন করিয়াছে" ॥ ৮৬ ॥

তদনন্তর শ্রীবিশাখা দেবী, শ্রীরাধিকার বক্ষোজযুগলে মুক্তাদ্বারা গ্রথিত ও অতি কোমল এবং অত্যন্ত হিতকর অরুণবর্ণ কঞ্চুকযুগল অর্পণ করিলে বোধ হইল—"যাহার ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা স্বভাব, সেই হরি-বশীকরণ-কৌতুকী, অনুরাগ রূপভট, শ্রীরাধিকার অন্তঃকরণ হইতে বহিরুদ্গত হইয়া হৃদয় অবনীর উপরি যেন নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতেছে" ॥৮৭-৮৮॥

কঞ্চুক অর্পণ করিয়া কণ্ঠভূষণ (চিক) হইতে ক্রম-লম্বিত, চঞ্চল মুক্তাহার দ্বারা শ্রীরাধিকার কুচযুগলের বিশিষ্ট শোভা সম্পাদন করিলে বোধ হইল—"কাম, পূর্ব্বকৃত নিজাপরাধ রাশি সংক্ষয়ের নিমিত্ত, কনক নির্ম্মিত শঙ্খ হইতে বিনিঃসৃত অমল সুরধুনীধারায় শ্রীশিব প্রতিমাযুগলে কি অভিষেক করিতেছে?" ॥ ৮৯-৯০ ॥

পরে বিশাখাদেবী শ্রীরাধিকার হৃদয়রূপ বিষ্ণুপদে (শ্রীকৃষ্ণাধিকৃত স্থানে) শ্রীহরিধামধারী (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে সমর্থ) এবং মুকুরবৎ স্বচ্ছ মহার্ঘ্য ধ্রুব-পদক (নিশ্চল পদক) অর্পণ করিলেন, (শ্লেষার্থ) যেমন বিষ্ণুপদে (আকাশে) ধ্রুবপদক (ধ্রুবস্থান) বিদ্যমান আছে, এবং তাহাতে সময়ে সময়ে হরিধাম (বিষ্ণুস্বরূপ) বিরাজিত হইয়া থাকেন, এইরূপ শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলার্পিত ধ্রুব-পদকে হরিধাম ও (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ) সময়ে সময়ে বিরাজিত হইয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥

তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধিকার নিতম্বে অনুরাগের সহিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা অর্পণ করিলে বোধ হইল—"মহোৎসবকারী, মদন

নিজ গৃহে যেন (বন্দন মালা) বন্ধন করিয়াছে, যদি কেহ কহেন—প্রতি দিন মদনের মণিতোরণ বাঁধিবার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর—"বিভূতিমান্ জনেরা প্রায়ই নিত্যোৎসব করিয়া থাকেন? শ্রীরাধার নিতম্ব বিম্বে বদ্ধ—ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা দেখিয়া বোধ হইল—"শ্রীরাধার ত্রিবলীতরঙ্গে যাহার কান্তি-সমুচ্ছলিত হয়, সেই নাভি সরোবর তটে মধুর স্বরযুক্ত, সরস সারস পক্ষীগণ কন্দর্পমদ বশতঃই কি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছে?" ॥৯২-৯৩॥ পরে রঙ্গ দেবী, রুচির হংসক (পাদকটক) যুক্ত শ্রীরাধিকার চরণ সরোজযুগলে মণিনূপুর পরিধান করাইয়া এবং শ্রীচরণাঙ্গুলী সমূহে মধুর ধ্বনি বিশিষ্ট এবং নিযুত স্বর্ণ-মুদ্রা মূল্যের মণিযুক্ত উর্ম্মিকা (পাদাঙ্গুলীয় পাশুলী) পরিধান করাইলে বোধ হইল—"ত্রিজগৎবর্ত্তি মধুরিমা, আপনাকে সফল করিবার জন্য শ্রীরাধিকাচরণে লুঠিত হইয়া চরণভূষণ ও অঙ্গুলীভূষণ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া রণ রণ ধ্বনি করিয়া অপর সুকৃতি-সম্পন্ন বিবেকী ব্যক্তিদিগকে শ্রীচরণের গুণগণের স্তব করিবার নিমিত্ত যেন প্রেরণা করিতেছে" ॥ ৯৫ ॥

অত্যন্ত অরুণবর্ণ চরণ নখরাগ্র ও চরণতলযুগল, যাবক দ্বারা রঞ্জিত হইল; যদি কেহ কহেন—"মহা বিদগ্ধা সখীগণ, কেন স্বভাবতঃ অরুণ চরণে অলক্তক দিয়া পিষ্ট পেষণ করিলেন?" তাহার উত্তর—"ইহ জগতে কি কোন মনুষ্য, সামান্য জ্যোতিঃযুক্ত দীপ শিখার দ্বারা তেজঃপুঞ্জময় সূর্য্য দেবের পূজা করে না? ॥৯৬॥ চরণালঙ্কারে ভূষিত যাবক-রঞ্জিত শ্রীচরণযুগল দেখিয়া বোধ হইল—"সূর্য্য, নিজপ্রিয় নলিনযুগলে শ্রীরাধার চরণযুগলের সাযুজ্যপ্রাপ্তি করাইয়া আপনি যাবকরূপে তদা-

শ্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অবধূত পরমহংস * যুগল, যেন নাচিতেছে; অর্থাৎ আমরা যাহার মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মসাজুয্য লাভ করিতে বাসনা করি, সেই বিজ্ঞ চূড়ামণি সূর্য্য, স্বপ্রিয় নলিন সহিত আমাদিগের আশ্রিত শ্রীরাধার শ্রীচরণযুগলের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল, অতএব মোক্ষসুখ অপেক্ষা শ্রীরাধিকার চরণাশ্রয়ে পরমাধিক সুখ, ইহা মনে করিয়া যেন পরমানন্দ ভরে অবধূত পরমহংসযুগল নাচিতেছে" ॥ ৯৭ ॥ তাহার পর শ্রীচরণস্থ যাবককে সম্বোধনপূর্ব্বক ললিতা, কহিলেন—অয়ি যাবক! (আমি এই শ্রীচরণের সৌন্দর্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলাম না) ইহা মনে করিয়া শোকসন্তপ্ত হইও না, ইহার পরে তোমার অধিকতর সৌভাগ্য উদয় হইবে; কারণ তুমি এক্ষণে শ্রীরাধার চরণযুগলে অরুণিত করিতে না পারিলেও এই চরণাশ্রয় বলে শ্রীকৃষ্ণের ললাট, তট অরুণিত করিতে সমর্থ হইবে" ॥ ৯৮ ॥ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থায়িভাব † উদ্গম হওয়ায় শ্রীরাধা, ব্যাকুলবুদ্ধি হইয়াও কিঞ্চিৎ পরুষভাষিণীর ন্যায় নিজসখী ললিতাকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন—যদি কেহ কহেন—"শ্রীরাধিকা রসকথা শ্রবণ করিয়া প্রিয়সখীকে তর্জ্জন করিলেন কেন? তাহার উত্তর—"তৎকালে অত্যন্ত বলবতী উৎকণ্ঠারূপাসখীর সেবাদ্বারা এতই বশীভূত হইয়াছিলেন, যে তন্নিমিত্ত শ্রীরাধা অন্য সখীর রস কথা অবধি

---

* অবধূত পরমহংস—অবধূত যোগিবিশেষ—পরমহংস জ্ঞানি বিশেষ, এবং রুণ্পিত পাদ কটক।

† স্থায়িভাব—অনুরাগ।

সহিতে পারেন নাই ।। ৯৯ ।। শ্রীরাধা কহিলেন—অয়ি সখি! ললিতে! নিজ চরণ যাবকদ্বারা কৃষ্ণের ললাটতট-রঞ্জনরূপ নিজগুণ, পর মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া তুমি যে উপহাস করিতেছ, এই উপহাস তোমাতেই থাকুক; আমি যদি এ জন্মের মধ্যে এই গুণ একদিন পাইতাম, তাহা হইলে তোমাকেও এইরূপে উপহাস করিতাম; হে ললিতে! উক্তগুণ লাভ করিয়া তুমি অত্যন্ত গর্ব্বিনী হইয়াছ, এই জন্য তুমি আমাদের মত ভাগ্যহীন জনে উপহাস করিতে পার, কিন্তু আমাতে উপহাস করিবার সামগ্রী কিছুই নাই, যেহেতু এ জন্মে আমি তাহাকে (কৃষ্ণে) কখন দেখি নাই; যদি ভাগ্য বশতঃ কোন সময় দেখিতে পাই, তাহা হইলে তোমার সহিত তাহার গ্রাম্যধর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এইরূপে তোমাকেও আমি পরিহাস করিব" ॥১০০॥ তাহার পরে রসমঞ্জরী, আদরপূর্ব্বক কর্পূর চন্দন মৃগমদাদিদ্বারা নির্ম্মিত অনুলেপন শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিলেন, কিন্তু শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক সৌরভরূপ নৃপতি, দাসরূপে সেই অনুলেপনে অঙ্গীকার করিলেন, যদিচ শ্রীরাধার স্বভাবতঃ সুগন্ধি শ্রীঅঙ্গে অনুলেপনাদিদ্বারা সুগন্ধি করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি রসমঞ্জরী, সেবার সামগ্রীবোধে অর্পণ করিলেন মাত্র ।। ১০১ ।। তাহার পরে তুলসী মঞ্জরী, পরমানন্দ সহকারে শ্রীরাধিকার প্রবরমুক্তাযুক্ত বক্ষঃস্থলে অতি মুক্তমালা (মাধবীমালা) এবং করসরোরুহে কেলি-সরোরুহ অর্পণপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে, এবং করে, দ্বিত্ব করিলেন; অর্থাৎ মুক্তাযুক্ত বক্ষঃস্থলে অতি মুক্তামালা দিয়া ও করকমলে লীলাকমল দিয়া দ্বিরূপত্ব সম্পাদন করিলেন ।। ১০২ ।। তাহার পরে

রঙ্গণমালা ত্বরা করিয়া শ্রীরাধিকার সম্মুখে মণিদর্পণ স্থাপন করিলেন, তাহাতে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের শোভাই যাহাদিগের অভরণ, তাদৃশ অভরণযুক্ত-শ্রীরাধাতনু দ্বিস্বরূপা হইল, অর্থাৎ দর্পণে প্রতিবিম্বিতা সাভরণা রাধাতনু, এবং প্রকৃত সাভরণা রাধাতনু, দেখিয়া বোধ হইল, "দর্পণই যেন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া সাভরণা এক রাধাতনুকে দুই করিয়াছে" ॥১০৩॥ অনন্তর বৃষভানুনন্দিনী, নিজ মধুরাঙ্গের কান্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃতা হইলেন, এই মধুরাঙ্গের মধুরকান্তি দেখিয়া প্রিয়তমের মনে যে সুখের তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—"আমার শরীরে অননু-ভূতচর এই মাধুর্য্য সিন্ধু কোথা হইতে আসিল, ইহার রসা-স্বাদন করিয়া মহোৎসব লাভ পূর্ব্বক মধুসূদন কিরূপে ধৈর্য্য ধরিতে সমর্থ হইবে? আমার অমার্জ্জিত কান্তিকণা অনুভব করিয়া যে, আনন্দ সাগরে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেই আমার প্রিয়তম এই শোভার সাগর অনুভব করিবে, অহো! এমন সময় কি আমার আসিবে? হায়!!! প্রিয়তমের দৃষ্টি গোচর না হওয়ার জন্য অত্যন্ত ভাগ্যহীন কান্তিরাশি কেন এখন উদয় হইল? যদি কেহ আমাকে বলে—এই অলৌকিক রূপসম্পত্তি উদ্দেশ করিয়া শোক করিতেছ কেন? আমি তাহাকে বলিব—এই মহীমণ্ডলে যে সকল লোকপূজিত অলৌকিক সম্পত্তি ব্যর্থ হয়, তাহা উদ্দেশ করিয়া কে শোক না করে? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি গোচর না হওয়ার নিমিত্ত আমার সৌন্দর্য্য রাশি অত্যন্ত ব্যর্থ হওয়ায় আমি শোক করি-তেছি" ॥ ১০৪-১০৭ ॥

শ্রীরাধিকা, এই প্রকার মনে মনে ভাবিতেছেন, এমন সময় অত্যন্ত বলবতী কৃষ্ণদর্শনেচ্ছারূপা-সখী, প্রফুল্ল হইয়া সহসা শ্রীরাধিকাকে হঠ করিয়া ধৈর্য্যচ্যুতিরূপ রাজ্যে লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া; যেন বলিল—"হে রাধে! "আমি কুলবতী ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকি" ইহা যদি মনে কর, তাহাও আমি ত্যাগ করাইব" ইহা শুনিয়াই যেন শ্রীরাধা ভয় পাইলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শনেচ্ছায় ধৈর্য্য লোপ হওয়ায়, তদবস্থা গুরুজনে, দেখিবে বলিয়া ভীত হইলেন ॥ ১০৮ ॥ ইত্যবসরে বাৎসল্য-কল্পলতা-সদৃশী ব্রজরাজমহিষীর আদেশে কৃতিনী-কুন্দলতা, শ্রীরাধার নয়ন মধুকরে প্রমোদিত করিবার নিমিত্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা, কুন্দলতাকে সন্দর্শন করিয়া অভ্যুত্থান পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যে সুখোৎকর্ষরূপ-অমৃত বৃষ্টি করিলেন, তাহাদ্বারা সমসুখ ও সমানকান্তিবিশিষ্ট সখীগণ, পরমানন্দ-লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১১০ ॥

—:*:—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে অলঙ্কার শোভাস্বাদন-নাম চতুর্থসর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

পঞ্চমসর্গঃ।

—০:*:০—

শ্রীরাধিকার শ্রীনন্দালয়ে গমন ও রন্ধনাদিলীলা।

রাধা কুন্দলতাকে অভ্যুত্থানাদি দ্বারা সম্মান করিয়া কহিলেন—হে সখি! কুন্দলতে! তোমার অকস্মাৎ আগমন, আমার প্রতি ব্রজ-পুর পরমেশ্বরীর প্রসাদ অভিব্যক্ত করিতেছে, কারণ রজনীযোগে চন্দ্রোদয়েই পূর্ব্বদিক্, কোন অনির্ব্বচনীয় শোভা বিশেষ ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ রজনীতে পূর্ব্বদিগ্বিভাগের শোভা বিশেষ দেখিয়া যেরূপ চন্দ্রোদয় অনুমিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এ সময় তোমার হঠাৎ আগমন দেখিয়া শ্রীব্রজেশ্বরীর আমাতে প্রসাদ বিশেষ, অনুমিত হইতেছে॥ ১॥ হে সখি! আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, শ্রীব্রজেশ্বরী আজ্ঞা ছলে কোন করুণামৃত আমাকে বিতরণ করিয়াছেন। হে প্রিয়সখি! এই কৃপামৃতের অলাভে আমার দুঃখিত মন, আপনাকে আপনার হিতকারী বলিয়াও বোধ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ আমার মনে এই প্রকার দুঃখ হইয়াছিল, যে তাহাতে আত্মা, এই দেহ মধ্যে অনবস্থান করাই হিতকর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল॥ ২॥ হে রসবতি! তুমি রসবতী-ক্রিয়ার জন্য (রন্ধন করাইবার জন্য) আমাকে লইতে আসিয়াছ” ইহাই আমি বুঝিলাম; যেহেতু সর্ব্বাগ্রে আমার বৃদ্ধা-শাশুড়ীকে অনুনয় করিয়া পরে অতিবেগে আমার নিকটে

আসিয়াছ; অর্থাৎ যদি অন্য কার্য্য থাকিত, তাহা হইলে বৃন্দাকে অনুনয় না করিয়া আমার নিকটে প্রথমতঃই আসিতে ? ॥ ৩ ॥ কুন্দলতা, শ্রীরাধিকার এই বচনামৃত পান করিয়া হর্ষবশতঃ হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন,—হে সখি! তুমি সকলই অবগত হইয়াছ, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া সখীগণের সহিত শ্রীব্রজেশ্বরী-ভবনে যাত্রা কর ॥ ৪ ॥ সখি! আর তোমার গুরুজন হইতে ভয় নাই, এবং এতাদৃশ কার্য্যের নিমিত্ত গুরুজনের অনুমতি গ্রহণেও অনুমাত্র কষ্ট নাই, যেহেতু অতুল-ধনধান্য-বর্ষণ করিয়া ব্রজেশ্বরী, তোমার গুরুবর্গে বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সমস্ত ব্রজবাসি-জন অনুকূল, তোমার গুরুজনও অনুকূল, এইহেতু সমস্ত ব্রজবাসিজনের প্রাণকোটি হইতেও নিরুপাধি-পরম-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, যে যে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহাতে কাহারও বিপ্রতিপত্তি নাই ॥ ৬ ॥ হে সখি! সম্প্রতি ব্রজেশ্বরী, নিজ-তনয়ের রুচিকর দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিতে অভিলাষিণী হইয়া এতই ব্যাকুলা হইয়াছেন; যে তাহাতে উচিত, অনুচিত, লাভ, হানি, নিজের ও পরের অভিপ্রায়, যশঃ, অযশঃ, কিছুই বোধ-গম্য করিতে পারিতেছেন না, অর্থাৎ তুমি যদি তথায় রন্ধনার্থ গমন না কর, তাহা হইলে নিষিদ্ধাচরণ করিয়াও স্বভবনে ব্রজেশ্বরী, তোমাকে লইয়া যাইবেন, তাহাতে লাভ, হানি, যশঃ, অযশঃ, প্রভৃতিরও অপেক্ষা করিবেন না ॥ ৭ ॥ হে সখি! তুমি যাহা কিছু পাক করিয়া থাক, তাহা স্বর্গ-সম্ভূত অমৃতেও তুচ্ছ করিয়া থাকে, তোমার এই খ্যাতি নিখিল-ব্রজপুরে কাহাকে অত্যন্ত চমৎকৃত না করে ? ॥ ৮ ॥ "হে বরাম্বুজ-

নয়নে! শ্রীরাধে! তুমি যাহা পাক করিবে, তাহা অমৃত হইতেও স্বাদু হইবে, এবং যে, সে অন্ন ভোজন করিবে, সেও চিরায়ু, বলবান্, ও শত্রু-বিজয়ী হইবে", এইবর তোমাকে দুর্ব্বাসা দিয়াছেন,—ইহা যদবধি শ্রীব্রজেশ্বরী শুনিয়াছেন তদবধি তোমার হস্তপক্ক—অন্ন ভোজনে বিরতি নিজ পুত্রের একদিনও করান না ॥ ৯ ॥

আর ব্রজেশ্বরীর মনে ইহাই দৃঢ় ধারণা—"শ্রীকৃষ্ণ মৃদুল-তনু হইয়া পরাবুভূর্ষু* দৈত্যযূথে অনায়াসে যে জয় করেন, তাহার হেতু তোমার নির্ম্মল-করপক্ক-অন্ন-ভোজনের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে" ॥ ১০ ॥ হে শশিমুখি! আমি ব্রজেশ্বরীর হৃদয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তোমাকে বলিতেছি, "যেমন তিনি নিজতনয়ে না দেখিলে অত্যন্ত খেদাতুরা হইয়া থাকেন, এইরূপ প্রতিদিন তোমায় না দেখিলেও অত্যন্ত কাতরা হন" ॥ ১১ ॥ কুন্দলতার এই বচন শ্রবণ করিয়া প্রেমময়ী-শ্রীরাধিকা, অন্তরে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াও বাহিরে অমন্যমানার ন্যায় কহিলেন—হে সখি! কুন্দবল্লি! তুমি যাহা বলিলে তাহা অযুক্ত নহে, কিন্তু হে, বিজ্ঞে! যাহাদের কুল-বতীত্ব-বাদ আছে, অর্থাৎ সাধ্বী বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহা-দের পরের অঙ্গনে পদার্পণ করাও যুক্তি সঙ্গত নহে ॥ ১২ ॥ আর তথায় তোমার যে দেবর আছে, সে ক্ষণে ক্ষণে কুলা-ঙ্গনাগণে, লম্পটতা করিয়া থাকে, অতএব তথায় আমার যাইতে ইচ্ছা নাই; শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া কুন্দলতা কহি-লেন,—হে বরোরু! শ্রীরাধিকে! তুমি আমার দেবর সম্বন্ধে

---

* পরাবুভূষু—পরাভব করিতে ইচ্ছু।

যেরূপ বলিলে, আমার দেবর, সেরূপ নহে; তাহার রমণী-মনোহারিণী-শোভা দেখিলে লম্পট বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সে, কার্য্যতঃ লম্পট নহে; যদিই বা লম্পট হয়, তাহা হইলেও তোমার কোন ভয় নাই, আমাকে তুমি বিশ্বাস করিও, সে যাহাতে তোমার প্রতি অলম্পটী-ভাব * প্রকটন করে, আমি তাহাই করিব, (শ্লেষার্থে) অত্যন্ত আশক্তি বশতঃ সে তোমাতে যেরূপে পরিধেয় বস্ত্রবৎ সংলগ্ন হয়, আমি তাহাই করিব। এখন আমার সহিত স্বচ্ছন্দে আগমন কর॥ ১৩-১৪॥
হে রাধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের গৃহাঙ্গনের কথা দূরে থাকুক, গৃহসমীপ স্থান অবধি অপরাঙ্গণ † রূপে অবগত আছ, ইহা তোমার সদৃশ কুল-ললনাগণের সমুচিত, এবং শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে অপরাঙ্গণা ‡ জানিয়া কম্পিত হইয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার সমুচিত॥ ১৫॥
এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে বিজ্ঞে! তুমি এই সাহসের কার্য্য হইতে বিরত হও, আমি কোনরূপেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহে যাইব না, তুমি এ বিষয়ে আর হঠ করিও না, আমি গর্ব্ব করিয়া কুলবতীগণের ধর্ম্ম-ত্যাগপথে পদনিক্ষেপ করিতে পারিব না, তুমি গমন কর। (শ্লেষার্থ) তুমি হাস্য করা হইতে বিরত হও, কেহ শুনিলে কি অনুমান করিবে, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি, তুমি আমাকে লইবার জন্য বৃথা হঠ করিতেছ কেন? হে বিজ্ঞে! আমার বচনের অর্থ তুমি বুঝিয়াছ, অর্থাৎ অন্য লোক বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বাহিরে অসম্মতি প্রকাশ, ও এবং প্রকৃত পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করাই

* অলম্পটী ভাব—অলম্পটত্ব। † অপরাঙ্গণ—অপরের অঙ্গন, এবং অপ্-রাঙ্গণ নিজাঙ্গন। ‡ অপরাঙ্গণা—অপরের অঙ্গনা এবং অ-পরাঙ্গণা নিজাঙ্গনা।

আমার বচনের তাৎপর্য্য। আমি কুলবতীদিগের ধর্ম্ম-সঙ্গেচ্ছা পথে গর্ব্ববশতঃ পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, কারণ সে গর্ব্ব আমার নাই, অর্থাৎ সাধ্বীত্বরূপ গর্ব্ব থাকিলে কুলবতী-দিগের কুল-ধর্ম্মরক্ষা করিতে অভিলাষ হয়, কিন্তু আমার সাধ্বীত্ব শ্রীকৃষ্ণ ধ্বংসে করায় সে গর্ব্ব, বিদূরে চলিয়া গিয়াছে ॥ ১৬ ॥ শ্রীরাধার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কুন্দ-লতা কহিলেন—হে রাধে! হে সখি! কুলধর্ম্ম রক্ষা করি-বার জন্য তোমার প্রার্থনা করিতে হইবে না, তোমার কুলধর্ম্ম রক্ষার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, তোমাতে দুর্ব্বাসা মুনিবর অনুকূল, তাঁহার করুণায় তোমার অমঙ্গল কখনই হইবে না, অতএব আর বিলম্ব করিও না, এক্ষণে চল, (শ্লেষার্থ) হে রাধে! কুলধর্ম্ম ধ্বংস বিষয়ে আর অভিলাষ করিও না; নন্দালয়ে গমন করিলেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ তথায় যাই-লেই তোমার কুলধর্ম্ম ধ্বংস হইবে; অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এক্ষণে চল ॥ ১৭ ॥ কুন্দলতা ও শ্রীরাধার পরিহাস, নিভৃত স্থান হইতে শ্রীরাধিকার বৃদ্ধা-শাশুরী, শুনিয়া শ্রীরাধি-কার বচনের কেবল মাত্র গমনাসম্মতি অর্থ বুঝিয়া, সহসা আগমন করিয়া কহিলেন—হে সতি! কুন্দলতে! তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্রী, অতএব তোমার হস্তে আমি আমার পুত্র-বধূ রাধিকাকে সমর্পণ করিলাম, তাহার পরে শ্রীরাধিকাকে কহিলেন, হে রাধে! যদিচ সতীগণের ভর্ত্তৃগৃহ হইতে কোন স্থানে গমন করা উচিত নহে, বিশেষতঃ অত্যন্ত লম্পট বলিয়া বিখ্যাত-কৃষ্ণ সমীপে যাওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে; তথাপি নিপুণমতি হইয়া আমি তোমাকে তথায় যে যাইতে

বলিতেছি, অখিলাভিজ্ঞা পৌর্ণমাসীর বচন, বারে বারে লঙ্ঘন করিতে না পারাই তাহার হেতু ॥২০॥ এবং ব্রজপতি গৃহিণীর সবিনয়-যাচ্ঞা পুনঃ পুনঃ নিরাস করিতে না পারিয়া, তোমাকে তাহার গৃহে যাইতে বলিলাম, তুমি কোন চিন্তা করিও না, ভগবান্ হরি, তোমাকে রক্ষা করিবেন ॥ ২১ ॥ হে সুমুখি! যে লোকনাথ পরমেশ্বর হরি, এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন, তিনি তোমার মত স্বধর্ম্মপালিকা-সতীগণে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না, এই কারণ আমি এখান হইতেই তাঁহার পাণি-যুগলে তোমাকে অর্পণ করিয়া নিরাকুলা হইলাম ॥ ২২ ॥ জটিলার এই বাক্যের অর্থান্তর অবগত হইয়া যে হাস্য-সিন্ধু সম্যক উচ্ছলিত হইল, তাহা আবরণ করিতে চতুরা স্বীয় সখী-গণে অবলোকন করিয়া বিকসিত-শ্যাম-কটাক্ষভঙ্গিদ্বারা কিছু বলিয়া, শ্রীরাধা নিরবে রহিলেন; এবং জটিলার সম্মুখে গমনে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তন্নিমিত্ত জটিলার আগ্রহ দেখিয়া মনোমধ্যে অনুকূল-বিধিকে নমস্কার করিয়া, ললিতাদি-সখীগণের সহিত শ্রীব্রজেশ্বরী-ভবনে চলিলেন ॥২৪॥ শ্রীরাধিকা নিজ-ভবন হইতে বিনির্গত হইয়া নিজতনু এবং বসন ও অভরণের ছবির ছটার দ্বারা পুরোবর্ত্তি বিশিখ (সঙ্কীর্ণ-পথ-গলি) মণিবিচিত্র স্বুবর্ণময় করিলেন। এবং নিজাঙ্গ সৌরভ-দ্বারা নিখিল দিগ্বলয় সুরভিত করিলেন ॥ ২৫ ॥ পথমধ্যে জন নিবহের গতাগতি কালে ঈষদ্বিমুখী হইয়া নিরবে অবনত নয়নে রম্যাবগুণ্ঠন দ্বারা, বদন কমল আবরণপূর্ব্বক পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইতেছেন ॥ ২৬ ॥ এবং জন সমূহের গতাগতি না থাকিলে নির্জ্জন পথে যখন বাম্বিলাস-রঙ্গে চলিতেছেন,

তখন "কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি" তাঁহা আনন্দ ভরে ভুলিয়া যাইতেছেন। এইরূপে যাইতে যাইতে সখীগণ কহিলেন—হে রাধে! তুমি নিজগৃহ হইতে দূরে আসিয়াছ, নন্দ-গৃহ নিকটবর্ত্তি হইল, তোমার নয়ন চাতকের অভিলাষ শীঘ্রই ফলিত হইল? ॥২৭-২৮॥ ইহা শ্রবণ করিয়াই শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শরীরে সাত্ত্বিক ভাব উদয় হইল, হঠাৎ শরীরে কম্প ও জড়তা উদয় হইল, সুতরাং ভাবভরে চলিতে না পারিয়া ঢলিয়া পতিত হইবার উপক্রম দেখিয়া কুন্দলতা শ্রীরাধাকে ধারণ করিয়া কহিলেন—হে সুমুখি! কৃষ্ণচন্দ্র, নয়ন পথে না মিলিতেই তুমি এত বিক্লবা হইলে? আমি তোমার অখিল সতীত্ব অবগত হইলাম, এই বিষয়ে তোমার সখী সমূহই প্রমাণ ॥ ৩০ ॥ হে অবলে! যদিচ তুমি হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরিতে অসমর্থা হইতেছ? তথাপি আমার কথানুসারে ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধারণ কর; যদি বল—"বক্ষঃস্থলস্থ পর্ব্বতযুগলের ভার বহনে ব্যাকুলা হইয়াছি, অতএব আর ধৈর্য্যের ভার বহন করিতে পারিতেছি না,—তাহা হইলে শ্রবণ কর, যাহার গিরি-ধারণে অভ্যাস আছে, সেই গিরিধারীকে, তোমার হৃদয়স্থিত গিরিযুগের ভার বহন করিতে আমি নিযুক্ত করিব, তুমি গিরিভার বহন করিয়া ক্লিষ্টা হইয়াছ, সে তোমার গিরিযুগল ধারণ করিয়া উপকার করিবেই করিবে ॥ ৩১ ॥ ইহা শুনিয়া ললিতা কহিতেছেন,—হে অবিজ্ঞে! কুন্দলতে! আমাদের যে, মহাসতী সখী, গিরিধর যে দিকে আছে, সেই দিক হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া কাতরা হয়, হায়!!! তুমি তাহাকে দুঃসহ পরিবাদ প্রদান করিতেছে কেন? এবং শ্রীরাধার পরিচর্য্যা

করিবার জন্য কৃষ্ণে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছ কেন? আর্য্যা জটিলা বিশ্বাস করিয়া সখীকে তোমার করে সমর্পণ করিয়াছেন, তুমি তদুচিত কার্য্যই করিতেছ? হে কুন্দলতে! তুমি আপনার তুল্য পরে জানিও না॥৩৩॥ এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে পুর তোরণের নিকটে স্ফটিক-নির্ম্মিত ও রত্ন চিত্রিত (আঁথা নামে ব্রজে প্রসিদ্ধ) আস্থানি—স্থিত (ছত্রি নামে ব্রজে প্রসিদ্ধ) অভিনব কুট্টিমের উপরি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কুন্দলতা কহিলেন—হে সখি! আর এই সকল কথায় প্রয়োজন নাই, তোমাদের হৃদয়ের একমাত্র বাঞ্ছনীয় পুরুষে সম্মুখে অবলোকন কর॥ ৩৪॥ তোমাদের হৃদয়-বল্লভ-নাগর ধেনু দোহনান্তর মল্ল-রঙ্গকেলি সমাধা করিয়া "তোমাদের রাধাসহ এই পথে আগমন হইবে, অবগত হইয়া ঐ দেখ স্ফূর্ত্তিত হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ৩৫॥

হে রাধে! যাহাদ্বারা ব্রজকুল-ললনাগণ, উন্মাদিনী হয়, সেই কান্তি-মণ্ডলে তোমার নাগর, আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, সখি! ভালরূপে অবধান করিয়া দেখ, এই নাগরের তনু, মাধুর্য্যের অতিরিক্ত ভার বহন করিয়া কি (ত্রিভঙ্গ) তিন স্থান বাঁকা) হইয়াছে? ইহার বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান বনমালার সৌরভে অলিকুল মাতিয়া গুঞ্জন করিতেছে॥ ৩৬॥ ইহার গণ্ড মণ্ডলস্থিত-কুণ্ডলযুগলে তাণ্ডব-পণ্ডিত-নয়নযুগল, কেমন অদ্ভুত নৃত্য শিখাইতেছে? অর্থাৎ অতিচপল-নয়নযুগলের নিকট যেন কুণ্ডলযুগল, চপলতা শিক্ষা করিতেছে; এবং মন্দ-সমীর-কম্পিত-বসনের গৌরকান্তির ও শ্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক নীলকান্তির লহরীনিচয়, নিখিল দিক্ স্নিগ্ধ করিতেছে;

সখি! যেন মনে হইতেছে—বসন দ্যুতি জাহ্নুতনয়া, এবং অঙ্গ-দ্যুতি-রূপা তপনতনয়া পরস্পর সম্মীলনে প্রয়াগ হইয়া অবগাহনকারীদিগের নিখিল বাঞ্ছা পূরণ করিতেছে॥ ৩৭॥

সখি! রাধে! দেখ দেখ! ঐ মোহন নাগর করি-কর বিনিন্দিত পরম-শোভনীয় নিজ বাম-বাহু সুবলের স্কন্ধে সমর্পণ পূর্ব্বক ভঙ্গিবিশেষে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ করে পরিপাটী রূপে লীলা-কমল ঘূর্ণন করিয়া কামিনী জন বশীকরণের জন্য কেমন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিতেছে; অর্থাৎ হে সখি! এতাদৃশ সুমধুর মূর্ত্তি দেখিয়া কোন কামিনী ইহার বশীভূতা না হয়?॥ ৩৮॥

শ্রীরাধিকা, এইরূপ সখী-বচনামৃত কর্ণ-চষক (পানপাত্র) দ্বারা এবং রূপামৃত নয়ন-চষক দ্বারা পান করিয়া অত্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ দুই পাত্র পূর্ণ দুই জাতীয় অমৃত পান করিয়া অত্যন্ত মত্ততা বশতঃ অচেতনা হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রসরণ-শীল শ্রীঅঙ্গ সৌরভ, শ্রীরাধার নাসাবিবর দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহির্ব্বোধ উৎপাদন করিল॥ ৩৯॥

তদনন্তর শ্রীরাধিকা পুলকিত ও কম্পিত কলেবরে, অশ্রু-ধারায় অভিষিক্ত হইয়া ও ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"সখি! ব্রজরাজ ভবনে যাইবার আর কি কোন পথ নাই? আমি এ পথে যাইতে পারিব না, আমার পদ ইহার সম্মুখ দিয়া চলিতেছে না, আমি কি করিব" অর্থাৎ এই লম্পটের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে, এই ভয়ে আমার অঙ্গ পুলকিত ও কম্পিত হইতেছে, এবং নয়ন হইতে অশ্রু বৃষ্টি হইতেছে, অতএব হে সখি! ইহার সম্মুখ দিয়া কিরূপে যাইব? অন্য পথ যদি থাকে, তবে সেই পথে আমাকে

লইয়া চল, বাহ্যার্থে ইহা অভিব্যক্ত হওয়ায় ললিতা কহিলেন—"সখি রাধে! গুরু-পরবশতা তোমার সকল দোষ দূরীকৃত করিবে, সুতরাং অনর্থক ভয়ে ও লজ্জায় কোন প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ গুরু জনের আজ্ঞানুসারে লম্পটের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইলেও তোমাকে কেহ নিন্দা করিবে না, সুতরাং কলঙ্কের ভয় তোমার নাই, এবং লজ্জা কিম্বা ভয় বশতঃ না যাইলে গুরু জনের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবে, অতএব লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া ইহার সম্মুখ দিয়া চল"; এই বাক্যে প্রবোধিতা হইয়া শ্রীরাধা ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তী পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪১ ॥ পরে অনুরাগিণী শ্রীরাধা ও অনুরাগি-শ্রীকৃষ্ণ, পরস্পর অবলোকন করিয়া "কি অপরূপ অদৃষ্টচর বস্তু দেখিলাম" বলিয়া যখন চমৎকৃত হইলেন, তখনই উভয়ের শ্রীঅঙ্গ হইতে অতুল বেগবতী, মহামাধুরী-তরঙ্গিণী, সমুচ্ছলিত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, সখীগণ তাহার প্রবাহে নিমগ্ন হইলেন, এই বিষয় বাগধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সরস্বতীও বর্ণন করিতে পারেন না ॥ ৪২ ॥ অহহ !!! কি আশ্চর্য্য !!! কি আশ্চর্য্য !!! কি অপরূপ !!! গিরিধররূপ অদ্ভূত চকোরের চন্দ্রিকা শশি-বদনা রাধা, পান করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ শশীর চন্দ্রিকা চকোরেই পান করিয়া থাকে, কিন্তু এখানে ইহাই বড়ই আশ্চর্য্য, যে চকোরের চন্দ্রিকা শশী পান করিতেছে; এবং গিরিধর-জলধরের উপরি রাধা-চাতকী, অতনু রস-বর্ষণ করিতেছেন, ইহাও বড় আশ্চর্য্য—অনন্তর ব্রজরমণী-গণ, নিজ নিজ মস্তক বামহস্ত উন্নমন করিয়া বৈদগ্ধী-প্রকাশ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠনদ্বারা আবৃত করিয়া অবনত নয়নাঞ্চল দ্বারা

প্রিয়তমের পাদাব্জ-সুধা আস্বাদন করিতে করিতে সাবধান-পূর্ব্বক চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৪ ॥ ইঁহারা কিছুদূর যাইলে, শ্রীকৃষ্ণ, ইহাদের নিতম্ব-দ্যুতির উপরি নিজ নয়ন নীরজ নিহিত করিয়া অবস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা প্রভৃতি সুন্দরীগণও গোপুর অতিক্রম করিয়া মস্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ উৎক্ষেপণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ তখন তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধিকাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন—"হে সখি! আসিবার সময়ে তোমাকে অবলোকন করিয়া, সে নাগর, যখন পরমহর্ষ ভরে আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন বটু, চম্পকমালা তাহার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিল, ইহা কি তুমি দেখিয়াছিলে? যদি দেখিয়া থাক, তবে তাহার তাৎপর্য্য কি বুঝিয়াছ? অর্থাৎ ইহাদ্বারা বটু তোমার প্রিয়তমে জানাইয়াছে, "হে প্রিয় সখ! ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর, শ্রীরাধারূপা কনকচম্পকমালা তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল সুশোভিতা করিবে"। শ্রীরাধা, এই প্রকার বচন-রচন-চাতুরী অবগত হইয়া কহিলেন—সখি তুঙ্গবিদ্যে! তুমি স্বয়ং যেমন, এইরূপ অন্য জনেও অনুমান কর, অর্থাৎ তুমি যেমন সেই ধৃষ্ট নাগরের বক্ষঃস্থলের চঞ্চল-চম্পক-মালা হইয়া শোভা সম্পাদন করিয়া থাক, এইরূপ অন্যকে করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাক? এইরূপ কথোপকথনে ভ্রূভঙ্গির সহিত হাঁসিতে হাঁসিতে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন—সেই পুরমধ্যে বিরাজিত সুন্দর মন্দির বৃন্দের ভিত্তি, স্ফটিক মণি নির্ম্মিত, ও সুবর্ণ নির্ম্মিত পটল, (ছাত) এবং হীরকের কীল (খিল হুড়কা) যুক্ত স্বর্ণ কপাট, এবং দ্বারের উভয় পার্শ্বে মণিপ্রদীপ-ধারিণী মণিময় ললনাদ্বয়, এবং মণিনির্ম্মিত ব্রততি-জড়িত মণি নির্ম্মিত

তরুর উপরি মণিময়-পক্ষিগণ বিরাজিত রহিয়াছে। অট্টালিকার উপরি বাঙ্গালা ঘর নামে প্রসিদ্ধ অট্টার উপরিস্থিত রত্ননির্ম্মিত কলস, রবি কর মিলনে ঝলমল করিতেছে, সেই কলসের উপরিবর্ত্তি ধ্বজে কৃত্রিম ময়ূর নৃত্য করিতেছে; এবং পুরমধ্যে সুরবর পুরনিন্দি-পরম সুখদ ও নিখিল শোভার নিকেতন মন্দির সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে॥ ৪৯॥ অট্টালিকার অভ্যন্তরে উত্তর-দিকে বলদেবের বাস গৃহ, এবং পশ্চিমদিকে ব্রজরাজের কোষ গৃহ, এবং পূর্ব্বদিকে মণিমন্দিরে শ্রীমন্নন্দ মহারাজের ইষ্টদেব-লক্ষীনারায়ণ—শালগ্রামশীলা ব্রাহ্মণদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন॥ ৫০॥ দক্ষিণ দিকে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন সদন, যাহার সর্ব্বোর্দ্ধে ইন্দ্রনীল-নির্ম্মিত-বলভী বিরাজমান রহিয়াছে, এবং ঈশান কোনে বলদেবের অন্তঃপুর, * অগ্নিকোণে শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ জীউর অন্তঃপুর, (শয়ন গৃহ) নৈঋত কোণে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর, এবং বায়ু কোণে শ্রীমন্নন্দ মহারাজের অন্তঃপুর, এই চারিটী অন্তঃপুরের পশ্চাদ্ভাগে চারিটী পুষ্করিণী, ও তাহার তটে সুন্দর উদ্যান বিদ্যমান আছে, শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ দেবের পুষ্করিণীর জল, ও তটবর্ত্তি উদ্যানের ফুল ফল, কেবল তদীয় সেবার কার্য্যে মাত্র লাগিয়া থাকে॥ ৫১॥ এতাদৃশ ভবনে শ্রীরাধিকা প্রবেশ করিলে শ্রীব্রজেশ্বরী দেখিলেন—"শ্রীরাধা-রূপে নিজ ভবন উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে করিলেন—"ত্রিভুবনের অসাধারণ শোভার অধিদেবী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীরূপে আমার ভবনে বুঝি উদয়

---

* বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইলে বধূ বাস করিবেন বলিয়া, অন্তঃপুর শ্রীনন্দ মহারাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হইলেন" ॥ ৫২ ॥ শ্রীরাধিকা, সবিনয়ে চরণে প্রণাম করিলে, ব্রজেশ্বরী, ঝটিতি পরমাদর সহকারে উত্থাপনপূর্ব্বক হৃদয়ের উপরি রাখিয়া বারে বারে মস্তকাঘ্রাণ ও শ্রীমুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন, এবং নয়ন-জল-বিন্দু-বর্ষণে পূর্ণ-পরমানন্দ-পীযূষ নদীর তরঙ্গে শ্রীরাধিকাকে আপ্লুতা করিলেন, অর্থাৎ শ্রীযশোদা কর্তৃক লালনে শ্রীরাধার হৃদয়োৎপন্ন আনন্দামৃত-নদী, শ্রীযশোদারই নয়ন জল বিন্দু বর্ষণে পরিপূর্ণ হইল ইহাই আশ্চর্য্য !!! ॥ ৫৩ ॥ পরে শ্রীযশোদা, অত্যন্ত স্নেহবশবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীরাধিকাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন— হে শশিমুখি ! শ্রীরাধে ! তুমি শত বৎসর ব্যাপিয়া জয়যুক্তা হইয়া এইরূপে আমার মনোনয়নে সুখী করিও, পরে চরণে প্রণতা সখীদিগকে আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ প্রভৃতিদ্বারা সুখী করিলেন, সখীগণও অতুল-বৎসলতা-লতা-সদৃশী শ্রীব্রজরাজ-মহিষীর সুমনোহারিণী হইলেন ॥ ৫৪ ॥ স্নেহ ভরে দ্রুত-হৃদয়া শ্রীব্রজেশ্বরী, সখীগণের সহিত শ্রীরাধিকাকে মধুর মৃদুল মোদ-কাদি কিঞ্চিৎ আনয়নপূর্ব্বক শ্রীরাধার লজ্জাশীলতা অবলোকন করিয়া ধনিষ্ঠার প্রতি ভোজন করাইবার ভার সমর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং তথা হইতে অপসৃত হইলেন, এবং ভোজনান্তে পুনরায় আগমন করিয়া লালনা করিয়া পাকশালায় লইয়া গিয়া কহি-লেন—হে সরসিজ মুখি ! হে কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে ! হে রাধে ! বিধাতা তোমাকে পাক-বিদ্যায় বিশারদা করিয়াছেন, তুমি আমার এই পাক শালায় প্রবেশ করিয়া পাক কর, ললিতাদি সখীগণ, আয়োজন করিয়া দিবে ।। ৫৬ ।। হে রাধে ! রন্ধনের নিমিত্ত যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, সমুদয়ই আমার গৃহে

পরিপূর্ণরূপে আছে, যেহেতু তুমি আমার নয়নে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-রূপে বিলেকিতা হইয়া থাক, অতএব আমার গৃহে তুমি যদবধি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছ তাহাতেই আমার গৃহ নিখিল সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ হে রাধে! বিবিধ ব্যঞ্জনোপযোগী যে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য তুমি শ্রবণ করিয়াছ, অথবা অবলোকন করিয়াছ,সেই সেই দ্রব্য যখন আমার গৃহে আছে, তখন অসঙ্কোচে ধনিষ্ঠার সহিত তুমি গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক যাহা যাহা প্রয়োজন হয়, তাহা লইয়া আসিবে ॥৫৮॥ শ্রীব্রজেশ্বরী, এই মাত্র বলিয়া স্নানাদির নিমিত্ত তনয়ে আনয়ন করাইবার জন্য, প্রস্থান করিলে,ও শ্রীললিতাদি সখীগণ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন, এবং শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি কিঙ্করীগণ, ব্যজনাদি দ্বারা সেবা করিতে প্রবৃত্তা হইলে শ্রীরাধিকার অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল ॥ ৫৯ ॥ তদনন্তর শ্রীরাধিকা কর পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক পাককৃত্যের অনুপযোগী কণ্ঠের হার ও অঙ্গুলীর অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দাসী করে সমর্পণ করিয়া সুগন্ধি পাকশালায় প্রবেশ করিয়া শ্রীহলধর জননীকে প্রণাম করিলেন ॥ ৬০ ॥ শ্রীরোহিণী, প্রণতা শ্রীরাধিকাকে কহিলেন—হে জাতে! শ্রীরাধে! তুমি পাক কার্য্যে প্রবীণা; তোমার আগমন হইবে জানিয়াও আমি যে এতক্ষণ পাক করিলাম, তাহা কেবল তোমার গুরুভার লাঘব করিবার জন্য; অতএব এক্ষণে তোমার মনে যাহা হয়, তাহাই তুমি পাক কর” এই কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জাবশতঃ অবনত-মুখ-পঙ্কজে শ্রীরাধা অবস্থান করিলেন; কিন্তু রোহিণী ঝটিতি শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে করিয়া নিজ তনয়ার ন্যায়, লালন করিতে লাগিলেন, এবং

কোমল শুক্ল বসন দ্বারা আস্তৃত চুল্লী সমীপবর্ত্তিনী চতুষ্কিকার উপরি বলপূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন ॥ ৬১-৬২ ॥ অগুরু সরল দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ চুল্লীচয়ে জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখে এবং পার্শ্বে বহুবিধ পাত্রোপরি নিহিত নানাব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার সামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্য দ্বারা ব্যঞ্জন রন্ধন করিবার জন্য শ্রীরাধা, মধ্যে মধ্যে চুল্লীচয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে কি? দেখিতেছেন—এবং অল্প প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উপরি কাষ্ঠার্পণ করিতেছেন, অধিক প্রজ্জ্বলিত হইলে পুনরায় চুল্লী হইতে কাষ্ঠ উত্তোলন করিতেছেন, এবং পাত্রস্থিত অপক্ক দ্রব্য কটাহে সমর্পণ করিবার জন্য পাত্র ধারণ, ও সেই পাত্রের উন্নমন এবং অবনমন, এবং মূচ্ছ্য। (ছোঁক সোম্বারা) দেওয়া দর্ব্বী-চালন প্রভৃতি কার্য্যে শ্রীরাধার ত্রিবলী কুচ ভুজ স্কন্ধ কম্প এবং বস্ত্রোচ্চালন বশতঃ যে মাধুর্য্য উদ্ভূত হইতে লাগিল, তাহা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আগমনপূর্ব্বক, রন্ধনশালার নিকটবর্ত্তি নিজ গৃহ গবাক্ষে নয়ন সমর্পণ করিয়া আস্বাদন করিতে লাগিলেন, তাহাতে মদনমদ প্রকটিত হওয়ায় মধুমঙ্গলে ছল করিয়া কিছু কহিতে লাগিলেন, তন্নিমিত্ত নিজ সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রেয়সী শ্রীরাধিকার কর্ণে প্রবেশ করাইয়া পাক বিষয়ে তদীয় একতান-চিত্ত আকর্ষণ করিলেন, তথাপি শ্রীরাধা উত্তমরূপে পাক করিয়াছিলেন, যদি কেহ কহেন—একতানতার "অভাবে কিরূপে শ্রীরাধা উত্তমরূপে পাক করিলেন" তাহাকে আমরা বলিব—একতানতার অভাবেও অভ্যস্ত বিদ্যা উত্তমরূপে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, শ্রীরাধাও পাক বিষয়ে সাধু সমভ্যস্ত বিদ্যা, সুতরাং একতানতা না থাকিলে তাঁহার

দ্বারা ভালরূপেই পাক হইবার কথা, এবং শ্রীরাধার সখীগণ, ইতিকৃত্য-ব্যাপার সহজে ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বাক্য শ্রবণাভিলাষে নিকটে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণও সময় বুঝিয়া নিজ অভিলাষ তাঁহাদিগের নিকট অভিব্যক্ত করিলেন, অর্থাৎ পাকাবসানে শ্রীরাধা-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

—:※:—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে প্রেয়োগেহ গমননামপ্রমোদন-নাম পঞ্চমসর্গঃ।
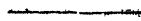
শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

ষষ্ঠসর্গঃ।

—০:*:০—
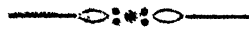
ভোজনাদি লীলা।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, স্বীয় প্রেয়সী বৃন্দের মুকুটমণি স্বজীবন সর্ব্বস্ব শ্রীরাধিকাকে তদবস্থায় রন্ধন শালায় বিলোকন করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্ত হইলেন; সেই চিত্ত ক্ষোভ নিবারণের উপায়, শ্রীরাধিকার নাম কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু গুরুজন-সঙ্কুল নিজ-ভবনে রাধা-নাম কীর্ত্তন করা সাধ্যাতীত, অতএব এক নবীন-শুক-শাবক অধ্যয়ণের ছল, শ্রীরাধা নাম কীর্ত্তন করিবার সদুপায় স্থির করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, নিজ বাহুরূপ ইন্দ্র নীল-মণি-দণ্ডে শুক শাবকে উপবেশন করাইয়া মৃদুকর-কমল দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন পূর্ব্বক শিখরমণি-সদৃশ সুপক্ক-দাড়িম-বীজ ভোজন করাইয়া কহিলেন—হে শুকরাজ! অধ্যয়ণ কর—

"ধারাধর নিন্দি যার সুন্দর বরণ,
সেই নারায়ণ সদা আমার শরণ,"

কিন্তু নবীন শুক বালক, এতগুলি অক্ষর একবারে ধারণা করিতে না পারায়, পুনরায় এই পদ্য খণ্ড খণ্ড করিয়া অধ্যাপন করাইতে লাগিলেন,—তাহাতেও অসমর্থ দেখিয়া করুণানিধি, পুনরায় কর পল্লবের দ্বারা শুক বালকের অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন—হে শুক শিশো!—"ধারাধর বল" তাহাতেও অস-

মর্থ দেখিয়া পুনরায় কহিলেন—হে শুককুমার!—"ধারাধারা" বল, তখন সেই শুকশিশু, সুমধুর-অর্দ্ধাস্ফুট-স্বরে পড়িতে লাগিল—ধারা ধারা রাধা রাধা রাধা রাধা—

এই "ধারা ধারা, শব্দ অব্যবহিত উচ্চারণে রাধা রাধা নামকীর্ত্তন যখন শুকমুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইল, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ,পরমানন্দ সহকারে দাড়িমী বীজ প্রদান করিয়া শুকের সমাদর করিলেন; এবং স্বয়ং ও ধা রা ধা রা ধা রা ধারা—অধ্যাপনছলে শুকসহ শ্রীরাধানাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন॥ ২॥ শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সখে! অদ্য প্রাতঃকালে তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন? তুমি কোথায় গিয়াছিলে? অনেক বিলম্বে এখন তোমাকে দেখিলাম, তুমি অদ্য মল্ল রঙ্গাঙ্গণে আমাদের মল্ল খেলা দেখিতে পাইলে না, অদ্য প্রসর্প উৎসর্প প্রভৃতি মল্ল খেলার কৌশল, আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা পৃথিবী মধ্যে কেহ জানে না, এবং দারুপর্য্যঙ্ক রিঙ্গণ অর্থাৎ (মল্ল কাষ্ঠের অগ্রদেশ পর্য্যন্ত দেহের গমন) মল্ল কাষ্ঠ ধারণ নামে প্রসিদ্ধ সেই খেলাও কেহ পৃথ্বীতলে অবগত নহে, এবং মৎকৃত বিচিত্র বিবিধ-ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া আমাকে মিত্রবৃন্দ, পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন করিয়াছিল, এবং আমি একাকী তাহাদের প্রত্যেকের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলাম, এবং কূর্ম্মাকারে পৃথিবীর উপরিস্থিত প্রত্যেক মিত্রকে উত্থাপন অবপাতন করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের সঙ্গে প্রগণ্ডের প্রচণ্ড আস্ফোটনপূর্ব্বক বাহুবাহুবী যুদ্ধও করিয়াছিলাম॥ ৬॥ বটু কহিলেন—হে সখে! মাদৃশ রণপটু বটু, যদিচ তোমার নয়ন পথের পথিক হয় নাই,তথাপি

অদ্য যাহা অধ্যয়ন করিয়াছে তাহা যদি তুমি অবগত হও, তাহা হইলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবে ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অধ্যয়ন করিয়াছ ?

বটু। ভোঃ সখে ! জ্যোতিঃ—

শ্রীকৃষ্ণ। কাহার নিকট ?

বটু। ভাগুরি গুরুর নিকট।

কৃষ্ণ। ইহার ফল কি ?

বটু। সর্ব্বজ্ঞতা—

কৃষ্ণ। তাহা হইলে আমি কি মনে করিয়াছি বল ?

বটু। অল্পকালের মধ্যে তোমার মনোগত সকল বলিতেছি ?

কৃষ্ণ। কি প্রকারে বলিবে বল ?

বটু। এ সময়ের লগ্নানুসারে গণনা করিয়া—

ইহা বলিয়া অঙ্গুলী পর্ব্ব ধরিয়া গণনা করিয়া অবনী কঙ্কণ করিতে লাগিলেন, এবং বারে বারে ভাবনার ভাণ, করিয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মস্তক কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া গণনা স্থির পূর্ব্বক কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন—হে সখে! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ! শ্রবণ কর, "একটী অতি মনোরম পর্ব্বতের উপত্যকায় পরম রমণীয় সরোবর যুগল বিদ্যমান আছে, তাহাতে একটী কনক রাজহংসী উপাগতা হইলে তাহাকে খেলার নিমিত্ত তুমি ধারণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, কিন্তু সে হংসী নিজযূথ কর্ত্তৃক পালিতা হইয়া তোমার করগ্রহ অঙ্গীকার করিবে না, তাহা হইলেও তুমি ধরিবার জন্য বিবিধছল উদ্ভাবন করিবে, কিন্তু সে কোন প্রকারেই তোমাকে ধরা দিবে না।" হে

সখে!, ইহা উজ্জ্বল জ্যোতির্বেত্তা আমি গণনা দ্বারা অবগত হইলাম ॥ ১০-১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, কহিলেন—হে মহাবিজ্ঞ? তুমি যথার্থই আমার মনোগত অবগত হইয়াছ? কিন্তু সে হংসী, অদ্য কোন প্রকারে আমার করায়ত্তা হইবে কি না? ইহা ভালরূপে গণনা করিয়া দেখ?

মধুমঙ্গল ক্ষণকাল নিরবে থাকিয়া গণনার ভান প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! এক্ষণে সেই হংসী-প্রাপ্তির কারণ গণনা করিয়া দেখিলাম, তুমি বিবর্ণাগ্রা কোন শাখা অবলম্বন করিয়া (অর্থাৎ তাহার তলে স্থিরভাবে থাকিয়া) সেই হংসীর পক্ষপাত বৈচিত্রী দেখিতে দেখিতে বংশী ধ্বনি দ্বারা সেই হংসীর মনোহরণ করিলে অলক্ষিত ভাবে পরম সুখে তাহাকে ধরিতে সমর্থ হইবে, যেহেতু তোমার বংশী ধ্বনি পশুপক্ষি প্রভৃতির মনোহরণ করিয়া থাকে। (শ্লেষার্থ) "বি" এই বর্ণ অগ্রে যাহার আছে—তাদৃশ "শাখা" অর্থাৎ বিশাখাকে আশ্রয় করিয়া একস্থানে থাকিয়া তাহার পক্ষপাত (সাহায্য) বৈধিত্রী দেখিতে দেখিতে বংশিনাদের দ্বারা মন হরণ করিলে শ্রীরাধারূপা হংসীকে অনায়াসে স্বায়ত্ত করিতে পারিবে ॥ ১৪-১৬ ॥ হে কৃষ্ণচন্দ্র! গণনা দ্বারা আমি ইহাই নির্দ্ধারণ করিলাম, শীঘ্র আমাকে পারিতোষিক প্রদান কর, গনণাকালে কর চালণ করিবার সময় অর্থাৎ কর ধরিয়া সংখ্যা রাখিয়া গণনা করিতে যত শ্রম তাহা তুমি অবগত আছ ॥ ১৭ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, গণকরাজ!

পারিতোষিক গ্রহণ কর, বটু গ্রহণার্থ অঞ্জলি প্রসারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ দাড়িমী বীজের দ্বারা তাহার অঞ্জলি পরিপূরণ করিলেন, স্থূলস্কন্ধ বটু, সেই দাড়িমী বীজগুলি ভক্ষণ করিয়া কহিল,—হে বয়স্য ! এই বয়স্ অর্থাৎ পক্ষিকে এবং সবয়স্ অর্থাৎ (বন্ধু-আমাকে) দাড়িমী বীজদানে সমান আদর কেন করিলে ? অর্থাৎ পাখীর সহিত পরম বন্ধু ব্রাহ্মণকে তুল্য আদর করা তোমার উচিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে সখে ! এই দ্বিজ, (পক্ষী) যাঁহার নাম অর্থাৎ নারায়ণের নাম পাঠ করিতেছে, তুমি দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) ও যাহাদ্বারা তাঁহার প্রাপ্তি অর্থাৎ নারায়ণ প্রাপ্তি হয়, সেই বেদে অভিজ্ঞ, অতএব তোমরা দুই দ্বিজই সমান আদর পাইবার উপযুক্ত। (শ্লেষার্থ) এই পক্ষী যাহার নাম পাঠ করিতেছে, তুমি সেই রাধাপ্রাপ্তির উপায় অবগত আছ, সুতরাং তোমরা উভয়েই তুল্য আদর প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ॥ ২০ ॥ অধিকন্তু বিদ্বান্, বলিয়া একটি অখণ্ড দাড়িমী ফল, তোমাকে সমর্পণ করিলাম, গ্রহণ কর।

মধুমঙ্গল, অখণ্ড দাড়িমী-ফল সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া—শ্রীকৃষ্ণে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন—হে সখে ! অদ্য আমার মত সদ্ব্রাহ্মণকে যেমন একটী অখণ্ড-দাড়িম ফল অর্পণ করিলে, ইহার ফলে তোমার অভিলষণীয় দাড়িমী-ফল যুগল করতলগত হইবে ॥ ২২ ॥ হে সখে ! অদ্য প্রিয়া দ্বিজালি অর্থাৎ ব্রাহ্মণবৃন্দ স্বলপণামৃত দ্বারা অর্থাৎ বচনামৃত দ্বারা সন্তর্পণ করিয়া ভোজন করাইও, তোমার মঙ্গল হউক, অদ্য দিব্য ভাগ্যেই তোমার সুখ লাভ হইবে, (শ্লেষার্থে) হে সখে ! তুমি

নিজলপনামৃত দ্বারা অর্থাৎ বদনামৃত দ্বারা তোমার প্রিয়া শ্রীরাধার দ্বিজালি (দন্তশ্রেণী) সন্তর্পিত করিয়া জয়যুক্ত হও, তোমার মঙ্গল হউক, অদ্য দিবা ভাগেই তোমার প্রিয়াসহ সুখ সঙ্গতি হইবে ॥ ২৩ ॥

ইত্যবসরে শ্রীব্রজেশ্বরী আগমন করিয়া হে বৎস! কৃষ্ণ! তুমি কি করিতেছ ? সম্প্রতি আর বিলম্ব করিও না, স্নান কর, অন্নাদি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শীতল করিও না, এই মাত্র কহিয়া কিঙ্করদিগকে স্নানাদি করাইবার জন্য অনুমতি করিলে তাহারা অভ্যঙ্গ, স্নান, ও মার্জ্জনাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে সেবা করিতে লাগিল, বিচক্ষণ দাসগণের তত্তৎকার্য্যে, স্নেহভরাকুলা ব্রজেশ্বরী, অবিচক্ষণতা আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ছলে, নিজপুত্রের অভ্যঙ্গাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে নিষেধ করিলেও তাহা হইতে নিবৃত্তা হন নাই। এবং কোন দিন শ্রীরাধিকার শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি কিঙ্করীদিগকেও তনয়ের স্নানাদি নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন, নবীনযুবা নিজ তনয়ের স্নানাদি শুশ্রূষার নিমিত্ত নবতরুণীদিগকে নিযুক্ত করিতে শ্রীব্রজেশ্বরীর চিত্তে কোন সঙ্কোচ উদয় হয় না, কারণ শুদ্ধ বাৎসল্যবতী শ্রীব্রজরাজ মহিষীর হৃদয়ে ইহাই স্থির বিশ্বাস, যে আমার তনয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, কেবল পৌগণ্ড বয়সে বিদ্যমান, এখনও স্তনপান বিস্মৃত হয় নাই, আর শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি অত্যন্ত বালিকাকে আমি কাল জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি, অতএব বালকের শুশ্রূষা বালিকাগণে করিবে তাহাতে দোষ কি ? ॥২৯॥ এই প্রকার শুদ্ধান্তঃকরণে কিঙ্করীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিদেশ করিয়া বহুকার্য্যে

ব্যগ্রতাবশতঃ সেই সেই কার্য্য দেখিবার জন্য কোন দিন গমন করিয়া থাকেন তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের চিরাভীষ্ট পূর্ণ হয় ॥ ৩০ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরীর একটি মন, পচ্যমান, ও পক্কবব্য এবং পক্ক ব্যঞ্জনাদিতে এবং আবর্ত্তিত দুগ্ধে এবং দধিবিকার শিখরিণী প্রভৃতিতে এবং পূর্ব্বদিন যে যে দ্রব্য কৃষ্ণ রুচিপূর্ব্বক ভোজন করিয়াছেন, সেই সেই দ্রব্য সংগ্রহ বিষয়ে, অশ্রান্ত বিচরণ করিয়াও শ্রান্ত হয় নাই ॥ ৩১ ॥

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া তড়িত বর্ণ পিতাম্বরযুগল পরিধান করিলেন, পরে দাসগণ, বারে বারে কেশ মার্জ্জনা করিয়া অগুরু ধূপধূম দ্বারা কেশের জল শোষণ করিয়া কঙ্কতিকা দ্বারা আঁচরাইয়া তাহাতে জাতিপুষ্প গাঁথিয়া চঞ্চল অলকলতারূপ আলবালে বেষ্টন করিয়া জুটরূপ শম্ভু প্রাদুর্ভাবিত করিল ॥ ৩৩ ॥ একজন দাস শ্রীকৃষ্ণের ললাটে কাশ্মীর তিলক অর্পণ করিলে বোধ হইল—যেন ঐ তিলক শ্রীমুখ চন্দ্রের রাজত্ব বলিয়া দিতেছে; আর একজন দাস কর্ণে কুণ্ডলযুগল অর্পণ করিলে বোধ হইল—গণ্ডরূপ চন্দ্রযুগলের সহিত মিত্রতা করিবার জন্য কুণ্ডলরূপ সূর্য্যযুগল, যেন চঞ্চল হইতেছে, আর এক দাস বাহুযুগলে কেয়ূর অর্পণ করিলে বোধ হইল—চঞ্চল বাহুযুগোপরি বিরাজিত স্থির কেয়ূর যুগলের দ্যুতির চাকচক্য, চঞ্চল হইয়া বাহু সহিত সখ্য করিতে যেন প্রবৃত্ত হইতেছে। অন্য এক দাস বহুবিধ হারার্পণ করিলে, বোধ হইল—স্থির বক্ষঃস্থলে চঞ্চল হারাবলীর স্থির মাধুরী, যেন জগচ্চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে, আর একজন দাস কোটী চন্দ্র সূর্য্য-বিজয়িকৌস্তুভমণি কণ্ঠদেশে অর্পণ করিল এবং অন্য এক দাস কর্ত্তৃক

যাহার সৌভাগ্য যুবতীজনে বাঞ্ছা করে, সেই কুন্দকুসুমের মাল্য বক্ষঃস্থলে অর্পিত হইল, আর এক দাস আশ্চর্য্য কুঙ্কুম দ্বারা শ্রীঅঙ্গ চর্চ্চিত করিলে আভরণ দ্যুতিদ্বারা সেই কুঙ্কুম চর্চ্চা, পরম শোভা ধারণ করিল; এবং কটিতটে কিঙ্কিণী অর্পণ করিলে, তাহার মধুরধ্বনি, প্রেয়সী-বৃন্দের শ্রুতি রঞ্জিত করিয়া তথায় বাস করিয়া রহিল; এবং প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ করযুগলে রত্নাঙ্গুরীয় এবং কঙ্কণাদি অলঙ্কার অর্পণ করিলে ঝল-মল করিতে লাগিল, পদযুগে নূপুর যুগল অর্পণ করিলে, বোধ হইল—মঞ্জীররূপ মত্ত খঞ্জন যুগল, চরণরূপ অপূর্ব্ব সরোজ লাভ করিয়া পরমানন্দে তদুপরি শিঞ্জন করিতে করিতে যেন নাচি-তেছে ॥ ৩৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ, এতাদৃশ বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া মণিবেদীর উপরিস্থিত বহুমূল্য বস্ত্রের দ্বারা আবৃত রত্ন পীঠে উপবেশন করিয়া "নারায়ণে স্মরণ করি" বলিয়া নেত্রযুগল নিমীলিত করিলেন; অর্থাৎ শ্রীনন্দ মহারাজ যেমন ভোজনের সময়ে প্রতি দিন শ্রীনারায়ণে স্মরণ করিয়া থাকেন, বালক রীতি অবলম্বনপূর্ব্বক, তদনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীরাধানু-রাগি মাধব, ধ্যান-যোগে রাধাধর-পান-সুখানুভূতি নিবন্ধন পুলকিত কলেবরে, শ্রীরাধানামাঙ্কিত-মন্ত্রজপ করিতেছেন ইত্যবসরে কমল নামক দাস আসিয়া শ্রীকৃষ্ণে কহিল— "হে ভর্ত্তৃদারক! ভোজনের নিমিত্ত তোমাকে ব্রজেশ্বরী আহ্বান করিতেছেন, মাতৃ-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ, এইবাক্য শ্রবণ মাত্র বটুর সহিত উত্থান করিয়া ভোজন বেদিকার নিকটে গমন পূর্ব্বক চরণযুগল ধৌত করিয়া বস্ত্রাবৃত পীঠে উপবেশন করি-লেন। শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীদাম ও সুবল, দক্ষিণে বলদেব, এবং

চতুর্দ্দিকে মণ্ডলীবন্ধে সহচরগণ, উপবেশন করিলেন। প্রিয় সখাগণ ব্যতীত, ভোজন, সুখকর নহে, এই নিমিত্ত সখাগণ, প্রতি দিন শ্রীকৃষ্ণসহ ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ মিত্রমণ্ডলীসহ শ্রীকৃষ্ণ ভোজন বেদিকার উপরি স্থিরভাবে উপবেশন করিলে, শ্রীযশোদা, রোহিণী-দেবীকে পরিবেশনার্থ আহ্বান করিলেন, শ্রীরাধিকা, শ্রীরোহিণীর হস্তে ক্রমে ক্রমে ভোজন সামগ্রী সমর্পণ করিতে লাগিলেন, শ্রীরোহিণী সেই দ্রব্য পরমানন্দে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পরে পরিহাসপটু বটু কহিলেন,—এই পরম স্বাদু অন্নাদিতে শ্রীকৃষ্ণ, সতৃষ্ণ নহে, অর্থাৎ তাহাতে উদর পূরণ হয় না, তাহাতেই কৃষ্ণ সতৃষ্ণ * বলদেব কেবল কবল মাত্র ভোজন করিতে সমর্থ, শ্রীদামা স্বভাবতঃ মন্দ ভোজী, সুবল, ভোজন শক্তির অভাবে প্রাণ বলহীন, অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল, হায় !!! হায় !!! কোথায় ইহাদের ভোক্তৈকতানত্ব রাহিত্যরূপ অবিদগ্ধতা, আর কোথায় স্বয়ং লক্ষ্মী কর্ত্তৃক পক্ব এই অমৃত বিনিন্দিত অন্নাদি; যে সভায় আস্বাদন লোলুপরসজ্ঞ-জনের অভাব, তথায় যেমন সৎকবি-নির্ম্মিত রসময়-কাব্য বিফল হয়; এইরূপ এখানে আস্বাদন লোলুপ রসজ্ঞ জনের অভাবে, রসময় অন্ন ব্যঞ্জনাদি কি বিফল হইতেছে না ? এই চতুর্ব্বিধ অন্ন মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বর্গের ফল, কেবল আমিই এক মাত্র ইহার আস্বাদনপটু রসজ্ঞ জন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীদামা কহিলেন—হে বটো ! যাহা

* ইহা রহস্য নর্ম্ম সূচক ব্যঙ্গ।

তোমার সর্ব্বস্ব, যাহার জন্য তুমি বটুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, শীঘ্র শীঘ্র সেই নিজ পিচিণ্ডি (উদর) পিণ্ডীর দ্বারা পূরণ কর, কারণ এইরূপ রসিকতা প্রকাশ করিতে যাইলে, উদর পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে।

এই বাক্য শুনিয়া বটু কহিলেন—অরে মূর্খ! গোপ! তুই রসাস্বাদ কিরূপে জানিবি, নিজধর্ম্ম রক্ষার্থ গো-চারণ করিবার জন্য কাননে গমন কর্॥ ৫০॥ রে অরসিক! দেখ আমি অনুচান বিপ্র, অর্থাৎ গুরুর নিকট সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যাহারা আমার মুখে হোম করিয়া থাকে, অর্থাৎ আমাকে যাহারা ভোজন করায়, তাহারা সর্ব্বযজ্ঞদ্বারা ভগবদর্চ্চনার ফললাভ করিয়া থাকে॥ ৫১॥

শ্রীদামা কহিলেন—হে বটো! শত জন্মের মধ্যে তোমার শ্রুতি ও স্মৃতির বর্ত্ম, পরিচয় নাই—কেবল ব্রাহ্মণত্বে সূত্রমাত্রই বিদ্যমান আছে, কোন দিন হইতে তুমি অনুচান ব্রাহ্মণ হইলে?॥ ৫২॥

বটু ও শ্রীদামার এই প্রকার রস কন্দল শ্রবণ করিয়া রসান্তরের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে বটো! তোমার রসশাস্ত্রে অনুশীলন আছে কি? যাহা হইতে "ব্যঞ্জনানেক তাৎপর্য্য লক্ষণাভিজ্ঞতা জন্মে; অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তির তাৎপর্য্য ও লক্ষণ জ্ঞান হয়। (শ্লেষার্থ) সূপাদি ব্যঞ্জন তৎপরতা এবং ইহাদের লক্ষণের অভিজ্ঞতা, যে রস শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা হইয়া থাকে, তাহাতে তোমার অভিজ্ঞতা আছে কি?॥ ৫৩॥

বটু কহিলেন—কোন রস শাস্ত্রে শৃঙ্গার প্রভৃতি আট রস, কোন রস শাস্ত্রে নয় রস, কোন রস শাস্ত্রে দশ রস, কোন রস

শাস্ত্রে দ্বাদশ রস, নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু আমার মতে ছয়টী মাত্র রস, তাহা হইতেই ব্যঞ্জনা-নেক-তাৎপর্য্য লক্ষণজ্ঞান হয়, এবং ছয় প্রকার আস্বাদনই ন্যায্য, যেহেতু আমাদের চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন, এ ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারা কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, ক্ষার ও মধুর এই ছয় রসের ছয় প্রকার আস্বাদন হয়; এই ছয় রসের সুরূপতা, নয়নেন্দ্রিয় দ্বারা, মধুরতা, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা, সুগন্ধিতা, নাসিকেন্দ্রিয় দ্বারা, মৃদুতা, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা, এবং চর্ব্বণ কালে সুস্বরতা, কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা, এবং ভোজন জন্য হর্ষ, অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ দ্বারা, আস্বাদিত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব কর, অর্থাৎ এই দীর্ঘ শস্কুলী (সরুচূকলী) ভোজন সময়ে এককালে এই ষট্ স্বাদ আমার অনুভব হইতেছে। হে রসিকশিরোমণি! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! "ব্যঞ্জনাবৃত্তির আশ্রয় ব্যতীত রস নিষ্পত্তি হয় না" বলিয়া ব্যঞ্জনাবৃত্তির আশ্রিত ব্যক্তিগণ, অষ্ট বা ততোঽধিক রস বলিয়া থাকে, তাহাদের ব্যঞ্জনাভিজ্ঞতার লেশও নাই; তাহারা শাক সূপাদির মূর্ত্তিমান্ রস পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার শৃঙ্গারাদি রস আস্বাদন করিয়া থাকে, তাহাতে পিপাসিত ব্যক্তির শুদ্ধ সরোবরের নীর পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকায় গমনপূর্ব্বক জল পানের ন্যায় বৃথা শ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই লাভ হয় না। তাহারা রস নিষ্পত্তি বিষয়ে চর্ব্বণাকে কারণ বলিয়া থাকে, কিন্তু কোটি জন্মেও চর্ব্বণা কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না; কারণ অমূর্ত্ত রসের কোন প্রকারে চর্ব্বণ হইতে পারে না, কেবল মূর্ত্তিমান্ রসরূপ ব্যঞ্জন সমূহের চর্ব্ব্যত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ॥ ৫৪-৫৮ ॥

ভোজন রসিক বটুরাজের অভিনব রস-সিদ্ধান্ত শ্রবণ

করিয়া কুতুহলাক্রান্ত শ্রীবলদেব কহিলেন—হে রসিকরাজ! বটু বর! তোমার মত-সিদ্ধ রসাস্বাদে কি কি অনুভব, এবং সঞ্চারিভাবই বা কি? এবং স্থায়িভাব কি? এবং কি প্রকারে সেই রস আস্বাদন করিতে হয়? তাহা সোপপত্তিক বর্ণন কর; ॥ ৫৯ ॥

বটু কহিলেন—হলধর! অশ্রু প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক, এই রসাস্বাদনের অনুভব, কিন্তু আলঙ্কারিকদিগের মতে রসাস্বাদন করিলে পরে অশ্রু হয়, আমার এই অন্ন ব্যঞ্জনাদি না পাইলে দুঃখ বশতঃ ক্রন্দনে, রসাস্বাদনের পূর্ব্বেই অশ্রু হইয়া থাকে, এবং এতাদৃশ ব্যঞ্জনাদি প্রাপ্তি হইলে হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চ ও বদন প্রফুল্ল হয় ॥ ৬০ ॥ এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম নিমিত্ত উপযুক্ত ভোজনাভাবে এবং তৈলাভ্যঙ্গাভাবে, আমার শরীর সর্ব্বদা রুক্ষ থাকে, এক্ষণে ভোজনে তৃপ্তি হওয়ায় বর্ণ স্নিগ্ধ হইল, ইহাই আমার বৈবর্ণ্য, তুমি প্রত্যক্ষ দেখ! এবং ভোজন করিতে করিতে যে চিৎকার করিতেছি, তাহাতে আমার স্বরভঙ্গ হইয়াছে ॥ ৬১ ॥ বহুতর মিষ্টান্ন ভোজনে অসমর্থ বশতঃ দুঃখে স্বয়ং অঙ্গ স্তম্ভ হইয়াছে, আর এই প্রকট প্রস্বেদ অবলোকন কর, এক্ষণও প্রলয় (মোহ) হয় নাই, কিন্তু বহু ভক্ষণ করিলে সর্ব্বশেষে আমার প্রলয়ও দেখিতে পাইবে ॥ ৬২ ॥ এবং চিন্তা নিদ্রা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব স্পষ্ট উদয় হইয়াছে দেখ—

আস্বাদনীয়ত্ব, নিবন্ধন স্থায়িভাব, একপ্রকার হইলেও বিবিধ নামে খ্যাত হইয়াছে, যথা—যাহা প্রচুর পুণ্যের পরিপাকে লাভ হয়, সেই এই শাক,—

এবং যাহা আস্বাদন করিলে আপনাকে ভূপ বলিয়া অনুভব হয়, সেই এই সূপ—

যাহা কেহ কোন স্থানে দেখে নাই, এবং বিধাতারও অতি দুর্লভ, সেই এই ভ্রষ্ট দ্রব্য, (অর্থাৎ) চাউল ভাজা ছোলা ভাজা প্রভৃতি—

এবং যাহা দেখিলে শুক্লবস্ত্র খণ্ড ভ্রম হয়, সেই এই পর্পট অর্থাৎ পাঁপর,—

এবং রাজীববৎ প্রফুল্ল নয়ন যুগলের হর্ষদায়িনী সেই এই ভাজী,—

এবং যাহা দর্শন মাত্রেই আমাদিগকে নাচাইতে শক্তি ধরে, সেই এই বটক,—

এবং সুধা ম্লান-কারী এই অম্ল,—

এবং অত্যন্ত গুরু ভোজন নিমিত্ত ভোজন শক্তির অভাব প্রযুক্ত, ভোজনে মরণের ভয়ে কেবল মনে মনে চিন্তনীয় এই পায়স,—

এবং যাহাতে আমার মন বারে বারে লয় হইতে বাসনা করে, সেই এই পনস ও আম্রাদি ফল,—

যাহা রসের আরাম, কিম্বা রসরূপ হস্তী বন্ধনের আলান, যাহার রসালাভে আমার জন্ম ধিক্‌কৃতি সাগরে ডুবিয়া যায়, সেই এই রসালা,—

যাহা আমার মন, অনুসন্ধান করে সেই এই সন্ধান, অর্থাৎ আচার,—

যাহা কোটিকাঞ্চন মুদ্রার দ্বারা দুর্লভ, সেই এই চন্দ্র-মণ্ডল সদৃশী রোটিকা,—

ঘৃতাভিষিক্ত হইয়া যাহা কাঞ্চন বারিদ্বারা অভিষিক্তবৎ প্রতীত হইতেছে, এবং যাহার গন্ধে গোপসভা মোহ মোহ করিতেছে সেই এই অন্ন;—

অহো !!! যাহাদের গোচারনার্থ কাননে গমন করিলে গো-দন্ত ছিন্ন ঘাসের গন্ধ সুলভ, সেই এই শ্রীদাম প্রভৃতি গোপদিগের এই অন্নাদির সৌরভ্য লাভ, কেবল আমার সঙ্গ প্রভাবেই হইল।

শ্রীদামা কহিলেন—হে বটো! ব্রাহ্মণগণের পত্র মূল ও ফল ভোজন করিয়া বনে তপস্যা করা ধর্ম্ম, তুমি ব্রাহ্মণ জাতি, তোমার ভোগে অধিকার নাই, অতএব এই ভোগ্য অন্নাদি পরিত্যাগ করিয়া ফল মূল ভোজন পূর্ব্বক বনে গিয়া তপস্যা কর॥ ৭২॥

বটু কহিলেন—ভো শ্রীদামন্! আমি সত্য সত্যই পূর্ব্ব জন্মে পত্র মূল ও ফল ভোজন করিয়া তপস্যা করিয়াছি; তন্নিমিত্ত সেই শাকমূল ফলাদি এই জন্মে ব্যঞ্জনরূপে পরিণত হইয়া ভৌম স্বর্গবাসি—আমার প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহা তোমরা নিশ্চয় জানিও, যে ব্যক্তি জন্মান্তরে তপস্যা করে নাই, তাহার ভোগ কখনই লাভ হয় না॥ ৭৪॥ এবং আমি জন্মান্তরে যখন তপস্যা করিয়াছিলাম, তখন আমার অঙ্গ স্পার্শি পবন তোমাদিগকে বনে গোচারণ করিবার সময় স্পার্শ করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি এক্ষণে যে ভোগ লাভ করিতেছি, তাহার ভাগ তোমরা পাইতেছ, আমি জাতিস্মর, পূর্ব্ব জন্ম কথা অবগত হইয়া তোমাদিগের নিকট বলিলাম, এক্ষণে তাহার দক্ষিণা স্বরূপ প্রচুর পায়স আমাকে প্রদান করাও।

মধুমঙ্গলের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীযশোদা সকৌতুকে হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন,—হে রোহিণি! মধুমঙ্গল অনেকক্ষণ বাগ্ব্যয় করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, অতএব এই তপস্বী ও জাতিস্মর

ব্রাহ্মণকে প্রচুর পরিমাণে পায়স দেও, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরোহিণী দেবী, যেমন পায়স প্রদান করিতে আগমন করিলেন, অমনি সুবল, নিষেধপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বল জননি! যদি বাগ্ব্যয় শ্রমকারী ও তপস্বী বলিয়া বটুকে পায়স প্রদান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে না দিয়া অগ্রে বলীমুখ (মর্কট) গণকে দিতে হইবে, ইহারাও বাগ্ব্যয়-শ্রমকারী, এবং তপস্বীও বটে, যেহেতু শীত উষ্ণ বাত বর্ষা সহ্য করিয়া পত্র, পুষ্প, ফল ভোজনপূর্ব্বক বনে বাস করিয়া থাকে, এবং ইহাদের বিজ্ঞতা কেনা জানে? ইহারা জাতিস্মর কি জন্য হইবে না? ॥ ৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—সখে সুবল! ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মোপাসন-তৎপর, এবং বানরগণ কুক্ষিম্ভর, সুতরাং ইহাদের মহা পার্থক্য, তুমি কেন ব্রাহ্মণকে বানরের সঙ্গে সমান করিলে? ॥ ৮১ ॥ সুবল কহিলেন—হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রাহ্মণের সহিত, বানরের কিছু মাত্র ভেদ দেখিতে পাই না, কিন্তু স্বভাবতঃ নরত্ব, ও বানরত্ব, ইহাদের ভেদে কারণ হইতে পারে না, বস্তুতঃ মধুমঙ্গলের যেমন নরত্ব আছে, এইরূপ বানরদিগের "বা নর" শব্দ ব্যুৎপত্তি দ্বারা বিকল্পে নরত্ব হইতে পারে, এবং কুক্ষিম্ভর বানর জাতির সহিত ব্রহ্মোপাসক বটুর তুলনা কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর, এই বটু, ইহলোকে অপূর্ব্ব স্ববিজ্ঞতা প্রখ্যাপন করিবার জন্য, ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি নিজ উদরে পর্য্যবসান করিয়াছে, অর্থাৎ বৃহত্ত্ব ও বৃহংণত্ব রূপ ব্রহ্মের ধর্ম্ম দ্বয় ইহার উদরেই, বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং ইহার ব্রহ্মোপাসনা নিজোদর উপাসনা দ্বারা সিদ্ধ

হইতেছে, অতএব কুক্ষিম্ভর বানর, ও উদর ব্রহ্মোপাসক এই বটু, উভয়েই তুল্য; বিশেষতঃ এই বটু, নিজোদরে ব্রহ্ম জানিয়া প্রতি দিন তিনবেলা, তৎপূর্ত্তি-সাধন চিন্তা করিতে করিতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া তদুপাসনা করিয়া থাকে॥৮৪॥ বানর জাতির যেমন বিকল্পে নরত্ব আছে, এইরূপ এই বটুর বানরত্ব আছে; তাহা আমরা কতবার দেখিয়াছি, অর্থাৎ যখন প্রচুর মিষ্ট ভোজনে ইহার আবেশ হয়, তখন দুই হস্তের দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়া বানর হইয়া থাকে।

সুবলের মুখে এই প্রকারে বটুবরের গুণগণ-মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া সকলে হাঁসিতে লাগিলেন, বটুও হাঁসিয়া হাঁসিয়া ভোজন করিতে করিতে বারে বারে কাশিতে লাগিল, এবং কাশিতে কাশিতে ভোজন করিতে লাগিল, তাহাতে মুখ অরুণিত হইল,—

তাহা দেখিয়া, শ্রীব্রজেশ্বরী কহিলেন—হে বটো! ক্ষণ-কাল থাক, ভোজন করিও না, ও হাঁসিও না, স্থির হও, কথা কহিও না,—

তথাপি শ্রীদামাদি বালকগণ, হাঁসাইতে লাগিলেন, দেখিয়া তাঁহাদিগকে ব্রজেশ্বরী কহিলেন—রে বালকগণ! আর ইহাকে হাঁসাইও না ॥ ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে সখে! মধুমঙ্গল! তোমার অদ্য জঠর পূরণ হইল না, যেহেতু হাস ও কাশে ভোজনে বড়ই বিঘ্ন করিল।

মধুমঙ্গল কহিলেন—হে জননি! শিখরিণী প্রদান কর,

শ্রীব্রজেশ্বরী শিখরিণী প্রদান করিলে মধুমঙ্গল অত্যুৎকণ্ঠার সহিত পান করিতে লাগিলেন, তাহাতে চিবুক হইতে জঠরান্ত পর্য্যন্ত শিখরিণী ধারা পতিত হইল ॥ ৮৯ ॥

শ্রীদামা কহিলেন হে কৃষ্ণ! এই বটুর মুখ শোভা বর্ণন কর, অহো !!! ইহার মুখ হইতে পতিত-শিখরিণী ধারা নাভি-সরোবর পূর্ণ করিল ॥ ৯০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"সখে শ্রীদামন্! শ্রবণ কর, এই বটুর হাস্য সুধাকরের প্রাদুর্ভাবে, ইহার উদররূপ ক্ষীর সাগরের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া বদন শিখর হইতে শিখরিণী ধারা রূপে নিঃসৃত হইয়া ইহার অঙ্গ মণ্ডলী পবিত্র করিতে করিতে দুষ্পার এবং দুষ্পুর উদররূপ ক্ষীর সমুদ্রে নাভি সরোবর দ্বারা পুনঃ প্রবেশ করিতেছে"।

ইহা শুনিয়া সকলে ভাল ভাল বলিয়া হাঁসিয়া উঠিলেন,—

এই প্রকার হাস প্রহাসের সহিত পরমানন্দে ভোজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেব প্রভৃতি সুতৃপ্ত হইলেন, তথাপি দুই জননী অর্থাৎ যশোদা রোহিণী সকলকে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইতে লাগিলেন।

শ্রীযশোদা কহিলেন—কৃষ্ণ! ভাল করিয়া ভোজন কর,—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—জননি! আমার কিছুমাত্র আর ক্ষুধা নাই,—

জননী কহিলেন—আমার মাথার দিব্য, পাঁচ ছয় গ্রাস ভোজন কর,—

পরে শ্রীকৃষ্ণ, জননীর উপরোধ বশতঃ পুনরায় কিঞ্চিৎ ভোজন করিলে জননী কহিলেন, হে বৎস! আমি না বলিলে

এই পাঁচ ছয় গ্রাস ভোজন তোমার ন্যূন থাকিত, তুমি প্রতি দিন অল্প অল্প ভোজন করিয়া কৃশ হইতেছ? হে বৎস! কৃষ্ণ! এই দ্রব্য তুমি বড় ভাল বাসিয়া ভোজন করিয়া থাক অতএব কিঞ্চিৎ ভোজন কর,—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—জননি! আর আমার ভোজন করিবার কিছু মাত্র শক্তি নাই—

ইহা শুনিয়া শ্রীব্রজেশ্বরী, রোহিণীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—সখি! রোহিণি! কৃষ্ণ, আমার কথা মানিতেছে না, তুমি ইহাকে ভোজন করিতে বল,—

ইহা শুনিয়া রোহিণী আসিয়া কহিলেন—হে বৎস! কৃষ্ণ! তুমি যদি ভোজন না কর, তাহা হইলে আমি এই ব্যঞ্জনাদি বৃথা পাক করিলাম কেন? এবং পাকে বিচক্ষণা বৃষভাণু রাজ-নন্দিনীকে আহ্বান করিয়া এত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করাইলাম বা কেন? হে বৎস! কৃষ্ণচন্দ্র! শিরীষমৃদ্বী শ্রীরাধিকা রাজ-নন্দিনী, হইয়াও তুমি ভোজন করিবে বলিয়া প্রীতি-বশতঃ এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া পাক করিয়াছে, এক্ষণে ভোজন না করিয়া তোমার জননীকে এবং আমাকে ও শ্রীরাধিকাকে কেন অনর্থক দুঃখ প্রদান করিতেছ? এইরূপ দুঃখ পাইলে বোধ করি শ্রীরাধা রন্ধন করিতে আর আসিবে না"।

এই কথা শ্রবণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন,—তদবলোকনে শ্রীব্রজেশ্বরী ও রোহিণী কহিলেন—হে কৃষ্ণ! তোমার এ কি স্বভাব? ক্ষুধা রাখিয়া তুমি ভোজন করিয়া থাক? হায়!!! ক্ষুধায় কাতর হইয়া থাকিলে কিরূপে তোমার শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে? এই প্রকারে শ্রীযশোদা ও

রোহিণী কর্ত্তৃক লালিত হইয়া বলরাম প্রভৃতি সকলে ভোজন করিয়া অপূর্ব্ব ও অতুল আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১০০ ॥ শ্রীরাধিকা, জালরন্ধ্রে নয়ন বিন্যস্ত করিয়া ভোজনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে শোভা বিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহাই পান করিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥ ভোজন সমাধা হইলে দাসগণ, স্বর্ণ ঝর্ঝরী হইতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, তাহা দ্বারা সকলে বদন এবং হস্ত প্রক্ষালন করিয়া নিজ নিজ পীঠ হইতে উত্থান করিয়া শত পদ পরিমিত ভূমি গমন পূর্ব্বক তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে শয়ন করিলেন; এবং সকলকেই দাসগণ ব্যজন করিতে লাগিল; তাহাতেই সকলের নিদ্রা আসিল ॥ ১০৩ ॥

শ্রীরাধিকা, পাকশালা হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া নিজ কর পদ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রম দূর করণার্থ একান্তে গমন করিলে, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি দাসীগণ ব্যজনাদির দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥ শ্রীরোহিণী, কতুষণ্ড অন্ন ব্যঞ্জন স্বর্ণ পাত্রে শ্রীরাধিকা-প্রভৃতির নিমিত্ত পরিবেষণ করিলে শ্রীব্রজরাজ-মহিষী, ধনিষ্ঠার দ্বারা গ্রহণ করাইয়া ইঁহাদের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন—হে বৎসে গান্ধর্ব্বিকে! হে ললিতে! হে বিশাখে! হে চম্পকলতে! অদ্য তোমরা সকলে মিলিয়া আমার সম্মুখে ভোজন করিয়া আমার নয়ন যুগলে সুখী কর; এই কথা শ্রবণে শ্রীরাধিকাকে সমধিক লজ্জাবতী দেখিয়া পুনরায় কহিলেন—হে পুত্রি! রাধে! তুমি কি জন্য লজ্জা করিতেছ? কীর্ত্তিদা যেমন তোমার জননী, আমিও সেইরূপ তোমার জননী, আমাকে দেখিয়া

লজ্জা করা উচিত নহে। আমার গৃহে তুমি "স্ববয়স্যাবৃতা" হইয়া হাস্য কর, খেলা কর, শয়ন কর ॥ ১০৭ ॥

"স্ববয়স্যা বৃতা হইয়া" স্ববয়স্য অর্থাৎ নিজ বন্ধু—কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আবৃতা হইয়া, হাস্য কর, খেলা কর, ও শয়ন কর, শ্রীযশোদার বাক্যের এই অর্থ অনুভব করিয়া সখীগণের মন যেন অমৃতে অভিষিক্ত হইল, তন্নিমিত্ত তাঁহারা মৃদু মৃদু হাঁসিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া লজ্জা বশতঃ শ্রীরাধিকার নয়ন, কিঞ্চিৎ মুদ্রিত হইল, এবং তদবস্থায় সখীগণ সঙ্গে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮ ॥ ভোজন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের ফেলামৃতের আস্বাদ পাইয়া করুণা করিয়া ধনিষ্ঠার প্রতি যে অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ধনিষ্ঠার আনন্দের অবধি রহিল না, অর্থাৎ ধনিষ্ঠা, অতি চতুরতা প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ভুক্তাবশেষ নিজ ভোজ্যের মধ্যে মিশাইয়া দেওয়ায় কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা, তদাস্বাদে পরমানন্দাবেশ-বশতঃ ধনিষ্ঠার প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—তাহাতেই ধনিষ্ঠার অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ হইল অর্থাৎ "আমি অতি গোপনে যে কার্য্য করিলাম তাহা শ্রীরাধা কিরূপে জ্ঞাত হইলেন," ভাবিয়া ধনিষ্ঠা সুখ লাভ করিলেন। শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে ভোজন করাইয়া বিবিধ বসন ভূষণ অনুলেপন দ্বারা, লালনা করিয়া গমন করিলে, তুঙ্গবিদ্যা, বিশাখার কানে কানে কি বলিলেন, বিশাখাও মৃদু হাঁসির সহিত শিরশ্চালন করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন,—

শ্রীরাধিকা, বিশাখা ও তুঙ্গবিদ্যার পরস্পর স্মিতবীক্ষণ দ্বারা ইঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলেন—"হে সখি

বিশাখে! হে তুঙ্গবিদ্যে! আমি যখন তোমাদের দুই জনের "সস্মিত কর্ণাকর্ণি" অর্থাৎ হাঁসিয়া হাঁসিয়া কানা কানি দেখিতেছি, তখন আর আমার এখানে থাকা উচিত নহে, যেহেতু আমি একতঃ মুগ্ধা, তাহাতে আবার কুলবধু, এই কথা বলিয়া শ্রীরাধিকা দেবী যেমন উত্থান করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে যাইতে অভিলাষিণী হইয়াছেন, এমন সময় বিশাখা, আবরণ করিয়া কহিলেন—সখি রাধে! আমি বুঝিলাম—শঙ্কার ছলে তুমি তোমার অভিলষিত-বস্তুতে স্পৃহা সূচনা করিতেছ? সখি! ব্রজেশ্বরী, এক্ষণেই তোমাকে কহিলেন,—"রাধে! "স্ববয়স্যাবৃতা" হইয়া হাস্য কর, খেলা কর, শয়ন কর, তাহা লঙ্ঘন করিয়া এবং ভোজনের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া গৃহে গিয়া তাঁহাকে অনর্থক দুঃখ দিবে কেন? অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পরে গৃহে গমন করিও ॥ ১১৪ ॥ এমন সময়ে ধনিষ্ঠা আসিয়া শ্রীরাধিকাকে কহিলেন সখি! রাধে! তুমি ইহাদের নিকটে থাকিও না, ইহারা অত্যন্ত কুটিলা, পক্ষদ্বার (খিড়কির দ্বার) দিয়া আমার সহিত সত্বর আগমন কর, তোমার বন্ধু-জীব-নয়ন-স্পৃহা অর্থাৎ সূর্য্য পূজার্থ বান্ধুলী ফুল আনয়ন স্পৃহা নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণ হইবে, (শ্লেষার্থে) তোমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের জীবাত্মা এবং সুমন—(অনুরাগি মন) এবং নয়নের স্পৃহা নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণ হইবে, অর্থাৎ একান্তে ত্বদীয় সঙ্গ লাভে তাহার জীবাত্মার এবং মনের ও নয়নের চিরাভিলাষ পূর্ণ হইবে ॥ ১১৫ ॥ হে সখি! ব্রজপুর পরমেশ্বরী জানিতে পারিবেন না, তাঁহা হইতে বৃথা ভয় করিও না, আমার সহিত এই পথে আগমন কর, ইহা বলিয়া চতুরা ধনিষ্ঠা, নন্দীশ্বর গিরি-

গুহার মধ্যবর্ত্তি-সুখময় ভবনে ছল করিয়া শ্রীরাধিকাকে লইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ সম্মিলন করাইলেন; শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণবল্লভা শ্রীরাধিকাকে রহস্য স্থানে লাভ করিয়া চিরাভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

—০:*:০—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে ভোজন কৌতুকানুমোদন-নাম ষষ্ঠসর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

সপ্তমসর্গঃ।

—০:*:০—

গোষ্ঠলীলা।

কিঞ্চিৎ নিদ্রার পরে শ্রীকৃষ্ণের মিত্র মণ্ডলী, নিজ নিজ গৃহে বেশভূষার নিমিত্ত গমন করিলেন।

ব্রজবালকগণ, নিজ নিজ জননী কর্ত্তৃক নিজ নিজ গৃহে যখন বন গমনোপযোগি বেশ-ভূষায় ভূষিত হইতেছেন, তৎকালে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ নিকট গমনের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বশতঃ নিজ নিজ জননীকে কহিতে লাগিলেন—হে জননি! তিলক অভরণ ধারণের ছলে কেন বৃথা আমার প্রতিবন্ধ করিতেছ? আমি এখনও গৃহ হইতে বাহির হইতে সমর্থ হইলাম না, কি করিব, এই সঙ্গব * কালে আমার সমস্ত বন্ধু মণ্ডলী, শ্রীকৃষ্ণ-সহ মিলিত হইল, এবং প্রণয়াম্বুনিধি আমার সখা শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র, বনে যাইবার জন্য আমার প্রতীক্ষা পথিমধ্যে করি-তেছে, আর আমি গৃহে রহিতে পারিতেছি না; হে জননি! আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি আমার প্রাণসখা গোকুল যুবরাজের চন্দ্রবদন বিলোকন করিয়া সুশীতল হইব॥ ২॥ ইহা শুনিয়া জননীগণ কহিতে লাগিলেন—হে তনয়! কেন তুমি এত উদ্বেগযুক্ত হইলে? তুমিও অতি শীঘ্র তোমার সখার নিকট গমন করিও সকল অলঙ্কার পরিধাপণ করান শেষ

---

* সঙ্গব কাল—দিবা ৬ দণ্ডের পরে ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত সময়।

হইয়াছে, কেবল মাত্র, তোমার মণিবন্ধে প্রশান্তিক রক্ষামণি বাঁধিতে অবশেষ আছে, তাহাও শেষ হইল, হে বৎস! এখনও গো-গণের ধ্বনি, পথ মধ্যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সঙ্গবোদয় এখনও হয় নাই, সুতরাং তোমার মিত্র মণ্ডলী, গৃহ হইতে বাহির হয় নাই; তুমি এত চঞ্চল হইলে কেন? তুমি ভূষিত না হইয়া অতি দরিদ্রের মত যাইলে, যাহাদের জননী, যাহাদিগকে মণি-কাঞ্চন-ভূষণ পরিধাপন করাইয়াছে, এবং অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া চন্দনে চর্চ্চিত করিয়াছে, তোমার সেই মিত্রমণ্ডলী, তোমাকে উপহাস করিবে॥ ৫ ॥ এই প্রকার মাতৃকৃত-উপলালন, ব্রজ-বালকগণ, নিজবন্ধনবৎ জ্ঞান করিতে লাগিলেন, এবং কোন সংকীর্ণ-পথে কোন ধ্বনি শ্রবণ করিলে, "ঐ আমার মিত্র মণ্ডলী, আগমন করিতেছে" বলিয়া বিক্লব নয়নে সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তদনন্তর বসুদাম সুদাম কিঙ্কিণী সুবল প্রভৃতি মিত্রমণ্ডলী, ইতস্ততঃ হইতে আগমনপূর্ব্বক সুখসিন্ধুর তরঙ্গ নিচয়, সুখসিন্ধুর পুলিনে যেরূপ উপস্থিত হয়, সেইরূপ উপস্থিত হইলেন। অর্থাৎ নন্দপুররূপ-সুখসিন্ধুর, শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখ স্থানরূপ-পুলিনে, এবং ব্রজবালকরূপ সুখসিন্ধুর তরঙ্গবৃন্দ, মিলিত হইলেন॥ ৭ ॥

অনন্তর শ্রীব্রজরাজের নিকট হইতে কোন গোপ আগমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল—"হে বালকগণ! গো-ভবনে (বাতানে) অবস্থিত ব্রজরাজ, তোমাদিগকে যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা তোমরা শ্রবণ কর, "কৃষ্ণ, ক্ষণকাল নিদ্রা যাউক, তোমরা তাহাকে হঠাৎ জাগাইওনা, আমি স্বয়ং

ধবলাবলী মোচন করিতেছি, তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া চালিত করিও" ॥ ৯ ॥ এই কথা শ্রবণ মাত্রেই ব্রজ-বালকগণ, গো-সদনে শ্রীনন্দ মহারাজের নিকট গমন করিলেন, সুবল প্রভৃতি কতিপয় প্রিয়সখা অন্তঃপুরে নিভৃতে অবস্থান করিলেন ॥ ১০ ॥

তাহার পরে যাহাদের প্রেম, কখনও অপচয় হয় না, যাহারা পরিচর্য্যায় অতি নিপুন, সেই রক্তক পত্রক প্রভৃতি অনুগামি দাসগণ, শ্রীব্রজেশ্বরীর সমীপে আগমন করিল ॥ ১১॥ ব্রজেশ্বরী, এক দাসকে তনয়ের আমোদক মোদক বৃন্দ অর্পণ করিলে—সেই দাস, অতি বৎসলতা-লতার-ফল-শ্রেণীর ন্যায় সেই উৎকৃষ্ট মোদক সমূহ দারুনির্ম্মিত পেটিকার মধ্যে নিহিত করিয়া স্কন্ধদেশে বহন করিয়া শতকোটি প্রাণ অপে-ক্ষাও সাবধানের সহিত রক্ষা করিতে হইবে-বলিয়া মানিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

আর একজন দাস, কর্পূর-বাসিত-জল-পূরিত, এবং আর্দ্র অরুণ কঞ্চুকে আবৃত, চন্দ্রকান্ত মণিনির্ম্মিত ঝর্ঝরী বহন করিয়া অতিশয় শোভা ধারণ করিল, তাহাতে বোধ হইল—সেই দাস, যেন রক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত চন্দ্রকান্ত মণিনির্ম্মিত শ্বেত ঝর্ঝরীর ছলে অন্তঃস্থিত অনুরাগে আচ্ছাদিত দ্রবীভূতা শুদ্ধ মনোবৃত্তি-জনসমূহে দেখাইয়া অতুল সৌভাগ্যরত্ন গ্রহণ করিল ॥ ১৫ ॥ আর এক দাস, স্ফটিক-মনিনির্ম্মিত চক্রাকৃতি, এবং তাম্বুল বীটিকায়পূর্ণ সম্পুট (পানের বাটা) কক্ষতলে ধারণ করিল, তাহা দেখিয়া নিজ মনের অধিদেবতা পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলে ধারণ করিল বলিয়া সন্দেহ হইল, অর্থাৎ সেই সম্পুটে সেই দাসের

মন, সর্ব্বদা অবহিত রহিল ॥ ১৬ ॥ আর একদাস, নিজ প্রভু গোকুল যুবরাজের অনেক প্রকার বসন অভরণ ধারণ করিল, সেই বসন অভরণ, দেবরমণীগণের কার্ম্মণতা অর্থাৎ ব্রজে "টোনা" ও গৌড়ে "যাদু" নামে প্রসিদ্ধ বশীকরণের ঔষধ হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

তাহার পরে নন্দীশ্বর-গিরিগুহাভ্যন্তরস্থ সুখ সদনবর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, মিত্র মণ্ডলীর জল্পনা শ্রবণ করিয়া বিদ্যুৎ সদৃশ শ্রীরাধিকার নিবিড় আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া সহসা আগমন করিলেন। যাহা একবার শ্রীরাধা গিরিগুহা মধ্যে ভ্রমক্রমে পরিধান করিয়াছিলেন, শ্রীরাধা কর্ত্তৃক পরিধাপিত সেই নবকুঙ্কুম বর্ণ বসন ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, আগমন করিলে নর্ম্ম সহচরগণ মনে করিয়াছিলেন, পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া চপলা বুঝি বলপূর্ব্বক নবজলধরে বেষ্টন করিয়াছে : অর্থাৎ পীতাম্বরের ছলে নবনীরদতনু শ্যামসুন্দরে শ্রীরাধিকা, বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন—ইহাই তাঁহাদের মনে হইল। শ্রীরাধিকা সহিত রহস্যলীলা সূচক চিহ্ন অবলোকন করিয়া শশধর কান্তি বিনিন্দিত স্মিত কুসুম বর্ষণ করিতে করিতে নর্ম্ম সুহৃৎ গণ, শ্রীকৃষ্ণে পরিহাস করিতে লাগিলেন, পরে তাঁহা-রাই, সেই সেই চিহ্ন দূর করিলে শ্রীকৃষ্ণ, জননীর অন্তঃপুরে আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥ নর্ম্ম সহচরগণ গোষ্ঠোপযোগি বেষে শ্রীকৃষ্ণে বিভূষিত করিলেন, যাহার কিরণ নিচয় দিন-মণিকে দণ্ডিত করিবার জন্য ইতস্তত প্রসারিত হইতেছে, সেই কৌস্তুভমণি শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠে শোভিত হইল; এবং শিখিচন্দ্র-মণ্ডলীরূপ ইন্দ্রধনু শ্রীকৃষ্ণ শিরোভূষণে মণ্ডিত হইল ; এবং

চপল মুক্তামালার শোভা, মেঘ সন্নিহিত বাল-বলাকিণী বিত-
তিকে তিরস্কার করিতে লাগিল, ও ভ্রমর মণ্ডলী যাহার স্তব
করিতেছে—সেই বনমালার সৌরভ প্রতিমুহুঃ প্রবৃদ্ধ হইতে
আরম্ভ করিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণতনুরূপ নবজলধরের উপরি
কৌস্তুভমণিরূপ দিনমণি এবং শিখিপিঞ্ছ মুকুট ইন্দ্রধনু, মুক্তা-
হার বলাকিণী, উদয় হইল, বলিয়া মিত্র মণ্ডলী, মনে মনে
ভাবিতে লাগিলেন। এই প্রকার বেষভূষায় বিভূষিত হইয়া
ব্রজজন-তাপহারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, জননীজন রূপ জনপদে
আনন্দপয়ঃ-প্লাবিত করিয়া, অর্থাৎ নয়নের আনন্দজল এবং
স্তনজ পয়ঃ দ্বারা জননী দেহ অভিষিক্ত করাইয়া সিংহদ্বারের
অগ্রে যাইয়া বিরাজিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ তদনন্তর অম্বিকা
ও কিলিম্বা এবং ভগিনীগণ ও যাতৃগণের সহিত অশ্রু বিসর্জ্জন
করিতে করিতে শ্রীব্রজেশ্বরী, নির্গত হইলেন, এবং ললিতাদি
আলি মণ্ডলীর সহিত শ্রীরাধিকাও তাঁহার অনুগামিনী হই-
লেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বনগমন ঘোষণার্থ নিযুক্ত পুরুষেরা,
"মুকুন্দবনে যাইতেছেন" বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিল, তাহা
শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরবর্ত্তিনী রমণীগণ, ঔৎসুক্য ভরে দর্শ-
নাভিলাষ লালসায় "মুকুন্দবন যাইতেছেন" বলিয়া সমান-
বাসনা-বিশিষ্ট অন্য রমণীগণকে জানাইলেন, তাহা শুনিয়া
গৃহস্থিত শুকাদি পক্ষিগণে "মুকুন্দবনে যাইতেছেন," বলিয়া
ধ্বনি করিতে লাগিল, ক্রমে সেই ধ্বনি, বিবিধধ্বনিপ্রসূ অর্থাৎ
বিবিধ ব্যঙ্গপ্রসূ হইল, অর্থাৎ অলঙ্কার শাস্ত্রে "এই সূর্য্য অস্তগত
হইলেন" এই শব্দের যেরূপ অধিকারিভেদে, বিবিধ ধ্বন্যর্থ

নিরূপিত হইয়াছে অর্থাৎ "এই সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন" এই বাক্য গোপালগণ, বলিলে তৎ সজাতীয় গণের নিকট "গো-সঙ্কলনের কাল উপস্থিত হইল" এই অর্থ উপস্থিত করে, এবং ব্রাহ্মণগণ, বলিলে ব্রাহ্মণগণের নিকট "সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় হইল, এই অর্থ উপস্থিতি করে, এইরূপ যে সকল শ্রীকৃষ্ণের সখা, শ্রীনন্দ মহারাজের নিকট ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ "মুকুন্দবনে যাইতেছেন" এই শব্দ শ্রবণ করিয়া স্ব মুখে পুনরায় "মুকুন্দবনে যাইতেছেন" বলিয়া উঠিলে তাহাদ্বারা সখাগণের নিকট এই বিবক্ষিত প্রকাশ হইল যে, "হে সখে! অবিলম্বে এখান হইতে গিয়া গো-গণে বিপিনাভিমুখী কর, আমরা অদ্য গোবর্দ্ধন তটাজিরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিযুদ্ধ কৌতুক করিব" ॥ ২৬ ॥

ব্রাহ্মণগণ "মুকুন্দবনে যাইতেছেন" এই ধ্বনি করিলে, বটুগণের নিকট, এই বিবক্ষিত ব্যক্ত হইল,—"হে বটুগণ! তোমরা দর্ভপাণি হইয়া শুভাশির্ব্বাদ করিয়া, এবং শান্তি ঋক্ দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল বিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অভিষেক করিয়া আনন্দ লাভ কর"। শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ পর্জ্জন্য নামে গোপ "মুকুন্দবনে যাইতেছেন" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে তদীয় সেবক গোপ, ইহাই বুঝিলেন, "হে গোপ! আমাকে এখান হইতে লইয়া চল, আমি আমার নপ্তা অর্থাৎ পৌত্র কৃষ্ণের মুখ চন্দ্রামৃতের দ্বারা নয়নযুগল শীতল করিব, আমি তাহার অদর্শনে জীবিত থাকিতে পারি না ॥ ২৮ ॥

যে সকল প্রেয়সীবৃন্দ অন্তঃপুরে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ "মুকুন্দবনে যাইতেছেন" এইধ্বনি উচ্চারণ করিলে

তাহাদের সখীগণ বুঝিলেন—"হে বিশারদে! সখি! যাহাতে জরতীকে বঞ্চনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারা যাইবে, এইরূপ ছল উদ্ভাবন কর, আমি নিভৃত পথে প্রিয়-সঙ্কেতিত-কুঞ্জ-মন্দিরে চলিলাম" ॥ ২৯ ॥

কোন প্রেয়সী, আনন্দ ভরে জড়িমা উদয়ে নিস্পন্দ শরীর হইয়া কহিলেন—"মুকুন্দবনে যাইতেছেন" তাহাতে তাঁহার সঙ্গিনীগণ বুঝিলেন—"হে সখি! পুরদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের বন গমন সূচক যে রব হইতেছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণে দর্শন করিবার জন্য আমার অত্যন্ত তৃষ্ণাবৃদ্ধি হইল, সখি! আমি কি করিব, জড়তা উদয় হইয়া আমার শরীর স্পন্দনহীন করিল, আমি অট্টালিকার উপরি আরোহণ করিতে সামর্থ হীন হইয়াছি" ॥ ৩০ ॥ আর এক প্রেয়সীকে তাঁহার সখী বিভূষিত করিতে ছিলেন, এমন সময় তিনি "মুকুন্দবনে যাইতেছেন" বলিয়া ধ্বনি করিলে তাঁহার সখী তদর্থ বুঝিলেন—"হে সখি! আমার অলক আর সংস্কার করিতে হইবে না, এবং আমার বক্ষঃ-স্থল অনাবৃত থাকুক্, কঞ্চুক পরিধাপন করাইবার আর প্রয়োজন নাই, আমি একবার মাত্র মাধবে অবলোকন করিয়া বহির্গমনোদ্যত প্রাণপতঙ্গগণে রক্ষা করিব, হে সখি! আমাকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩১ ॥

এবং আর এক প্রেয়সী—পতি প্রভৃতি গুরুজন সঙ্কুল অন্তঃপুরে, উন্মাদিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ অট্টালিকার উপরে আরোহন করিতে ধাবমানা হইলে, তদীয় সঙ্গিনী শঙ্কিতা হইয়া নিষেধ করিলে, তিনি কহিলেন "মুকুন্দবনে যাইতে-ছেন" ইহাদ্বারা সেই সখী, এই অর্থ বুঝিলেন—"অয়ি সখি!

আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হউক, আমাকে পতি, অসহ্য দণ্ড করুক, তাহাও আমি সহ্য করিব, গুরুগণ, দেখুক, এই আমি তাহাদিগকে তৃণবৎ অনাদর করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে চলিলাম, হে সখি! এমন সুখময় সময় চিরস্থায়ী থাকিবে না"। কোন ব্রজবধূ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ সসম্ভ্রমে অট্টালিকার উপরি আরোহণ করিতে যাইতেছেন, তাহাকে তাঁহার শাশুরী, বারে বারে নিষেধ করিলে তিনি কহিলেন "মুকুন্দবনে যাইতেছেন" ইহাদ্বারা শাশুরীর নিকট এই বিবক্ষিত অভিব্যক্ত হইল—"অয়ি! দুর্ম্মুখি! কি নিমিত্ত চিৎকার করিতেছ? আমি কি একাই গৃহ হইতে বাহির হইতেছি? নিজ নয়ন দিয়া তুমি দেখ, কাহার বধূ, গৃহ হইতে এখন বাহির না হইতেছে? এবং তোমার মত কোন শাশুরী নিজ বধূকে নিরুদ্ধ করিতেছে? ॥ ৩৩ ॥

পরে বনজনয়ন শ্রীকৃষ্ণ, সখাবৃন্দের সহিত গোচারণার্থ বনে প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় স্বীয় কান্তিদ্বারা দশদিক্ ইন্দ্রনীল কান্তিময় করিয়া লোকের লোচন গোচর করিলেন, তাহাতেই দিগ্বিভাগ বাসি জনগণ, বিস্ময়ান্বিত হইল ॥ ৩৪ ॥ অল্পকাল মাত্রস্থায়ি-পুত্র-বিরহে জনক জননী অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পুত্রের অনুবর্ত্তী হইলেন, এবং সেই অশ্রুদ্বারা ধরণীতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫॥ শ্রীযশোদা এবং রোহিণী যাইতে যাইতে "অনেকক্ষণ পুত্রে দেখিতে পাইব না" ইহা ভাবিয়াই দেহিকীক্রিয়া ভুলিয়া যাইলেন, তন্নিমিত্ত অস্পন্দ তনু হওয়ায় হেম প্রতিমার ন্যায় ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ গোপরাজ শ্রীকৃষ্ণে

আলিঙ্গন ছলে নিজ মন নিহিত করিলেম, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণা-লিঙ্গনের পরেই বিস্মৃত মোহ প্রাপ্ত হইলেন। পরে শ্রীযশোদা সংজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন—হে সুকুমার! কুমার! তুমি যদি নিতান্তই গোচারণ করিতে কাননে গমন কর, তাহা হইলে আমরা সকলেই তোমার অনুগমন করিব, তুমি আমা-দিগকে বঞ্চনা করিয়া গমন করিওনা ॥ ৩৮ ॥ হে তনয়! তুমি নীতির অনুসরণ করিয়া নিজ নিকট হইতে আমাদিগকে অন্যত্র প্রেরণ করিওনা। নিজ বিয়োগ বহ্নির জ্বালায় দগ্ধ সুহৃদগণের হৃদ্ব্যথা তুমি সহ্য করিওনা, অর্থাৎ তোমার বিয়োগ নিমিত্ত আমাদিগের দুঃখ স্মরণ করিয়া তোমার হৃদয়েও পশ্চাত্তাপ হইবে, অতএব আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল ॥৩৯॥ হে পুরভূষণ! যদি তুমি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া না যাও, এই সুখময়ী নগরী, ও সুখময় গৃহশ্রেণী, তুমি বনে চলিয়া যাইলেই আমাদিগকে গিলিয়া খাইবে, যদি বল? তাহা হইলে তোমাদের জীবন কিরূপে থাকিবে? তাহার উত্তর তোমার অদর্শন নিমিত্ত বৃথা আয়ুই আমাদের জীবন রক্ষা করিবে, তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে তুমি বন হইতে গৃহে আগমন করিতে যদিচ অভিলাষী হও, তাহা হইলে ঐ তিন প্রহর কাল অতিবাহিত না হইয়াই আমাদিগকে যেন প্রহার করিতে থাকে? আর তুমিও শীঘ্র গৃহে আগমন কর না, অতএব আমরা এখন কি করিব ॥ ৪০ ॥ হে তনয়! অরুণ কমলদল নিন্দিত অতি সুকুমার তোমার চরণতল কোথায়; এবং যথায় তুমি যাইতেছ, সেই তৃণকণ্টক শকরাঙ্কিত কানন ভূমিই বা কোথায়। হে বৎস! মৃগ-মদ-রস-সিক্ত

নবনীত প্রতীম তোমার এই তনু কোথায়!!! এবং বিষবৎ তীব্র ক্ষণবর্দ্ধিষ্ণু চণ্ডকরের কিরণ বৃন্দই বা কোথায়, হায়! নবনীতের পুত্তলিকা কখনই খরকরের খর কর সহিতে পারে না? ॥৪৩॥ হে বৎস! তোমার জননীর সৌভাগ্য হীন প্রাণ, বক্ষঃস্থল বীদীর্ণ করিয়া বহির্গত না হইয়া অতি নিষ্ঠুরতা পদের সাম্রাজ্য ভার বহন করিতেছে॥ ৪৪॥ হে কৃষ্ণ! তুমি আর বন গমন করিও না; গোপগণ ধবলাবলী চারণ করুক। কিম্বা ব্রজরাজ স্বয়ং গোচারণ করিতে গমন করুন। হে শিশো! যদি তুমি তাহাতেও নিজ-হঠ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার বন্ধুগণ, কিরূপে জীবন ধারণ করিবে?॥ ৪৫॥ হে বৎস! তুমি সুমঙ্গলামৃত দ্বারা স্তিমিতাঙ্গ হইয়া কেন গোপকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? তন্নিমিত্ত মৃদুল হইয়াও তোমার তৃণচরগণের অনুগামিতা-রূপ-পরিভূতি অনুভব করিতে হইতেছে? হে চন্দ্রমুখ! তুমি রাজগৃহে জন্ম গ্রহণের যোগ্য।

এই প্রকার জননীর গদ্গদ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়ার্ণব শ্রীকৃষ্ণ, বন গমন হইতে বিরত হইয়া জননীর অগ্রে অবস্থান করিয়া রহিলেন। তন্নিমিত্ত জননী, বিনির্গত-জীবন যেন স্থিরতা প্রাপ্ত হইল বলিয়া অবগত হইলেন। এবং নয়ন জলে তনয়ে স্নান করাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। পুত্রালিঙ্গন সুখে শ্রীব্রজেশ্বরীর যে বিস্তৃত মোহ উপস্থিত হইল, তাহা তৎকালীন সমুদিত বাৎসল্য শ্রীকৃষ্ণের রক্ষামণি বন্ধনাদির নিমিত্ত দূর করিয়া সজ্ঞা প্রাপ্ত করাইল॥ ৪৭॥ পরে শ্রীনৃসিংহ নাম দ্বারা পুত্রের অঙ্গ রক্ষা করিয়া অতিমাত্র বিক্লবা

শ্রীব্রজেশ্বরী, সম্মুখস্থিত বলভদ্র সুভদ্র বর্দ্ধন প্রভৃতিকে বলিলেন—হে বলভদ্র! হে সুভদ্র! হে বর্দ্ধন! আমার কৃষ্ণ তোমাদের অনুজ ও সখা এবং প্রাণ, তাহা কি আমি জানি না? তথাপি আমি বন গমন সময়ে প্রতি দিন পিষ্ঠ-পেষণ বিনা জীবিত থাকিতে পারি না? ॥ ৫০-৫১ ॥

"হে বৎসগণ! আমার কৃষ্ণ মৃদুল হইয়াও চঞ্চলের অগ্রগণ্য, এবং সুবুদ্ধি হইয়াও পরিণাম দর্শী নহে, এবং বলহীন হইয়াও অতি সাহসী, এই নিমিত্ত তোমরা চারি দিকে থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করিবা ॥ ৫২ ॥ হে বালকগণ! এই হরি, পিতার ও পিতৃব্যগণের এবং মাতার তাদৃশ বশীভূত নহে, যাদৃশ তোমাদের বশীভূত, এই নিমিত্ত তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা অনর্থক হইবে না। তোমরা যদি নৃশংসকংস নৃপতির কিঙ্করগণের বিস্ফূর্জ্জিত (আটোপ) অবলোকন কর, তাহা হইলে সকলেই তৎক্ষণাৎ পলায়নপূর্ব্বক গো সকলকেও ত্যাগ করিয়া গ্রামমধ্যে আগমন করিয়া আমাদের আশ্রয় লইবা। হে সুবল! হে উজ্জ্বল! হে কোকিল! তোমরা নিজ বান্ধবের সহিত বাহুযুদ্ধ রূপ খেলা করিও না, হে শুভংযুগন! আমি প্রতিদিন কৃষ্ণের মৃদুল অবয়বে বাহু যুদ্ধ নিমিত্ত নখ-চিহ্ন দেখিয়া থাকি! তোমরা যদি বল—"আমরা বালক, খেলা বিনা কিরূপে কাল অতিবাহিত করিব" তাহাতে আমার বক্তব্য—পৃথিবীতে বাহুযুদ্ধ বিনা কি আর খেলা নাই? ॥ ৫২-৫৫ ॥

ব্রজরাজ্ঞী, সুবলাদিকে ইহা বলিয়া দাসগণকে বলিতেছেন—হে পরিচর্য্যায় বিচক্ষণ! রক্তক পত্রক প্রভৃতি দাসগণ!

তোমাদের নিকট রাম ও কৃষ্ণের স্বভাব বলিতেছি—তোমরা শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া ধারণা করিয়া রাখিও। "আমার রাম ও কৃষ্ণ খেলারসে নিমগ্ন মানস হইলে ক্ষুধায় কাতর হইয়াও ক্ষুধা বুঝিতে পারে না; এবং পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া যাইলেও পিপাসা জানিতে পারে না ॥ ৫৭ ॥

ব্রজেশ্বরী এই বাক্য দাসদিগকে কহিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক ব্রজরাজকে কহিতে লাগিলেন, হায় !!! হায় !!! যে পথে তনয় পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া থাকে সেই পথের বালুকা সূর্য্য-কিরণে প্রজ্জ্বলিত-অগ্নিবৎ হইয়াছে, তাহার জনককে কনকেষ্টকালয়ে বাস করিতে দেখিয়াও তাহার জননী জীবিতা রহিয়াছে? ॥৫৮॥ যাহার তনয় এতাদৃশ গোচারণ জন্য দুঃখভোগ করিতেছে, সে না মরিয়া গৃহকার্য্য করিয়া, নির্লজ্জ হইয়া, জননী এই নাম ধারণ করিলেও লোকে স্তুতি করিতেছে ॥ ৫৯ ॥ পরে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—হে কৃষ্ণ! তোমার বন গমন দর্শন নিমিত্ত তোমার বন্ধুবর্গ, বজ্রবৎ কঠিনত্ব উপার্জ্জন করিতেছে, তথাপি তুমি কুসুমায়িত হৃদয় আশ্রয় করিয়া নিজগুণ দ্বারা তাহাদিগকে আনন্দিত করিতেছ? ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার মাতৃবাক্য, কর্ণে উত্তম উত্তংসের ন্যায় ধারণ করিয়া অনুতপ্তা জননীকে স্মিত-চন্দ্রমার রস সেচনের দ্বারা একবার যেন প্রাপ্ত-জীবনা করিলেন ॥ ৬১ ॥

পরে জননীকে বিনয় বচনে কহিলেন—"হে জননি! আমার গোচারণে কোন ক্লেশ নাই, শ্রম নাই, এবং গোচারণ আমার একটি পরম সুখের সামগ্রী, হে মাতঃ! আমরা যমুনোপকণ্ঠ-বর্ত্তিনী গো-সংহতি পরম সুখে দেখিতে দেখিতে

সুগন্ধি সুশীতল এবং নিবিড় ছায়া বিশিষ্ট তরু সমুহের মধ্যে খেলা করিয়া থাকি ॥ ৬২ ॥ এবং গো-সমুহে একত্র করিবার জন্য আমার কোন শ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু গোগণের ঘটনাদি কার্য্যে বিশারদা নবীনা মুরলী ধারণ করিয়াছি ॥ ৬৩ ॥ হে জননি! তুমি যে পথের নিন্দা করিলে, সেই পথ তুমি দেখ নাই; চমরী মৃগগণ পুচ্ছদ্বারা সেই পথ মার্জ্জনা করিয়া থাকে, তরুগণ মকরন্দবিন্দু বর্ষণ করিয়া সেচন করিয়া থাকে, এবং নাভিমৃগগণ মৃগমদ দ্বারা বাসিত করিয়া থাকে, যে পথ মৃদুল তুলিকার ন্যায় পদে পদে পদদ্বারা অনুভূত হয় তাহা কোন প্রকারে নিন্দনীয় নহে ॥৬৫॥ হে জননি! যথায় কোকিলকুল গায়ক, কেকিবৃন্দ নর্ত্তক, মধুকর নিকর বন্দী, এবং বিবিধ বর্ণ-কুসুমিত-লতা মন্দ মলয় বায়ু দ্বারা সততই আন্দোলিত, এবং যাহার চতুর্দ্দিকে নির্ঝর, সেই সুশীতল সৌরভাকর গোবর্দ্ধন-গিরি-কন্দর প্রতিক্ষণে আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৬৬-৬৭ ॥

হে জননি! তাদৃশ গিরিকন্দরের শোভা দ্বারা তোমার মণিমন্দিরবৃন্দের শন্দতা (সুখদত্ব) মন্দতা হইয়াছে। আমি তথায় সবয়শ্চয়ঃ * কর্ত্তৃক পুষ্পাদি দ্বারা ভুষিত হইয়া পরম সুখে শয়ন করিয়া থাকি, তুমি কেন অকারণ খেদ করিতেছ? ॥ ৬৮ ॥ এই কথা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের দৃগঞ্চল সভাস্থ জনের অলক্ষিতে রমণীমণি শ্রীরাধার দৃকৃতটী রূপা নটীকে দ্রুত আলিঙ্গনপূর্ব্বক অতিদ্রুত (অত্যন্ত দ্রবীভূত) করিয়া স্বয়ং

---

* সবয়শ্চয়—শব্দের অর্থ জননী "বয়স্যগণ" এবং শ্রীরাধিকা প্রভৃতি,— "প্রেয়সীগণ" বুঝিলেন।

দ্রুত (দ্রবীভূত) হইল। অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরকে অপাঙ্গ দ্বারা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ৬৯ ॥ তখন পরস্পর বৃত্তান্ত জানাইতে পরম চতুর শ্রীরাধা কৃষ্ণের নেত্রাঞ্চল, তাদৃশ বৃত্তান্ত বলিয়াছিল, অর্থাৎ নেত্রান্ত নিরীক্ষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট অভিসার প্রার্থনা করিলেন, শ্রীরাধা তাহাতে নেত্রান্ত নিরীক্ষণ ভঙ্গি বিশেষ দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন, তাহাতেই যুবযুগলের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) প্রাণ, স্থিরত্ব পাইবার জন্য সাহস মাত্র ধরিল, কিন্তু পশ্চাৎ থাকিবে কি না তাহা কে জানে ? ॥ ৭০ ॥

তদনন্তর বটু কহিলেন—হে জননি ! কেন তুমি এত কাতরা হইতেছ ? তোমায় যথার্থ কহিতেছি কাননে যে সুখ আছে, তাহার কণামাত্র তোমার পুরে নাই।

কদলী, পনস, আম্র, দাড়ীম প্রভৃতি পরিপক্ক সুগন্ধি ফল বৃক্ষ হইতে পাতিত করিয়া আমরা ভোজন করিয়া থাকি। তাহাতেই আমাদের পরম সুখ, কারণ বৃক্ষে পরিপক্ক ফল সদ্যঃ পাতিত করিয়া ভোজনে যেরূপ স্বাদুতা উপলব্ধি হয়, এইরূপ গৃহে পক্ক ফল ভোজনে আস্বাদ পাওয়া যায় না ॥ ৭২ ॥ হে মাতঃ ! আমার সখা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, কল্পলতা সমূহ হইতে ফল পুষ্প পল্লব সংগ্রহ স্পৃহায় বনে গমন করিয়া থাকে, কৃষ্ণের সে স্পৃহা তোমার ভবনে পূরণ হয় না * ॥ ৭৩ ॥

এই প্রকার বন-গমন-সুখ-কথন দ্বারা বন্ধুবর্গের অতুল আধি দলনকারি-শ্রীকৃষ্ণে, যাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়াও

* এখানে অতিশয়োক্তি দ্বারা কল্পলতা শব্দে শ্রীরাধাদেবী প্রভৃতি। এবং ফল পল্লব পুষ্প শব্দে তাহাদের স্তন অধর ও হাস্য।

শ্রীকৃষ্ণ বিনা একপদ গমন করে না, সেই ধেনুবর্গ হুম্বারব দ্বারা আহ্বান করিতে লাগিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের তাদৃশ অবস্থা দেখাইয়া যত্নপূর্ব্বক পিতামাতাকে নিবৃত্ত করিয়া বন-ভূমি রূপা কান্তাকে চক্র কমল প্রভৃতি পদচিহ্ন দ্বারা পরমানন্দে মণ্ডিত করিলেন ॥ ৭৪ ॥ বনে যাইবার সময় শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতে লাগিলেন—"আমাকে যাঁহারা প্রীতি করেন, তাঁহাদের মনই আমার বিচ্ছেদ পীড়ার অনুভাবক, অতএব আমার প্রিয়বর্গের সেই মন সঙ্গে লইয়া বনে যাওয়াই ভাল" ইহা বিচার দ্বারা স্থির করিয়া সমস্ত ব্রজজনের মন গ্রহণ করিয়া বনে যাইলে, ব্রজজনের নয়নও "কৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের কে বিষয়" ইহা বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ গমন করিল। যদি কেহ কহেন ইঁহাদের মন আদি ইন্দ্রিয় কৃষ্ণ হরণ করিলে ইঁহারা কিরূপে গৃহে গমনাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করিলেন? ইহার উত্তর—জীবন্মুক্তগণ যেমন সংস্কারবশতঃ দেহব্যাপার নির্ব্বাহ করে, এইরূপ ইঁহারা সংস্কারবশতঃ কেবল দেহ দ্বারা গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৫ ॥

——○:*:○——

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে কানন প্রয়াণানুমোদন-নাম সপ্তমসর্গঃ।

———

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

অষ্টমসর্গঃ।

——০:*:০——

কাননবিহারলীলা।

রামণীয়ক-নিধি বিধু * গো † সঙ্কলন পূর্ব্বক বনে ‡ প্রবিষ্ট হইলে গোষ্ঠক ¶ গণের যে বেদনা উপস্থিত হইল তাহা বাক্যের গোচর নহে ॥ ১ ॥ ব্রজের অবলাগণ, শ্রীকৃষ্ণ বিনা নিজ নিজ গো (ইন্দ্রিয়) চারণ করিতে সমর্থ হন নাই, এই কারণ তাহারা মূর্চ্ছারূপা নিজ সখীকে দীর্ঘকাল আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ২ ॥ সেই মূর্চ্ছা একাকিনী সকল গোপ-বিলাসিনীগণের বিপৎকালের সখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-জ্বর শান্তি করিবার জন্য প্রতি গৃহে যোগিনীর ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

তাহার পরে ললিতাদি সখীগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিতা হইয়া শ্রীবৃষভানুনন্দিনী মূর্চ্ছাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে বোধ হইয়াছিল, ললিতাদি সখিগণ মূর্চ্ছাকে বুঝি কহিয়াছিলেন, "হে অমঙ্গলে! মূর্চ্ছে! তুই কেন পরম মঙ্গলরূপিণী আমাদের প্রিয়সখীকে স্পর্শ করিলি? যদি আপনার হিত

* বিধু—শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্র। † গো-ধেনু ও ইন্দ্রিয়। ‡ বন-কানন ও জল।
¶ গোষ্ঠক—ব্রজবাসী ও জলস্থিত জীবগণ। এইটি দৃষ্টান্ত গর্ভ শ্লেষা।

বাঞ্ছা থাকে তাহা হইলে অধুনাই দূরে গমন কর”। তন্নিমিত্ত মূর্চ্ছা ভয়ে দূরে পলায়ন করিল ॥ ৪ ॥

যদি কেহ কহেন—বিরহজ্বরশমনকারিণী মূর্চ্ছাকে ললিতাদি দূর করিলেন কেন ? তাহার উত্তর “যদিচ চেতনা, অত্যন্ত কষ্টরূপ নিকেতনের অভ্যন্তরে শ্রীরাধিকাকে প্রবেশ করাইয়াছিল, তথাপি তাহাকে সখীগণ দ্বেষ করেন নাই। তাহার কারণ, প্রেমবস্তু নিরূপণ করিতে কে পারে ? অর্থাৎ প্রেমের অচিন্ত্য প্রভাব বোধ গম্য হইবার নহে ॥ ৫ ॥ তদনন্তর ললিতাদেবী কতিপয় চতুরা সখীকে অলক্ষিত ভাবে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের বনমালার সৌরভ লাভে অপার আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৬ ॥ এমন সময় শ্রীকৃষ্ণও কোন সরোবরের অতি শিশির-তটে শাদ্বলে গো-গণে প্রবেশ করাইয়া সখাদিগের সহিত বিহার করিয়া ব্রজেশ্বরী কর্ত্তৃক প্রেরিত ধনিষ্ঠানামা দাসী কর্ত্তৃক উপহৃত অন্ন ভোজন করিয়া মধুমঙ্গলের সহিত নির্জ্জনে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর একান্তে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সখী সকলে আনন্দিত হইলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ তরুণীমণি শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মধ্যে গুণমণির খনি অপার সৌভাগ্যবতী শ্রীরূপমঞ্জরী বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

হে নাগরেন্দ্র ! তোমার কেবল শ্রীচরণ দ্বারা আলিঙ্গিতা হইয়া বিপিন ভূমি শোভা ধারণ করিয়াছে, ইহা শুনিয়াই শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তোমার প্রতিস্পর্দ্ধা করিয়াই বুঝি সকল অঙ্গ দ্বারা গোষ্ঠভূমিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অধিকতর শোভিত

করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ হে হরে! তুমি নিজ বর্ণ অর্পণ করিয়া এই বিপিন-ভূমি হরিমণিময়ী করিয়াছ, স্পর্দ্ধা সহকারে তোমার পরাজয়ে অসহিষ্ণু হইয়া বিধাতা যদি তাঁহাকে বিবর্ণ না করিত, তাহা হইলে শ্রীরাধিকাও গোষ্ঠভূমি নিজ কান্তি-অর্পণে কাঞ্চনময়ী করিতেন ॥ ১০ ॥ হে ব্রজজীবন! তুমি গোরজ-ছুরিত-বদন দেখাইয়া এই বনবাসি স্থাবর জঙ্গমে কাঁদাইয়া থাক? অদ্য তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া শ্রীরাধিকাও গো-রজে * লুণ্ঠিত হইয়া নিজ-সখীকুলে কাঁদাইয়া আকুল করিতেছেন, অর্থাৎ এইবার শ্রীরাধা, তোমার সমতা অবলম্বন করিতে পারেন নাই, কারণ তুমি প্রাণী-মাত্রে কাঁদাইয়াছ, তিনি কেবল সখীগণে কাঁদাইতেছেন ॥ ১১ ॥ হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধিকা একটি অনীতির কার্য্য করিয়াছেন, যেহেতু নয়ন-জলজযুগলে জল জনক করিয়াছেন, অর্থাৎ জল হইতেই জলজ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু জলজ হইতে জলের জন্ম হয় না। শ্রীরাধা নয়ন-জলজযুগলে জলের জনক করায় অত্যন্ত অনীতির কার্য্য হইয়াছে, সেই নয়ন জলজযুগল, কর্দ্দমাভিধ যে পৌত্র লাভ করিয়াছে, তাহা তাহাদের সমুচিতই হইয়াছে, যেহেতু কর্দ্দম জলজভব-জাত বলিয়া পুরাণ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ জলজ ভব ব্রহ্মার পুত্র কর্দ্দম ঋষি, সুতরাং কর্দ্দমের জলজের পৌত্র হওয়াই উচিত ॥ ১২ ॥ শ্রীরাধার মাল্য কেশ বসন প্রভৃতি সাধু হইয়াও সমুচ্ছৃঙ্খল, (বন্ধনোন্মুক্ত ও স্বেচ্ছা-চারী) হইয়াছে, যেহেতু নৃপতি-বিরহিত কোন্ দেশে কাহার নিয়ম্যতা থাকে? অর্থাৎ যে দেশে নৃপতি নাই, সেই

* গোরজে—পৃথিবীর ধূলিতে।

দেশে সাধু-জনও সমুচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহাদিগকে কেহ সংযত করিতে পারে না, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ-ভূপতি-বিরহে শ্রীরাধার সাধু অর্থাৎ সুন্দর মাল্য, কেশ, ক্ষুদ্রঘণ্টি, প্রভৃতি সমুচ্ছৃঙ্খল অর্থাৎ বন্ধনোম্মুক্ত হইয়াছে, তাহা সংযত করিবার সামর্থ তাঁহার নাই ॥ ১৩ ॥ হে শ্যামসুন্দর! তোমার বন বিহরণে চরণযুগল ব্যথিত হইতেছে, ইহা স্মরণ করিয়া শ্রীরাধিকা অতি কাতরা হইলে, আমরা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ-বনজযুগল বনোৎসঙ্গে বিহার করিয়া প্রমোদিত হইতেছে, তুমি বৃথা খেদ কেন করিতেছ? যেহেতু বন জন্য-বনজের বনরূপ স্বীয় জনকের উৎসঙ্গে বিহরণে পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে, এই প্রকারে আমরা বহুবার বুঝাইলেও আমাদের বাক্যে শ্রীরাধা, বিশ্বাষ না করিয়া কেবল ঘন ঘন নিশ্বাষ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥* এবং শ্রীরাধার সেই পীড়া শান্তির নিমিত্ত এক সখীর মুখ হইতে কেবল এই অর্দ্ধ বাক্ নিঃসৃত হইল—"বনে শর্করা ও তৃণাঙ্কুর নাই" শ্রীরাধা ইহা শুনিয়াই উচ্চ রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন, অর্থাৎ শর্করা ও তৃণাঙ্কুর শব্দ শ্রবণ মাত্রেই অতি অনুরাগ বশতঃ তদ্দ্বারা তোমার শ্রীচরণ বিদ্ধ হইয়াছে,অনুভব করিয়া শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তখন তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া—হে রাধে! তোমার প্রিয়তম—শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত, উঠিয়া দর্শন কর, আমাদের

* বনজ—শব্দে জলজ। এখানে শব্দ শ্লেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া এই উক্তি। ইহার দ্বারা প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান হইল।

এই মিথ্যা বচন দ্বারা, এবং মূর্চ্ছা-ভঙ্গের নিমিত্ত আমরা যত্ন-পূর্ব্বক যে বনমালা রাখিয়া থাকি, তাহার সৌরভ দ্বারা শ্রীরাধা চৈতন্য লাভ করিয়া তোমার আগমন ভ্রমে, লজ্জা বশতঃ সংভ্রম ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে শ্রীরাধা তোমাকে না দেখিয়া ললিতাকে কহিয়াছিলেন—হে সখি "যে, স্ব-নয়ন-খঞ্জন নাচাইয়া থাকে, সে নটবর কোই ?"

ললিতা কহিলেন—অয়ি ! শ্রীরাধে—সে, তোমার গৃহ মধ্যে লুকাইয়া আছে ?

শ্রীরাধা কহিলেন—সখি ! ললিতে ! আমাকে কি প্রতারণা করিতেছ ?

ললিতা কহিলেন—হে রাধে ! আমি প্রতারণা করিব কেন ? কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ আমার বচনের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে, ললিতার এই বচন শ্রবণে গোপনে রক্ষিত বনমালায় তোমার যে অঙ্গ সৌরভ লগ্ন হইয়াছিল, তাহা অনুভবে তোমার তথায় অবস্থিতি সত্য মানিয়া শ্রীরাধা ক্ষণকাল সুখলাভ করিয়াছিলেন, বটে, কিন্তু, তাহা মনোভব সহিতে পারিল না, এক সময়েই পঞ্চশর তাঁহার প্রতি সন্ধান করিয়াছিল ॥ ১৭-১৮ ॥

হে ব্রজজীবন ! তোমার আগমন জ্ঞানে কন্দর্পভাব উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহার যে দশা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর—শ্রীরাধা খেদাতুরা হইয়াছিলেন, পতিত হইয়াছিলেন, কম্পিত হইয়াছিলেন, নয়ন জলে নিজতনু অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু হায় ! গৃহে প্রবেশ করিয়া তোমার মুখ চন্দ্রের অমৃত দ্বারা স্বীয় লোচন চকোরযুগলে শীতল করিতে পারিলেন না ॥ ১৯ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমাকে না দেখিয়া নিজ মনে বলিয়াছিলেন, হে মনঃ! তুমি কেন সখীজনের অনৃত বচনে অমৃতসম বৃথা মানিয়াছিলে? তন্নিমিত্ত দ্বিগুণিত তাপ এক্ষণে তোমাকে ছেদন করিতেছে, ইহা কহিয়াই পুনরায় ক্ষিতিতলে পতিত হইয়া কহিয়াছিলেন—হে হতজীবন! নিজবন্ধু রহিত তোমার ধিক্, ইহা বলিয়া বারে বারে নিন্দা করিলেও তদীয় জীবন, অত্যল্প মাত্র লাঘব না হইয়া, প্রত্যুত অতি গুরুভার হইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্য !!! অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! তুমি বিনা শ্রীরাধার জীবন অতি গুরুভার হইয়াছে ॥ ২১ ॥ হে শ্রীরাধা-প্রিয়তম! তোমার বিরহেও সুকুমারী শ্রীরাধার অনির্ব্বচনীয় সৌকুমার্য্য উদয় হইয়াছে, যেহেতু তাঁহার সেই ক্ষীণ অঙ্গ, ব্যজনাদি-বায়ু-স্পন্দন-সহনের কথা দূরে থাকুক প্রাণবায়ুরও স্পন্দন সহনে সমর্থ হইতেছে না।

এই প্রকার শ্রীরূপমঞ্জরীর মুখে প্রিয়তমার বার্ত্তা অবগত হইয়া মধুসূদন অন্তরে উদ্‌ঘূর্ণাযুক্ত হইয়া অত্যন্ত আতুর হইলেন; এবং শোক বশতঃ রুদ্ধ বাক্ হইয়া, বাষ্পপূর্ণ লোচনযুগল প্রিয় সখা মধুমঙ্গলের মুখে নিক্ষেপ করিয়া "আমার প্রত্যুত্তর দিতে সামর্থ নাই তুমি প্রত্যুত্তর দেও" ইহাই জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রূপমঞ্জরিকে বটু মধুমঙ্গল কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন—হে রূপমঞ্জরি! রাধিকারূপা কনক-কমলিনীকে ঝটিতি বনে আনয়ন কর? বন (জল) বিনা তোমারা স্বর্ণ পদ্মিনীকে অন্য স্থানে স্থাপন করিয়া দুঃখ প্রদান করিতেছ, তাহাতে তোমাদের অবধান নাই? এবং যদি ঝটিতি না আনয়ন কর, তাহা হইলে মধুসূদনের জীবন রক্ষার

উপায়ান্তর নাই, যেহেতু সেই কনক কমলিনীই মধুসূদনের গতি ॥ ২৪ ॥

তদনন্তর মাধব, নিজ কণ্ঠ হইতে উত্তারণ করিয়া রূপ-মঞ্জরির করে চম্পক মালা, সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন—"হে রূপমঞ্জরি! আমার এই চম্পক মালা প্রেয়সীর হৃদয়ে বিরাজিত, হউক?" (শ্লেষার্থে) আমার প্রেয়সী রাধা, চম্পক-মালা-স্বরূপা হইয়া আমার হৃদয়ের উপরি বিরাজিত হউন। অর্থাৎ তুমি আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত-চম্পকমালা শ্রীরাধার হৃদয়ে দিয়া শ্রীরাধা স্বরূপা চম্পকমালা আনিয়া আমার হৃদয়ে অর্পণ কর ॥ ২৫ ॥

চম্পকমালা পাইয়াই শ্রীরূপমঞ্জরি, দ্রুত বেগে শ্রীরাধিকা সমীপে সমাগতা হইয়া সকল বিবরণ বিবৃত করিয়া শ্রীরাধিকা-হৃদয়ে চম্পকমালা অর্পণ করিলেন। শ্রীরাধিকাও সেই মালা স্পর্শে এবং তত্রস্থ স্বীয় প্রাণবল্লভের অঙ্গ সৌরভে, মৃতপ্রায় নিজ-জীবনে যেন জীবন-বিশিষ্ট করিলেন, পরে নিজ বিরহরূপ অতি ভয়ঙ্কর বৃশ্চিক কোটি দংশনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, অতীব-বিধুর হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ যে বৃশ্চিকের বিষাগ্নিতে দংদহ্যমান হইতেছেন, সেই বিষে নিজ মর্ম্ম জর্জরীভূত হইল বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত চম্পকমালার সৌরভ জন্য সুখ তিরোহিত হইল ॥ ২৭ ॥

সখীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমনার্থ অতিশয় উৎকণ্ঠিত দেখিয়া শ্রীরাধিকাকে সূর্য্য পূজার ছলে গুরুগণে বঞ্চনা করিয়া বনে লইয়া যাইবার জন্য নিশ্চয় করিলে, ভাগ্য

বশতঃ গর্গ তনয়ার বাক্যানুসারে জটিলা তথায় আগমন করিয়া সখী সকলকে আদেশ করিলেন—"হে ললিতাদি গোপকিশোরীগণ! যাঁহার সহস্র গো, অর্ব্বুদাযুত গো লাভের জন্য তাঁহার অর্চ্চন করিতে তোমরা বিপিনে গমন কর, অদ্য নয়নাধিদেব কান্তিমান্ মিত্র তোমাদের সুখ বিধান করুন"*। আধিনাশি সানুকুল বিধি কর্ত্তৃক যাঁহার অভিমতার্থ সিদ্ধি হইল, সেই শ্রীরাধা আলীগণের সহিত যে যে দ্রব্য প্রিয়তম-শ্রীকৃষ্ণ, রুচি সহিত ভোজন করেন, তাহাই প্রচুররূপে সূর্য্য নৈবিদ্য ছলে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥ শ্রীরাধা স্বয়ং যে সকল প্রিয়তমের প্রিয় অমৃত-গর্ব্ব-মোদক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিলেন, উক্ত মোদকবৃন্দ, নিধিপতি কুবেরের প্রভু মহাদেবেরও লাভ হয় না। সূর্য্য পূজায় ধূপ দীপ বস্ত্র ভূষণ প্রভৃতি যাহা যাহা অপেক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সেই দ্রব্য সংগ্রহার্থ শ্রীরাধার যে কতিপয়ক্ষণ বিলম্ব হইতে লাগিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ সহ্য করিতে পারিলেন না, যেহেতু তৎকালে অতিতীব্র-উৎকণ্ঠা, তাঁহার স্থৈর্য্য ধৈর্য্য জলধি চুলুকিত করায় তিনি নিরবলম্বন হইয়াছিলেন ॥৩১-৩২॥ যে ঝটিতি কলদ্বারা † প্রেয়সীগণের শ্রুতি-যুগে ধারণ করিয়া কনক মালার ন্যায় স্বীয় কণ্ঠতটাবলম্বিনী করিয়া থাকে, সেই মুরলী দুতিকাকে প্রেরণ করিলেন ॥৩৩॥ সে প্রথমতঃই শ্রীরাধিকাকে সংভ্রম তরঙ্গিণীর মহাবর্ত্তে নিক্ষেপ

---

* সহস্র গো-কিরণ যাহার সূর্য্য এবং সহস্র অপরিমিত—গো ধেনু যাহার—শ্রীকৃষ্ণ অর্ব্বুদাযুত গো লাভ—গো লাভ ধেনু লাভ ও সুখলাভ।

† কল—মধুরাস্ফুটধ্বনি ও কর।

করিল। তাহাতে বোধ হইয়াছিল, মুরলীই যেন ভয় ও লজ্জা দূর কারিণী কোন দেবতাকে ইঁহার মনোমধ্যে বেগে প্রবেশ করাইল, তখন শ্রীরাধিকা চরণপল্লব কোথায় পতিত হইতে লাগিল, এবং পানি পল্লবই, বা কি গ্রহণ করিতে লাগিল, তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই, কেবল নয়ন সলিলে স্নপিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

পরে কাননাভিসারোচিত বসন ভূষণ পরিধাপনে উন্মুখী সখীসকলে বিলম্ব-শঙ্কায় তিরস্কার করিয়া স্বয়ং নিজতনুর বেশ রচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সংভ্রমবশতঃ কিঙ্কিণী জ্ঞানে গোস্তন নামক মণিহার-বেষ্টনে নিজ নিতম্ব অলঙ্কৃত করিলেন, এবং কণ্ঠে কিঙ্কিণী ধারণ করিলেন, এবং বেণীর অগ্রভাগে ললাটিকা ধারণ করিলেন, নয়নযুগলে মৃদমৃগ অর্পণ করিলেন, ললাটে অঞ্জন দ্বারা তিলক রচনা করিলেন, এবং যাবক রসের দ্বারা তনুর স্থাসক (খোর নামক ব্রজে প্রসিদ্ধ চন্দনাদির চর্চ্চা বিশেষ) ত্বরা করিয়া নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মঞ্জুল নীল নিচোল পরিধান করিয়া নিজ ভবন হইতে মূর্ত্তিমতী মাধুরীর ন্যায় শ্রীবৃষভানু নন্দিনী বাহির হইলেন। বোধ হইতে লাগিল— ঘনতা (গাঢ়তা) প্রাপ্ত কৌমুদীকে ঘন (মেঘ) নিজ অন্তরে কি নিহিত করিয়াছে? অর্থাৎ শ্রীরাধারূপা ঘন কুমুদীকে নীল নিচোলরূপ ঘন, নিজ অন্তরে রাখিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

পরে আলিগণের সহিত পুরোপকাননের প্রান্তবর্ত্তি বঙ্গে পদপল্লব পাতিত করিয়াই লজ্জারূপা ক্ষপা ক্ষয় বশতঃ অবগুণ্ঠনোন্মুক্ত প্রস্ফুট বদন কমলে ধারণ করিলেন ॥ ৪১ ॥

এবং পুরের বহির্ভাগে যাইয়াই বিজনপথে লজ্জাভাব-বশতঃ পরস্পর বাগ্বিলাস করিতে আরম্ভ লাগিলেন, অর্থাৎ তৎকালে বেনুরব শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা নিজ সখীকে কহিলেন; হে সখি! এই বেনু সকল-শাস্ত্র বেত্তা পণ্ডিত জনবৎ বাগ্বিনোদ করিতেছে, তন্নিমিত্ত পটুতর পিকশ্রেণী, যে নিরব হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের সুসভ্যতাই প্রকাশ হইতেছে। যেহেতু নিজাপেক্ষা অধিকতম বিজ্ঞ জনের বাগ্বিনোদ সময়ে নিরব থাকাই সভ্যতা ॥ ৪২ ॥ হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ, বেনুদ্বারা "হে গোগণ! আগমন কর" ইহা বলিয়া গো-গণে আহ্বান করিলে, পৃথিবী প্রভৃতি নানা বস্তু বোধক গো-শব্দের তাৎপর্য্য—ভ্রমবশতঃ আপনাকে অবগত হইয়া অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতির "শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই আহ্বান করিতেছেন" ইহাই জ্ঞানে আনন্দ জাত-ভাব দেখ? পৃথিবী তৃণোদ্ভেদ ছলে পুলকিতা এবং তরুগণের মকরন্দ বৃষ্টি দ্বারা স্বেদিনী হইতেছে? ॥ ৪৩ ॥ হে সখি! গো শব্দে বাণী এবং জলও বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণ "হে গোগণ! আগমন কর" বলিয়া গোগণে আহ্বান করিলে, আমাকে আহ্বান করিতেছেন ভ্রমে কীর-কেকী ও পীকগণের বাণী, আনন্দ বশতঃ যখন স্তম্ভ অবলম্বন করিল, তখন নিম্নগাশ্রিত জলের ভ্রম বশতঃ জড়ত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে বিচিত্রতা কিঁ? হে সখি! গো শব্দে স্বর্গ বুঝায়, ও দিক্ বুঝায়, কৃষ্ণের "হে গোগণ আগমন কর, এই বাণী শুনিয়া স্বর্গ সমুদিত মেঘরূপ আনন্দ অশ্রু ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যাস্পদ জ্ঞান করিতেছে, এবং দিগ সমূহও আনন্দ বশতঃ মন্দমারুত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে

ব্যজন করিতেছে ॥ ৪৫ ॥ হে সখিগণ! এই বেণুমুখ-বিনির্গত "হে গোগণ আগমন কর" এই শব্দ কুণ্ঠ-বৃত্তিক নহে, যেহেতু স্বপ্রয়োগ-কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত, গো শব্দ বোধ্য-সকলকেই স্বার্থ মাত্র বিষয়ে সুভ্রম ধারণ করাইতেছে। (শ্লেষে) এই গো শব্দ, ব্যঞ্জনাদিরূপ-কুণ্ঠবৃত্তি রহিত, যেহেতু নিজ প্রয়োগ-কর্ত্তার ইচ্ছা ব্যতীত ও তাৎপর্য্য-ভ্রমবশতঃ পৃথিবী প্রভৃতি-নিজার্থ বোধক। অর্থাৎ গো শব্দ-বাচ্য পৃথিব্যাদি-সমুদয়কে আমাকে কৃষ্ণ, আহ্বান করিতেছেন বলিয়া সম্যক ভ্রমযুক্ত করিতেছে। কিন্তু আলঙ্কারিকদিগের মতে নানার্থ শব্দের একে শক্তি, এবং ব্যঞ্জনার দ্বারা অন্যের বোধকত্ব ॥৪৬॥ এবং যে গোততি অভিধা * দ্বারা উৎকর্ণা হইতেছে, তাহা-রাই "হম্ব" বলিয়া অপভাষায় প্রত্যুত্তর দিতেছে ॥ ৪৭ ॥ হে সখিগণ! আর একটি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা বিলোকন কর; শ্যাম নাগরের এই বেণুদ্বারা গ্রাম জাতির সহিত স্বরগণ মুর্চ্ছিত হইতেছে। †

তাহাতে বিন্দ্বাগম ভ্রমে "স্বরঙ্গনা" স্বর্গীয় রমণীগণ মোহিত হইতেছে, এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণে কে অনুযোগ করিবে? ॥৪৮॥ হে সখীবৃন্দ! ঐ দেখ পর্ব্বতের প্রস্তর সমূহ, সর্ব্বতঃ অধিক উৎসব বশতঃ সর্ব্বতঃ অধিক দ্রবতা ধারণ করিতেছে, কি আশ্চর্য্যের বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ককৃখটেও সর্ব্বাপেক্ষা (মহাদেবা-পেক্ষা) অধিকতর শ্রীকৃষ্ণে রতি ধারণ করিল!!! অর্থাৎ পর্ব্বতের

---

* অভিধা—নাম, ও শব্দের শক্তি।

† স্বরগণাঃ প্রথমার বহুবচনান্ত পদ, ইহাতে বিন্দু (অনুস্বর) আগম হইলে স্বরঙ্গনা:—অর্থাৎ দেবী হয়।

প্রস্তর-সকল, যেমন মুরলীধ্বনি-শ্রবণে দ্রবীভূত হইতেছে, এতাদৃশ দ্রবীভাব সর্ব্বেরও অসম্ভব ॥৪৯॥ পর্ব্বতের উপলবৃন্দ, দ্রবীভূত হইয়া ইতস্ততঃ স্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া নিজ নিজ স্থান স্থিত খগস্কগণ, তথা হইতে মনোহারি বারি পান করিতেছে॥ ৫০ ॥

ইতি মধ্যে বেণুনাদ শ্রবণে হরিণীগণ কৃষ্ণসার সহ কৃষ্ণাভিমুখে ধাবমানা হইতেছে, শ্রীরাধা তাহা দেখিয়া কহিতে লাগিলেন—হে প্রিয়সখীগণ! এই হরিণীগণপতি কৃষ্ণসার নিজ নাম সার্থক ধারণ করিয়াছে, অর্থাৎ "কৃষ্ণই সার যাহার, তাহার নাম কৃষ্ণসার" এই মৃগও কৃষ্ণে সাররূপে জানিয়াছে, যেহেতু এই, মহোদয়সিন্ধু গিরিধরানুগামিনী নিজাঙ্গনাগণে দ্বেষ করে না, প্রত্যুত সুখী করিবার জন্য তাহাদের অনুগামী হইয়া চলিতেছে॥ ৫২ ॥ এই হরিণীগণ কৃষ্ণসঙ্গ বাসনায় স্বপতি-কৃষ্ণসারে পৃষ্ঠ ভাগে রাখিয়া অতিতৃষ্ণাবশতঃ দ্রুত যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বেণুনাদ শুনিয়া জড়তা লাভে চিত্রিতের ন্যায় হইয়াছে। হে সখি! আমাদের পতি, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভের প্রতিবন্ধকারী, ইহাদের পতি অনুকূল থাকিলেও মুরলী, প্রতিকূলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বাধাদায়িকা হইতেছে।

ললিতা কহিলেন—হে সখি! এই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, এই আলবালবর্ত্তি-খগগণ, আলবালে জলপান করিতেছিল, হটাৎ বেণুধ্বনি দ্বারা জল, পাষাণ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে, ইহাদের চঞ্চুর অর্দ্ধভাগ পাষাণে বদ্ধ হওয়ায় ইহারা পুনঃ পুনঃ পক্ষ উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ব্যাকুলিত হইতেছে॥ ৫৩॥ এই

প্রকার বর্ণন-কর্পূরে মুরলী-স্বরামৃত সুরভিত করিয়া কর্ণরূপ চষকে নিহিত করিয়া পরস্পর পরিবেষণপূর্ব্বক পান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ যদিচ মুরলী শ্রবণ ও বর্ণনে স্তম্ভ কম্প প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ সবিধে গমনে অন্তরায় করিয়াছিল, তথাপি অনুরাগ, তাঁহাদিগকে মদনরণ নামক বাটীকায় উপস্থিত করাইল ॥ ৫৫ ॥ অর্থাৎ অচিন্ত্যযোগ মায়া প্রভাবে স্থান সংকোচ নিমিত্ত তাঁহারা সূর্য্য-সদনে নিমেষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সূর্য্যদেবে প্রণাম করিলেন। পরে স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে দয়ানিধে! হে দেব! আমাদের হৃদয়বল্লভে ঝটিতি দর্শন করাও" ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর পূজার উপহার রক্ষার নিমিত্ত সেই কাননের দেবতাকে নিযুক্ত করিয়া আলিগণের সহিত সরস-রম্য-কাননে শোভিত নিজ সরোবরে আগমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তৎকালে বৃষভানুজা-কান্তি (শ্রীরাধার শোভা এবং জ্যৈষ্ঠ মাসীয় সূর্য্য কিরণ) গোবর্দ্ধন নিকটবর্ত্তি ভূভাগে বিভূষিত করিল, তন্নিমিত্ত অতি দূরবর্ত্তি-শ্রীহরির হৃদয়-কমল সহসা উৎফুল্ল হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহাতে মধুসূদন, অনুমান করিলেন—"প্রিয়তমা-পদ্মিনী নিজ সরসী বনে প্রিয়তমালি-মণ্ডলীবৃতা হইয়া শোভিত হইয়াছেন, নচেৎ আমার হৃদয় কেন সহসা উল্লাস পাইবে? এমন সময় শ্রীরাধিকা, যে দিকে বিদ্যমান আছেন, সেই দিক হইতে পবন মন্দ গন্ধ বহন করিয়া শ্রীরাধার অঙ্গসৌরভ শ্রীকৃষ্ণে অনুভব করাইল, এবং সেই অঙ্গসৌরভ, শ্রীরাধা বিষয়ে মদন-সুখ-লালস করিয়া বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে ক্ষুব্ধ করিল ॥ ৬০ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, বেণুবাদ্য হইতে বিরত হইয়া উৎকণ্ঠাবশতঃ অনবস্থিত মন রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহা তাঁহার সমুচিত হইয়াছে, যেহেতু মালতী কুসুমের মধুর-সৌরভে অলিযুবার মালতী বিনা কোন প্রকারে ধৈর্য্য লাভ হয় না ॥ ৬১ ॥

পরে দেবগণ যাদৃশ মনুষ্যের মনোবৃত্ত জানিতে পারেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্ত অবগত হইয়া মধুমঙ্গল, কহিলেন, "হে পিঞ্ছভূষণ! আমার এক্ষণে কিঞ্চিৎ নিজকৃত্য আছে,তাহার জন্য চলিলাম"। অদ্য আমি ভাগুরির নিকট জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে একটি মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তিনি সমাধান করিতে পারেন নাই, অতএব যাঁহার স্থানে আমায় যাইতে হইত, অদ্য সৌভাগ্য বশতঃ মুনিবৃন্দ-বন্দিত সেই গর্গ মদন রণ বাটিকায় সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিতে আগমন করিবেন, আমার সূর্য্যাদির গতি বিষয়ে যে সংশয় আছে, তাহা তিনি ছেদন করিবেন।

এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কেশিদমন, কহিলেন—সখে! আমারও মন তাঁহার দর্শনার্থ বড়ই উৎসুক হইয়াছে, কিন্তু বহু বান্ধবের সহিত তৎসমীপে গমন করা নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। অর্থাৎ মহৎ দর্শনে দীনভাবে যাইতে হয়, কিন্তু বহু বান্ধব সঙ্গে বৈভব প্রকাশ করিয়া যাওয়া উচিত নহে ॥ ৬৪ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন—"হে কৃষ্ণচন্দ্র! যদি ইহাই নীতি হয়, তাহা হইলে কি ক্ষতি, আইস তুমি এবং আমি উভয়েই গমন করি, ঐ দেখ আকাশরূপ দীর্ঘিকার মধ্যে তরণিরূপ কলহংস

গমন করিতে উদ্যত হইতেছে, অতএব মধ্যাহ্ন কৃত্য করিবার জন্য গর্গ আগত প্রায়,সুতরাং আমরা সত্বর যাইব। এবং ধবলা-গণ, শীতল-কদম্ব-কাননে শয়ন করিয়াছে, এবং সখাগণও শয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহাদিগকে খেলা করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়া এ সময় ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে, অর্থাৎ ইহারা নিদ্রা যাউক, আমরাও গর্গ দর্শনে যাই ॥ ৬৬ ॥

এই প্রকার অকুণ্ঠবটুর পাটব-বচনে সকল সখা সমাদৃত হইয়া কহিলেন "হে বটো! তোমরা দুই জনে গমন কর" ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বটু (পরমোদনা নামে ব্রজে প্রসিদ্ধ) প্রমোদন-বন হইতে রাধা-সনাথ রাধা-সরোবরে গমন করি-লেন ॥৬৭॥ সেই সময় যোগমায়া দেবী,শ্রীকৃষ্ণে,চমৎকৃত করি-বার জন্য শ্রীরাধার অনাবৃত কান্তি দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিবর এবং তন্নিকটবর্ত্তি স্থল কাঞ্চন কান্তিময় করিলেন, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, চমৎকারতার সহিত কহিলেন,—হে সখে! মধুমঙ্গল! আমরা দুই জনে কোথায় আসিলাম? এই পর্ব্বত গোবর্দ্ধন নহে, এবং এই ভূমিও ব্রজভূমি নহে, যেহেতু এই পর্ব্বত সুবর্ণময় এবং ভূমিও স্বর্ণময়ী ॥ ৬৮ ॥ হে সখে আমি কখনও ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করি না, এবং আমাকেও কেহ ব্রজ হইতে কুত্রাপি লইয়া যাইতেও পারে না, সুতরাং ইহা অন্য দেশ নহে, অতএব ইলাবৃত বর্ষে আবৃত সুমেরু পর্ব্বত অংশ দ্বারা ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছে, বলিয়া অনুমান হইতেছে। কিন্তু এই স্বর্ণবর্ণ পর্ব্বতের ও ভূমির কান্তি তরঙ্গে অবগাহন করিবা মাত্রই মদন, কেন আমাকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিল? ॥ ৬৯ ॥

এই প্রকার শ্রীরাধিকা দর্শন নিমিত্ত সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গলে কহিতেছেন, এমন সময় নিজ কুঞ্জ কাননে স্থিতা শ্রীরাধা রূপা সরসী, শ্রীশ্যাম সুন্দরের যাহা দ্বারা বন বিভূষিত হয়, সেই অপঘন ঘনগণের কান্তিরূপ পীযূষ বর্ষের দ্বারা পূর্ণা হইয়া ঘূর্ণা প্রাপ্তা হইলেন ॥ ৭০ ॥ দূরস্থিত শ্রীরাধা কৃষ্ণের পরস্পর দর্শনে পরস্পরের বিদ্যুৎ চম্পকলতা, মেঘ তমালতরু প্রভৃতি ভ্রম হইতে লাগিল ; অহো কি আশ্চর্য্যের বিষয় !!! লতা বৃক্ষাদি জ্ঞানের সহিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাকে বিদ্যুৎ এবং চম্পকলতা জ্ঞান হইলে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণে নবজলদ ও তমাল তরু জ্ঞান হইলেও ইনি আমার রমণী শ্রীরাধা, এবং ইনি আমার রমণ শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান লতা বৃক্ষাদির সহিত সমানাকার বশতঃ হইয়াছিল ॥ ৭১ ॥

—০:*:০—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে সঙ্গব লীলাস্বাদনোনামাষ্টমঃ সর্গঃ ॥

———

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য

নবমসর্গঃ ।

—:※:—

কুসুমকেলি নর্ম্ম বিলাস প্রভৃতি লীলা ।

শ্রীকৃষ্ণে দর্শন করিয়াই অন্য ছলে শ্রীরাধিকাকে সখী কহিতেছেন—হে সখি! রাধে! *ঐ দেখ মাধব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মল্লী প্রভৃতি বল্লীগণ, ফুল্লীভূত হইয়া দশদিগ সুরভিত করিয়া শোভা ধারণ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত তোমার কুসুম চয়নের বাসনা সিদ্ধ হইবে, এবং † পদ্মিনী গণপতির অবাধিত আরাধনাও সিদ্ধ হইবে ॥ ১ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—হে মুগ্ধে! ঐ দেখ আমাকে ধরিবার জন্য হরি, আসিতেছে, আমি পলাইতেও পারিতেছি না, আমার ভীতি বশতঃ উরুযুগল স্তম্ভিত হইয়াছে, তনু কাঁপিতেছে, হে উন্মদে! তুমি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য একটি কথাও না বলিয়া অনর্থক হাঁসিতেছ কেন? হে চপল নয়নে! তুমি কৌতুক দেখিতেছ, কিন্তু আমি ভয়ে মরিতেছি ॥ ২ ॥

সখী কহিলেন—হে রাধে! ললিতার পরাক্রমরূপ সূর্য্যের উদয়ে যাহার দম্ভ ও শৌর্য্যরূপ তিমির সমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তুমি ইহাকে দেখিয়া কেন ভয় করিতেছ? এবং ত্রিভুবন-

---

* মাধব—কৃষ্ণ এবং বসন্ত। † পদ্মিনী গণপতি—সূর্য্য ও কৃষ্ণ।

স্থিত সতীবৃন্দের চূড়ামণি সদৃশী তোমাকে যে এই লম্পট স্পর্শ করিবে, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—হে সখি! তুমি সত্যই বলিতেছ, কিন্তু বিধাতা আমাদের প্রতি ক্রোধ করিয়া সাধ্বীগণের সতীত্ব ব্রতরূপ তিমিরের ধ্বংসন নিমিত্ত ভাস্কররূপে ইহাকে ভূমণ্ডলে প্রকটিত করিয়াছে; যেহেতু "এই সতীব্রত-ধ্বংসন-ভাস্কর, সকল পদ্মিনীকেই মুখ মুদ্রণ হইতে বিরহিত করিয়া নিজাসক্তা করিয়াছে" এই প্রবাদ সকল লোক মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে * ॥ ৪ ॥

সখী কহিলেন শ্রীরাধে! যথার্থই তুমি যদি ভয় পাইয়া থাক, তবে সম্মুখস্থিত গহন কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দুই তিন ঘটিকা যাপন কর। হে গান্ধর্ব্বে-তাবৎ পর্য্যন্ত আমাদের মিত্র পূজার কুসুম চয়নের সময় নিরাকুল হউক। অর্থাৎ তোমাকে দেখিলেই শ্রীকৃষ্ণ উন্মত্ত হইয়া থাকেন, তুমি আমাদের মধ্যে থাকিলে ত্বদঙ্গ স্পর্শের নিমিত্ত উন্মত্ত কৃষ্ণে নিবারণ করিবার নিমিত্ত মিত্র পূজার কুসুম চয়নে বহু বিঘ্ন হইবে, তুমি কুঞ্জে লীন হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া কুসুম চয়ন করিতে পারিব ॥ ৫ ॥ এই প্রকারে প্রেয়সীগণ পরস্পর পরামর্শ

---

* এই কৃষ্ণরূপ ভাস্কর ব্রজসুন্দরীরূপা পদ্মিনীগণে উৎফুল্লা করিয়া নিজাসক্তা করিয়াছে, ইহা প্রবাদ মাত্র; কিন্তু যথার্থ নহে। যেহেতু দূরস্থিত সূর্য্যে দেখিয়া পদ্মিনীগণ প্রফুল্ল হয় মাত্র, কিন্তু সঙ্গলাভ করিতে পারে না, এইরূপ দূরস্থিত শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া আমরা প্রফুল্ল হইয়া থাকি মাত্র, কিন্তু সঙ্গলাভ করিতে পারি না। এখানে অনুরাগ স্থায়ি ভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে এই প্রকার তৃষ্ণাধিক্য সূচিত হইল।

করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইলেন, তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল—পর্ব্বদিনে বিধু যেন কুমুদিনী বৃন্দ মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন অবলাগণ, অবহিত্থা-জনিত সরস্তরূপ-সৈকত-সেতু দ্বারা হর্ষসাগরের মহাতরঙ্গ-বৃন্দ রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া আনন্দ উদয় বশতঃ যে অনঙ্গ-তরঙ্গ (রোমাঞ্চাদি) প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা আচ্ছাদন নিমিত্ত যে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা বালির বাঁধের ন্যায় সাগর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল ; অর্থাৎ স্মরবিকার আচ্ছাদন করিবার জন্য যে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, তাহা বিলুপ্ত হইয়া স্মরবিকারই প্রকাশ হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥ শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নয়ন-তরি শ্রীকৃষ্ণের এক এক অবয়বরূপ মধুরিমাবর্ত্তে পতিত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, পরক্ষণেই সেই তরি-সমূহ রসপ্লুত হইয়া নিচীনতা অবলম্বন করিল,অর্থাৎ নদীর পাকে পতিত নৌকা যেমন রসপ্লুত (জলপূর্ণ) হইয়া নিচীনতা অবলম্বন করে, এইরূপ লজ্জাবশতঃ ব্রজসুন্দরীদিগের নয়ন, জলপূর্ণ হইয়া ভূমি-বিলোকি হইয়াছিল ; যদি কেহ কহেন, ইহা লজ্জার বিলসিত, তিনি ইহার তত্ত্ব জানে না ॥ ৭ ॥ পরে যখন শ্রীকৃষ্ণের সৌরভ্যরূপ-মহাভট শ্রীব্রজদেবীগণের নাসাপথ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ধৈর্য্যরূপ কপাট ভঙ্গ করিতে লাগিল, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "হে বনলুণ্টিকা-গণ ! তোমরা কে ? এই সৌস্বর্য্যামৃত তাঁহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্লাবন করিল ; অর্থাৎ ইঁহারা মোহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮ ॥

কোন প্রতি বচন না পাইয়া ক্রুদ্ধের ন্যায় নয়ন ঘূর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মদোন্মত্ত বনচারিণীগণ! তোমরা আমার আলয় সম উদ্যান অপহরণে উদ্যত হইয়াছ কেন? অদ্য আমার উপকণ্ঠে * আসিয়া এই কার্য্যের উচিত অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? অতএব কহ তোমরা কে? ॥ ৯ ॥

ব্রজসুন্দরীগণ কহিলেন—"আমরা কেহ নহি" স্মরবিকার রোধি লজ্জা চপলতা এবং শঙ্কাযুক্ত এই মধুর প্রতিবচন বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে কবি, উপমিতি অন্বেষণ করেন, তিনি এই মধুর বচনের সহ উপমা লাভ করিতে সংভাবিত-মত্ত কোকিলাদি সমস্ত বস্তু নিরাশ পূর্ব্বক স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানীর সাম্য লাভ করেন, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীগণ, আকাশাদি সমস্ত বস্তু ব্রহ্মের সমান নহে, বলিয়া নিরাশ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

ইঁহাদের প্রতি বচন, শ্রীকৃষ্ণের মনকে কর্ণময় করিল, (অর্থাৎ সেই প্রতিবাক্য শ্রবণেচ্ছায় মনের পুনঃ পুনঃ কর্ণে সংযোগাতিশয় নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মন যেন কর্ণ স্বরূপ হইল) পরে উক্ত প্রতি বচনই মনোভব-বাণদ্বারা সহসা শ্রীকৃষ্ণের মন, অধিক তর বিদ্ধ করিল, তজ্জন্য তাপ বশতঃ যে কম্প হইতে লাগিল, তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা দ্বারা নিজকাতরতার বিক্রমই ব্রজসুন্দরীগণে বিজ্ঞাপন করিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে চন্দ্রবদনাগণ! তোমরা কি আমার অগ্রে "আমরা কেহ নহি" ইহা বলিতেছ? হায়! হায়!!

* উপকণ্ঠে—নিকটে ও কণ্ঠসমীপে।

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তুর অপলাপ করা কেহ কোন স্থানে দেখে নাই, কিন্তু আমি অদ্য দেখিলাম, অর্থাৎ তোমরা কহিতেছ—"আমরা কেহ নহি" কিন্তু আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি "অপরূপ সুন্দরী রমণী," কেবল তোমরা পুষ্প চৌরী নহ, কিন্তু নিজ নিজ আত্মাকে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কিন্তু তোমরা চন্দ্রবদনা বিধায় আমার অগ্রে রাত্রিকালেও আত্মাকে চুরী করিতে পারিবে না, দিনের কথা দূরে থাকুক ॥ ১২ ॥ আমি দিন যামিনী জাগরণ করিয়া ভাবিতাম "যাহারা নিত্যই আমার সুমনো * হরিয়া লইয়া যায়, তাহা-দিগকে কোথায় কিরূপে পাইব" বহুদিন পরে অদ্য ভাগ্য বশতঃ আত্মভূ † সংশ্রিত সেই যুবতীদিগকে প্রাপ্ত হইলাম। "হে উন্মদ যুবতীবৃন্দ! এক্ষণে সুমনোহরনাপরাধের ফল প্রদান করিতেছি, অঙ্গীকার কর" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন—হে ধৃষ্টরাজ! যিনি তমো নিরাশপূর্ব্বক বিশ্বজনের নয়নের মহোৎসব বিধান করিয়া থাকেন, এবং যিনি কর স্পর্শ ‡ দ্বারা পদ্মিনীগণে ¶ প্রফুল্ল করিয়া থাকেন, আমরা সেই অভীষ্ট-প্রদ মিত্রে প্রতি দিন পূজা করিয়া থাকি; অতএব আমাদের পুষ্পমার্গণে § আগ্রহ হওয়াই উচিত, তুমি কেন অনর্থক কোপ করিতেছ? ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বপক্ষের এবং সূর্য্যপক্ষের

---

* সুমনঃ—পুষ্প ও অনুরাগি মনঃ।

† আত্মভূ—মদন ও নিজ ভূমি।

‡ কর—কিরণ ও হস্ত। ¶ পদ্মিনী—পদ্মফুল, ও পদ্মিনী রমণী।

§ পুষ্পমার্গণ—পুষ্পান্বেষণ.এবং কন্দর্প।

বোধক শব্দ দ্বারা উত্তর প্রদান করিতেছেন, হে সুমুখি! শ্রীরাধে! তুমি যাহা কহিলে তাহা যদি কর, অর্থাৎ মিত্রের যদি পূজা কর, তাহা হইলে আমি কোপ করিব না, কিন্তু অঙ্গনাগণ, সর্ব্বথা মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তোমাদিগকে কিরূপে বিশ্বাষ করিতে পারি, যদি দেবার্থ * কুসুম চয়ন করিয়া থাক, তাহা হইলে শপথ কর, আমি তোমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিব, ভবাদৃশী সুমনোচৌরীগণের প্রতিও আমার সাধু ব্যবহার তোমরাই স্বনয়নে প্রত্যক্ষ কর॥ ১৫ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—হে কৃষ্ণ! এই ব্রজমণ্ডলে আমরা অত্যন্ত বিখ্যাত চৌরী, এবং তুমি নিশ্চয় পরম সাধু, ইহা কোন ব্যক্তি না বলিয়া থাকে, অতএব নিজ মুখে বলিয়া অনর্থক শ্রমের প্রয়োজন কি? বাল্যাবধি তোমার সত্যভাষিতা, সরলতা পবিত্রতা, পরধন-নিস্পৃহতা প্রভৃতি যে যে গুণ আছে, তাহা অন্য জনে ক্ষিতিতলে কে কোথায় দেখিয়াছে? ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে গর্ব্বিনীগণ! তোমরা বিপরীত লক্ষণাযুক্ত বাক্যদ্বারা সুধুমণ্ডলী, যাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন, সেই বৃন্দাবনেন্দ্র—আমাকে চৌর বলিলে? অতএব হৃদয়ে তোমরা কোন গর্ব্বধারণ করিয়াছ; যাহাদ্বারা তোমরা গোপাঙ্গনা হইয়াও আমার অগ্রে এতাদৃশ বাগাড়ম্বর রচনা করিতে সমর্থা হইতেছ? তোমাদের সেই গর্ব্ব কি নবযৌবন হেতুক? কিম্বা সৌন্দর্য্য সম্পজ্জাত? কিম্বা পাতিব্রত্য নিবন্ধন?

* দেবার্থ—দেবতা নিমিত্ত এবং খেলার নিমিত্ত।

কিম্বা নাট্যাদি কলাশাস্ত্রজ্ঞতা জাত? তাহা কহ। আমি এই নিকুঞ্জ মধ্যে অধুনাই সেই গর্ব্ব দেখিব, এবং নিজ বাহু-বৈদগ্ধী তোমাদিগকে দেখাইতেছি তোমরা স্বনয়নে দেখ ॥১৮॥ এই কথা বলিয়া শ্রীগিরিধারী, ধারণ করিতে আগমন করিলে শ্রীরাধা দ্রুত গতিতে পলায়ন পরায়ণা হইলেন: এমন সময় তাঁহার প্রিয়সখী ললিতা, আগমন পূর্ব্বক পশ্চাৎভাগে তাঁহাকে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণে সন্তর্জন করিতে করিতে কহিলেন,—হে লম্পট! তুমি ললিতার অগ্রে কুলাঙ্গনাকে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতেছ, তোমার ভয় নাই, অতএব যদি নিজ মঙ্গল বাঞ্ছা থাকে, তবে এখান হইতে দূরীভূত হইয়া অন্যত্র গমন কর ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে ললিতে! তোমার যখন এত বিক্রম দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, তুমি আমার সহিত * প্রকাম-সমরাকাঙ্ক্ষা করিতেছ? এবং উন্মদা হইয়া যাহাইচ্ছা তাহাই আমাকে বলিতেছ? অতএব অধুনাই তোমাকে বাহুদ্বারা পেষণ করিব, তোমার সখীগণ দেখুক। হে দুর্ম্মুখি! তাহা হইলে তুমি এতাদৃশ কটু বাক্য আমাকে পুনরায় বলিতে সাহসিনী হইবে না ॥ ২০ ॥

ললিতা কহিলেন—হে রতহিণ্ড! অর্থাৎ হে স্ত্রীচৌর! তুমি ভীতা রমণীকুলে ধর্ষণ করিয়া থাক, কিন্তু আমি ললিতা, তোমাকে কিছু মাত্র ভয় করিনা, নিজ প্রভাবে সকল সখী ও আপনাকে তোমার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তোমার প্রতিবন হইতে পুষ্প সকল তোমার সম্মুখেই লইতেছি? হে ধৃষ্ট!

---

* প্রকাম সমর—যথেষ্ট সমর এবং প্রকর্ষ কাম সমর।

যদি বলপূর্ব্বক কিছু করিতে পার, তাহা হইলে ক্ষমা করিতেছ কেন ? ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি কহিলেন—হে রাধে ! অবলোকন কর, তোমার সখী, মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই বলিতেছে, ইহা যদি তোমার সম্মতি ক্রমে বলিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার হস্ত হইতে কদাচ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না ? প্রথমত দন্ত দ্বারা তোমার সখী ললিতার অধর খণ্ডন করিয়া তুণ্ডের কণ্ডূয়ন অপনোদন পূর্ব্বক তোমার নিকটে যাইতেছি, যেহেতু তুমি মৌনিনী হইয়া রহিয়াছ ? তাহাতেই তোমার ইহাতে সম্মতি আছে জানা গেল, কারণ—মৌনং সম্মতি লক্ষণং ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—হে শঠেন্দ্র ! আমি কে, তাহা তুমি কি জাননা ? তুমি কি কদর্য্য কথা বলিতেছ, এই গোষ্ঠে যুবতীকুলে আমার অপেক্ষা অধিক সাধ্বী" আর কেহ নাই, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, সেই আমার অতনু-ধর্ম্ম পথে রতা সখী-কুল নিকটে থাকে, তাঁহাদিগের মধ্যে ললিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যাহার * প্রখরতা তোমাকেও জয় করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে রাধে ! তোমার হৃদয়ে "আমি সূর্য্যোপাসনা ধর্ম্মবতী এবং অত্যন্ত সাধ্বী," এই দুই গর্ব্ব পর্ব্বত স্তনযুগলরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, অদ্য তাহা নখরের দ্বারা খণ্ডন পূর্ব্বক তোমাকে জয় করিতেছি, তুমি যদি জয়কালে আমাকে উক্ত পর্ব্বত যুগল দ্বারা প্রহার কর, তাহাও সহ্য করিতে আমি সমর্থ ॥ ২৪ ॥ এই বাক্য শ্রবণে

* প্রখরতা—চণ্ডতা এবং প্রগল্‌ভা—সম্ভ্রযোগে বীরত্ব।

সখী সকলের চন্দ্রমুখ হইতে স্মিত চন্দ্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদিগকে বিলঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত গর্ব্ব বশতঃ শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে যৎকালে পানি নিধান করিলেন, তৎকালে কন্দর্প যুবযুগলের তনুযুগল রোমোদ্গম ছলে আপাদশির্ষ শরবিদ্ধ করিয়া জর্জরিত করিয়া কোন্ দর্প না প্রকাশ করিয়াছিল? বিশেষতঃ শ্রীরাধা, শ্রীহরিকর-স্পর্শে মোহ প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময় সখীগণ, অতি উচ্চরবে শ্রীকৃষ্ণে কহিতে লাগিলেন—হে ধূর্ত্ত! তুমি কি করিতে আরম্ভ করিলে? তাহাতেই বামা শ্রীরাধা প্রবুদ্ধা হইয়া নিজ উরোজ যুগলে নিহিত কান্তের কর চূড়িকা-শব্দরূপ ভ্রমর ঝঙ্কার যুক্ত স্বীয় করকমল যুগলের দ্বারা সীৎকারপূর্ব্বক রোধ করিবার জন্য সম্ভ্রম যুক্ত হইলেন, এবং শুষ্ক রোদন করিলেন, এবং মিথ্যা ব্যথার অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ শ্রীরাধা যেমন নিজ করদ্বয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ কর রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণও নিজ বামকর দ্বারা শ্রীরাধার মস্তকের বসন স্রস্ত করিলেন, তন্নিমিত্ত যে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যামৃত তরঙ্গ সমূহ উদ্ভূত হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা দশদিক্ প্লাবিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ প্রারিপ্সিত আশ্লেষ, অধরপান, চুম্বন, বিস্মৃত হইয়া কেবল সেই সুধাতরঙ্গে অবগাহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭ ॥ এবং অবগাহন কালে শ্রীমুখোপরি কেশকলাপ স্রস্ত হইয়াছে, দেখিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন—"অহো চন্দ্রের উপরি অন্ধকার নাশ না হইয়া কি প্রকারে ঘনতাপ্রাপ্ত হইল? কিম্বা অন্ধকার, যুদ্ধ করিয়া চন্দ্রে জয়পূর্ব্বক তাহার উপরি বিরাজিত হইয়াছে? তাহাও

সম্ভব হয় না, যেহেতু চন্দ্র, অন্ধকারের নিম্নে থাকিয়া অতিশয় দীপ্তিমান্ হইতেছে, কারণ পরাজিতের জেতার অধঃস্থিতি-দ্বারা কদাচ দীপ্তি হয় না? তবে চন্দ্রের সহিত অন্ধকার কি মিত্রতা করিয়াছে? তাহাও সম্ভব হয় না, কারণ পরস্পর মিত্র যুগলের উপর্য্যধঃস্থিতি উচিত নহে, কিন্তু সমান ভাবে স্থিতি উচিত হয়। তবে কি দ্বিজরাজ তমো দাস্য প্রাপ্ত হইয়াছে? তাহাও লোকে অতিশয় লজ্জার কথা। এবং এই চন্দ্রে সফরিকাযুগল কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় ক্ষীর সিন্ধু হইতে অভ্যুদগমের সময় চন্দ্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিবে? তাহাও সম্ভব হয় না? কারণ অতিচঞ্চলস্বভাব সফরিকা-যুগল অচঞ্চল হইবে কেন? অর্থাৎ লজ্জাদি হেতু নয়ন-যুগল মুদ্রিত প্রায় হইয়াছে। তবে কি ইহা নীলোৎপল যুগল? তাহাও সম্ভব হয় না, কারণ নীলোৎপল হইলে নিজ বন্ধু চন্দ্রের অঙ্কে থাকিয়া মুদ্রিত মুখ হইবে কেন? তবে কি খঞ্জন যুগল; তাহা হইলে কে চন্দ্রের উপরি আনিল? যদি বা কেহ আনিয়া থাকে, তবে নাচিতেছেনা কেন? ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ইহাই স্বগত বলিয়া নিজ নয়নযুগলের মহা-ভাগ্য মানিতে মানিতে শ্রীরাধার শোভারূপ অতুল্য অমৃত-রস-ধারাসম্পাত দ্বারা নিজ তনু ও দিক্ প্লাবিত করিতে লাগি-লেন, অর্থাৎ শ্রীরাধার গৌর অঙ্গকান্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হইলেন।

তদানী শ্রীকৃষ্ণের চুম্বনে বিলম্ব দেখিয়া "আমাকে আবরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, কি বা করেন," এই ঔৎসুক্য বশতঃ শ্রীরাধা কিঞ্চিন্মাত্র নেত্রান্ত উদ্ঘাটন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার

নেত্রান্ত তট হইতে নিঃসৃত-অনুরাগ-রূপ-মধু নিজ নয়ন দ্বারা পান করিয়া মন মত্ত করিলেন, এবং অঙ্গ বিবশ করিলেন, এবং সখী কুলে সুখী করিতে করিতে বিরাজিত হইলেন। অর্থাৎ বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা হইল, কারণ একে মধু পান করিল, অন্য মত্ত হইল, এবং অপরে বিবশ হইল, ও অন্য সুখী হইল *। তৎকালে শ্রীরাধা, অত্যন্ত পরমানন্দ বৈবশ্য-বশতঃ শিথিলিত শ্রীকৃষ্ণ-ভুজ বন্ধন হইতে আপনাকে মোচন করায় বোধ হইল—মাধুর্য্য অস্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে জৃম্ভিত করিয়া যেন জয় করিলেন? তদনন্তর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সহ সম্মর্দ্দ নিমিত্ত যে নিজ কঞ্চুক ও কাঞ্চী শিথিল হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অগ্রে করযুগল দ্বারা কঞ্চুক বাঁধিয়া পরে কাঞ্চী দৃঢ়রূপে বাঁধিতে বাঁধিতে শোভাতিশয় লাভ করিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, শ্রীরাধা যেন শ্রীকৃষ্ণসহ মদন রণার্থ পরিকর বাঁধিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

পরে বিগলিত-চিকুর-কলাপে গ্রীবার উপরি বাম হস্ত দ্বারা কবর বাঁধিতে লাগিলেন, এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা সখীদিগকে তর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন—"হে শঠা সখীগণ! তোমরাই আমাকে এত দুঃখ প্রদান করিলে; এক্ষণে তোমরা থাক, আমি সময় পাইলেই প্রতিফল দিব" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে তীক্ষ্ণ অপাঙ্গ শর প্রহার করিতে লাগিলেন, তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অতনুব্যথা † পাইয়াও ভূষণ কেশাদি সম্ব-

* এখানে নয়নের মধুপান, মনের মত্ততা, অঙ্গের বিবশতা ও সখীদিগের সুখ হওয়ায় অসঙ্গতি অলঙ্কার হইয়াছে।

† অতনুব্যথা—অত্যন্ত বেদনা এবং কাম পীড়া।

রণে ব্যগ্রা শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়া নিজ জন্ম ধন্য মানিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন—ভোঃ বৃন্দাবন-ভূমি-দেব ! * ভোঃ সুকৃতিন্! ভো ভোঃ বিখ্যাত কীর্ত্তে ! অদ্য তুমি যে কর্ম্ম করিলে, আমি গৃহে গিয়া আমার শাশুরীর দ্বারা তাহার দক্ষিণা প্রদান করিব। কারণ দক্ষিণা দান ব্যতীত কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না। তুমি অপ্রাপ্তপূর্ব্বা অনুপমা দক্ষিণা লাভ করিয়া আমাদের নিকট আর কখনও প্রকামার্থী † হইবে না। অর্থাৎ জটিলা গালি প্রদান করিলে আর এতাদৃক্ কার্য্য করিতে সাহসী হইবে না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে রাধে ! আমি তোমার অনুপম দক্ষিণার দ্বারা সন্তোষ করিবার যোগ্য জন, অতএব আমাকে দক্ষিণা দানের পূর্ব্বে স্মরযাগ কর্ম্ম সুশিক্ষিত করাইয়া আমার এ বিষয়ে কর্ম্মঠতা অবলোকন কর, তাহা হইলেই আমার স্মরযাগ কর্ম্ম-কুশলতা সফলতা প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু পণ্ডিতগণে যে পাণ্ডিত্য অনুমোদন পূর্ব্বক স্তুতি না করেন, তাহাই বিফল ॥ ৩৪ ॥

একথা শুনিয়া হাঁসিয়া কুন্দলতা কহিলেন—হে দেবর ! শ্রীরাধা যদি ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন, তবেই আমরা অবগত হইব তুমি এ বিষয়ে পণ্ডিত এবং শ্রীরাধাকে বিদুষী বলিয়া জানিব। যেহেতু যদবধি নিকষ-প্রস্তর ও সুবর্ণ রূপ মিথুন

* বৃন্দাবন ভূমি—বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণ, এবং বৃন্দাবনে যে ক্রীড়া করে।

† প্রকামার্থী—বহু যাচক ও কামক্রীড়া যাচক।

পরস্পর সংঘর্ষ জন্য কুতূহল প্রাপ্ত না হয়, সে অবধি ইহাদের মহিমা কে বুঝিতে পারে? * ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—হে ভদ্রে কুন্দলতে! নিজ প্রিয়তম পতি সুভদ্র হইতেও তোমার এই দেবরে নিরূপম প্রীতি অদ্য জানিতে পারিলাম, যেহেতু ইহাঁকে তুমি অতনু শাস্ত্র অধ্যাপন করাইয়া ইহাঁর সেই শাস্ত্রে বিজ্ঞত্ব স্বয়ং অনুভব করিয়া খ্যাতির নিমিত্ত নিজ গুণবান্ শিষ্যের গুণ স্বয়ং প্রকট করিতে উদ্যত হইয়াছ? ॥ ৩৬ ॥

বিশাখা কহিলেন—হে রাধে! অগ্রে কুন্দলতার দ্বারা কন্দর্প যাগ কর্ম্মে কুশলতা পরীক্ষা করিয়া যদি প্রতীতি হয়, তবেই তুমি অভিলষিত কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণে বরণ করিও। নচেৎ অবিজ্ঞ-জন দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করিলে তোমার অনঙ্গ সাধন বিশিষ্ট কর্ম্মে অর্থাৎ অঙ্গহীন কর্ম্মের সাঙ্গতা হইবে না। (শ্লেষার্থে) অনঙ্গই সাধন যার এতাদৃশ সম্ভোগরূপ কর্ম্ম তোমার সঙ্গি অর্থাৎ পূর্ত্তি হইবে না, অর্থাৎ কুন্দলতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগরূপ নিষ্পন্ন না করাইলে তোমাতেই শ্রীকৃষ্ণের উত্তরোত্তর অধিকাধিক বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু পূর্ত্তি হইবে না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে রাধে! বৃথা এই পরীক্ষায় প্রয়োজন কি? এই ভূমণ্ডলে তোমার সখী বিশাখা অতনু ধর্ম্ম কর্ম্মে রতা বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতএব বাৎস্যায়ন মুনিকৃত কামশাস্ত্রের পদ্ধতি-প্রোক্ত যে মন্ত্র সমূহ আমার অভ্যাস আছে, তাহার শুদ্ধাশুদ্ধির নির্জ্জনে গিয়া ইনি পরীক্ষা গ্রহণ করুন। কারণ সভামধ্যে তাদৃশ রহস্য-মন্ত্র বলা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ॥ ৩৮ ॥

* এখানে অত্যন্ত রহস্যার্থ ব্যঞ্জক ধ্বনি আছে।

কুন্দলতা কহিলেন—হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ ভাল বলিলেন, তুমি বিশাখাকে পরীক্ষা লইতে আদেশ কর, ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা স্মিতসুধা ধৌতাধরা হইয়া কহিলেন; "হে সখি! বিশাখে! কুন্দলতা, অত্যন্ত দুরাগ্রহ কোন মতে ছাড়িতেছে না, অতএব নির্জ্জনে গিয়া পরীক্ষা গ্রহণ কর" ॥ ৩৯ ॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে হাঁসিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া বিশাখা কহিলেন—হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করে, এরূপ কাহাকেও আমি দেখিতে পাইনা, কেবল একমাত্র অবহিত্থা তোমার রক্ষিকা, হায়!!! হায়!!! প্রতি পদে তাহারও আয়ুক্ষয় হইতেছে, এই নিমিত্ত তোমার রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্মুখস্থিত সহকারের নামার্থ বিচার করিয়া এখন তোমার রক্ষকরূপে ইহাকেই স্থির করিলাম, অর্থাৎ "সহ—সাহায্য যে করে" তাহার নাম সহকার, সুতরাং নিশ্চয়ই সহকার তোমাকে রক্ষা করিবে, অতএব তোমার যদি নিজ সুখাভিলাশ থাকে, তবে সম্মুখস্থিত সহকার কুঞ্জে প্রবেশ কর, অর্থাৎ হে রঙ্গিনি! রাধে! এতক্ষণ কেবল তোমাকে অবহিত্থা রক্ষা করিতে ছিল, তুমি নিজমুখেই তাহাকে দূর করিলে, সুতরাং হে সখি! প্রকৃত কার্য্যে আর কেন বিলম্ব করিতেছ? ॥ ৪০ ॥ হে রাধে! আমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অঙ্গসঙ্গ নিমিত্ত প্রচুর সাহায্য করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তুমি দক্ষিণা হইয়া সেই সাহায্যাপেক্ষা না করিয়াই তাহাকে পিষ্ট পেষণ কি কর নাই? অর্থাৎ হে সখি! সম্প্রতি তোমার সখীসাহায্যে আর প্রয়োজন নাই, কারণ সুমনঃপ্রদ *

* সুমনঃপ্রদ—পুষ্পপ্রদ ও যে মন দিয়াছে।

পুন্নাগে * স্বব্যাহৃত রূপ ঘন রসের† দ্বারা সেচন করিয়া প্রফুল্ল করিয়াছ ॥ ৪১ ॥

এমন সময়ে নান্দীমুখী বৃন্দার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইয়া, একখানি পত্র শ্রীকৃষ্ণ-করে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! ব্রজযুবরাজ হে! তুমি কুশলী হও। শ্রীকৃষ্ণও সেই পত্রিকা উদ্ঘাটন করিয়া মনে মনে পাঠ করিতে করিতে যেন আনন্দিত হইতে লাগিলেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। পরে পত্র পাঠ সমাধা করিয়া নির্জ্জন স্থান দেখিতে দেখিতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, একান্ত স্থলে গমন করিলে শ্রীরাধা ক্ষণকাল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন-দুঃখে ম্লান বদনা হইয়াও বাহ্যে যেন সুখী হইলেন, ইহা সখীকুলে বিজ্ঞাপন করিলেন, অর্থাৎ "যে আমাদিগকে এতাদৃশ উৎপাত করিতেছিল, সেই কৃষ্ণ চলিয়া গেল ভাল হইল," ইহা সখীদিগকে জানাইলেন, কিছুক্ষণ পরে সখীকুলের সহিত সম্ভ্রম বশতঃ নান্দীমুখীর নিকটে গমন করিয়া নানা বিতর্ক সংকুলিতান্তঃকরণে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

হে নান্দীমুখি! এই পত্র খানি কে প্রেরণ করিয়াছে?

নান্দী। রাধে! সেই সুপ্রসিদ্ধ ভগবতী পৌর্ণমাসী।

রাধা। কি জন্য?

নান্দী। সখি! তাহা জানি না।

শ্রীরাধা। সখি! আমার দিব্য বল।

---

* পুন্নাগ—নাগকেশর বৃক্ষ ও কৃষ্ণ। † স্বব্যাহৃত ঘনরস—স্ব কর্তৃক বিশেষে আহৃত—আনয়ন করা, ঘনরস জল, এবং নিজ বচনরূপ মধুররস।

নান্দী। সখি! ভগবতী কোন ব্রজসুন্দরীর সহিত বিলাস করিবার জন্য পত্রে লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ, তাহার নিকটে গিয়াছেন।

শ্রীরাধা। সখি! পরিহাস করা পরিত্যাগ কর।

নান্দী। অয়ি! রাধে! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, পরিহাস করিতেছি না?

শ্রীর.ধা। সখি নান্দীমুখি! তুমি যাহা কহিলে যদি তাহা যথার্থই হইত,তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য রমণীর সহ রমণ নিমিত্ত আমার সাক্ষাতে কখনই যাইতে পারিতেন না।

নান্দী। অয়ি! রাধে! চতুর কৃষ্ণ, তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য এই প্রকার চাতুর্য্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহার চাতুর্য্য প্রভাবে তোমার মনে অন্য কোন সন্দেহ হইতে পারে নাই॥ ৪৩॥ ৪৪॥

নান্দীমুখীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া কাতর নয়নে ললিতার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, শ্রীললিতা তথাবিধ কাতরা শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া কহিলেন,—হে রাধে! তুমি কোন সন্দেহ করিও না, তোমার নিকটে থাকিয়া কদাচ শ্রীকৃষ্ণের অন্য রমণী প্রতি লালসা হইতে পারে না? যেহেতু ভ্রমরযুবা প্রফুল্ল মালতী কুসুমের মধুপান করিয়া অন্য লতাকে স্মরণ করে না; এবং বিজ্ঞজন সম্মুখে সুধা পাইয়া কি তদিতর বস্তুতে স্পৃহা করিয়া থাকে? হে রাধে! এই নান্দীমুখী জন্মাবধি মিথ্যা ভিন্ন সত্য কথা প্রায় বলিতে জানে না, ইহার জিহ্বা আগামী কলিযুগের গুরু হইবে, অর্থাৎ কলিযুগ ইহার শিষ্য হইয়া

অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবে, হে সখি! আমাদিগকে পরিহাস করি-বার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা গমন করিয়াছেন, সেই পত্রী খানিও মিথ্যা, এবং তুমিও মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ? যেহেতু এই নান্দীমুখীও মিথ্যা অর্থাৎ মিথ্যা স্বরূপা ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

নান্দীমুখী কহিলেন—হে ললিতে! যে পৌর্ণমাসী সাক্ষাৎ সংবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপা, এবং এই ব্রজমণ্ডলে যিনি সর্ব্বজন পূজ্যা, এবং যিনি সর্ব্বধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান, এবং যিনি মূর্ত্তিমৎ বেদার্থ-স্বরূপ সন্দীপনি মুনিকে প্রসব করিয়াছেন, আমি তাঁহার পরিষদী, আমাকে অনায়াসে তুমি মিথ্যাবাদিনী বলিয়া পরিভব করিতে উদ্যত হইলে? ॥ ৪৭ ॥

ললিতা কহিলেন—হে নান্দীমুখী! আমরা তোমাকে পৌর্ণমাসীর শপথ প্রদান করিলাম যথার্থ কথা বল।

নান্দীমুখী কহিলেন সখি! আমি কি প্রকারে কহিব, যেহেতু পৌর্ণমাসী দেবী আমাকে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা যখন তাঁহার শপথ প্রদান করিয়াছ, তাহাতে না বলাও অনুচিত, সখি রাধে! আমি আমার গুরুপাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক যাহা বলিব তাহাতে তুমি অবিশ্বাস করিবে না, শপথ করিয়া অগ্রে তাহা বল, পরে আমি যথার্থ বলিতেছি, শ্রীরাধিকা শপথ করিলেন।

নান্দীমুখী বলিতে আরম্ভ করিলেন, সখি রাধে! গত কল্য শ্রীকৃষ্ণ ভগবতী পৌর্ণমাসীর সমীপে গিয়া সাদরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে আর্য্যে! আপনি মন্ত্র মহৌষধি তত্ত্বাভিজ্ঞ জনগণের মধ্যে প্রধানা, হে মহাতাপসি! শ্রীরাধা বাম্য পর্ব্বতের উপরি সর্ব্বদা উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, আমি যে

উপায়ে তাঁহার সখী সমূহে মোহিত করিয়া তথা হইতে অবরোহণ করাইয়া শ্রীরাধার সহিত বিবিধ বিলাস করিতে পারি, তাহা আপনার করিতে হইবে ? হে দেবি ! ভগবতি ! আমার অনঙ্গ সুখ চমৎকারিতা সম্পাদনে করিতে শ্রীরাধা ব্যতীত আর শত কোটি গোপী সমর্থা নহে, হে মহাতাপসি! শ্রীরাধা আমার মনোভূ (অর্থাৎ হৃদয়োৎপন্ন কন্দর্প এবং মনোরূপ ভূমি), ভূষিত করিতে সমর্থা ; অতএব শ্রীরাধা কি কল্পলতিকা, কিম্বা আকল্পলতিকা অর্থাৎ ভূষা স্বরূপা লতা ; অর্থাৎ শ্রীরাধাই আমার ভূষণরূপা। হে ভগবতি! অচেতনের ভূষণ অত্যন্ত শোভাদায়ক হয় না, এই কারণ শ্রীরাধা কি সাক্ষাৎ আমার চেতন স্বরূপা অর্থাৎ শ্রীরাধা ব্যতীত আমার হৃদয়ে চেতনা থাকে না, এবং শ্রীরাধা আমার বৈজয়ন্তী মালা, এবং আমার সর্ব্বোৎকর্ষরূপা বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পতাকা; অর্থাৎ আমি যে সর্ব্বোৎকর্ষে বিদ্যমান আছি, তাহার হেতু শ্রীরাধা রূপা প্রেয়সী লাভ" ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

এই মধুর বচন শ্রবণ করিয়া পৌর্ণমাসী মনে মনে এই গুরুভার গ্রহণপূর্ব্বক বাহ্যে প্রত্যাখ্যান পরায়ণার ন্যায় কহিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ ! এ কার্য্য সহসা কি প্রকারে সম্পাদন করিতে সমর্থা হইব ? শ্রীরাধা সাধ্বী-প্রবরা, লজ্জাজলনিধি, কুলীনকুলজাতা, সুতরাং কিরূপে ঘনরুচি বিশিষ্ট তোমার অঙ্কে চপলার ন্যায় সমারোহণ করিবে ? ॥ ৫১ ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৃহে আগমন করিলেন। শ্রীপৌর্ণমাসী রজনীযোগে সমস্ত আগম শাস্ত্রের মন্ত্র সমূহ আলোচনা করিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক

কহিয়াছিলেন—"হে নান্দীমুখি! আমার এই পত্রখানি শ্রীকৃষ্ণে দিয়া আসিও," আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে এই পত্র গ্রহণ করিয়া দ্রুত আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রদান করিলাম, তাহার পর আর কিছু জানিনা ॥ ৫২ ॥

শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে সখীগণ! পৌর্ণমাসী, পত্রিকায় কোন মন্ত্র লিখিয়া নান্দীমুখী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই মন্ত্র জপ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কোন নির্জ্জন স্থলে গিয়াছেন, অতএব হে প্রিয়সখীগণ! আমরা পলায়ণ করিয়া গৃহে যাই, তথায় সূর্য্য পূজা করিব, যে দেশে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, সেই দেশেকে নমস্কার করি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর এই বচন-সুধা পান করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে নান্দীমুখী কহিলেন—হে রাধে! তুমি যাহা কহিলে, তাহার মধ্যে কিছুই যুক্তিযুক্ত নহে, বৃথা কেন শঙ্কা করিতেছ? যাহার একাঙ্গের শোভার ছটার একটি মাত্র কনিকা, তোমাকে উন্মাদিনী করিয়া সতীব্রত ত্যাগ করাইতে পারে,সে কেন তোমার বাম্য মাত্র নাশ করিবার জন্য মন্ত্র জপ করিতে যাইবে? ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—হে সখীগণ! ভগবতী অনুপম সন্ন্যাস ধর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন, যেহেতু সমস্ত রজনী কামশাস্ত্র দেখিয়া মন্ত্রোদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে গ্রহণ করাইয়াছেন। এবং এই নান্দীমুখী তাঁহার পদাশ্রয় প্রভাবে বিষয়-ব্যাবৃত্ত-বার্ত্তা-পরা হইয়াছে, অর্থাৎ বিষয় হইতে ভিন্ন যে সকল বার্ত্তা তৎ-পরায়ণা হইয়াছে অর্থাৎ বিরক্তা হইয়াছে, (শ্লেষার্থে) বিষয় দ্বারা বিশেষতঃ আবৃত্ত বার্ত্তা অর্থাৎ একের বার্ত্তা অন্যে এবং

অন্যের বার্ত্তা একে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ কুট্টিনী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং এই কুন্দলতা "সুভদ্র-সহজ-স্বাত্মৈক-ভাবা হইয়াছে।" অর্থাৎ সুমঙ্গলজনক স্বাভাবিক জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যভাব বিশিষ্টা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানবতী হইয়াছে, (শ্লেষার্থে) সুভদ্রের সহজে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে আত্মার-দেহের ঐক্যভাব বিশিষ্টা হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহের সহিত কুন্দলতার দেহ একীভূত হইয়াছিল, অর্থাৎ কুন্দলতা কৃষ্ণের সহিত নিধুবন লীলায় মত্ত হইয়াছিল। এই কারণ পৌর্ণমাসী নান্দীমুখী এবং কুন্দলতা সমাধি-পথে অর্থাৎ সন্ন্যাস বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞানরূপ নিজ নিজ ধর্ম্মে কুলস্ত্রীগণে আনয়ন করেন, (শ্লেষার্থে) কুলধর্ম্ম লজ্জাদিত্যাগ জন্য সম্যক্ মনঃ পীড়ারূপ পথে কুলস্ত্রীগণে লইয়া গিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীরূপ-মঞ্জরী পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি * বনতট হইতে হঠাৎ সমুদিত † বিধুকে দেখিয়া শ্রীরাধিকা প্রভৃতির নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন। বৃষ-ভানুজাও প্রতিক্ষণে নবনব শ্রীকৃষ্ণের শোভাতিশয় দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—মন্ত্রজপ প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের এই অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে, এ কারণ অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত সখীদিগকে কহিলেন—হে আলিগণ! শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রজপ প্রভাবে অতিশয় শোভান্বিত হইয়া আমাদিগকে মোহিত করিতে আসিতেছেন, এখন আমরা কি করিব॥ ৫৬ ॥ হে সখি ললিতে! যাহার কৌমুদী দূর হইতে আমার ধৈর্য্য ছেদ করিতেছে; সেই এই ব্রজবিধু নিকটে আসিলে আমার কি

* বন—জল ও কানন। † বিধু—চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

দশা হইবে, তাহা জানিনা, হে সখি! আমি বুঝিতেছি অভীষ্ট কাম-প্রাপ্তির জন্য ইহার নিরূপমা সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, অতএব হে ললিতে! কোন স্থানে লীন হইয়া আমার থাকাই উচিত, আমি এখানে থাকিলে ইনি এক্ষণেই আমার বুদ্ধি মোহিত করিবেন, কারণ মন্ত্র চৈতন্য হইলে তাহাতে কিনা হইতে পারে? ॥ ৫৭ ॥ শ্রীরাধা ইহা বলিয়া শঙ্কায় ব্যগ্রতা বশতঃ কুব্জিততনু হইয়া সম্ভ্রমের সহিত পদ বিক্ষেপ করিতে করিতে অশোক কুঞ্জমন্দিরাভিমুখে চলিলেন, যাইবার সময় নিজ চরণে যে মঞ্জীর বাজিতে লাগিল, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণাগমন জ্ঞানে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন, এবং কদম্ব তরুর শাখান্তরিত হইয়া আপনাকে গোপন পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে পুনঃ পুনঃ অপাঙ্গ দ্বারা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল,—শ্রীকৃষ্ণ হইতে আত্ম রক্ষার্থ যেন বাণ বর্ষণ করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, দূর হইতে নির্ম্মল কুঙ্কুম কান্তি রমণীবৃন্দশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে দেখিলেন, তথাপি তাঁহার অনুসরণ না করিয়া রমণী সভায় আগমনপূর্ব্বক সখী সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সখীগণ! শ্রীরাধিকা কোথায়?

ললিতা কহিলেন—হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধা গৃহে গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে ললিতে! যে কালে তোমরা আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রতারণা করিতে, সে কাল সম্প্রতি চলিয়া গিয়াছে, কারণ আমি সম্প্রতি সিদ্ধমন্ত্র হইয়াছি, তোমাদের সকল প্রতারণা জানিতে পারি ॥ ৫৯ ॥

তদনন্তর নান্দীমুখী ললিতার কানে কানে কহিলেন,

হে ললিতে ! মাধব, যখন মন্ত্র বলে সকল জানিয়াছেন, তখন তুমি কেন, না বলিয়া বৃথা দোষ ভাগিনী হও ? অতএব নয়নের ঈঙ্গিত দ্বারা শ্রীরাধা যথায় আছেন বলিয়া দিয়া যশঃলাভ কর, যদি বল—"আমি শ্রীকৃষ্ণে সূচনা করিয়াছি, জানিতে পারিলে শ্রীরাধা আমার প্রতি কোপ করিবেন" তাহাতে তোমার কোন ভয় নাই, কারণ শ্রীরাধা বৃথা কোপ করিয়া তোমার কিছুই করিতে পারিবেন না ?॥ ৬০ ॥

পরে ললিতা নান্দীমুখীর কথানুসারে ঈঙ্গিত দ্বারা সূচনা করিয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যঞ্জুল কুঞ্জে গমন পূর্ব্বক শ্রীরাধিকাকে কহিলেন—হে মহিলে ! তুমি কি করিতেছ ? অহো ! তুমি আমাকে আকর্ষণ করিবার জন্য একাকিনী মন্ত্র জপিতেছ ? তাহা ত হইল, অর্থাৎ আমি আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি যাহা করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ তাহাই কর। হে সুন্দরি ! তুমি সম্প্রতি এতই মন্ত্র বলে বলবতী হইয়াছ, যে মহাবল পরাক্রান্ত আমাকে যদি ভুজ পাশে বন্ধন কর, এবং দশনাস্ত্র দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড কর, তাহাও নিষেধ করিতে ক্ষমতা আমার নাই॥ ৬১ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা ভ্রূকৌটিল্য-সহিত স্মিত-রূপ নবীন সুধা এবং হুঙ্কারের সহিত গদগদ বাক্য শ্রীকৃষ্ণে প্রথম উপহার প্রদান করিলেন। অর্থাৎ রঙ্গিয়া নাগরের তাদৃশ বচন রচনচাতুরী শ্রবণ করিয়া কুটীল নয়নে একবার অবলোকন পূর্ব্বক মৃদু মৃদু হাঁসিয়া গদগদ বচনে কহিলেন, "হে ধূর্ত্ত ! তুমি স্বয়ং পরদারাকর্ষক মন্ত্রজপ করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিযাছ, এক্ষণে নিজ ধর্ম্ম, পতিপরায়ণা সতীর উপর বিন্যস্ত করিতেছ ?"

শ্রীরাধা ইহা বলিয়া অপসৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার স্মিতসুধা নয়ন দ্বারা এবং গদ্গদ বচন রূপামৃত কর্ণ দ্বারা পান করিয়াই মোহপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু শ্রীরাধার অধর মধু পানের অতুল মহিমা দূরে রহিল, আমরা জানিনা—সে মধু পান করিলে ইঁহার কি দশা হইবে॥ ৬২॥ পরে নাগরবর, নিকটে গিয়া পানি ধারণ করিলে শ্রীরাধা সভয়ে কহিলেন হা !! হা !! ইহা তোমার অনুচিত, কুচযুগল স্পর্শ করিলে কুঞ্চিততনু হইয়া বারে বারে শপথ প্রদান করিতে লাগিলেন, বলপূর্ব্বক বিম্বাধর দংশন করিলে মুহুর্মুহু সীৎকার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কেলিগৃহ লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীরাধা, অতনু নৃত্য প্রকাশ না করায় বলপূর্ব্বক শ্রীরাধিকাকে নিজ বক্ষঃস্থলের উপর ধারণ করিয়া কেলিনিকেতনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃস্থলস্থিতা শ্রীরাধার বাম্য বশতঃ জঙ্ঘা গ্রীবা পদ মুহুর্মুহু উচ্ছলিত হইতে লাগিল, এবং "না না না" বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাদৃশ উচ্ছলন দেখিয়া বোধ হইল,—যেন নব ঘনে বিদ্যুৎলতা নাচিতেছে, আরও বোধ হইল কন্দর্প নিজ চম্পক কুসুম ধনু কাঁপাইয়া শব্দযুক্ত করিতেছে? তদনন্তর সুরত শয়নে শ্রীরাধা মাধবের স্মর সমর আরম্ভ হইল। সেই স্মর সমরাবেশে মল্ল প্রতি মল্ল শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সময়ে প্রবোধ ও সময়ে মোহ হইতে লাগিল, তাহাই মাধুর্য্যাতিশয় ধারণ করিল, এবং উভয়ে যে যে স্মর রণ বৈদগ্ধী প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা প্রেমামৃত কিরণ হইতে অভিন্ন রূপে বিরাজিত হইতে লাগিল। এই হেতু শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেম-

রূপই কাম, কিন্তু প্রাকৃত নায়ক নায়িকার ন্যায় প্রেম হইতে বিভিন্ন বস্তু নহে। ইহা কোন রসজ্ঞ জন না জানেন? যে গোপরামাগণের পরম নির্ম্মল, অতুল প্রেমই কাম নামে খ্যাতি ধারণ করিয়াছে ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে নর্ম্ম বিলাসাস্বাদনোনাম নবমসর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

দশমসর্গঃ।

কুঞ্জকেলি রসাস্বাদন লীলা।

রাধামাধব মঞ্জুল ব্যঞ্জুল কুঞ্জে পরম সুখদ অনঙ্গ বিলাস লীলায় কালাতিপাত করিতেছেন, ললিতাদি সখীগণ, পূর্ব্বপ্রোক্ত পুষ্প কাননের নিকটে আনন্দ মনে সভা করিয়া বসিয়া আছেন, তথায় নান্দীমুখী ও বৃন্দাদেবী মনোবাঞ্ছিত লাভ করিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধাসহ শ্রীগোবিন্দ বিলাস দর্শন পূর্ব্বক নয়ন মন পরমানন্দ সাগরে ভাসাইয়া দিয়া দুই দিক্ হইতে দুই জন উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

সেই সভায় ছয় ঋতু লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া নিজ নিজ সেবার অবসর জানিবার জন্য অগ্র হইয়া রহিয়াছেন, তাহা বৃন্দাদেবী দেখিয়া কহিলেন, হে ঋতু লক্ষ্মীগণ! তোমরা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের প্রীত্যর্থ নিজ শোভাদ্বারা অটবী বিভূষিত কর ॥ ৩ ॥

হে বসন্ত লক্ষ্মী! তুমি গোবর্দ্ধন গিরিবরের নিকটবর্ত্তি রাসস্থলীতে অবস্থান কর, হে শরল্লক্ষ্মী! তুমি যমুনাতটবর্ত্তি কল্পতরু সন্নিধিবর্ত্তি ভূমিতে অবস্থান কর। এই প্রকারে শরৎ ও বসন্তের প্রতি আদেশ করিয়া পরে সকল ঋতু লক্ষ্মীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ঋতু লক্ষ্মীগণ! তোমরা সর্ব্বস্থ

সমর্পণের দ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা করিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন পূর্ব্বক, হে অগণ্য পুণ্যশালিনিগণ! তোমরা ধন্য হও ॥ ৪ ॥ শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে বর্ষা, দক্ষিণে শরৎ, পশ্চিমে হেমন্ত, উত্তরে শিশির, অবস্থান কর, এবং তোমরা শ্রীরাধাকুণ্ডের দিক্ চতুষ্টয়ে অবস্থান করিলেও তত্রত্য তরু নিচয়ে বসন্তের প্রভুত্ব থাকুক,। এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখীসহ জলকেলি নিমিত্ত জল মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতু লক্ষ্মী অবস্থান কর ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞান ও চাতুরী বিষয়ে নিরূপমা ঋতু লক্ষ্মীগণ, এই বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীসখীবৃন্দকে শ্রীবৃন্দাদেবীকে প্রণামপূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যের নিমিত্ত গমন করিলেন, তাহাদের তৎকালে গমন করাই উচিত হইয়াছে, যেহেতু এই ভূবলয়ে কে নিজ মনোনুরূপকীর্ত্তি লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ না হয়? ॥ ৬ ॥

অন্যত্র নিকুঞ্জ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ,অনঙ্গ বিলাসের পরে শ্রীরাধাকে নিজ সমান রূপা করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া কিঙ্করীদিগের প্রতি আদেশ করিবা মাত্র তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণাগুরু যুক্ত মৃগমদ দ্রব আনিয়া দিলে, তাহা দ্বারা অনঙ্গরঙ্গদ শ্রীরাধাঙ্গ বিলেপন করিলেন, পরে নিজের পিতাম্বর পরিধান করাইয়া সকল অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া শ্রীরাধার তুন্দবন্দে অর্থাৎ উদরস্থ বসনের মধ্যে বংশী রাখিলেন। পরে কুশাসনোপরি চীনচেল ও অজিনযুক্ত আসনে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করাইয়া হস্তে রুদ্রাক্ষমালা জপার্থ প্রদান করিলেন। শ্রীরাধাও স্বাভাবিক লজ্জা বশতঃ মৌনিনী হইয়া তথায় রহিলেন; এবং স্বাধীনভর্ত্তৃকা শ্রীরাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিভূষিত করিলে

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রীরাধা, মন্ত্রজপ-অভিনয় পূর্ব্বক মুদ্রিত নয়নে বসিয়া রহিলেন॥৭॥৮॥ এমন সময় বাহিরে নূপুর কিঙ্কিণী বাজিতে লাগিল, তাহা দ্বারা সখীগণ আসিতেছেন, অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, সেবাপরা কিঙ্করীগণকে ভ্রূর ঈঙ্গিতে নিজ বশবর্ত্তিনী করিলেন, অর্থাৎ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে নিষেধ করিলেন, অন্যথা (কিঙ্করীগণ, যদি এই রহস্য সখীদিগের নিকট উদ্‌ঘাটন করেন, তাহা হইলে) ভাবি-কৌতুক হইবার সম্ভব নাই ॥ ৯ ॥

সখীগণ আগমন করিয়া এক কালে একাসনে দুই কৃষ্ণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া পরস্পর বলিলেন, হে সখীগণ! আমরা এখন কোন দেশে আসিলাম, এখানে দুই কৃষ্ণ দেখিতেছি ॥ ১০ ॥ এই দুই কৃষ্ণই তমালশ্যামলতনু, দুই জনই শিখিপিঞ্ছচূড়, দুই জনের বক্ষঃস্থলে বনমালা দুলিতেছে, দুই জন পীতাম্বর ধারী, অহো! দুই জন সমানশোভা ধারণ করিয়া আমাদের মন মোহিত করিতেছেন।

পরে বিস্মিত হইয়া দাসীগণে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে দাসীগণ! এই দুই জনের মধ্যে অবশ্যই এক জন আমাদের সখী রাধা, কিন্তু কে শ্রীরাধা তাহা চিনিতে পারিতেছি না, অতএব তোমরা বল?"

দাসীগণ কহিলেন—আমরা ইহার কিছুই জানিনা এখনই আসিয়া এইরূপ দেখিতেছি, কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ইঁহা-দিগকে ভয় হইতেছে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

পরে ধীরে ধীরে বৃন্দা কহিলেন—হে ললিতে! এই দুই কৃষ্ণের মধ্যে করে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া যিনি কুশাসনে

বসিয়া মন্ত্র জপিতেছেন, ইনি নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ, ইহা অনুমানে বুঝিতেছি ॥ ১৩॥ ১৪॥ ইনি যে খানে সেখানে শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতে অভিলাষী হইয়া মন্ত্র প্রভাবে শ্রীরাধিকাকে নিজ সমরূপা করিয়াছেন।

বিশাখা কহিলেন—সখি! বৃন্দে! ভগবতী পৌর্ণমাসী আমাদের সর্ব্বথা অনর্থ-কারিণী হইয়াছেন, সখি! ঐ দেখ, পুনরায় কামুক কৃষ্ণ, মন্ত্রজপ করিতেছে, একবার মন্ত্রজপ বলে শ্রীরাধাকে নিজ-সমান-রূপা করিয়াছে, এই বার বা কাহাকে নিজ সমান রূপা করিবে তাহা জানিনা ॥ ১৫ ॥

চিত্রা কহিলেন—হে সখীগণ! শ্রবণ কর, আমরা গৃহে যাইলে জরতী জটিলা, যখন জিজ্ঞাসা করিবেন,—আমার বধূ কোথায়? তখন তাঁহাকে আমরা কি বলিব? হে সখি! বড়ই শঙ্কট উপস্থিত।

নান্দীমুখী কহিলেন—হে চিত্রে! নিজ চিত্তে কেন শঙ্কা করিতেছ? জটিলার প্রতীতির নিমিত্ত কৃষ্ণ, পুনর্ব্বার মন্ত্র বলে শ্রীরাধাকে স্ত্রী করিবেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যে মন্ত্র জপিতেছে, সেই এই কৃষ্ণের পার্শ্বে শ্রীরাধার থাকা ভাল নহে, কারণ কে জানে মান্ত্রিকদিগের মনে কি আছে? অতএব নিজ সখীকে অন্যত্র লইয়া যাও ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ইহা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রজপ কারি শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধা জানিয়া সখীগণ, যুগপৎ কহিতেছেন—হে কলানিধি কৃষ্ণ! হে কলাবতি রাধে! তোমাদের দুই জনকে আমরা জানিতে পারিয়াছি, এখন নিজ নিজ বেশ ধারণ কর, ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া কহিলেন—নবনাগর-বেশ-ধারিণি শ্রীরাধে! আর

মায়া করিয়া প্রয়োজন কি? তুমি কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া আইস, শ্রীকৃষ্ণ কুশাসনে বসিয়া মন্ত্রজপ করুক, আমরা গৃহে যাই, এখানে বৃথা কালাতিপাত করা হইল, হায়! হায়! আমরা আজ কি কুক্ষণেই গৃহ হইতে আসিয়াছিলাম?

এই কথা যেমন ললিতা বলিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার কণ্ঠস্বর অভ্যাস করিতে লাগিলেন, পরে লজ্জার অভিনয় পূর্ব্বক শ্রীরাধা-স্বরে বলিতে লাগিলেন—হে ললিতে! অদ্য বেদনা-প্রদ যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আর কাহারও নিকট বলিবার যোগ্য নহে, তথাপি তোমাকে নির্জ্জনে পাইলে তোমার কানে কানে বলিব, যেহেতু হে সখি! এখন তুমিই আমার গতি ॥ ১৮-২২ ॥

শ্রীরাধার ন্যায় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া সকল সখী, সংশয় শূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধা বলিয়া নিশ্চয় পূর্ব্বক আগমন করিয়া আবরণ করিলেন; এবং তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া ভাল করিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং যিনি করস্পর্শ করিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, অহো!!! এই কর শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় হইয়াছে, যিনি অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন, তিনি কহিলেন, অঙ্গুলীও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় হইয়াছে, যিনি পদদ্বয় স্পর্শ করিলেন, তিনিও কহিলেন, এই পদদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় হইয়াছে, এইরূপ যিনি যিনি কপোল ,ললাট কর্ণ প্রভৃতি যে যে অঙ্গ স্পর্শ করেন, তাঁহারাই সেই সেই অঙ্গ "কৃষ্ণের মত হইয়াছে," মুক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—এবং বিস্ময় সহকারে পুনরায় কহিলেন—সখি! রাধিকে! তোমার সকল অঙ্গই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় হইয়াছে, কেবল কণ্ঠস্বর পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে,

ইহার কারণ কি তাহা কহ? সখীগণ ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শে প্রত্যেকের যে স্মর বিকার উদ্ভূত হইতে লাগিল, তাহার কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, তাহার কারণ তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে মনে সমাধান করিয়াছিলেন, "যদি অন্য কেহ কৃষ্ণাকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলেও ইদৃক্ স্মর ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে"।

তদনন্তর শ্রীরাধিকা রূপে স্থিরীকৃত কৃষ্ণ, কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন—হে সখীগণ! সেই কৃষ্ণ, প্রথমতঃ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আমাকে মুচ্ছিত করিয়া কি করিয়াছিল, তাহা আমি কিছুই জানিনা, বহুক্ষণ পরে মূর্চ্ছান্তে চেতনা লাভ করিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,—কৃষ্ণ, আচমন করিয়া এক গণ্ডূষ জল করতলে লইয়া মন্ত্রজপ করিয়া ওষ্ঠাধর কুট্মলিত করিয়া তাহার উপর তিন বার ফুৎকার প্রদান করিল; সেই জল আমার সমস্ত অঙ্গে বলপূর্ব্বক মাথাইয়া দিল, আমি বারে বারে নিষেধ করিলেও সে আমার কথা শুনে নাই; আমার অঙ্গ সকল দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়া তাহার মত হইল, তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত হইলাম, কিন্তু গল মধ্যে প্রযত্ন সহকারে মুখ মুদ্রিত করিয়া থাকায় সেই মন্ত্রপূত জল ভাগ্যক্রমে প্রবেশ করিতে না পারায় কেবল মাত্র স্বর বিকৃত হয় নাই। আমার অঙ্গ নিজ তুল্য করিয়া পুনরায় কুশাসনে বসিয়া নিজ মন্ত্র জপিতে আরম্ভ করিয়াছে। আরও যাহা কিছু কথা আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না, এবং না বলিয়াও থাকিতে পারি না; তোমাদের মধ্যে যদি কাহাকে একাকিনী পাই, তাহা

হইলে বলিব, সকলের নিকটে বলিতে লজ্জা আমাকে বাধা দিতেছে, আমি কি করিব ॥ ২৩-৩১ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে কহিলেন—হে রাধে। আমরা তোমার অন্তরঙ্গ সখী, আমাদিগের নিকট বলিতে লজ্জা কি ?

এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও যখন শ্রীরাধারূপে স্থিরীকৃত কৃষ্ণ, কিছু বলিলেন না, তখন মুগ্ধত্ব বশতঃ সকলে বাহিরে অপসৃত হইলেন—একাকিনী ললিতা মাত্র তথায় রহিলেন। যে সকল সখী বাহিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তাঁহারা পরস্পর বলিয়াছিলেন যদিচ রহস্য ঘটনা শ্রীরাধিকা আমাদিগকে বলিলেন না, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, আমরা ললিতার মুখে সকল কথাই শুনিতে পাইব।

সকলে এই বিশ্বাসে কালাতিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে গৃহের ভিতরে লইয়া যাইয়া, দৃঢ় আলিঙ্গন ও বিম্বাধর পান করিলেন, কঞ্চকী ও নাবীবন্ধ উদ্ঘাটন করিয়া উরোজ মলন করিতে লাগিলেন, তাহাতে সম্ভ্রমের সহিত ললিতা কহিলেন—হে সখি! এ কি করিতে আরম্ভ করিলে ?

রাধারূপে স্থিরীকৃত কৃষ্ণ কহিলেন—হে ভদ্রে! ইহাই আমাদের রহস্য কথা, অর্থাৎ রহস্য কথা বলিতে লজ্জার উদয় হওয়ায় ক্রিয়া দ্বারা দেখাইলাম, অর্থাৎ সেই কৃষ্ণ আমাকে এইরূপে উৎপাত করিয়াছিল, ইহা বলিয়াই শ্রীরাধার স্বরে কথা কহা ত্যাগ করিয়া নিজ স্বর অবলম্বন পূর্ব্বক ললিতার সহিত আলাপ করিতে করিতে রমণ পরায়ণ হইলেন, সেই সময় অদ্ভুত রস ও হাস্য রসের সহায়তায় ললিতা ও কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস, সাম্রাজ্য ভার কি প্রাপ্ত হয় নাই ? ॥ ৩২-৩৫ ॥

কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ সহ মন্ত্রণা করিয়া শ্রীললিতাদেবী, বাহিরে আসিয়াই শ্রীবিশাখাকে কহিলেন, হে বিশাখে! শীঘ্র আমাদের নিকটে আইস, যদি তোমার অদ্ভুত ঘটনা জানিতে ইচ্ছা থাকে, তবে আসিয়া যথার্থ অবগত হও; শ্রীবিশাখা আসিয়া মাত্র ছল পূর্ব্বক নিজ ধর্ম্ম শ্রীললিতা তাঁহাকে প্রাপ্ত করাইলেন—অর্থাৎ আপনার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা যে অবস্থা হইয়াছে, সেই অবস্থা বিশাখারও করাইলেন। এইরূপ বিশাখা চম্পকলতাকে, চম্পকলতা চিত্রাকে, চিত্রা তুঙ্গবিদ্যা প্রভৃতিকে করিলেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥ এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণসহ সম্মীলনে রতি চিহ্নযুক্ত নিজাঙ্গ সম্বরণে, এবং রতি চিহ্নযুক্ত অন্য সখীর অঙ্গ অবলোকনে উন্মুখী সখীগণ, লজ্জিতা হইয়াও লজ্জাতুরা হন নাই, কারণ সকলের এক রূপতা হইলে আর কোন বিবাদ থাকে না ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাধা যথায় মুকুন্দ বেশ ধারণ করিয়া বৃন্দা নান্দীমুখীর সহিত উপবেশন করিয়া আছেন, তথায় ললিতাদি সখীগণ আগমন করিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া কুন্দলতা কহিলেন—

হে সখীগণ! আইস আইস! হে পরম সাধ্বীগণ! তোমাদের এত বিলম্ব কোথায় হইল? অঙ্গ দ্বারা অনঙ্গোদয়সূচক * চিহ্ন সকল কোথা হইতে উপার্জ্জন করিলে? ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ তোমাদের চপল নয়ন নিরঞ্জন † হইয়াছে, বাল ‡ নামে খ্যাত

* অনঙ্গোদয় সূচক—যাহাদ্বারা পুনর্ব্বার অঙ্গ লাভ হয় না অর্থাৎ মোক্ষ সূচক এবং কন্দর্পোদয় সূচক।

† নিরঞ্জন—উপাধি শূন্য এবং অঞ্জন রহিত।

‡ বাল—অজ্ঞ ও কেশ।

কেশকলাপ মুক্তবন্ধন হইয়াছে, অহো !!! তোমাদের অধর দ্বিজার্দ্দিত * হইয়াও বিরক্তি বিশিষ্ট হইয়াছে, স্তনযুগল স্তব্ধ হইয়া পুনর্ভব † ক্ষত-বিশিষ্ট হইয়াছে, তোমাদের সাযুজ্যপ্রদ মাধব, এখানে ধ্যান পরায়ণ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, অতএব কে তোমাদিগকে এই গতি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছে তাহা বল ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর নান্দীমুখী কহিলেন—হে ললিতে! এখন অন্য বার্ত্তার প্রয়োজন নাই, তোমাদের সখী শ্রীরাধার বৃত্তান্ত শীঘ্র বল, হে সখি! এখন অবধি তাঁহার শ্রীকৃষ্ণাকৃতি আছে কি? এবং কোথায় বা তিনি রহিয়াছেন!

ললিতা কহিলেন—হে নান্দীমুখি! আমাদের সখী রাধা, লতাগৃহ মধ্যে কৃষ্ণাকৃতি ধারণ করিয়াই রহিয়াছে, লজ্জা বশতঃ তথা হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না, কিন্তু মনীষিণীত্ব নিবন্ধন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া একটি উপায় স্থির করিয়া আমাদিগকে নিভৃতে কহিল—নান্দীমুখী ও কুন্দলতা অনুরাগের সহিত যদি আমাকে আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে আমার লজ্জাকর বিরূপতা দূর হইয়া যাইবে, কিন্তু শত সহস্র প্রকার ঔষধেও এই বিরূপতা যাইবার নহে। কারণ নান্দী-

---

* দ্বিজার্দ্দিত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পীড়িত ও দশন দ্বারা পীড়িত।

† পুনর্ভব ক্ষত—পুনর্জ্জন্ম নাশ এবং নখ ক্ষত। বিরক্তি বৈরাগ্য ও অরুণতাহীন।

এখানে চপলত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট নয়ন, ও বালত্ব ধর্ম্ম-বিশিষ্ট কেশ, দ্বিজার্দ্দিতত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট অধর, ও স্তব্ধত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট স্তনের, নিরঞ্জনত্ব, মুক্তবন্ধনত্ব, বিরক্তিকত্ব, পুনর্ভবক্ষতত্ব হওয়া আশ্চর্য্য, যে হেতু চপলত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্টের কদাপি এতাদৃশ অবস্থা হয় না।

মুখীতে অতি তীব্র তপস্যা, এবং কুন্দলতাতে অনপায়ি সাধ্বীত্ব বিদ্যমান আছে। অতএব ইহাদের দুই জনের তীব্র তপের এবং অবিনাশি সতীত্বের বলে, মন্ত্রদোষে যে আমার লম্পট বেশ ধারণ হইয়াছে, ইহা দূর হইয়া যাইবে॥ ৪৩-৪৬॥

নান্দীমুখী কহিলেন—হে ললিতে! তুমি প্রভৃতি অর্ব্বুদ লক্ষ সতী, যাহাকে ভজন করিয়া থাকে, তাহার কি আলিঙ্গনে দরিদ্রতা আছে? যাহার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, অতএব তুমি আমাদের নিকট মিথ্যা বলিলে॥ ৪৭॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী কহিলেন—হে নান্দীমুখি! এই মুগ্ধা কুলাঙ্গনা ললিতাদি সখীগণে কিছুই তপস্যা নাই, তবে একমাত্র অতুল সতীত্ব ছিল, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ, আকাশের কুসুমের ন্যায় মিথ্যা করিয়াছেন॥ ৪৮॥

কুন্দলতা কহিলেন—হে বৃন্দে! তুমি বিপিনাধিকারিণী দেবী, তোমাতে কতপ্রকার সিদ্ধি আছে এবং কত প্রকার ঔষধিও তুমি অবগত আছ, এই কারণ ত্বরিত লতাগৃহে গিয়া তাহার সেই রোগ তুমিই নিরাকরণ করিয়া আইস, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল সখী হাঁসিতে আরম্ভ করিলে, ললিতা কহিলেন—তোমরা বৃথা বিবাদ কেন করিতেছ? আসনোপরি মৌনাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ, বসিয়া রহিয়াছেন, ইহাঁকে কেন জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিতেছ? অর্থাৎ ইহাকে এখন ইহাই জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে তুমি মন্ত্রবলে শ্রীরাধার যে বৈরূপ্য উৎপাদন করিয়াছ, তাহা কি প্রকারে যাইবে?

ললিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মিতাঙ্কুর শোভিত বদনা সখীগণ মুকুন্দবেশ ধারিণী শ্রীরাধার নিকটে যাইলেন—কিন্তু

ললিতা, মুকুন্দবেশধারিণী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানের ভাণ করিয়া নয়নাঞ্চলে লজ্জার অভিনয় করিয়া কহিলেন—হে মন্ত্রজ্ঞ চূড়ামণে! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, আর কেন বৃথা মৌন ধরিয়া রহিয়াছ? এখন আমি যে প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর দেও॥ ৪৯-৫২॥

এই প্রকারে ললিতা, শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের ভাণ করিয়া বলিলে শ্রীরাধা, তৎকাল-জাত সুষুপ্তিভঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইলেন—অর্থাৎ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কি হইয়াছে, তাহা আমি কিছুই জানিনা, ইহাই প্রকাশ পূর্ব্বক সম্ভ্রমের সহিত নয়ন উদ্ঘাটন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সখীগণ! তোমরা কখন আসিয়াছ?॥ ৫৩॥ তাহার পরে শ্রীরাধা নয়নযুগল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে কহিলেন—হে সখীগণ! তোমাদের সে ধূর্ত্তসখা কোথায়? আমার এই বেশ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা আমি জানিনা; ইহা বলিয়াই বামহস্ত দ্বারা মস্তক হইতে শিখণ্ড-কিরীট দূরে নিক্ষেপ করিলেন॥ ৫৪॥

ললিতা কহিলেন—হে সখি! তুমি আমাদের শ্রীরাধা, হায়!! তোমার নিকট আমরা কেন বৃথা লজ্জা করিতে-ছিলাম? আর এক রাধা হরিবেশ ধারণ পূর্ব্বক কুঞ্জ মধ্যে নিলীন হইয়া রহিয়াছে, সেই মিথ্যা রাধা আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল; অর্থাৎ সে শ্রীরাধা নহে, আমরা তাহাকে তুমি বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়া-ছিলাম, কিন্তু দৈবানুকুলতা বশতঃ তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছি, তাহাতেই আমাদের রক্ষা হইল। আমাদের

হৃদয় তাহাকে দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই শঙ্কা ত্যাগ করে নাই ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

এই প্রকার বচন প্রয়োগ করিয়া আলীমণ্ডলী বিস্ময় অভিনয় করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বিপিনাধিকারিণী বৃন্দাদেবী মৃদু মৃদু হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন—হে সখীগণ! পরম সুন্দরকান্তি এই জন তোমাদের সখী, অথবা সখা, তাহা নিজ নয়ন দ্বারা দেখিয়া লও ॥ ৫৭ ॥

নান্দীমুখী কহিলেন—হে সখীগণ! পূর্ব্বে আমরা দুই মাধব দেখিয়াছিলাম, এখন আমরা দুই রাধিকা দেখিতেছি; তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমাদের বিশেষ ক্ষতি আছে, জানিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি।

বিশাখা কহিলেন—সখি! নান্দীমুখি! আমাদিগকে কেবল দ্বাপর (সন্দেহ) দুঃখ প্রদান করিতেছে, হে তপস্বিনি! তুমি তাহার অন্ত অর্থাৎ দ্বাপরান্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিত কার্য্য, কারণ তপস্বিগণের পর দুঃখনাশ করাই ধর্ম্ম, ইহা করিলে তোমার স্বধর্ম্মজ ফল বৃদ্ধি হইবে। (শ্লেষার্থে) হে তপস্বিনি! নান্দীমুখি! তুমি দ্বাপরান্ত—(দ্বাপর যুগের অন্ত) অর্থাৎ (কলিযুগ) আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তাহা তোমার উচিত, কারণ কলিযুগের তপস্বিগণ প্রায় ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত স্বধর্ম্মজ ফল অর্থাৎ সু অধর্ম্মজ ফল তাহাদের বৃদ্ধি হয়? তোমারও তাহা হইবে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

তদনন্তর সখীকুল, নিরাকুলহৃদয়ে শ্রীরাধার কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণোচিত-ভূষণ দূর করিয়া পুনরায় নিজ ভূষণে ভূষিত করিলে, শ্রীকৃষ্ণ দ্রুত আগমন পূর্ব্বক শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরে

পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন; বলিবার সময় শ্রীরাধিকার ঈষৎ কুটিলতা লজ্জা ভয় প্রভৃতি অভিনয় করিয়া মহা বিস্ময়ের সহিত বদন সুধাংশু বিম্ব বসন দ্বারা অর্দ্ধাচ্ছাদন করিলেন, এবং কটাক্ষরূপ ভৃঙ্গগণকে শ্রীরাধার বদন কমলের শোভা রূপ মকরন্দ পান করাইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

তদবস্থ কৃষ্ণ কহিলেন—হে সখীগণ! এই ধূর্ত্ত যে আমার অঙ্গের বৈরূপ্য বিধান করিয়াছে, তাহা করুক; সম্প্রতি বড়ই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, যে আমার রূপ লাবণ্য স্বভাব ও বেশ ধরিয়া আমার সখীকুলে মোহিত করিতেছে ॥ ৬২ ॥ হে সখীগণ! তোমরা আর কেন মায়াশতপণ্ডিতের পার্শ্বে রহিয়াছ? এখন আইস; অত্যন্ত মুগ্ধা হইও না; হে অন্ধ সখীগণ! তোমরা হাস্যাস্পদীভূতত্ব লাভ করিতে কি এখানে আসিয়াছ? হে অজ্ঞাগণ? তোমরা এখান হইতে সম্প্রতি আমাকে লইয়া পলায়ন করিয়া কোন গিরিগুহায় লুকাইয়া থাকিতে যদি পার, তবে মঙ্গল হইবে, নচেৎ আমার যে দশা হইয়াছে, তোমাদেরও সেই দশা হইবে ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

এই বাক্য শুনিয়া বৃন্দা বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ! গিরিধারীর অদ্ভুত মায়াবিতার উন্নতি দেখিতেছি। সখীকুল, যাঁহাকে শ্রীরাধারূপে নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি সত্ত্বেও পুনরায় সাক্ষাৎ রাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হে সরলাগণ! সমাগতা রাধা যাহা বলিলেন, তাহাই সম্প্রতি কর, অর্থাৎ ইঁহাকে লইয়া তোমরা গিরিগুহায় গমন কর। এবং এই দ্বিতীয় রাধা মোহিনী বিধায় ইহাকে ত্যাগ কর।

এই কথা শুনিয়া সকলে হাঁসিতে লাগিলেন। এমন কি বৃন্দাবনের কল্পলতা (শ্রীরাধা) পর্য্যন্ত হাঁসিতে লাগিলেন। কারণ তিনি চির দিনের পরে মনোরথ পূর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ অনেক কৌশলে সখীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গ্রাম্য ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, "সম্প্রতি পুনরায় সখীদিগের পূর্ব্ববৎ গ্রাম্যধর্ম্ম লীলা উপস্থিত হইল" ভাবিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না॥ ৬৫॥ ৬৬॥

কুন্দলতা কহিলেন—হে ললিতে! এখন একটি মাত্র যুক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। নান্দীমুখী গিয়া সন্দীপণি মুনির জননী পৌর্ণমাসীকে এখানে আনয়ন করুক, তিনি কে সত্য রাধা তাহা বলিবেন।

ললিতা কহিলেন—হে সখি! কুন্দলতে! পৌর্ণমাসী আমাদের সকল অনর্থের মূল, তিনি এ বিষয়ে সত্য বলিবেন না, প্রত্যুত সখীদিগের আরও একটি নূতন বিড়ম্বনা সৃষ্টি করিবেন, তাঁহাকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করি-লাম॥ ৬৭॥ ৬৮॥

সখীদিগের নিজ মুখ হইতে নির্গত শ্রীকৃষ্ণকৃত সম্ভোগরূপ বিড়ম্বনের বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, বৃন্দা, নান্দীমুখী, হাঁসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"হে সখীদিগের বাণীরূপা সরস্বতি! দেবি! তুমি সত্যরূপে প্রকট হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি"।

এই প্রকার সখীদিগের প্রেমাম্বুধি-মথন জাত বাঙ্ময় সুধা, শ্রবণের দ্বারা পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অধিকতর তৃষ্ণাতুর হইয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখ কমল হইতে যে প্রবর

পরিহাসামৃত মধুদ্রব বর্ষণ হইতে লাগিল, তাহা পান করিয়া মহিলাগণ অতুল উন্মত্তা হইলেন ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-
কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি
শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে কুঞ্জকেলি
চাতুর্য্যাস্বাদনোনাম দশমসর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

একাদশঃসর্গঃ।

—০:*:০—

হিন্দোলন লীলা।

সখী সমূহ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন, শ্রীরাধার অপাঙ্গরূপ মধুকর তদীয় মাধুরী আস্বাদন করিতে লাগিল! তৎকালীন শোভা দেখিয়া পরাভূত হইয়াই যেন কোটি কোটি মদন, শ্রীমন্মদন-মোহনের শ্রীচরণাগ্রের কান্তিকণার পূজা করিতে লাগিল। হটাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, নিজ বামবাহু শ্রীরাধার স্কন্ধে অর্পণ করিলেন, তন্নিমিত্ত সাত্ত্বিকোদয়ে শ্রীরাধিকা কম্পিত হইতে লাগিলেন, তাহাতে যে শোভা হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না, তবে যদি কোন স্থানে একটি মাধুর্য্যের সাগর থাকে, তাহার একটি তরঙ্গদ্বারা তত্রত্য হেমকমলিনী যদি কম্পিতা হয়, তবে সেই শোভার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য হইতে পারে?॥১॥২॥ দুই পার্শ্ব হইতে দুই সখী তাম্বুলবীটীকা শ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিতেছেন, তাহা শ্রীরাধা বাম হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বদনে প্রদান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীরাধা বদনে অর্পণ করিতেছেন।

ইতি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে নিজ বাম বাহু শ্রীরাধার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা শ্রীরাধার বক্ষোজ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে বামা রাধা, প্রিয়তমের সেই বামবাহু নিজ করে ঠেলিয়া নিক্ষেপ করিলেন; তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল, লাবণ্য-বাপীর পদ্ম, চক্রবাকে আস্বাদন করিতে যাইতেছে, রক্তোৎপল তাহাকে রোধ করিল, অর্থাৎ শ্রীরাধার স্তনরূপ চক্রবাকে শ্রীকৃষ্ণের বাহুরূপ লাবণ্য-বাপীর কররূপ পদ্ম আস্বাদন করিতেছে, শ্রীরাধার কর-রূপ রক্তোৎপলে তাহাকে রোধ করা বড়ই আশ্চর্য্য। এবং অচেতন পদ্মের আস্বাদন কর্ত্তৃত্ব এক আশ্চর্য্য !!! চক্রবাক ও পদ্ম এই উভয়েরই এক সূর্য্য মিত্র, এই কারণ উভয়ের প্রণয় হওয়া উচিত, তাহা না হইয়া পরস্পরে হিংসা হওয়ায় দ্বিতীয় আশ্চর্য্য !!! এবং চক্রবাকের বিপক্ষ চন্দ্রের মিত্র উৎপল চক্রবাকের সাহায্য করায় তৃতীয় আশ্চর্য্য !!! ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

তরুছায়াযুক্ত পথে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাইতেছেন, "পত্রের ছিদ্র দ্বারা মধ্যে মধ্যে যে সূর্য্যকর নিঃসৃত হইতেছে, তাহা স্পর্শ মাত্র শ্রীরাধার বদন স্বেদযুক্ত হইতেছে" তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলিত হৃদয়ে তির্য্যক্ মুকুট দ্বারা ছায়া করিয়া আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল—দিবসে ভূমি-তলে বিদ্যুৎ ও বারিদের উপরি দুই ইন্দু, বিদ্যুদ্বর্ণ ও মেঘবর্ণ ধারণ করিয়া উদয় হইয়াছে: তন্নিমিত্ত ভব্য আলি মণ্ডলের নয়নরূপ ইন্দীবর, সদাই প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে ॥ ৬ ॥

চক্রবাক সকল, তাদৃশ শ্রীরাধাকৃষ্ণে দেখিয়া চন্দ্রোদয়

জ্ঞানে শোকপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ময়ূরগণ, বিদ্যুন্মেঘ জ্ঞানে পরমানন্দের সহিত নাচিতে লাগিল, হংসগণ ও বিদ্যুন্মেঘ জ্ঞানে ত্রাসযুক্ত হইল, এবং চন্দ্র-রশ্মি-পান-কারি-পুংশ্চকোর-গণ, পরমানন্দ লাভ করিল। 'এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী করিয়া যে নিজ বৈষম্য প্রকাশ করিলেন, তাহা সম ও' বিষম স্রষ্ঠা বিধাতার ন্যায় স্বাভাবিক ॥ ৭ ॥

তাহার পরে বৃন্দাদেবী—"হে রসিকযুগল! এই পথে চল" বলিয়া পথ দেখাইয়া দিলে, সেই পরম সুন্দর পথে বিবিধ পরিহাসরঙ্গে মন্দ মন্দ পদ বিক্ষেপ করিতে করিতে বর্ষাহর্ষ নামে বনভাগে উপস্থিত হইলেন। তথায় আকাশে যে বিদ্যুন্মেঘ রহিয়াছে, তাহারা ধরণীতলে রাধাকৃষ্ণ-রূপ বিদ্যুন্মেঘ দেখিয়া "তুল্য হইব বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে সম্ভাবনা ও প্রাপ্ত হয় নাই," তাহা না হইবার কথা, কারণ কোথায় এক সংখ্যা ও কোথায় বা অপরিমিত পরার্দ্ধ সংখ্যা ॥ ৮ ॥ আকাশস্থিত বিদ্যুন্মেঘ ধরণীতলস্থিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণরূপ বিদ্যুন্মেঘের সৌন্দর্য্যে পরাভূত হইয়া ভাবিতে লাগিল,—"আমরা রাধাকৃষ্ণরূপ বিদ্যুন্মেঘের উপরি থাকিবার যোগ্য নহি, কিন্তু কোথায় বা যাইব, ইহাদিগের অঙ্গকান্তির দ্বারা সকল গগণ আচ্ছন্ন হইয়াছে," এই খেদ বশতঃ বুঝিই জলধারা বর্ষণ ছলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাই-তেছে।* শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপরি বিদ্যুন্মেঘ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, এই বিদ্যুন্মেঘ প্রীতি বশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গ্রীষ্ম জন্য তাপ ঘর্ম্ম দূর করিবার জন্য সুবর্ণে মণ্ডিত নীলমণির ছত্র হইল,

* ইহা বর্ষাকালের মেঘের স্বাভাবিক কার্য্যে উৎপ্রেক্ষা।

তাহাতে নিজ সৌভাগ্য বিশেষ আলোচনা করিয়া আনন্দ বশতঃ বর্ষার ছলে বৈবর্ণ্য ও অশ্রু ধারণ করিতেছে; এবং মন্দ্র-ধ্বনি-রূপ * গদ্গদ বাক্যের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণে যেন স্তুতি করিতেছে ॥ ৯-১১ ॥

বন শোভা দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, কদম্ব কাননে যাইয়া বিরাজিত হইলেন। সেই কদম্ব কাননে ক্রমশ উর্দ্ধোর্দ্ধে-স্থিত শ্যামবর্ণ সহস্র সহস্র শাখার উপরি পীতবর্ণ অসংখ্য বিকসিত কুসুম হইতে মকরন্দ বর্ষণ হওয়ায় দেখিলেই বোধ হয় বিদ্যুৎযুক্ত জলধরের শোভাকে জয় করিয়াছে ॥ ১২ ॥ সেই কদম্বাটবীতে যে অতিদীর্ঘ কুট্টিম শ্রেণী (অর্থাৎ সারি সারি বেদী বা ছত্রি) রহিয়াছে, তাহা দেখিবামাত্র সহৃদয়ের হৃদয়ে উদয় হয়—ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের বপ্র; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দকেই যেন সেই কুট্টিম শ্রেণীরূপে কেয়ারি করিয়া কে রাখিয়াছে, যাহার উপরি অনবরত-কদম্ব কুসুমগণ, মধুবর্ষণ দ্বারা সেচন করিয়া থাকে, এবং পরম সুন্দর ভ্রমরগণ বীতনিদ্র হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

এক এক বেদীর দুই প্রান্ত হইতে দুই দুই স্তম্ভ সদৃশ কুসুমিত কদম্ব তরু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের শাখাগণের সম্মীলনে গোপানসী যুক্ত মরকত মণি নির্ম্মিত বলভী শ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হয়। এবং স্বভাবতঃ বিকসিত কুসুম শ্রেণী পুষ্পের প্রালম্ব (বন্ধনমালা) বৎ শোভা পাইতেছে ॥১৪॥

সেই দুই দুই বৃক্ষের শাখায় লম্বিত রক্তবর্ণ পট্ট সূত্রে মুক্তা-গ্রথিত-রজ্জুর দ্বারা বাঁধা, হিন্দোলিকা শ্রেণী অনবরত

* মন্দ্রধ্বনি—মেঘধ্বনি।

মন্দ পবনে আন্দোলিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥ কিঙ্করীগণ কলা প্রকাশিয়া কোমল সুগন্ধি পুষ্পের বৃন্ত উন্মোচন পূর্ব্বক হিন্দোলিকা সমূহের উপরি আস্তরণ করিয়া তদুপরি সূক্ষ্ম কোমল চেল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন। সেই হিন্দোলিকা-গণ, সৌরভ ও সুকুমারতার দ্বারা কৃষ্ণে আকর্ষণ করিতে শক্তি ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ হিন্দোলিকা শ্রেণীর মধ্যে পতাকাযুক্ত একখানি পরমোৎকৃষ্ট হিন্দোলিকা দেখিয়া শ্যামধামা, শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করিলেন, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল—শোভা দেবী কর্ত্তৃক সেব্যমানা হিন্দো-লিকার উপরি মূর্ত্তিমান্ আনন্দ যেন অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, হর্ষ বর্ষায় সম্যক প্রকারে আর্দ্র হইবার জন্য অর্থাৎ ভিজিবার জন্য হস্তাবলম্বন কারিণী কান্তাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক হিন্দোলিকার উপরি উঠাইয়া আপনার অভিমুখে উপবেশন করাইলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন মূর্ত্তা-নন্দের সম্মুখে বিনিদ্র প্রেমের বাপী উপবেশন করিলেন ॥ ১৮॥

আলী সমূহ, গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরত্রিক দ্বারা রসিকযুগলের বদন যুগল নির্ম্মঞ্ছন করিয়া আরোহন সময়ে বিপর্য্যস্ত হার উষ্ণীষ প্রভৃতি সুস্থির করিয়া মাল্য তাম্বুল ও চন্দনাদির চর্চ্চার দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

পরে হিন্দোলিকার দুই দিকে দুই প্রাণসখী কাঞ্চীসহ সাটির অঞ্চল বাঁধিয়া দোলাইবার জন্য দাঁড়াইলেন। তাঁহারা কুব্জীভূত হইয়া দোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে পদযুগ বিবৃত করিয়া দোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এবং অন্য অন্যতর দুই প্রাণসখী করকমলে পুণ্য তাম্বুল বিটীকা ধারণ

পূর্ব্বক দুই দিকে থাকিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা বেগাবসানে অবকাশ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বদনে তাম্বুল বীটিকা প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং অন্য সাধুশীলা মান্য সখীগণ, হিন্দোলন উৎসবে আনন্দিত হইয়া হস্তযুগল দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপরি প্রসস্ত রাগযুক্ত পরাগ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাদের নয়ন অতুল হর্ষলাভ করিতে লাগিল। গগনমণ্ডলে দেবীগণ, তাদৃশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলন লীলা দেখিয়া নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ দেবীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন "অহো !!! অদ্য আমাদের কি সৌভাগ্য উদয় হইল, তাহার ফলে শ্রীরাধামাধবের অপরূপ হিন্দোলন লীলা দেখিতেছি," তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ সহ বিহারে অভিলাস সত্বেও গোপীদেহ অপ্রাপ্তি বশতঃ সে আশা সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শনে সকল আধি দূরে যাইল, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াও দিব্য কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২৩ ॥ যৎকালে দেবীগণ, পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন, সেই সময় গগনস্থ মেঘ ও পরমানন্দযুক্ত হইয়া যে জলকণা বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা পুষ্পের সহিত মিলিত হইয়া মকরন্দত্ব প্রাপ্ত হইল, পরে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের অঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহাদের মুক্তা ভূষণের সহিত মিত্রতালাভ করিল—অর্থাৎ সেই জলবিন্দু ব্রজরামাদিগের মুক্তাভূষণের নিকটে মুক্তাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

হিন্দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণ অবলোকন করিয়া সখীগণ বীণাদি যন্ত্র ব্যতীত কেবল মুখে যে সুমধুর গান করিতে লাগি-

লেন, সেই গান সুরলোক অবধি আচ্ছাদন করিল, এবং গান কালে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের যে জৃম্ভা প্রকাশ হইতেছে, তাহা হইতে শ্রীমুখের অসামান্য সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে, তাহা দ্বারা অলিকুল আকুল হইয়া শ্রীমুখের নিকট গুঞ্জন করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইল—অলিকুল যেন শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীমুখের স্তুতি করিতেছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা বিহার জন্য আনন্দচন্দ্র ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, ইঁহাদের হার, তাড়ঙ্ক ও মাল্য নাচিতে লাগিল, এবং কিঙ্কিনী নূপুর প্রভৃতি নৃত্যোপযোগী বাদ্য করিতে লাগিল, এবং ইঁহাদের বদনের তাৎকালিক মৃদু হাস্য সভ্য হইল ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

এই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেমন হিন্দোলার উপরি দুলিতেছেন, এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাৎকালিক প্রোচ্ছলিত কান্তি সিন্ধুর তরঙ্গবৃন্দরূপ অমন্দ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের নয়ন কমল দুলিতে লাগিল, যাহার শ্রীসমূহ দ্বারা সখীগণ আঢ্যতা লাভ করিলেন—অর্থাৎ দোলন সময়ে পরস্পরের কান্তি দর্শন জাত আনন্দ বশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিশয় শোভা দেখিয়া সখীগণ অসীম আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২৭ ॥

যেরূপ উভয়ের কান্তি সিন্ধুর তরঙ্গরূপ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের নয়ন, পরস্পর দোলাইতে লাগিলেন, এইরূপ লীলার প্রতিকূল কাম উভয়ের মনকেও পুনঃ পুনঃ দোলাইয়াও হিন্দোলন লীলার কিছু মাত্র অন্তরায় করিতে পারে নাই, লীলা শক্তির অনির্ব্বচনীয় কোন ওজস্বী প্রভাব তাহার হেতু ॥ ২৮ ॥

যে তরু শাখা যুগলে দোলারজ্জু বাঁধা আছে, তাহারাই দোলা বেগে চপল হইয়া শাখাগ্রবর্ত্তি কুসুম সম্বলিত পত্র-শ্রেণী রূপ সুগন্ধি-ব্যজন দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

সেই সেই শাখাস্থিত পত্রের মধ্যে মধ্যে বহুশিল্প দ্বারা গ্রথিত মাল্যখণ্ড হিন্দোলিকার সহিত দুলিতেছে, ভৃঙ্গগণ তাহা ধরিবার জন্য প্রযত্নবান হইয়াও ধরিতে পারিতেছেনা কেবল চঞ্চল মাল্য খণ্ডের সহিত গুঞ্জন করিতে করিতে ভ্রমন করিতেছে, তাহাতে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দোলা অধিক বেগে দোলাইতে অভিলাষ করিয়া পদযুগল দ্বারা দোলা আক্রমণ করিয়া নিজ অবনতি ও উন্নতি দ্বারা দোলাদোলন কৌশল দেখাইয়া সখীদিগকে প্রেমানন্দে তুন্দিল করিলেন ॥ ৩১ ॥

পরে হিন্দোলার বেগ পর্য্যায় ক্রমে দুই দিকে যাইতে লাগিল, বেগের দুই অন্ত প্রাপ্ত হইয়া উপর্য্যধঃস্থিত ক্রীড়াপর যুবক যুবতীর শোভা বড়ই কৌতুক উৎপাদন করিল, অর্থাৎ হিন্দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের অভিমুখে পরস্পর, অর্থাৎ (সামনা সামনি.) বসিয়াছেন, দোলার বেগ পর্য্যায় ক্রমে দুই দিকে যাওযায় যে বার শ্রীরাধা, যে দিকে বসিয়া-ছেন সেই দিকে দোলা ঊর্দ্ধগত হইলে শ্রীরাধার নিচে শ্রীকৃষ্ণ থাকিতেছেন। এবং যে বার শ্রীকৃষ্ণ যে দিকে বসিয়া আছেন, সেই দিকে দোলা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের নিচে থাকিতেছেন, এইরূপ পুনঃ পুনঃ দোলাবেগে দোলা একদিকে ঊর্দ্ধ ও এক নিচ হওয়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও পুনঃ পুনঃ একবার এক

জনের নিচে ও অন্য বার ঊর্দ্ধে হইতেছেন, তাহা দেখিয়া কোন রহস্য-লীলা বিশেষ মনে হওয়ায় সখীদিগের মহা কৌতুক হইতে লাগিল তাঁহারা ঈষৎ হসিত বদন বসনে অর্দ্ধাচ্ছাদন করিয়া তর্জ্জনী দ্বারা পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ যেইবার শ্রীকৃষ্ণ নিচে থাকিতেছেন, সেই বার শ্রীরাধার হার শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃস্পর্শ করিয়া একদিকে নাচিতে লাগিল, এবং যে বার শ্রীরাধা নিচে থাকিতেছেন, সেই বার অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তীমালা শ্রীরাধার কঞ্চুক স্পর্শ করিয়া নাচিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সখীগণ অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মরকত মুকুর সদৃশ অঙ্গে শ্রীরাধা নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে পাইলেন না, এইরূপ হেম দর্পণ সদৃশ শ্রীরাধাতনুতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন না, তন্নিমিত্ত উভয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে দুঃখ বশতঃ উভয়ে যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তৎকালে উভয়ের দর্পণ সদৃশ অঙ্গ মলিন হওয়ায় উভয়ে আর নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না, উভয়কেই উভয় দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

এই প্রকার লীলাবারিধি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অধিক দোলাবেগ বৃদ্ধি করিয়া কৌতুকের সহিত স্বয়ং দোলা দোলাইতে লাগিলেন, তাহাতে দোলা অত্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় শ্রীরাধার পৃষ্ঠে অতি উত্তুঙ্গ কদম্ব শাখার পত্র স্পর্শ হওয়ায় পতিত হইব বলিয়া শ্রীরাধা ভীত হইলেন। তাহা

দেখিয়া শ্রীরাধা ও সখীগণ ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ! আর দোলাইও না, হে কৃষ্ণ! আর দোলাইও না, শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়াও নিবৃত্তি হওয়ার কথা দূরে থাকুক প্রত্যুত হাঁসিয়া হাঁসিয়া দোলাবেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥৩৬॥ তাহাতে বৈয়গ্র বশতঃ শ্রীরাধার বেণীর বন্ধন খুলিয়া গেল, মস্তকে অবগুণ্ঠন থাকিল না, এবং ভূষণ সকল ব্যস্ত হইয়া গেল, এবং পবনে অন্তরীণ বসন উত্তলোন করিবে বলিয়া শ্রীরাধা পদযুগল দ্বারা যে শাটী আক্রমন করিয়াছিলেন, তাহাও পদদ্বারা আর আক্রমণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, হায়! হায়!! শ্রীরাধার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধিকার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছেন, এবং দোলাবেগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে অধিকাধিকরূপে বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে শ্রীরাধা বিত্রস্ত নয়না হইয়া নিজাসন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও দুই বাহুদ্বারা ভীতা শ্রীরাধাকে গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ যে দুই হস্তে দোলারজ্জু ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকে বাহু যুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কেবল মাত্র পদাবলম্বনে তাদৃশ বেগবতী দোলার উপরি নিজ কান্তাকে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ পূর্ব্বক দুলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ চম্পক ইন্দীবর সদৃশ এই যুবক যুবতীর (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) মূর্ত্তি নিবিড় সংযোগ বশতঃ একীভূত হইল, এবং সম্মর্দ্দ নিবন্ধন এই দুই মূর্ত্তি হইতে চম্পক ও ইন্দীবর কুসুম সদৃশ সৌরভ নিঃসৃত হইয়া স্বর্গের পারে বৈকুণ্ঠস্থিত পদ্মাদির নাসা অবধি ব্যাপিল ॥ ৪০ ॥

তাহার পরে অবলম্বন বিনা দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিয়া সখীগণ আসিয়া দোলা ধারণ করিলে বেগ শান্তি হইল, শ্রীরাধা অমনি দোলা হইতে অবরোহণ করিয়া সখীগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে যে প্রকার বিড়ম্বনা করিয়াছেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪১ ॥

পরে অষ্ট সখীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা শ্রীললিতাকে শ্রীরাধা কৌশল ক্রমে দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আরোহণ করাইয়া স্বয়ং দোলাইতে লাগিলেন, ও প্রেমের সহিত গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দোলার উপরি শ্রীরাধার যে অবস্থা করিয়াছিলেন, ললিতাকেও তাহাই করিলেন ॥ ৪২ ॥

এই প্রকার বিশাখা প্রভৃতিকে দোলান্দোলন জন্য অবস্থা প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোলা হইতে অবতারণ করিলেন। পূর্ব্বে যে হিন্দোলা শ্রেণীর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার এক এক হিন্দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই সুন্দরীকে বল পূর্ব্বক ভূমি হইতে নিজ ভুজযুগল দ্বারা উত্তোলন করিয়া আরোপণ করিলেন, এবং একাকী অসংখ্য হিন্দোলা দোলাইতে দোলাইতে তদুপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যদি কেহ কহেন বহু প্রয়াস সাধ্য সেই কার্য্যে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রবৃত্তি হইল? তাহার উত্তর প্রেমসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের কি অকরণীয় আছে ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, প্রত্যেক হিন্দোলিকার উপরিস্থিত গোপীযুগলের মধ্যে আমিও থাকিব, তাহা তাঁহার সিদ্ধি হইয়াছিল, কারণ হিন্দোলিকার উপরিস্থিত প্রত্যেক গোপী দেখিতে লাগিলেন, শ্রীমধুসূদন আমাদের বদন কমল পান করিতেছেন,

ইহা গোকুলেন্দ্র নন্দনের সম্বন্ধে কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কারণ তাহার ইচ্ছা শক্তির কিছুই অশক্য নাই।

তথায় একখানি হিন্দোলনাজ অর্থাৎ কমলাকৃতি হিন্দোলা আছে, তাহা শ্রীবৃন্দাদেবী দেখাইয়া দিবা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ, প্রেয়সীগণের সহিত তদুপরি আরোহণ করিলেন। হিন্দোলনাজের কর্ণিকায় পূর্ব্ববৎ বৃন্তহীন কুসুমের উপরি দিব্য বস্ত্র আস্তরণ ও ফুলের উপাধান আছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণিকার উপরি শ্রীরাধার স্কন্ধে বামবাহু অর্পণ পূর্ব্বক বিরাজিত হইলেন; এবং অষ্টদলে ললিতাদি প্রধানা অষ্ট সখী উপবেশন করিলেন; তদ্বাহ্যে ষোড়শদলে আর ষোড়শ সখী উপবেশন করিলেন।

হিন্দোলনাজে সখীসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণে বিরাজিত দেখিয়া পরমানন্দে বৃন্দাদেবী খর্জ্জুর, জম্বু, দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ ফল আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে রক্ষা করিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহা ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা সখীগণ ভোজন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ইঁহারা খর্জ্জুরাদি ফল ভোজন করিবার পূর্ব্বেই হিন্দোলনাজে উপবেশন করিয়াই অমৃত-গর্ব্ব-হারি পানক (সরবৎ) প্রভৃতি পান করিয়াছিলেন। ভোজনাবসানে স্বর্ণকান্তি তাম্বুলবীটি পরস্পর প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সখীবৃন্দ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরকে তাম্বুলবীটি প্রদান করিলেন।

হিন্দোলনাজ দোলাইবার জন্য নান্দীমুখী ও বৃন্দা দুই দিকে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ দোলাইতে দোলাইতে পরমানন্দ লাভ

করিতে লাগিলেন। দাসীগণের তদ্দর্শনে বদনে উল্লাসের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল, তাঁহারা পরমানন্দে নানাবিধ গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, দোলান্দোলন লীলা দ্বারা সকল সখীকে জয়পূর্ব্বক্ আশ্লেষ চুম্ব প্রভৃতি রত্ন প্রাপ্ত হইলেন।

পরে দোলা হইতে অবতারণ পূর্ব্বক কান্তামণ্ডলের সহিত কানন হইতে কাননে ভ্রমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭-৪৯ ॥ বন ভ্রমন সময়ে বর্ষাজাত যুথী কুসুম কোরক দেখিয়া মনে হইল—"শ্রীরাধার শ্রীমুখে যে মৃদু হাঁসি উত্থিত হইয়া অবহিত্থা বশতঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়, সেই শোভা এই যুথী কোরক সমূহ আমার মনে উদয় করিয়া দিতেছে" এইরূপ চিন্তা করিয়া যুথী কুসুম চয়ন করিয়া তাহাদ্বারা মালা গাঁথিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যুথী কুসুম কোরকের মালার ছলে শ্রীরাধার মৃদু হাঁসি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন ॥ ৫০ ॥

গগণের নবজলধর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, এবং মেঘ সঙ্গে যে সকল বিদ্যুৎ শ্রেণী খেলিতেছে, তাহারা শ্রীগোপীকাদিগের অঙ্গ কান্তি, ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ যে বর্ষা কীট ভূমিতলে রহিয়াছে, তাহারাও শ্রীগোপীদিগের শ্রীচরণের অলক্তক রূপে প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণমেঘ অতুল ঘনরস সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাদ্বারা সুমনস (মালতী) ও লতাগণ অত্যুৎ-ফুল্লা ও পর্ব্ববতী হইল। এবং তৎসস্থালি (অর্থাৎ তত্তৎ-বৃক্ষের ফলশ্রেণীও অসম সুষমাযুক্তা হইয়া বহুকাল স্থায়ি সুখানুভব করিতে লাগিল; অহো! যে ঘন রস বর্ষণে বর্ষাহর্ষ

বনও হর্ষ বর্ষায় ডুবিয়া গেল। (শ্লেষার্থে) শ্রীকৃষ্ণরূপ ঘন যখন অতুল ঘন রস (শৃঙ্গার রস) সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রসক্ত সখীগণ সুমনা, অর্থাৎ অনুরাগিনী এবং অত্যুৎফুল্লা ও পর্ব্ববতী (উৎসববতী) হইয়া দীর্ঘকাল সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাহাতে হর্ষাবর্ষ বনও হর্ষাবর্ষে মগ্ন হইল ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে হিন্দোলনলীলা সুখাস্বাদনোনাম একাদশসর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

দ্বাদশসর্গঃ।

বনভ্রমন ও কল্পতরুতল বর্ত্তিনী লীলা।

এইরূপে বর্ষা হর্ষ বন বিভাগ দর্শন করিতে করিতে অনুরাগ নৃপতির প্রধান সেনাপতিযুগল (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) মনোভবরূপ মাতঙ্গ অগ্রে করিয়া শিলিমুখ-ভটগণে বেষ্টিত হইয়া শরৎসুখদ নামক কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় অপূর্ব্ব শারদীয় শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক শ্রীব্রজযুবরাজ নিজ প্রিয়তমাকে কহিলেন—হে মদিরনয়নে! * হে শ্রীরাধে! এই অভিনব সরোবর বিলোকন কর; ইহাতে অপরূপ একটি হেম কমল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখ; এই হেম কমলে চঞ্চল ভৃঙ্গ বেষ্টন করিয়াছে, এবং ইহার উপরি নট খঞ্জনযুগল নৃত্য করিতেছে, হে রাধে! এই সরোবর দেখিয়া তোমার মুখ দেখিবার দর্পণ বলিয়া ইহাকে আমার ভ্রম হইতেছে, কারণ হে সুমুখি! তুমি যখন মুকুরে মুখ দর্শন কর, তখন তোমার চঞ্চল অলকাবলিরূপ ভৃঙ্গ বেষ্টিত ও নয়নরূপ নট খঞ্জনযুক্ত মুখরূপ হেম কমলের প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়॥ ১ ॥ ২ ॥ আর দেখ—বর্ষাকালে সরোবর সকলে যে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, এখন শরৎকালে মেঘ সকল তাহাই ধারণ করিয়াছে,

---

* হে মদিরনয়নে—মত্ত খঞ্জন নয়নে।

এবং নিজ স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ ও জলাশয়দিগকে মেঘগণ দিয়াছে। হে সখি! ইহারা কি পরস্পর মিত্রতা করিয়াছে? ॥ ৩॥

হে রাধে! বলাহকগণ বিষ্ণুপদে (আকাশে) লয় বাসনা করিয়া আতপে জল শোষণ মৃত্তিকা বিদারণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা অতুল তপস্বিনী সরসীকূলে শ্রাবণ মাসে জলরূপ স্বীয় সর্ব্বস্ব অর্পণপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করিয়া অবদাতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণুপদে লয় হইতে অভিলাষ করে, তাহারা (তপস্বি বা তপস্বিনীগণে) প্রায় সর্ব্বস্ব দান করিয়া পরিচর্য্যা দ্বারা যেরূপ অবদাত (শুদ্ধ) হয়, এইরূপ মেঘগণ তপস্বিনী সরসীকূলে সর্ব্বস্ব অর্পণ পূর্ব্বক পরিচর্য্যা করিয়া অবদাত (শুভ্র) হইয়াছে ॥ ৪ ॥

হে রাধে! সর্ব্বতো দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সুমনো (মালতী) সমূহে অনুরাগি অলিগণ, সুমনোসমূহে (অন্যপুষ্প সমূহে) রঞ্জিত হইতেছে না, তাহা দেখিয়া হে সখি! তোমার সুমনঃ অতনুকাতর হইতেছে কি? তাহা সত্য বলিতে হইবে, অর্থাৎ ভৃঙ্গগণের এক মালতীকুসুমে আশক্তি বশতঃ অন্য কুসুমসমূহ ত্যাগরূপ বিসদৃশ কার্য্য দেখিয়া তোমার মন অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছে কি? (শ্লেষার্থ) তাদৃশ মালতী প্রভৃতি দর্শনরূপ উদ্দীপন বশতঃ তোমার মন কন্দর্পকাতর হইতেছে কি? তাহা সত্য বল।

শ্রীকৃষ্ণ মুখে এই শ্লিষ্ট পরিহাসময় বাক্য শ্রবণ করিয়া শরদোজ্জ্বল কান্তি প্রমদামণি শ্রীরাধার মুখে মৃদু স্মিত উদয় হইল, এবং ঈষৎ ভ্রূয় তারযুক্ত সরস নয়নের অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল, তাহা উচ্ছলিত দৃষ্টিদ্বারা মাধব পান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী অতিসুন্দর একটি কমল আনিয়া ঔৎসুক্য সহকারে উপহার দিলে শ্রীকৃষ্ণ কর নলিন দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরাধার শ্রীমুখে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কমল চুম্বন করিয়া কহিলেন;—হে কমল! অতুল সৌরভে ক্ষিতিতলে সকলকেই তুমি জয় করিয়াছ।

ইহা বলিয়া কমলের স্তব করিলে শ্রীরাধা কিঞ্চিৎ কুপিতা হইলেন,তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অন্য কারণ উদ্ভাবন করিয়া কহিলেন—হে সখি! হে রাধে! আমি কমলের স্তুতি করিলাম, তাহাতে তোমার কুটিলভ্রূযুক্ত বদন ঈষৎ অরুণ কেন হইল? হে চটুলাঙ্গি! আমি তাহার হেতু জানিতে পারিলাম,আমি তোমার বদনের স্তুতি না করিয়া কমলের স্তুতি করায় নিজ গৌরব চ্যুতি নিমিত্তই তোমার বদন ক্রোধে অরুণ হইয়াছে॥ ৫ ॥৮॥ যাহা হউক এখন আমি তোমার বদন ও এই কমল ক্রমে আঘ্রাণ করিয়া যাহাকে মধুর সৌরভে অধিক বুঝিব, বেণুর দ্বারা তাহার যশঃই উচ্চৈঃস্বরে গান করিব॥ ৯ ॥

ইহা বলিয়াই রসিকেন্দ্র, অলক্ষিত ভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধা বদন চুম্বন করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—হে সখি! শ্রীরাধে! তোমার বদনই অতুলপরিমলশালী। হে সুবদনে! তুমি আমার প্রতি বৃথা কোপ কর নাই॥ ১০ ॥

তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ মনে ভাবিলেন, "আমি যে কমলের স্তুতি করিয়া শ্রীরাধিকার কোপ উৎপাদন করিয়াছি এক্ষণে তাহারই নিন্দা করিয়া মানিনীকে প্রসন্ন করি" ইহা স্থির করিয়া কমলকে কহিলেন—অরে কমল! তোর ধিক্। অরে মূঢ়! তুই কেন বৃথা পরিফুল্ল হইয়া রহিয়াছিস্? তোকে যে

জয় করিয়াছে, সেই বনিতার মুখ সন্নিধানে প্রফুল্ল অবস্থায় থাকিতে কি লজ্জা হইল না? অথবা নিজ পঙ্কজত্ব ও জলজত্বের সদৃশ চেষ্টা করিতেছিস্, অর্থাৎ জলজত্ব (জড়জত্ব) অর্থাৎ জড়জাত নিবন্ধন তুই জড়, যেহেতু এখনও প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছিস্॥ ১১॥ হে রাধে! কমল প্রভৃতি কুসুম হইতে তোমার মুখের সৌরভ অধিক, তদ্বিষয়ে এই বায়ুই প্রমাণ; এই বায়ু তরুলতাদিগকে প্রতিক্ষণ ঔৎসবের সহিত নৃত্য শিক্ষা দিয়া থাকে, তরুলতাগণ, মকরন্দরূপ দক্ষিণা প্রদান করিলেও তাহাতে প্রসন্ন না হইয়া তোমার বদনাম্বুজের অঞ্চলতটী (ঘোমটা) নাচাইয়া তাহার অতুল পরিমল লাভ করিয়া "আমি অদ্য পরম ধন্য হইলাম" ইহা কি মানিতেছে না?॥ ১২॥ ১৩॥

এই কথা শুনিয়া ললিতা কহিলেন—হে নাগর! তুমি যাহার গন্ধ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইলে, এখন কি কারণে সেই মুখকমলের মকরন্দ আস্বাদন পরিত্যাগ করিলে? এই আশঙ্কা সম্প্রতি আমাকে কবলিত করিল?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে সখি! ললিতে! তুমি বিষণ্ণা হইও না, শ্রীরাধার মুখ-সরোবরের যে মাধুরীরূপ নদীগণ, অনবরত দশদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা হইতে পাঁচ বা ছয় বিন্দু একবার মাত্র নিপানে তাহার কি দরিদ্রতা হয়? ইহা বলিয়া বামবাহুরূপ ভুজগপাশ বেষ্টন দ্বারা বলপূর্ব্বক শ্রীরাধাতনু আবৃত করিয়া অধরামৃত পান করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালে রসিকযুগলের বদনযুগলের দ্যুতি সখীকুলে পরিতুষ্ট করিল॥ ১৪-১৬॥

শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে অনুরাগিণীগণ সহ প্রতি পথে, প্রতি কুঞ্জে, প্রতি সরোবরে, প্রতি নদী, ও প্রতি পর্ব্বতে বিচরণ করিতে করিতে নিখিল অটবী মুকুট স্বরূপ যমুনাপরিধি—শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। তথায় কলহংস চক্রবাকগণ কলাস্পদ কলহ করিতেছে, অর্থাৎ তাহাদের কলহ বিবিধ বৈদগ্ধীর আলয়, (শ্লেষার্থে) যে স্থান কলহংসগণের কলহস্থ হইয়াও কলাস্পদ, অর্থাৎ মধুর শব্দের নিকেতন, এবং যে কলহ, কর্ণরূপ কৈরব সমূহের কুতুহল বিধান করিয়া থাকে, তাদৃশ কলাস্পদ অর্থাৎ কলা—প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে সমুদিত চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ তাহার আস্পদ, অর্থাৎ চন্দ্র সদৃশ, চন্দ্র যেমন জগন্মণ্ডলের তমোরাশি ধ্বংস করেন, এইরূপ শ্রীবৃন্দাবনও জগন্মণ্ডলের তমোরাশি বিধ্বংস করিতেছেন, এবং যথায় পরস্পর অগ্রভাগ দ্বারা বেষ্টন করায় যাহাদের অগ্রভাগ সমরূপে অবস্থিত, এবং যাহারা রসপূর্ণ ফল ধরিয়া রহিয়াছে, তাদৃশ বৃক্ষগণ বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ যে বৃন্দাবনে স্ফটিকমণি, ইন্দ্রনীলমণি কুরুবিন্দ (মুগানামে ব্রজে প্রসিদ্ধ) এবং স্বর্ণদ্বারা বাঁধা তপন তনয়ার তীর্থ মণ্ডলী (বাঁধাঘাট) জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া দুই ঘাট বলিয়া দর্শকদিগকে ভ্রমযুক্ত করায়, অর্থাৎ দর্শকগণ বাঁধা ঘাটের প্রতিবিম্ব জল মধ্যে দেখিয়া জল মধ্যেও ঘাট বাঁধা আছে, বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ সেই বাঁধা ঘাটের উপরি অমন্দ রুচি কুঞ্জ পুঞ্জযুক্ত কুসুমাটবী (ফুলের বাগিচা) রহিয়াছে, যথায় অলিগণ মধুরে গান করিতেছে, এবং জনরঞ্জনকারি খঞ্জনগণ অনেক প্রকার মনোহর নৃত্য করিতেছে ॥ ২০ ॥ যথায় বকুল প্রভৃতি তরুগণ

নবমল্লিকা প্রভৃতি লতাগণের সহিত মিলিত হওয়ায় গৃহাশ্রমী-বৎ লক্ষিত হইতেছে, অর্থাৎ গৃহাশ্রমীগণ যেমন সস্ত্রীক অতিথি সৎকারাদি নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, এইরূপ আশ্রয় ও ফল, পুষ্পদান করিয়া বৃন্দাবনের তরুলতাগণ অভ্যাগত অতিথির সম্মান করিতেছে। কুন্দ, কেঁতকী, করবীর, কেশর, কদম্ব, চম্পক প্রভৃতি তরুগণ, অতিমুক্ত, জাতি, গিরিমল্লিকা ও কণকযুথী প্রভৃতি লতারূপ বধুগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছে, এবং পণশ, আম্র, নারিকেল; গুবাক্, গোস্তনী, কদলী, করঞ্জ, করক, ইক্ষু, কোলি, ধব, নিম্ব, পিপ্পল, বট, অক্ষ, কিংশুক প্রভৃতি তরু-গৃহীগণ লতাগৃহিণী সহ সম্মীলিত হইয়া গার্হস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

এখানে কুঞ্জ রচনার রীতি দেখ—চারিদিকে একরূপ চারিটী বৃক্ষ; তাহাদের মধ্যে এক এক বৃক্ষ পার্শ্বদ্বয়ে লতাদ্বয় দ্বারা বেষ্টিত, এবং পরস্পর উপর্য্যুপরি শাখায় শাখায় গ্রথিত হওয়ায় পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে কুঞ্জ বলিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ বিশাল শাখাযুক্ত এই কুঞ্জসমুহ, পুষ্প, পল্লব, দল ও স্তবক ধারণ পূর্ব্বক বলভী, শিখা শিখর ভিত্তি তোরণ প্রতিহার-যুক্ত মণিমন্দিরবৎ বিরাজিত হইতেছে, এই কুঞ্জ সমুহের মধ্যে কোন স্থানে কোন কুঞ্জ চতুস্কোণ, কোন স্থানে অষ্ট কোন, কোন স্থানে বলয়াকৃতি, হইয়া আমাদের অতনু-কেলির নিমিত্ত মনো ও নয়ন আনন্দিত করিয়া উৎকৃষ্টরূপে বিরাজিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

হে রাধে! বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই শুক শারিকা, চটক, কেকী, কোকিল, ভ্রমর, চাষপক্ষী, তিত্তিরী, কলিঙ্গ, (ফিঙ্গা) চাতক,

পারাবত, চকোর, চরণায়ুধ প্রভৃতি পক্ষীগণ ধ্বনি করিতেছে, এবং রুরু, শল্লকী, মহিষ এবং সমূরু, সৃমর, চমূরু, কপিলা, শশ, প্রভৃতি পশুগণ অতি সৌহৃদের সহিত পরস্পর অবলেহন পূর্ব্বক সময় যাপন করিয়া থাকে, এবং মলয় বায়ু ভুজঙ্গের বদনস্থ বিষ বহ্নিতে নিজ তনু হবন করিয়া প্রাপ্ত-তপঃ সম্পত্তি প্রভাবে স্বর্গস্থ নন্দনবনের কুসুম স্পর্শ, ও অমরাঙ্গনাগণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া যে অপবিত্রতা সঞ্চয় করিয়াছিল, অর্থাৎ পরস্ব ও পরবনিতাঙ্গ স্পর্শে পাপ বশতঃ যে অপবিত্রতা লাভ করিয়াছিল, তাহা সুরদীর্ঘিকার সলিলাবগাহনে বিদূরিত করিয়া পরম পবিত্র হইয়া কৈলাসে গমন করে, তথায় শ্রীগিরিজা-সরোবরে স্নান করিয়া তত্রত্য কমল রেণুদ্বারা রুষিত (চর্চ্চিত) হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল, তথায় লক্ষ্মীকান্তের কেলি-পাদপ-প্রচয়ের প্রসূন মকরন্দ লাভ করিয়া আনন্দিত হইল, তাহার পরে ভূরি পুণ্য ফলে ব্রজভূমি আগমন করিয়া ব্রজবাস প্রভাবে সুরলোক শিবলোক ও বৈকুণ্ঠলোক বাস বাসনা বিদূরিত হইলে কোন অনির্ব্বচনীয় চমৎকৃতি লাভ করিয়া এখন এখানে সর্ব্বদা বাস করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শরৎ সুখদ বৃন্দাবনের শোভা বর্ণন করিতে করিতে গমন করিতেছেন, শ্রীরাধা, সম্মুখে মনো নয়ন হারি কোন মৃগ বা পক্ষী দেখিলে মধ্যে মধ্যে তর্জ্জনী উন্নমন পূর্ব্বক তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পথে যাইতে যাইতে পরম সুন্দর কুসুম অবলোকন পূর্ব্বক তাহা চয়ন করিয়া সূক্ষ্ম লতারূপ সূত্রদ্বারা হার, কটক, অঙ্গদ প্রভৃতি স্বকরে নির্ম্মাণ করিয়া

পরস্পরকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-৩২ ॥ যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ কুসুম নির্ম্মিত অলঙ্কার নিজ প্রেয়সী—শ্রীরাধিকাকে পরিধাপন করাইতেছেন, শ্রীরাধা, ধৃষ্ট কৃষ্ণ, পাছে আমার স্তন স্পর্শ করেন, ভাবিয়া সঙ্কুচিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে প্রিয়ে! আমি তোমাকে কুসুমের ভূষণ পরিধাপন করাইতেছি, তাহাতে তুমি কেন নিজ কুচযুগলে আমি স্পর্শ করিব বলিয়া সঙ্কুচিত হইতেছ? হে সখি! শ্রীরাধে! এই দেখ! আমি তোমার কুচস্পর্শ করিলাম, তাহাতে আমার কোন কম্পাদি বিকার হইল না, তাহা না হইবার কথা হে সুন্দরি! গোপাল তাপণী প্রভৃতি শ্রুতি কর্ত্তৃক আমার বরবর্ণীতা বর্ণিতা হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা হাঁসিতে হাঁসিতে কুন্দলতাকে কহিলেন—হে সখি! কুন্দবল্লি! তুমি সত্য করিয়া বল—তোমার দেবর বরবর্ণী কি না? হে সখি! ভাতৃজায়া যেমন নিজ দেবরের চরিত জানে, এইরূপ কি অপরে জানিতে পারে? ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

কুন্দলতা কহিলেন—হে সখি! রাধিকে! তুমি স্বয়ং বরবর্ণিনী, এই জন্য আমার দেবরের বরবর্ণিতা যত্ন সহকারে অন্বেষণ করিতেছ, হে সখি! তাহাতে তোমার দুইটী মাত্র আশয় প্রকাশিত হইতেছে, এক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত সঙ্গমে নিঃশঙ্কত্ব, এবং নিজের সতীত্ব প্রসিদ্ধি, অর্থাৎ তুমি যেমন স্বয়ং বরবর্ণিনী সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বরবর্ণিতা সিদ্ধ হইলে যথা তথা, যখন তখন, শ্রীকৃষ্ণ সহ মিলিত হইতে তোমার কোন ভয় থাকিবে না, এবং লোকেও তোমাকে পরম সতী বলিবে, ইহাই তোমার আশয় ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—সখি! রাধে! এই জগতে তাপনী-শ্রুতিকে এবং রুদ্র উপাসক অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসা মুনিকে কে না জানে? কিছু দিন পরে আমার বর্ণিতা (ব্রহ্মচারিত্ব) প্রতি-গৃহে তাপণী শ্রুতি ও দুর্ব্বাসা বলিবেন—অতএব হে বরবর্ণিনি! আমার সহিত ক্ষণকাল নির্জ্জনে চল ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের রহস্য ধ্বনিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন কথা না কহিয়া ললিতাকে কহিলেন—সখি! ললিতে! বিধাতা, চপলতা ও নির্লজ্জতার সারভাগ গ্রহণ করিয়া তদ্দারা নিশ্চয় পুরুষ জাতি নির্ম্মান করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ প্রতিলতায় ভ্রমনকারি এই ভ্রমরগণ; অর্থাৎ এই ভ্রমরগণ সৌরভশালিনী ফুল্ললতার মধুপান করিতেছে বটে কিন্তু স্থির হইয়া একত্রে ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না, অতএব সর্ব্ব সমক্ষে স্ত্রীজাতির নিকট নিজ নির্লজ্জতা অভিব্যক্ত করা পুরুষ জাতি মাত্রেরই স্বভাব।

এই বাক্য শ্রবণকরিয়া শ্রীকৃষ্ণ,সম্মুখস্থ যে একটী স্বর্ণ যুথী তামালে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—রাধে! তুমি পুরুষ জাতি মাত্রের নির্লজ্জতা দেখাইবার জন্য ভ্রমরে দেখাইলে, এখন একবার হেম যুথীকে দেখ, এই হেম যুথী কি কার্য্য করিতেছে,—অর্থাৎ এ যে সর্ব্ব সমক্ষে তরুণ তমালে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাতে ইহার কি লজ্জাশীলতার হানি হয় নাই? ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা অঞ্চলের দ্বারা নব হেম যুথীকাকে আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ এই প্রকার বাগ্বিলাস করিতে করিতে কৌতুক

সুধাতরঙ্গিনীর রসে মন মগ্ন করাইয়া শ্রীবৃন্দাবন মধ্যবর্ত্তিনী কনকস্থলীতে উপস্থিত হইলেন, রসভরে চলিবার সময় দুই জনের কটিতটে কিঙ্কিণী বাজিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ যে কনকস্থলির মধ্যে সূর্য্য বিদ্যুৎ ও চন্দ্রদ্যুতি বিনিন্দিত রত্ন কুট্টিমে মণিযোগ পীঠ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার উপরি পদ্মরাগমণি নির্ম্মিত অষ্টদল পদ্ম দেদীপ্যমান হইতেছে ॥ ৪০ ॥ যে পদ্ম, অনুরাগি ভক্তগণের মনে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, তাঁহারাও উৎসবের সহিত নিজ মনোমধ্যে বিলোকন করিয়া যাঁহার অদ্ভূত মকরন্দ পান করিতে করিতে সফলজীবিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মনোমধ্যে তাহার মাধুর্য্যানুভব করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥ সেই পদ্ম অতি সুরস-ফলবর্ষি সুরসার্থ-দুর্লভতর যে সুরশাখীর তলে বিরাজিত, সেই সুরতরু শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বতোহধিক সুরতোৎসব আস্বাদন করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সৌভাগ্য সাগর লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ কল্পতরুতলে ব্রজগোপীগণ সহ অনির্ব্বচনীয় সুরত সুখ অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ,—"হে কল্পবৃক্ষ! তুমি ধন্য, তোমার তলে আমার যাদৃশ সুরতোৎসব হয়, এইরূপ অন্যত্র হয় না," এই প্রকার অভিনন্দন দ্বারা সৌভাগ্যাতিশয় প্রদান করিয়াছেন ॥৪২॥ সেই কল্পতরুর ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় পত্র, হিরকমণির ন্যায় গুচ্ছ, এবং বিদ্রুমের ন্যায় প্রবাল, পদ্মরাগমণির ন্যায় ফল, এবং সকল ঋতু ইঁহার সেবা করিয়া থাকে, সুতরাং তৎতলবর্ত্তি পদ্মও সুদৃক্ (জ্ঞানী ও ললিতাদি সখীগণের) আর্ত্তি সমূহ হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

সেই পদ্মের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া মহোৎসব-

বতী শ্রীরাধা সহ তদীয় কর্ণিকার উপরি আরোহণ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে রমণীয় কর্ণভূষণ দুলিতে লাগিল, এবং সখীগণের মুখোদ্ঘাটন কালে, অলিগণ মুখ নিকটে লুব্ধ হইয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল, কল্পতরুবর্ত্তি পীতাম্বরধারী—শ্রীকৃষ্ণ ও নীলাম্বরধারিণী শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল—"স্থির নবমেঘ সৌদামিনী বলয়িত হইয়াছে, এবং অভিনব স্থির সৌদামিনী নবমেঘে বলয়িতা হইয়াছে; যদি কেহ কহেন, মেঘ ও বিদ্যুৎ নভোমণ্ডল ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে কেন আগমন করিল? তাহার উত্তর এই মেঘ ও বিদ্যুৎ কল্প-বৃক্ষের প্রার্থনা ক্রমে তাহার বাঞ্ছিত বর্ষণ করিবার জন্য তাহার তলে অবস্থিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাও একটী অদ্ভুত ঘটনা, অর্থাৎ গগণমণ্ডল ত্যাগ করিয়া তরুতলে বিদ্যুৎ বল-য়িত হইয়া রসবর্ষি স্থির মেঘের অবস্থান, এবং মেঘ বলয়িত রসবর্ষিণী স্থির সৌদামিনীর অবস্থানও আশ্চর্য্য !!!

কল্পতরুর উপরিস্থিত শুক, তাদৃশ অপরূপ প্রেয়সী সহ শ্রীশ্যামসুন্দরে দেখিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—হায়! হায়!! যাঁহার নখাগ্রের শোভায় কোটি মদন মোহিত হয়, সেই মদনমোহনের তনু মদন বিহ্বল করিয়াছে, এই মদন মোহন নয়ন প্রান্ত হইতে সশর অর্ব্বুদ মদন সৃষ্টি করিয়া তাহার শর প্রহারে নিজ প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে জর্জরিত করিতেছেন, শ্রীরাধিকাও নিজ নয়ন প্রান্তদ্বারা ইঁহার কান্তি আস্বাদন করি-তেছেন, এই ললিত ত্রিভঙ্গ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী যদ্যপি সনন্দন, পরাশর প্রভৃতি অবগত নহেন, তাহা হইলেও ব্রজাশ্রিত শুকের উক্তি চাতুরী বিষয়ীকৃতা সেই মাধুরী সাধুগণ অনুভব

করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শুকবচন আশ্রয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুরী অনুভব করিয়া থাকেন (শ্লেষার্থে) কল্পতরুতলবর্ত্তি শুকপক্ষী মাধবের যে মাধুর্য্যামৃত বর্ণন করিতেছে, তাহা দেবগণের দুর্লভ। ব্যাসনন্দন শুকদেব বেদ রূপ কল্পতরু আশ্রয় করিয়া তাহার ভাগবতরূপ ফল ভোজনে অগ্রগণ্য, তিনি যাহা বর্ণন করিয়াছেন, সেই অমৃত সুরদুর্লভ, বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

শুক বলিতেছেন—হে রসিকেন্দ্র! তোমার পদযুগের সুকুমারতা, কি বলিব, যখন তোমার চরণযুগল, ধরণীতলে বিচরণ করে, সেই সময় তোমার অশ্রুমুখী প্রণয়িনীগণ নিজ নয়ন সমুহও কঠিন ভাবিয়া পাদুকা করিতে শঙ্কিত হইয়া থাকেন, হে ত্রিভঙ্গীললিত! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! তুমি ললিতত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবার সময় বামপদে নিখিলাঙ্গভার বিন্যস্ত করিয়া থাক, বলিয়া তোমার বামপদতলবর্ত্তি দুর্নিবার অরুনিমাতিশয় "আমার প্রতিপক্ষ দক্ষিণপদ বিদ্যমান থাকিতে সমস্ত অঙ্গভার অর্পণ করিয়া অনুচিত কার্য্য করা হইল" বলিয়া ক্রোধবশতঃই তোমার বামপদতল হইতে বাহির হইতে উপক্রম করিতেছে, ইহাই আমরা দেখিতেছি॥ ৪৫-৪৯॥ *

পাদতল পার্ষ্ণিবর্ত্তিনী অরুণিমার উপরি যে শিতিমা (শ্যামতা) উদিত হইয়াছে, ইহাদের উভয়ের সীমামধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় রুচিকরী রেখা রহিয়াছে, এই রেখা নিজ মধুদ্বারা নতভ্রু ব্রজসুন্দরীগণের দৃঙ্‌মধুকরীগণে পুনঃ পুনঃ অতিশয় বিহ্বলা করিতেছে॥ ৫০॥ ৫১॥ হে ললিত ত্রিভঙ্গ!

* ইহা উৎপ্রেক্ষা।

তোমার তিরশ্চীন জঙ্ঘাযুক্ত দক্ষিণ চরণ যে বামদিগ্বর্ত্তি হই-য়াছে, তাহার কারণ—অতিরাগি দক্ষিণ চরণতল, শ্রীরাধিকার পদ লম্বিত শাটীকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিবার জন্য নিজ লঘু-তাকে স্বীকার করিয়াছে, অর্থাৎ অতি রাগিগণের এই স্বভাব, যে তাহারা নিজাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য লঘুতাও স্বীকার করিয়া থাকে, এই কারণ বশতঃই তোমার দক্ষিণ চরণতল শ্রীরাধিকার পদতল লম্বি শাটি চুম্বনের জন্য বামদিগ্বর্ত্তি হইয়াছে।

বিধাতা নিজ চিত্রকরত্ব প্রখ্যাপন করিবার জন্য তোমার চরণতল হিঙ্গুল রসের দ্বারা চর্চ্চিত করিয়া তাহার উপরি ধ্বজ বজ্র প্রভৃতি লিখিয়াছেন, তাহা তুমি কুলবতীদিগকে এক বার মাত্র দেখাইয়া অতিশয় মোহিত করিয়া থাক ॥৫২॥৫৩॥ তুমি বামদিগ্বর্ত্তি দক্ষিণ পদতল উন্নত করিয়া ধ্বজ বজ্র প্রভৃতি চিহ্ন নিজ প্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে দেখাইয়া জানাইতেছ "হে প্রিয়ে! আমি ঈশ্বর, এই আমার পদতলবর্ত্তি ধ্বজ বজ্রাদি ঐশ্বরিক চিহ্ন অবলোকন কর" হায়! হায়!! এইরূপে নিজ ঈশ্বরত্ব জানাইয়াও প্রিয়ার নিকট কিঞ্চিন্মাত্র ঈশ্বরোচিত গৌরব প্রাপ্ত হইলে না, অর্থাৎ তোমার প্রিয়াগণও তোমার চরণ-তলের ঐশ্বরিক চিহ্ন দেখিয়া "এরূপ বহু রেখা ও আমাদের পদতলেও আছে," ইহা বলিয়া তোমাকে ইহাঁরা গৌরব করেন না ॥ ৫৪ ॥ হে কলানিধে! তোমার বসনে আবৃত জানুর শোভা একবার মাত্র দেখিলে তনুমধ্যা ব্রজ-সুন্দরীগণের হৃদয়ের অনাবৃত অতনুতাপ-বিষমা দশা উপস্থিত হয় ॥ ৫৫ ॥

হে সুন্দর শেখর! তোমার অতিপীন ও বৃত্ত রুচির উরু-

দেশে শোভা দেখিয়া সকল জগতীর সতীগণ, রতিপতির শরাঘাতে কাঁপিতে থাকে, এবং তাহাদের হাস্যযুক্ত অধরামৃতে তুমি আর্দ্র হও, ও তোমার অধরামৃতে তাহারাও আর্দ্র হইয়া থাকে॥ ৫৬॥

হে রসিকবর! সুধা হ্রদ ও তদুত্থ লতিকা তোমার নাভি ও রোমাবলী হইয়াছে, ইহাদের চতুর্দ্দিকে অতি রমণীয় সুমনঃগণের * নিবাস ভূমি বিরাজিত রহিয়াছে, অর্থাৎ হ্রদের চতুর্দ্দিকে সুমনঃ (সহৃদয়) গণের যেমন রমণীয় নিবাসভূমি থাকে, সেইরূপ নাভিহ্রদ ও রোমালি-লতার চতুর্দ্দিক সুমনঃ অর্থাৎ মালাস্থিত পুষ্পগণের নিবাস ভূমি ॥৫৭॥ সুভগ! কন্দর্প সদ্ম সদৃশ তোমার নাভিপদ্ম, বড়ই অদ্ভুত, কারণ অন্য পদ্মের নিম্নে নাল উর্দ্ধে আনন থাকে, কিন্তু তোমার নাভি পদ্মের উর্দ্ধে নাল ও নিচে বদন। তথায় সুনয়নাগণের নয়ন পতিত হইবা মাত্র সেই পদ্মস্থিত কন্দর্পের বাণাঘাত জন্য গলিত জল দ্বারা অন্ধ হইয়া যায়: অর্থাৎ অধিক আঘাত লাগিলে জল গলিত হইয়া নয়ন যেমন অন্ধ হয়, এইরূপ তব নাভি দর্শনে কন্দর্প বাণাঘাতে অনবরত জল গলিত হইয়া সুনয়নাগণের নয়ন অন্ধ হইয়া যায়। † হে রূপনিধে! ত্রিজগতের শোভার সার সংগ্রহ পূর্ব্বক মহাশিল্পি-বিধাতা তোমার ত্রিবলি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই ত্রিবলীর সহিত লগ্ন বলিয়া সত্যভাষী ধীরগণ তোমার মধ্যদেশকে অবলগ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অতএব

* সুমনঃ—মালাস্থিত পুষ্প ও সহৃদয়গণ।

† এখানে নাভীহ্রদ দর্শনে অনন্দাশ্রুর কন্দর্প বাণাঘাত জন্য বলিয়া উৎপ্রেক্ষা।

অঙ্গপুরুষের মধ্যদেশকে যাহারা অবলগ্ন বলিয়া থাকে, তাহারা মিথ্যাবাদী ও মূর্খ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

তোমার ত্রিক ভঙ্গের দ্বারা যে সৌন্দর্য্যাতিশয় হইয়াছে, তাহাদ্বারা ইহাই লক্ষিত হয়, যে অতিক্ষীণ মধ্য, অতিতুঙ্গ পীন বক্ষঃস্থলের ভার বহন করিয়াই শ্রম বশতঃ নিজ বাম ভাগে নত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥ হে ভুবনমোহন! তোমার ত্রিভঙ্গি সময়ে মধ্য দেশের দক্ষিণ পার্শ্বে নবলীলতা লক্ষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ নবলীলা বিশিষ্টত্ব ও ন বলীলতা অর্থাৎ ত্রিবলী হীনত্ব এবং অবলযুক্তত্ব দৃষ্ট হয়। অন্য দিকে অর্থাৎ বামভাগে পুস্কল বলিত্ব অর্থাৎ পুষ্টবলিযুক্তত্ব ও পুস্কল বলবত্ব আছে, এই কারণ গুরুভার বহন এখানেই সংভব হয় ॥ ৬১ ॥ হে রসিক শেখর! অশ্বত্থ পত্র বিনিন্দিত তোমার সুন্দর যে তুন্দ (উদর) এখন শ্বসিত পবন দ্বারা ঈষৎ উন্নমিত ও অবনমিত হইতেছে, ইহা কোন রসময় সময়ে ইন্দুবদনা শ্রীরাধার মণিমালার নটন রঙ্গভূমি হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ নিকষ পাষাণে স্বর্ণ রেখার স্যায় তোমার বক্ষঃস্থলের বাম ভাগে লক্ষ্মী রেখা-রূপা লতিকা, এবং মৃণাল তন্তুচূর্ণ শ্রেণী তুল্য অতি সূক্ষ্মতর ভৃঙ্গ লক্ষ্ম লোম লতিকা বিরাজিত হইতেছে ॥ ৬৩ ॥ এ লক্ষ্মী রেখারূপ লতিকা এবং শ্রীবৎস রেখারূপা লতিকা, ইন্দ্রনীল-মণি দর্পণ তুল্য তোমার বক্ষঃস্থলে স্বর্ণহার ও মুক্তাহারের প্রতিবিম্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে; অর্থাৎ তোমার বক্ষঃস্থলের বামদিগ্বর্ত্তিনী লক্ষ্মী রেখাকে স্বর্ণহারের কান্তি কণার প্রতিবিম্ব, এবং দক্ষিণদিগ্বর্ত্তিনী শ্রীবৎস রেখাকে মুক্তা-হারের কান্তি কণার প্রতিবিম্বরূপে মনুষ্যগণ অনুভব করিয়া

থাকে ॥ ৬৪ ॥ তোমার অন্তঃকরণস্থিত সমৃদ্ধিমান্ অনুরাগ, উদিত শশধর-দিবাকর শত বিনিন্দি কৌস্তুভ মণির ছলে হৃদয়ের বাহিরে দৃশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু এই কৌস্তুভ হইতে জগৎ অনুরক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ এই ধরণী মণ্ডলে কুলাঙ্গনাগণ তোমার মৃদুল ত্রিরেখাযুক্ত এবং একটু তিরশ্চীন ও কান্তি মণ্ডলীর দ্বারা মনোহর কণ্ঠ মাধুরী নিজ নয়ন দিয়া পান করিয়া বাহুদ্বারা কণ্ঠ বেষ্টন করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥ হে স্বৈরবিহারিন্ ! যে তুমি ভুজদণ্ড দ্বারা ভুজঙ্গমের শোভা জয় করিয়াছ, সেই তোমার পাণিপঙ্কজের পলাশ শ্রেণী (অঙ্গুলীগণ) নিজ নৃত্যকৃত্যের নিমিত্ত অল্প মাত্র আদর করায় লঘু মুরলীও সহসা অধর সুধাপান করিতেছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ নিচে মহজ্জনের অল্পমাত্র আদর পাইলেই সহসা অত্যুচ্চ পদে আরোহণ করিয়া থাকে ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৬৭ ॥

তোমার অধর, স্মিতরূপ অমৃতবিন্দু দ্বারা স্নপিত, এবং শিখর প্রভ দ্বিজগণের কান্তির দ্বারা অর্চ্চিত, সুতরাং অধর নামে খ্যাত হইলেও অনুরাগ ভরে অধর অর্থাৎ ক্ষুদ্র নহে, সুতরাং কি প্রকারে বিম্বফল তুলনারূপ পরাভব পাইতে পারে ? ॥৬৮॥ হে সুন্দর ! ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত বৃক্ষের নবীন অঙ্কুর তাহার অগ্রত উভয় পার্শ্বে রবিজার * শ্যামবর্ণ বুদ্বুদ দ্বয়ের সহিত ঈষৎ বাঁকা করিয়া যদি যোজনা করা যায়, তাহা

* এখানে নাসাস্থানীয় ইন্দ্রনীলমণি, বৃক্ষের অঙ্কুর, ও নাসাপুট স্থানীয় যমুনার বুদ্বুদ।

হইলে তোমার নাসিকা উপমার দ্বারা পূজা করিতে পারা যাইতে পারে॥ ৬৯॥ তোমার সমসন্নিবেশ নবপল্লব সদৃশ কর্ণযুগলে যে মকর কুণ্ডলযুগল, দুলিতেছে, মৃদু গণ্ড মণ্ডলে পতিত তাহার উদ্ভট ছটায় অনুরাগিনী ব্রজসুন্দরীগণের নয়ন পতিত হইবা মাত্র তাহার চাকচিক্য দ্বারা অন্ধ হইয়া যায়॥ ৭০॥ হে রসিকেন্দ্র! তোমার নেত্রদ্বয়, রসিকতা, লাস্য, রুচি, সত্যসন্ধতা, সারগ্রাহিতা প্রভৃতি নিজ ধর্ম্মের বিন্দুদ্বারা মীন, খঞ্জন, অম্বুজ, চকোর ও ষট্‌পদ প্রভৃতিকে কৃতার্থ করিয়াছে, অর্থাৎ তোমার নয়নরূপ রসিকতার সিন্ধু, নিজ রসিকতা বিন্দু দিয়া মীনকে কৃতার্থ করিয়াছে, সুতরাং মীনের সহিত তোমার নয়নের তুলনা কিরূপে হইবে? অর্থাৎ মীনের নিজাশ্রয় সলিলে এতই রসিকত্ব (প্রেমিকতা) যে সলিল হইতে বিয়োগ হইবামাত্র মীন জীবন হারাইয়া থাকে, এইরূপ মীনের যে প্রেমিকতা, তাহা তোমার প্রেমিকতা সাগরের বিন্দুমাত্র, সুতরাং অতি দুরবগাহ গভীর সাগরের সহিত তদীয় বিন্দু তুলনা হয়, ইহা কখন মুখেও আনিতে পারা যায় না, খঞ্জনাদির সম্বন্ধেও এই কথা, অর্থাৎ খঞ্জন পাখি নাচিতে জানে বটে, কিন্তু তাহার সেই নৃত্য, তোমার নয়নের নৃত্য মাধুরী সাগরের এক বিন্দুমাত্র, এবং অম্বুজ, রুচিমৎ পদার্থ বটে, কিন্তু তাহার সেই রুচি, তোমার নয়নের রুচি সাগরের এক বিন্দু, সুতরাং ইহারাও তোমার নয়নের সহিত তুলনা লাভ করিবার যোগ্য নহে, চকোরের যে সত্যসন্ধতা, তাহা তোমার নয়নের সত্যসন্ধতারূপ জল রাশির একবিন্দু, অর্থাৎ তোমার নয়ন, তোমার অনুরাগিণী

প্রিয়াগণের বদন চন্দ্রের কান্তি সুধা পান করিয়া যেমন প্রাণ ধরিয়া থাকে, এইরূপ চকোরদিগকে নিজ সত্যসন্ধতা সিন্ধুর বিন্দু দিয়া কৃতার্থ করিলে চকোরগণ কেবল চন্দ্রের সুধা পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে, সুতরাং তাহারাও তোমার নয়নের সহিত তুল্য হইতে পারিল না। তোমার নয়ন সারগ্রাহিতার সিন্ধু, নিজ বিন্দুদিয়া ভ্রমরগণে কৃতার্থ করায় তাহারা সারগ্রাহী হইয়াছে, অর্থাৎ পুষ্পের সারাংশ মধুগ্রহণ পূর্ব্বক অসারাংশ পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছে, সুতরাং তাহারাও তোমার নয়নের সহিত তুল্য হইতে পারিল না ॥ ৭১ ॥

হে রসিকেন্দ্র! তোমার নয়নযুগল শ্রুতি বর্ত্মবর্ত্তি * হইয়াও মত্ত হইয়াছে, এবং সর্ব্বদা সতীদিগের সতীব্রত ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং ভ্রমর তুল্য লম্পট, এবং অনুরাগ সাগরের উচ্ছলিত জল তরঙ্গে মগ্ন হইয়া যেন থাকে † ॥ ৭২ ॥ হে কৃষ্ণ! তোমার চঞ্চল চিল্লীরূপ ধনু ধারণ-কারী মনোজন্মার পুষ্প নির্ম্মিত ভ্রমরযুক্ত স্বর্ণাঙ্কিত অর্দ্ধচন্দ্র-বাণই তোমার চঞ্চল অলকাবলী বেষ্টিত গোরোচনা তিলক

---

* যে শ্রুতি বর্ত্মবর্ত্তি হয় অর্থাৎ যে বেদপথানুগামী সে কখন মত্ত ও সতীর সতীত্ব ধ্বংসী হয় না, তোমার নয়ন শ্রুতিবর্ত্মবর্ত্তি হইয়া মত্ত হইয়াছে, ও সতীগণের সতীত্ব ধ্বংস করিতেছে, এই কথা বলায় বিরোধ হইল। প্রকৃত পক্ষে শ্রুতিবর্ত্মবর্ত্তী অর্থাৎ নয়ন কর্ণ সীমাপর্য্যন্ত গামী ইহা সমাধান।

† এখানে সর্ব্বদা জলপূর্ণরূপে নেত্র দ্বয়ের যে প্রতিতি হয়, তদ্বিষয়ে ইহা উৎপ্রেক্ষা।

রঞ্জিত ললাট হইয়াছে, যাহা একবার মাত্র অবলোকন করিয়া কোন রমণী না কম্পিত হয়? ॥ ৭৩ ॥ হে মনোহর! তোমার এগুলি কেশ নহে, কিন্তু কন্দর্প ভূপতি, মৃগনাভি ও শূচি-রসের দ্বারা মৃণাল তন্তু সকল অঞ্জিত করিয়া (অর্থাৎ ছোপাইয়া) নিজ চামর করিয়াছে, যদি কেহ কহেন, এতাদৃশ মৃণাল তন্তু কেন কুটিল হইল, তাহার উত্তর—কুটিল কন্দর্পের এইরূপ গুণ, তাহার সঙ্গে যে বস্তুর সম্বন্ধ থাকে, তাহাই কুটিল হয়? ॥ ৭৪ ॥

তোমার নিখিলাঙ্গস্থিত রূপের উৎকর্ষরূপ যশঃ, মন্দহাস্য-রূপ শরীর ধারণ করিয়া তোমার মুখমণ্ডলে উদিত হইয়া সমস্ত ভুবনাধিপ ব্রহ্মাদির অন্তঃকরণের মধ্যেও নিজ জ্যোৎস্না বিস্তার করিতেছে * ॥ ৭৫ ॥

হে ব্রজমীন জীবন! হে জগদ্বিমোহন, তোমাকে আমি এইরূপ স্তুতি করিলাম, কিন্তু তোমার যে জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধিকা কান্তিকনিকা বিকীরণ করিয়া তোমাকে মোহিত করিতেছেন, আমি ইঁহাকে কিরূপে স্তুতি করিব? ॥ ৭৬ ॥

ললিত ত্রিভঙ্গ সময়ে তোমার অঙ্গে হেলনা দিয়া তোমার যে জীবিতেশ্বরী দাড়াইয়া আছেন, ইহার রূপাদির মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্তুতি করা আমার সাধ্যাতীত হইলেও কিছু স্তুতি করিতেছি শ্রবণ কর—বাহ্লীক দেশস্থ অতিরিক্ত নিবিড় কুঙ্কুম দ্রবযুক্ত অধোমুখ কমলদ্বয়, এবং কুসুম সায়কের হেম তূনের উপরিবর্ত্তি দুইটী মণিসম্পুট, এবং

---

* অর্থাৎ ব্রহ্মাদি তোমার শ্রীমুখস্থ,মন্দহাস্য সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন।

ক্রমপীন হেমকান্তি একমূলবর্ত্তি সমসন্নিবেশ দুইটী অধোমুখ কদলীতরু, এবং অমৃত কূপ, এবং তাহার বর্ত্তুলাকার তরঙ্গ ত্রিতয়ের দ্বারা বেষ্টিত আকাশ, যাহার মধ্যদেশে স্মরলেখা পংক্তি বিরাজিত এতাদৃশ একটি নলিনের দল, এবং অব্যবহিত দুইটী দাড়িম্ব, কিশলয়যুক্ত মৃণাল লতাযুগল, এবং শঙ্খ, বান্ধুলীর ফুল, এবং নবীন কুন্দকোরক, তিল ফুল, অলি ও পল্লব দ্বারা অর্চ্চিত, সকল কলাযুক্ত শরদিন্দু, যমুনার সূক্ষ্ম প্রণালীযুক্ত মেঘসমূহ, সংগ্রহ পূর্ব্বক কলবেত্তা বিধি তোমার নিমিত্ত শ্রীরাধিকারূপা নবকেলি-কল্পলতিকা সৃষ্টি করিয়াছে * ॥ ৮২ ॥

হে দেবি! শ্রীরাধিকে! আমি তোমার পদ নখরগণকে প্রণাম করি, এই পদনখর উচ্ছলিত কিরণ দ্বারা খণ্ডিত চন্দ্রে নিন্দা করিতেছে, এবং তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিয়া লজ্জা

---

* এখানে ভঙ্গিদ্বারা কুঙ্কুমাক্ত অধোমুখ কমল প্রভৃতি শ্রীচরণ প্রভৃতির উপমাবোধক। অর্থাৎ কমলের সঙ্গে শ্রীচরণের, কামের স্বর্ণ তূনের সঙ্গে জঙ্ঘার, মণি সম্পুটের সহিত জানুর, কদলীর সহিত উরুর, অমৃত কূপের সহিত নাভির, এবং তদীয় তরঙ্গ ত্রিতয়ের সহিত ত্রিবলীর, আকাশের সহিত কটির, নলিনের একপত্র সহিত উদরের, এবং তন্মধ্যবর্ত্তিনী স্মরলেখা পংক্তির সহিত রোমাবলীর, অব্যবহিত দাড়িম্বের সহিত স্তন যুগলের, কিশলয়যুক্ত মৃণাললতাযুগলের সহিত করপল্লবযুক্ত বাহুর, শঙ্খের সহিত কণ্ঠের, শরদিন্দুর সহিত শ্রীমুখের, তিল ফুলের সহিত নাসার, কুন্দ কোরকের সহিত দন্তের, বান্ধুলীর ফুলের সহিত অধরের, অলির সহিত অলকের, পল্লবের সহিত কর্ণের, মেঘের সহিত কেশের, ও যমুনার সূক্ষ্ম প্রণালীর সহিত বেণীর তুলনা করা হইয়াছে।

বশতঃ অবনমিত বদনা হইলে শ্রীহরি তোমার এক বদনের প্রতিবিম্ব প্রতি নখরে দেখিয়া থাকেন।

হে রসিকেন্দ্র! এই যোগপীঠে তুমি যখন আরোহণ করিয়াছ, তখন হইতে এই অষ্ট সখীর যথাযোগ্য স্থানে আরোহণ করায় অপরূপ শোভা হইয়াছে, হে রসিকদ্বয়! তোমরা শ্রীযোগপীঠে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বিরাজিত হইতেছ, তোমাদের সম্মুখে অষ্টদল পদ্ম সদৃশ যোগপীঠের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি দলে শ্রীললিতা থাকিয়া তোমাদের দুই জনের বদন কমলে পতিত মধুব্রত সমূহ করধৃত কমল চালন দ্বারা নিবারণ করিতেছেন। এবং ললিতার দক্ষিণ পার্শ্বে তুঙ্গবিদ্যা এবং উত্তর পার্শ্বে ইন্দুলেখা, অর্থাৎ ঈশান কোনবর্ত্তি দলে তুঙ্গবিদ্যা, এবং অগ্নি কোনবর্ত্তি দলে ইন্দুলেখা বীণা বাজাইতেছেন। অয়ি! শ্রীরাধে! হে কৃষ্ণ! তোমাদের দুই জনের দক্ষিণ দিকে বিশাখা, এবং বাম দিকে চিত্রা থাকিয়া চামর চালন দ্বারা তোমাদের পরস্পর দর্শন জন্য যে ঘর্ম্ম বিন্দুর উদয় হইতেছে, তাহা বিলুপ্ত করিতেছেন। অর্থাৎ উত্তরদিগ্বর্ত্তি দলে বিশাখা, এবং দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি দলে চিত্রা রহিয়াছেন। এবং তোমাদের দুই জনের নিকটে বায়ুকোণের দলে রঙ্গদেবী, ও নৈর্ঋত কোণের দলে সুদেবী থাকিয়া স্বয়ং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বসনাঞ্চলের দ্বারা তোমাদের দুই জনের প্রণয়াশ্রু মার্জ্জন করিতেছেন। এবং তোমাদের পৃষ্ঠ দেশে থাকিয়া, অর্থাৎ পশ্চিমদিগ্বর্ত্তি দলে থাকিয়া চম্পকলতা, তোমাদের মুখ কমলে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে হেমকান্তি তাম্বুল বীটি প্রদান করিতেছেন।

যাহারা প্রণয় পর্ব্বতরাজ হৃদয় ধারণ করিয়া অতি ভারে আকুলা হইয়া তোমার রূপ জলনিধি ও কেলি-জলনিধিতে সাহস করিয়া সন্তরণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই এই অঙ্গনাগণ সহসা জলনিধি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ইহাদিগকে অনঙ্গ নক্রে ধারণ করিয়াছে।* যাহাদের দূরবর্ত্তিনী পদবী সিন্দুজা ও অদ্রিজা প্রভৃতি অন্বেষণ করিতেছেন, সেই আত্মঘাতিনীগণের গুণাদি বর্ণন করা আমাদের উচিত নহে।

এই প্রকার বর্ণন করিতে করিতে লব্ধবর্ণ † শুক বিবর্ণ হইল, ‡ এবং বাক্‌রুদ্ধ হইল, সুতরাং আর বর্ণন করিতে পারিল না, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার মহিমা স্মরণ ও বর্ণনে শুকের বিবর্ণতা ও বাক্ স্তম্ভন দেখিয়া শ্রীরাধিকানুরাগী বলিয়া শুকে অবগত হইয়া বিপিন পালিকা বৃন্দাদেবীকে তদবস্থা দেখাইয়া গোস্তন (আঙ্গুর) ফল ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন ॥ ৮৩-৮৯ ॥

এই শুক ভব্য সুহৃদালি পারিষদ্‌গণের (অর্থাৎ ললিতা প্রভৃতির) অভিনন্দনে অতি সৌভাগ্যাস্পদ হইল, কারণ এই কৃতীই ভাগবত মাধুরী অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবতী

---

* এখানে অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনি দ্বারা ইঁহাদের সদৃশ সৌভাগ্য শালিনী আর কেহ নাই, ইহাই ব্যক্ত হইল।

† লব্ধবর্ণ হইয়া বিবর্ণ হওয়া বলায়, এখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে। লব্ধবর্ণ অর্থাৎ বিচক্ষণ এই অর্থে সমাধান।

‡ ভাগবতবক্তা শুকদেব ভব্য সুহৃন্মণ্ডলীর সভায় শ্রীভাগবত মাধুরী অনুভব করাইয়া রাজা পরীক্ষিতকে আপনার করিয়াছেন। এইরূপ আর একটী অতিরিক্ত অর্থ এই শ্লোকে পাওয়া যায়।

শ্রীরাধা দেবীর মাধুরী অনুভব করাইয়া আপনাকে পরীক্ষিত করিয়াছেন। যেহেতু গুণীগণ পরীক্ষা দিয়া সভাজন কর্ত্তৃক অভিনন্দন পাইলেই লোক সৌভাগ্যাস্পদ হয় ॥ ৯০ ॥ শুকের বর্ণন শেষ হইলে, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের করকমলস্থ হংসিকার ন্যায় বল্লকী (বীণা) মুরলিকা বাজিয়া উঠিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইলেন, এবং শ্রীরাধা বীণা বাজাইতে লাগিলেন। সেই বীণা ও বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বোধ হইল—কল গানের বর-কৌশলাবধি পরস্পরকে জানাইয়া জিগিষার জন্য পরস্পরের হস্তে বীণা ও মুরলি বাজিতেছে ॥ ৯১ ॥ প্রথমতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্তস্থিত বীণা ও মুরলীর গানে জল, প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হইল, ও প্রস্তর, জলত্ব প্রাপ্ত হইল; ইহা অতি সামান্য কার্য্য; কিন্তু সত্য লোকস্থিত অভেদ দর্শী মুনিগণের অতি কঠিন হৃদয়রূপ বজ্র দ্রবীভূত হইয়া বর্ষাছলে পৃথিবীর উপরি পতিত হইতে লাগিল * ॥ ৯২ ॥

বীণা ও মুরলী গান সমাধা করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ রত্নমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পরম সুখময় সুরতশয়নে উপবিষ্ট হইয়া যে স্মর সিন্ধু প্রকটিত করিলেন, তাহার তরঙ্গে মগ্না হইয়া ললিতাদি সখীগণ বাঞ্ছিত লাভ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের পরিজনগণ তাঁহাদের জন্য কুসুম দ্বারা কাঞ্চী কুণ্ডল হার মুকুট কটক প্রভৃতি অলঙ্কার, এবং কুসুমের দ্বারা গৃহ ও গৃহ মধ্যে পুষ্পতল্প, পুষ্পের ছত্র ও নানাবিধ লতা, নানাবিধ বৃক্ষ ও নানাবিধ মৃগ পক্ষি নানাকলা প্রকাশ করিয়া

---

* বীণা ও মুরলীতে মল্লার রাগ গান করায় যে বর্ষা হইতে লাগিল ইহা তদ্বিষয়ে উৎপ্রেক্ষা।

নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিলেন, শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীবৃষভানু রাজনন্দিনী পুষ্প নিকেতন মধ্যবর্ত্তি পুষ্প শয্যায় উপবেশন করিয়া বন্য ফল মূল ভোজন করিয়া তাম্বুল ভোজন করিলেন ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-
কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি
শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে কল্পতরুতল-
লীলাস্বাদনোনাম দ্বাদশসর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

ত্রয়োদশসর্গঃ।

—◯*◯—

মধুপান লীলা।

বনজ নয়ন শ্রীকৃষ্ণ উৎসব পরবশ হইয়া পুনরায় বৃন্দাবন ভ্রমন করিতে করিতে হেমন্তেষ্ট নামক বনভাগে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে তরুগণের ঘন ছায়াচ্ছন্ন যে পথ দিয়া গ্রীষ্ম ভয়ে চলিতে ছিলেন, সম্প্রতি শীত ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করায় বোধ হইতে লাগিল—ঐ পথ যেন শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে ম্লান হইয়া গেল, অর্থাৎ মনুষ্যগণের গমনাগমন বিরহে যেরূপ তৃণাদি উৎপন্ন হইয়া পথ অগম্য হয়, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিবা মাত্রই পথ তৃণাচ্ছন্ন হইয়া ম্লান হইয়া গেল ॥ ১ ॥

হেমন্ত ঋতু বিপুল নিতম্বিনী শ্রীরাধিকা প্রভৃতির নিকট সাক্ষাৎ হরি সঙ্গমের ন্যায় হইল, কারণ সম্প্রতি হেমন্তে শীত-ভয়ে গাত্রে বস্ত্র দিয়া ইহারা যেমন নিজ নিজ বপুঃ সংকোচ করিতে লাগিলেন, হরি সঙ্গমেও বাম্য বশতঃ সেইরূপ গাত্রে বস্ত্রদিয়া তনুসংকোচ করিয়া থাকেন। এবং শীতভয়ে যেমন রোমাঞ্চিতা এবং মুখে সীৎকার করিতে লাগিলেন, হরি সঙ্গমে এইরূপ রোমাঞ্চ ও সীৎকার ইহাঁদের স্বভাব সিদ্ধ। সম্প্রতি শীতভয়ে দুই জানু যেমন সুসংহত অর্থাৎ একত্র করিতে লাগি-

লেন, এইরূপ হরি সঙ্গমেও প্রথমতঃ বাম্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য ভয়ে সুসংহৃতজানু হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কহিলেন—হে সখি! তুষার কিরণের অংশ রজনী এই হেমন্ত কালে বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং সূর্য্যের ভাগ দিন, দিন দিন হ্রাস হইতেছে, অতএব সূর্য্যের কিরণ হীনবল হইয়া গিয়াছে, এবং তোমার শম্পা সদৃশ তনু ধৃতোৎকম্পা হইয়া অতনূদ্ধতা * হইতেছে। হে কান্তে! হিমমহিম দ্বারা পরে যে কি দশা পাইবে, তাহা বলিতে পারি না। হে মনোহারিণি! তোমার শীতোচিত নিবাসের নিমিত্ত উৎকলিকালি † দ্বারা যাহা ঈষৎ উষ্ণীকৃত হইয়াছে, সেই আমার অতি নিভৃত হৃদয়রূপ ভবনে ক্ষণকাল জাড্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র প্রবেশ কর" ইহা বলিয়াই অতি বলবৎ ভূজযুগল দ্বারা শ্রীরাধিকাকে ঈষৎ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩॥ ৪ ॥ তখন বারে বারে না—না বলিয়া নিষেধ করিলেও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ নিজ রসিকা বল্লভা শ্রীরাধাকে দৃঢ়রূপে ভুজযুগল দ্বারা ধারণ করিয়া বক্ষঃস্থলে নিবদ্ধ করিলেন। বক্ষঃস্থলে ধারণ সময়ে শ্রীরাধার উরুদেশের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের রসনাবন্ধ শীথিল হইলে, শ্রীরাধার উরুদেশাঘাতরূপ অত্যন্ত লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া যেন তত্রস্থ বংশী রোষ বশতঃ ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ৫ ॥

ললিতাদেবী ভূমিতল হইতে মুরলী গ্রহণ করিয়া কহিতে লাগিলেন—হে কঠিনে! মুরলি! তুমি নিরস কাষ্ঠ জাতি

* অতনূদ্ধতা—অত্যন্ত কম্পিতা ও মদনে কম্পিতা।

† উৎকলিকালি—উৎকণ্ঠা সমূহ এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত সখী।

হেতু শীতকালেও শীতা, কখনও তুমি উষ্ণ নহ, মধুর গান করা মাত্র একটি গুণ থাকিলেও তুমি বহু দোষযুক্ত। হে বিশ্বোদ্বেজিনি! তুমি তদুচিত ফল লাভ কর, ইহা বলিয়া নিজ বেণীর অগ্রে বাঁধিয়া রাখিলেন। এই ঘটনা মুরলী স্বামী শ্রীকৃষ্ণ স্মর মধুমদে মত্ত থাকায় কিছুই জানিতে পারেন নাই।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ হেমন্ত ঋতুতে বন ভ্রমন করিতে করিতে শীতে কাতর হইলে বিপিনপালিকা বৃন্দাদেবী পরমানন্দ ভরে সকলকেই অরুণ, কপিশ, শ্যামবর্ণা ও সুবর্ণ রস রঞ্জিত নীশার (রাজাই) নামে প্রসিদ্ধ শীত বস্ত্র প্রদান করিলেন ॥৬॥

হেমন্তেষ্ট বনে ভ্রমন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কহিলেন—হে কান্তে! কুরুবক ও ঝিণ্টি এবং কুরুণ্টক পুষ্পসমূহ তোমার হৃদয়ের ও তনুর এবং হৃদয়স্থিত কন্দর্পের কান্তি ধরিয়াছে, অর্থাৎ কুরুবকগণ রক্ত কুসুম ছলে তোমার অনুরাগি হৃদয়ের কান্তি ধরিয়াছে, ঝিণ্টিগণ পীতবর্ণ কুসুম ছলে তোমার তনুর হেমকান্তি ধরিয়াছে, এবং কুরুণ্টকগণ শ্যামবর্ণ কুসুমস্থলে তোমার হৃদয়স্থিত শৃঙ্গারাত্মক কন্দর্পের শ্যাম কান্তি ধারণ করিয়াছে। অতএব অনল্প প্রমোদ সহ এই বৃন্দাবনে সদা বিরাজিত এই কুরুবকাদি কুসুম সমূহের মালা কি আমাকে স্পৃহাযুক্ত করিতেছে না? ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

হে মহিলে রাধে! এই নারাঙ্গা নাম লতাকে দেখ, এই অতি গর্ব্বিনী তোমার সম্মুখেও নিজ ফলযুগল গোপন করিতেছেনা। অতএব কঞ্চকী হইতে নিজ কুচসুষমা যদি করাগ্র দ্বারা অল্পমাত্র প্রকট কর, তাহা হইলে এখনই লজ্জা সাগরে এই লতা পতিত হইবে, অর্থাৎ হে রাধে! তোমার

কুচশোভা না দেখিয়া নারাঙ্গালতা নিজ ফলযুগলের গৌরব করিতেছে মাত্র, যদি একবার দেখে, তাহা হইলে ইহার সকল গৌরব ধ্বংস হইয়া যাইবে ॥ ৯ ॥

এই বাক্য শ্রবণে মৃদু হাঁসিয়া শ্রীরাধা কুটিল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিলেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের নয়ন যেন অমৃতাভিষিক্ত হইল। পরে শিশির সুখদ নামক বনভাগে গমন করিলেন। তথায় নিখিল পদ্মিনীগণে অবিরত রবি কিরণ আকাশ হইতে আসিয়া সুখী করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে রাধে! আশ্চর্য্য দেখ! বোধ হয় তুমি জান, রবি বিন্ধ্যাচলের প্রতি পক্ষ, এই কারণ বিন্ধ্য-বাসিনী দুর্গা বিন্ধ্যের প্রীতির নিমিত্ত রবি পরাভবার্থ নিজ জনক হিমালয়কে জানাইলে হিমালয়ের হিমরূপ সেনাগণ সূর্য্য পরাভব করিবার নিমিত্ত নিরন্তর ধাবমান হইতেছে, তদ্দর্শনে ভীত সূর্য্য সাহায্য প্রার্থী হইয়া নিজ তনয়-যমাধি-কৃত দক্ষিণ দিঙ্মণ্ডলে আগমন করিয়া বলশালী হইয়া যেমন উত্তরাভিমুখী হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া হিমালয়ের শিশির সেনাগণ স্ব বিক্রম সমূহ একটী কৃত করিতেছে।*

এই প্রকারে কৌতুকের সহিত শিশির ঋতু বর্ণন করিতে করিতে ললনাবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ, কুন্দকুসুমচয় দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরে শ্রীরাধার কুসুম প্রসাধন নির্ম্মাণ করি-বার জন্য চয়ন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া শ্রীরাধা কর দ্বারা স্মিত বলিত বদন আবরণ করিলেন এবং নাসিকাও

* ইহা মাঘ মাসে শীতাধিক্যের কারণ।

প্রকূনন করিয়া সখীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কুসুমিত কৌন্দী-স্পর্শ দেখাইতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া শ্রীরাধিকাকে কহিলেন—হে রাধে! মৃদু হাস্য মিশ্রিত লজ্জায় আবৃত ঘৃণা ব্যঞ্জক বদন করতলে আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিজ সখীদিগকে কি নিমিত্ত আমাকে দেখাইতেছ? এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেও হসিতমুখী, শ্রীরাধা কোন প্রতি উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন কুন্দ-লতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণে ললিতা কহিতে প্রবৃত্ত হই-লেন—হে মাধব! ত্রিভুবনের লোকে তোমাকে পুণ্যশ্লোক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে, তুমি কেন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহকারে এই পুষ্পিনী কুন্দলতাকে স্পর্শ করিতেছ? তুমি ইহার ইষ্ট বস্তু, সুতরাং তোমাকে এ নিবারণ করিতে পারি-তেছে না, যেহেতু এই অতি মৃদুলা কুন্দলতা অতনুশিলিমুখা-ক্রান্তা * হইয়া ক্লান্তা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

কুন্দলতা কহিলেন—হে ললিতে! তোমাদের মত শুদ্ধা রমণী ইহ জগতে কোথায় কে আছে? তোমরা কুলধর্ম্ম মর্ম্ম ব্যথার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছ। ভবাদৃশী রমণীগণ নিজ সমা রমণী ইহ জগতে কুত্রাপি পাইবে না, অতএব তোমারা এই লতাজাতিতে অন্বেষণ শ্রম বৃথা করিতেছ ॥ ১৫ ॥

এই কথা যেমন কুন্দলতা বলিলেন, অমনি সকলেই সশব্দে হাঁসিয়া উঠিলেন এবং শ্রীরাধিকা কহিতে লাগিলেন, "হে সখীগণ! আমাদের মধ্যে কেবল একজন কুন্দলতা মাত্র

* অতনুশিলিমুখাক্রান্তা—স্থূল ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক আক্রান্তা এবং মদন বানে আক্রান্তা।

আপনাকে শঙ্কাস্পদ করিয়া মানিতেছে, আমরা কুন্দনামক-লতার বার্ত্তা বলিলাম, তাহাতে কুন্দবল্লী অত্যন্ত কোপ করিল, অতএব অমল বুদ্ধি সভ্যগণ ইহার কারণ নিশ্চয় করুন" ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধাদির যে পরিহাসামৃত শ্রুতিরও অগোচর, তাহা শ্রুতি দ্বারা পান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ বসন্তসুখদ নামক স্থানে আগমন করিলেন। যে স্থান রসালবৃক্ষ শিখরের অঙ্কুর হইতে ক্ষরিত মধুকণা দ্বারা ক্লিন্ন অতএব স্বিন্ন ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে রাধে! এই স্থানের বিটপীগণ গৃহী, এবং লতাগণ তাহাদের গৃহিণী, ইহারা ফল পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ সম্পত্তিযুক্ত হইয়া শুভ মধুদিনে পর্ব্বোৎসব করিতেছে, অর্থাৎ গৃহস্থগণ পর্ব্বদিনে অর্থাৎ অমাবস্যা পৌর্ণমাসী প্রভৃতিতে যেমন শ্রাদ্ধাদি উৎসব করিয়া থাকে, এইরূপ ইহারাও পর্ব্বের অর্থাৎ গ্রন্থির উৎসব অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রসব করিতেছে। এবং পরভৃত প্রভৃতি দ্বিজগণ নিজ জীবিকার জন্য ইহাদের বাটীতে মধুর নুতির সহিত সহর্ষে পুনঃ পুনঃ অটন করিতেছে ॥ ১৮ ॥

হে রাধে! এই ভূমির রাজা মদন, মন্ত্রী মধু, এবং নিখিল বিজয়ী মলয়ানিল সেনাপতি, ও ভ্রমরগণ গুপ্তচর, পিকরূপ সভাসদগণ দণ্ডাধিকারী, এবং অদক্ষিণা ব্রজকুল ললনাগণ দণ্ডনীয়া, এবং গিরিগহ্বর কারাগৃহ।

হে কান্তে অগ্রে দেখ—নিখিল পর্ব্বতগণের চিরশত্রু ইন্দ্রকে নিরাস করিয়া এই গোবর্দ্ধন সমস্ত পর্ব্বতের রাজা হইয়াছেন? যেহেতু সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতগণ মহারাজা-

ধিরাজের অগ্রে নিজ বৃহদ্বপুঃ প্রকটিত করা অনুচিত বিধায় নিহ্নুত বিগ্রহ হইয়া নিজ নিজ কান্তি দ্বারা গোবর্দ্ধনের উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

হে রাধে! এই গোবর্দ্ধনে 'সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য ও কৈলাশ পর্ব্বত নিজ নিজ ধন ফর দিয়াছেন, ঐ দেখ! গোবর্দ্ধনের সুবর্ণময় প্রান্ত হইতে স্বঃস্থা জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছেন, ইহা সুমেরুর চিহ্ন, এবং এই গোবর্দ্ধনের গুহাগণ হিম সম্বলিত হইয়া বিদ্যোতিত হইতেছে, ইহা হিমালয়ের চিহ্ন, এবং গোবর্দ্ধনের এই উচ্চ শিখরগণ রবির পথ রোধ করিতে অভিলাষ করিতেছে, ইহা বিন্ধ্যের চিহ্ন, এবং এই সকল রজতময় প্রস্তর দ্বারা আমাদের সিংহাসন রহিয়াছে, ইহা কৈলাসের চিহ্ন ॥ ২১ ॥ হে সখি! রাধে! এই গিরিরাজের নিকটস্থিত রাসৌলী নামে খ্যাত রাসস্থলী, তোমার প্রতিরজনী-জাত কেলি বিলাস কলার স্থান, অতএব ক্ষণকাল এখানে বিশ্রাম কর, ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করিলেন। পরে ইঁহাদের বন ভ্রমন ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত বিপিনাধিপা বৃন্দাদেবী মধু আনয়ন করিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধা রজত পাত্রে নিহিত মধুর উপরি নয়ন নিধান করিয়া এই মধু কেমন সুন্দর, ইহা বলিয়া তথায় পতিত প্রিয়তমের-মুখ প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, এবং মধু অপেক্ষাও প্রিয়তম মুখসুধা অধিক স্বাদ্বীরূপে বিবেচনা করিয়া তৃষ্ণার সহিত সম্পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা পান করিতে লাগিলেন—ও মনে মনে বিধাতাকে কহিতে লাগিলেন, "হে বিধাতঃ! যাহাদের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ উৎকণ্ঠার অনলে মন দগ্ধ হইতেছে, সেই ব্রজকুল

ললনাগণের সম্বন্ধে লজ্জা সৃষ্টি করিয়া কতবার অভিশম্পাত ভাজন হইয়াছ? অর্থাৎ দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের লোচন পথবর্ত্তী হইলে ভাল করিয়া দেখিতে অভিলাষ সত্ত্বেও লজ্জা বশতঃ সম্পূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণ বদন দেখিতে পারি না, বলিয়া তোমায় কত অভিসম্পাত করিয়াছি, তুমি যে মাধ্বীক সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাতে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় আমরা অবাধে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছি, অতএব হে বিধে! তোমার আর আমাদিগের নিকট কোন অপরাধ নাই, হে ধন্য! তোমাকে শত শত স্তুতি করি" ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

তাহার পরে রজত পাত্রস্থিত মধুতে যে নিজ মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরাধামুখ-প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে সখি! রাধে! এখনই তুমি বলপূর্ব্বক আমার বদন কমল পান করিতেছ, আমি জানিনা মধু পান করিলে কি করিবে" ইহা বলিবা মাত্র শ্রীরাধা পরাঙ্মুখী হইলেন, তাহাতে বোধ হইল,—শ্রীকৃষ্ণ অবৈদগ্ধী বশতঃ মধু মধ্যে পতিত উভয়ের মুখ প্রতিবিম্বরূপ তাৎকালিক মধুরিমা কি দূরীভূত করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর মধুসহ মধুপাত্র ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার ওষ্ঠের নিম্নে ধারণপূর্ব্বক হে রাধে! পানকর—পানকর, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকা শ্রীউচ্ছলৎভ্রু হইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে না—না—না বলিতে বলিতে নিজ বদন ফিরাইলেন, তথাপি রঙ্গী কৃষ্ণ চপলাপাঙ্গের দ্বারা শ্রীরাধায় দেখিতে দেখিতে বলপূর্ব্বক মধুপান করাইলেন ॥২৬॥ তাহার পর ললিতাদি সখীগণকে এই প্রকারে বলপূর্ব্বক মধুপান

করাইলে ইঁহাদের নয়ন অরুণ হইল, বস্ত্রাদি অসাবধান্ হইতে লাগিল, এবং ইঁহারা মত্ত হইলেন, এবং ইঁহাদের লজ্জার বেগ খণ্ডিত হইল, এবং পরস্পর পরস্পরকে মধু পান করাইতে লাগিলেন, এবং শ্রীরাধিকা মধুমদে উদ্ভ্রান্তা ও বিক্ষিপ্তবুদ্ধি হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন॥ ২৭॥

শ্রীব্রজসুন্দরীগণ মধু মদে উদ্ভ্রান্তা হইয়া কহিতে লাগিলেন—

"গ—গ—গণ হতে কেন? সূ—সূ—সূর্য্য পড়িছে,
ভূ—ভূ—ভূমি কে—কে—কেন? ঘু—ঘু—ঘু—ঘুড়িছে,
না—না—না—না—নাচে কেন? ত—ত—তরুগণ,
র—র—রক্ষা ক—ক—কর কৃ—কৃষ্ণ এখন"

ইহা বলিতে বলিতে যুগপৎ কেহ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে, কেহ ভুজে, কেহ হৃদয়ে, কেহ পৃষ্ঠে, লগ্ন হইতে লাগিলেন, তাহাতে ললনাগণের অঙ্গে উত্তরীয় বসন স্খলিত হইয়া গেল, এবং কেশ কলাপ আলুলায়িত হইল॥ ২৮॥ পরে রসনিধি কৃষ্ণ তাঁহাদের পীন পয়োধর দ্বারা প্রতি অঙ্গ প্রপীড়িত হইয়া নিজ নিবিড় ভুজ যুগলের দ্বারা পীড়ন করিয়া প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, মধুমদ মত্তা রমণীগণ বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে চুম্বন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া দাসীগণ বদন আচ্ছাদন করিয়া হাস্যোদয় আর কতবার রোধ করিবে॥ ২৯॥

কিঙ্করীগণের বদনে হাস্য দেখিয়া তদবস্থ কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন—অয়ি চপল নয়না কিঙ্করীগণ! তোমাদের স্বামিনীগণ কি কার্য্য করিতেছে দেখ! একাকী আমাকে ইহারা সকলে মিলিত হইয়া জয় করিবার জন্য বলাৎকার করিতেছে,

ইহা বড়ই অনীতির কার্য্য, যাহা হউক ইহাই আমার প্রচুর ভাগ্য যে তোমরা এই বলাৎকারের সাহায্য করিতেছ না ॥ ৩০ ॥

অনন্তর মধুমতী নামক কোন কিঙ্করী শ্রীকৃষ্ণে মত্ত করিবার জন্য মধুপাত্র প্রদান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কুব্জিত পানির দ্বারা গ্রহণ করিয়া নিজাধররূপ বিদংশ মধ্যে মধ্যে অর্পণ করিতে করিতে "পানকর—পানকর" বলিয়া সকল ব্রজযুবতীগণে পুনঃ পুনঃ পান করাইতে লাগিলেন, কিন্তু স্বয়ং পান করিলেন না ॥ ৩১ ॥

অত্যন্ত মধুমদে মত্তা রমণীগণ, "আমরা স্ত্রী কিম্বা পুরুষ বিবসনা কিম্বা সবসনা, এখন দিন কি রাত্রি, কিম্বা কি করিতেছি" কিছুই জানিতে পারেন নাই, ইহাঁদের কথার অন্বয় নাই, ইহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা কিঙ্করীগণে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

তুলসী মঞ্জরী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রিয়! তুমি কেন কিঞ্চিৎ মাত্র মধুপান করিলে না?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে তুলসি! আমি ইহাঁদিগের মধুপূর্ণ মুখরূপ কনক চষকস্থিত মধু নিরন্তর পান করিতেছি, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? আর দেখ স্বেদ জলে আমাদের অঙ্গ আকীর্ণ হইয়াছে, তুমি আসিয়া মৃদু ব্যজনাদি দ্বারা এখন পরিচর্য্যা কর ॥ ৩৩ ॥

"নিকটে যাইলে ধৃষ্টরাজ কৃষ্ণ আমাদিগকে লাঞ্ছিত করেন" এই ভয়ে সেবাপরা তুলসী প্রভৃতি মঞ্জরীগণ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে ব্যজন করিতে আগমন করিলেন না, চতুর কৃষ্ণ তাহা

বুঝিয়া চষক সমূহ মুখ নিকটে ধারণপূর্ব্বক পানাভিনয় করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আমি মত্ত হইলে সেবাপরা দাসী-গণের আমার নিকটে আসিতে কোন শঙ্কা থাকিবে না, ইহা স্থির করিয়া মধুপানানুকরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে দেখিতে অভ্যাস বশতঃ অরুণনয়ন ও ঘূর্ণাযুক্ত ও শ্লথগাত্র হইলেন; মঞ্জরীগণ হাঁসিতে হাঁসিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিলেন॥ ৩৪॥ অনন্তর চতুরা কুন্দলতা গৃহের কপাট রুদ্ধ করিলে, চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ সবলে প্রত্যেক কিঙ্ক-রীকে রোধ করিয়া ইহাদের মধুর অধর পান করিতে লাগি-লেন, ইহারাও না—না—না বলিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া অতনু নিজ ধনু ধূনন করিতে করিতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া নাচিতে লাগিল, অর্থাৎ কিঙ্করীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রহস্য লীলা আরম্ভ করিলেন॥ ৩৫॥ তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ স্বয়ং ত্রিবিধ মধু অর্থাৎ গোড়, পৈষ্ট ও পৌষ্প মধুপান করিতে লাগিলেন, এবং কিঙ্করীগণকে পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ত্রিবিধ মধুপান করিয়া যে ভ্রান্তি শ্রীকৃষ্ণের হইয়াছে, সেই ভ্রান্তি কিঙ্করীগণকে রক্ষা করিল, অর্থাৎ মধুপান করিতে দিল না, তদন্তর ইহারা স্মর-রণে বিগত ভূষণ শ্রীকৃষ্ণে শ্রমজলরূপ মুক্তামালা বিভূষিত দেখিয়া মৃদু বীজনের দ্বারা পরিচর্য্যা করিলেন।

প্রিয়াগণের মধুর রস পরিপাকারম্ভে মধুপান জন্য মত্ততাতিশয়রূপ রাহু কর্ত্তৃক যে গ্রস্ত হইয়াছিল, সেই জ্ঞানরূপ চন্দ্রকে মত্ততাতিশয়রূপ রাহু ঈষৎ মোচন করিলে যে প্রকাশ হইল, তাহাতে সুরতরত্ন সমূহ পরস্পর দান

করায় অপূর্ব্ব বিস্তৃত আনন্দানুভব হেতু যাঁহারা মধুপান করেন নাই, সেই আলিমণ্ডলী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন; অর্থাৎ মধুপানে অতিশয় মত্ত হইয়া অজ্ঞান হইলে সুরত সুখ হয় না, কিন্তু কতিপয়ক্ষণ পরে মত্ততা ঈষৎ ন্যূন হইয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হওয়ায় অসীম সুরত সুখ সকলে ভোগ করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে অকৃত মধুপানা আলিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে মধুপান লীলাস্বাদনোনাম ত্রয়োদশসর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

চতুর্দ্দশসর্গঃ।

জলবিহার লীলা।

বনজ নয়ন শ্রীকৃষ্ণ বনজ বিনিন্দিত চরণযুগল দ্বারা নিদাঘ সুভগবন ভ্রমন করিতে করিতে তথায় মধুমঙ্গলকে দেখিয়া কহিলেন—হে সখে! তুমি কি জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী বিরস হইয়া রসাল পনাশাটবীতে (আম কাঁঠালের বাগানে) রহিয়াছ? মধুমঙ্গল কহিলেন; হে বয়স্য! কৃষ্ণ! তুমি "আমি বড় রসিক" ইহা আপনাকে মানিয়া থাক, অদ্য আমি তোমার সহিত বিবাদ করিব—বল, রস কি প্রকার? ইহাতে তোমার ও আমার পাণ্ডিত্য দ্বিজকুল * স্তুত রসাল গুরু শাখিগণ † সাক্ষী স্বরূপে অবগত হউক॥ ১॥ ২॥ হে সখে! পশুপনাগরীগণ নয়ন কম্পন দ্বারা তোমাকে ক্রয় করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে বিকচ মল্লিকা মালতীযুক্ত নিস্ফল বনে বিচরণ করিতেছ, তথাপি রসিকাগ্রগণ্য বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিয়া থাক; লোকেও তোমাকে রসিক বলিয়া জানে, যেহেতু প্রসিদ্ধ জনবর্ত্তি দোষগণও গুণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ৩॥ ৪॥ আমি আম ও কাঁঠালের

* দ্বিজকুল—ব্রাহ্মণকুল ও পক্ষিগণ।

† রসাল গুরুশাখি—বৃহৎ আম্রবৃক্ষ এবং রসশাস্ত্রভিজ্ঞ গুরু স্বরূপ বৃক্ষগণ।

রসের দ্বারা নিজ উদরকে রসনিধি করিয়াছি, তথাপি তোমার মতে অরসিক হইলাম, হে অহংকারিন্! যদি ক্ষুধায় কাতর হইয়া নিষ্ফল বনে বনে ভ্রমন করিতে পারি, তাহা হইলে রসিক বলিয়া তুমি আমাকে খ্যাতি দিতে পার ॥ ৫ ॥ হে সখে! জগৎত্রিতয় দুর্লভ অতুল ফলযুক্ত তোমার এই বৃন্দাটবী, এবং তুমিও নিত্য বৃন্দাবন-বিহার-প্রিয়, বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত, পরন্তু তুমি এই বৃন্দাবনে উদিত রসে একতান হইলে না, আমার ইহা ভিন্ন আর কিছুই খেদ নাই।

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে সখে নিদাঘ দিবসে নির্ঝরের শিশির সলিলের দ্বারা রসনা এবং কমল বন সংসর্গি বায়ু দ্বারা ত্বক্ ও মধুর মল্লিকা সৌরভ দ্বারা নাসিকা এবং পলাসের নবীন অরুণ বর্ণ পল্লব দ্বারা নয়ন ও বন কপোতের মঞ্জু নিস্বনের দ্বারা কর্ণ, আমার পঞ্চেন্দ্রিয় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে, এই হেতু আমি বৃন্দাটবীতে ভ্রমন করিয়া থাকি, হে বটো! তুমি অরসিক বলিয়া বন ভ্রমন কর না ॥৬॥

এই কথা শুনিয়া বটু কহিলেন—হে রসিকবর! তোমার পঞ্চেন্দ্রিয় যাহারা আনন্দিত করিয়া থাকে, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে আমার পঞ্চেন্দ্রিয় যাহারা আনন্দিত করিয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর, এই পরিপক্ক আম্রফলগণ আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদক, ইহাদের বাহ্যে মরকতদ্যুতি আমার নেত্রানন্দকর, এবং পদ্মরাগমণি নিন্দি দ্রব, রসনানন্দকর, পরিমল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ানন্দদায়ক, এবং মৃদুতা ত্বগিন্দ্রিয়ানন্দকর, রসাল এই নাম কর্ণানন্দ বিধায়ক। সুতরাং ইহারা আমার ইন্দ্রিয়গণে সতত সতৃষ্ণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পরে বৃন্দা কহিলেন—হে মাধব! এই অটবী অতিক্রম পূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ড নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র বন অবলোকন কর, এই বন ত্রিজগতের মুকুটের নূতন রত্ন সদৃশ এবং তোমাদের দুই জনের বিলাস নিবহ রক্ষক, সুতরাং ইহাদিগকে বর্ণন করিতে মহাকবি পতিরও বাক্ সমর্থা হয় না॥ ৮॥

প্রণয়ে স্নিগ্ধ ও আনন্দকর বৃন্দা বচনরূপ সুধাংশু কিরণ দ্বারা তৃষ্ণা জলনিধি উচ্ছলিত হওয়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতিশয় ত্বরা করিয়া রস পুরঃসরে স্বকেলি সদন সদৃশ রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-তটে আগমন করিলেন॥ ৯॥ এই কুণ্ডযুগলের মধ্যে রাধাকুণ্ড অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ইহার উত্তরদিকে ললিতার কুঞ্জ, ঈশান কোণে বিশাখার কুঞ্জ, পূর্ব্বদিকে চিত্রার কুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখার কুঞ্জ, দক্ষিণদিকে চম্পকলতার কুঞ্জ, নৈঋর্ত কোণে রঙ্গদেবীর কুঞ্জ, পশ্চিমদিকে তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ, বায়ু কোণে সুদেবীর কুঞ্জ। এই কুঞ্জ শ্রেণী বিপিন পালিকাগণ প্রতিক্ষণ বিদ্যমানা থাকিয়া নানাবিধ কুসুম ও মণিদর্পণ তোরন দিয়া সাজাইয়া থাকেন। এবং বিলাসিযুগলের (শ্রীরাধা কৃষ্ণের) হিন্দোলন ক্রীড়া, হোলিকা ক্রীড়া, এবং পুষ্পনির্ম্মিত কন্দুক দ্বারা যুদ্ধলীলা, নিহ্নব অর্থাৎ লুকাচুরী ক্রীড়া, ও জলক্রীড়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ও নীরেই প্রায় হইয়া থাকে। সুধা গর্ব্ব খর্ব্বকারি শত শত নানা জাতীয় ফল আস্বাদন দ্বারা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর অক্ষকেলি নর্ম্ম দ্বারা এবং বিবিধ হাস্য ও বিবিধ লাস্য দ্বারা এবং কবিত্ব রস আস্বাদন দ্বারা শ্রীরাধার বিবিধ প্রকার মান, ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে মানভঞ্জন দ্বারা যে শ্রীরাধাকুণ্ড 'সর্ব্ব

সৌভাগ্যাস্পদ, এবং নিখিল জন নয়ন-মনোহর। শ্রীরাধা-কুণ্ডের দিক্ চতুষ্টয়বর্ত্তি যে তট চতুষ্টয় বিবিধ রত্ন নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে মণির দ্বারা তট বাঁধা, তদিতর মণি দ্বারা চারিদিকে অবগাহনাদির নিমিত্ত চারিটি অবতার অর্থাৎ ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রত্যেক ঘাটের দুই দুই পার্শ্বে মণি নির্ম্মিত কুট্টিম, এবং প্রত্যেক কুট্টিমের উপরি ছত্রিকা, এবং প্রতি কুট্টিমের দুই দুই পার্শ্বে স্থিত দুই দুই তরুস্কন্ধ লগ্ন দামবদ্ধ সদোলন হিন্দোলিকা * রহিয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডে জলমধ্যে অনঙ্গমঞ্জরীর চন্দ্রকান্ত মণিনির্ম্মিত গৃহ, ঐ গৃহে যাইবার জন্য উত্তর দিগ্বর্ত্তিঘাট হইতে সেতু আছে। রাধাকুণ্ড জল মধ্যবর্ত্তি বিধূপল গৃহে গ্রীষ্মকালে শ্রীরাধিকা দেবী নিজ ভগিনী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণসহ শয়ন করাইয়া সুখে মগ্ন হইয়া থাকেন ॥ ১০-১৪ ॥ এবং পূর্ব্বদিক্ ও অগ্নি-কোণের মধ্যে রাধাকুণ্ডে, কৃষ্ণকুণ্ডের মিলনহেতুক কনক-নির্ম্মিত পাপনাশক সেতুবন্ধ আছে, ঐ সেতুবন্ধের পরেই ভূমিমণ্ডলে নিরুপমা খ্যাতিযুক্ত, ও নিখিল তীর্থের বিহার-স্থল, কৃষ্ণকুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছেন। যেমন শ্রীরাধাকুণ্ডের দিগ্বিদিকে ললিতাদি সখীদিগের কুঞ্জ বিদ্যমান আছে, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের দিগ্বিদিকে সুবলাদি সখাগণের কুঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥ †

---

* এই হিন্দোলা ছত্রির উপরি বিদ্যমান।

† সহৃদয় ভক্ত পাঠকগণের বিদিতার্থ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত হইতে শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের তটস্থিত শ্রীসুবলাদি সখাগণের কুঞ্জের সন্নিবেশ উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইল। শ্যামকুণ্ডের বায়ু কোণে সুবলানন্দ কুঞ্জ, সুবল এই কুঞ্জ শ্রীরাধিকাকে

সেতুবন্ধ স্থলে কমল নয়ন শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণ সহ দণ্ডায়-মান হইয়া দেখিলেন—কুণ্ডযুগের তটে পিঞ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরগণ নাচিতেছে, হংসিকাগণ স্বরতিশংসিকা অর্থাৎ কামো-ন্মত্তা হইয়া জল মধ্যে রব করিতেছে, এবং আকাশে পুঞ্জিত হইয়া অমলগুঞ্জিত ভ্রমরগণ ভ্রমন করিতেছে, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিলক্ষণ উৎসব ধারণ করিয়া নিজ প্রেয়সীকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধে! অবলোকন কর—তোমার এই কুণ্ডে পিকসমূহ, টিট্টিভগণ, চাতক শ্রেণী, মরাল নিচয়, শুকাবলী এবং হারীতকালি এক বারে মিলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্বরে রব করিতেছে, হে রঙ্গিনি! ছয় ঋতুতে ইহাদের এক এক জাতীয় পক্ষির অর্থাৎ বসন্তে কোকিলের, গ্রীষ্মে টিট্টিভের, বর্ষায় চাতকের, শরতে হংসের, হেমন্তে শুকের ও শীতে হারীতেকের রব মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তোমার কুণ্ডে যুগপৎ ছয় ঋতু বিদ্যমান থাকায় এক কালে ইহাদের ছয় জাতীয় পক্ষীর রব শুনিতে পাই-তেছি॥ ১৬॥ ১৭॥

দিয়াছেন, ইহার নিচে মানস পাবন ঘাটে শ্রীরাধা সখী সঙ্গে নিত্য স্নান করেন। উত্তর দিকে মধুমঙ্গলশন্দ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ মধুমঙ্গল শ্রীললিতা দেবীকে দিয়াছেন। ঈশান কোনে উজ্জলানন্দদ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ উজ্জল বিশাখাকে দিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে অর্জ্জুনানন্দদ কুঞ্জ, অর্জ্জুন এই কুঞ্জ চিত্রাকে দিয়াছেন, অগ্নিকোণে গন্ধর্ব্বানন্দদ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ গন্ধর্ব্ব ইন্দুলেখাকে দিয়া-ছেন। দক্ষিণে বিদগ্ধানন্দদ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ বিদগ্ধ চম্পকলতাকে দিয়াছেন। নৈর্ঋতে ভৃঙ্গানন্দদ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ ভৃঙ্গ রঙ্গদেবীকে দিয়াছেন, পশ্চিমদিকে কোকিলানন্দদ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ কোকিল সুদেবীকে দিয়াছেন।

হে রাধে! হে কুতুকিনি দেখ দেখ! তোমার কুণ্ডে অলিযুবার মহামহোৎসব দেখ—এই অলিযুবা বসন্তে বিকসিত নবমালিকার মধুপান করিয়া গ্রীষ্মে মৃদুল মল্লিকার মধুপান করিল, তথা হইতে বর্ষায় বিকসিত মৃদুল যূথিকার মধুপান করিয়া শরৎকালে বিকসিত সরোজিনীর মধুপান পূর্ব্বক হেমন্তে বিকসিত কুরুণ্টকের মধুপান করিয়া শীতকালে বিকসিত কুন্দবল্লীর মধুপান করিতেছে। হে রসিকে! রাধে! আমার বোধ হইতেছে—এই অলি যেন অনেক ভার্য্যা বিশিষ্ট ধার্ম্মিক গৃহীর ন্যায় ক্রমিক ঋতু গমন ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছে ॥ ১৮ ॥

হে বরাঙ্গি! রাধে! তোমার সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থিত তরুলতাগণ পরস্পরের তুঙ্গ শাখা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এমন ভাবে সরোবর আবরণ করিয়াছে, যাহাদ্বারা দিন মধ্যভাগেও সূর্য্যের কিরণ সরোবরের জলস্পর্শ করিতে পারিতেছে না॥১৯॥ কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে অনাবৃত যে চারিটী দ্বার রহিয়াছে, তাহা দ্বারা যাচক জনবৎ বায়ু প্রবেশ করিয়া উদার নলিনীগণের নিকট তাহাদের সৌরভ ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত হইল, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রমরগণ, ভং ভং শব্দ দ্বারা তর্জ্জন করিতেছে, তথাপি বায়ু নিজ মৃদুত্ব পরিত্যাগ করিতেছে না, ইহা সৎভিক্ষুকদিগের স্বভাব, তাহারা তর্জ্জিত হইলেও মৃদু ভাবেই থাকে ॥ ২০ ॥ হে রাধে! এক্ষণে তোমার ন্যায় রমণীয়া তোমার সরসীকে দেখিতেছি, হে সুন্দরি! তুমি যেমন প্রফুল্ল কমলাননা, তোমার সরসীও প্রফুল্ল কমলাননা, অর্থাৎ প্রফুল্ল কমল যাহার আনন। হে কান্তে! তুমি যেমন চল-

নবীন-মীনেক্ষণা, তোমার সরসীও চল নবীন মীনেক্ষণা অর্থাৎ চঞ্চল নবীন মীন যাহার ঈক্ষণ। হে সুন্দরি! যেমন মাধুর্য্য তরঙ্গ সম্ভূত সূক্ষ্ম ফেন পুঞ্জের ন্যায় তোমার সুবদনের চারু মৃদু হাঁসি, এইরূপ তোমার সরসীরও মাধুর্য্য ময় তরঙ্গ জাত সূক্ষ্ম ফেনপুঞ্জ মৃদু হাস্য। তুমি ভ্রমৎ-ভ্রমর-মণ্ডলী-ললিত-বেণিকা, অর্থাৎ ঘূর্ণমান ভ্রমর মণ্ডলীর ন্যায় তোমার দোদুল্যমান ললিতবেণী, তোমার সরসী ও ভ্রমদ্ভ্রমর মণ্ডলী ললিত বেণিকা, অর্থাৎ যে ভ্রমর মণ্ডলী ভ্রমন করিতেছে, ইহারাই তোমার সরসীর বেণী, তুমি চক্রবাক্ কুচা, অর্থাৎ চক্রবাক্ মিথুনের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট তোমার পয়োধর, তোমার সরসীও চক্রবাক্ কুচা অর্থাৎ যে চক্রবাক্‌মিথুন তোমার সরসী বক্ষঃস্থলে খেলিতেছে, ইহারাই তোমার সরসীর কুচ। এবং তুমিও উজ্জ্বল কান্তি তোমার সরসীও উজ্জ্বলকান্তি। হে রাধে! তুমি সুরত রঙ্গিনী (১) তুমি, ভানুজা (২) কোন সময় শ্রুতি (৩) সরস করিয়া তোমায় সরস্বতী উদয় হয়, হে প্রিয়ে! তুমিই আমার নর্ম্মদা (৪) তুমিই অংশে বাহুদা (৫)। হে সুন্দরি! তুমি অংশে সুরতরঙ্গিনী প্রভৃতি পুণ্য নদী স্বরূপা, কিন্তু এই সরোবরে তোমার পূর্ণত্ব আবিস্কৃতি হইয়াছে॥২১॥২২॥ অতএব

---

(১) সুরত রঙ্গিনী—গঙ্গা ও সুরতে রঙ্গিনী।

(২) ভানুজা—যমুনা ও বৃষভানু কন্যা।

(৩) শ্রুতি—বেদ ও কর্ণ।

(৪) নর্ম্মদা—প্রসিদ্ধ নদী ও পরিহাস দায়িনী।

(৫) অংশে বাহুদা—অংশ দ্বারা বাহুদা নামক নদী বিশেষ ও স্কন্ধে বাহু প্রদান কারিণী।

হে সুজঘনে! সুরতরঙ্গিনী প্রভৃতি পুণ্য নদী ও শ্রীরাধাকুণ্ড স্বরূপা তোমার ঘন রস (১) দ্বারা ঘনবৎ বিদ্যোতিনী আমার এই অপঘন মণ্ডলী ঘন প্রণয় দ্বারা অবনেজন অর্থাৎ শুদ্ধকরি, ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ক্বনিত কঙ্কণযুক্ত কর নিজ করে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রীরাধিকা হাঁসিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই সময় উভয়ের অনর্ব্বচনীয় শোভা হইল।

এমন সময় বনদেবী আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন— "হে গিরিধর! তুমি যাঁহার ঘন রসে অঙ্গ শুদ্ধি করিতে অভিলাষ করিতেছ, ইনি সরসী নহেন, বাম্যরূপ উপলযুক্ত পার্ব্বতীয় ভূমি, অতএব এখানে ঘন রসাবগাহন তোমার অসম্ভব; ইহাকে পরিত্যাগ কর" ইহা বলিয়া ব্রজবিধুর কর হইতে শ্রীরাধিকাকে বিমোচন করিয়া জল বিহারোচিত বসনাদি পরিধাপন করাইবার জন্য অন্য স্থলে লইয়া গেলেন॥ ২৩॥ ২৪॥

তৎকালে যথায় শ্রীরাধিকা নীর খেলা যোগ্য বসন পরিধান করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তভাবে তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে থাকিয়া লতাছিদ্র দ্বারা দেখিতে লাগিলেন। যখন শ্রীহরির নয়নরূপ ভ্রমর তরুদল ছিদ্র হইতে শ্রীরাধার কুচরূপ কমল কোরকের উপরি পতিত হইতে লাগিল তখন শ্রীরাধা বস্ত্রাবরণহীনাঙ্গী হইয়া "শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বুঝি দেখিতেছেন" এই শঙ্কায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চীনাংশুক পরিধান করিলেন॥ ২৫॥

(১) ঘন রস—জল ও শৃঙ্গার রস।

পরে সকলে নীর বিহারোচিত বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া শ্রীকুণ্ড তটে আগমন করিয়া জল বিহারের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে জলমধ্যে পতিত হইলেন; তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল—চপলতারূপ লতাগণ যেন অতনু বাত্যায় কম্পিত হইয়া জলে পতিত হইল। পরে ঘন রস প্রিয়া প্রিয়াগণ ঘন রসের যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রিয়তমের অঙ্গ শোভা আস্বাদন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের অঙ্গও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ শোভা দর্শন জাত অনঙ্গ আস্বাদন করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর গ্রথিত পানি দ্বারা মৃদু মৃদু জলের উপরি আঘাত করিয়া স্তন সদৃশ তরঙ্গমালা সৃষ্টি করিতে করিতে মণ্ডলী বন্ধে জল মধ্যে বিরাজিত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই মণ্ডলী মধ্যে বিরাজিত হইলে বোধ হইল নীলমণি কর্ণিকাযুক্ত সহস্রদল হেম কমল যেন শ্রীকুণ্ড সলিলে ভাসিতেছে * ॥ ২৭ ॥ ব্রজসুন্দরীগণ বিগত লজ্জা হইয়া স্তন সদৃশ তরঙ্গমালা সৃষ্টি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণে সরস বচনে কহিতে লাগিলেন, হে অঘান্তকর! হে ভুস্তজব্রত! তুমি যাহার দর্শন স্পর্শনের জন্য ব্রজের কুলস্ত্রীগণে মলিন করিয়া থাক, অদ্য তোমার ভাগ্য বশতঃ জল হইতে স্বয়ং প্রকটিত হইয়া এই স্তন সমূহ সুলভ হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ইহা দর্শন করিয়া নিজ নয়ন এবং স্পর্শদ্বারা করতল সফল কর ॥ ২৮ ॥

যাহাদের মদন মতঙ্গজে ধৈর্য্য উন্মথিত করিয়াছে, সেই পরম লজ্জাবতীগণের মুখে এই প্রকার নির্লজ্জ বচন শ্রবণ

* শ্রীগোপীকাগণ কমলদল স্থানীয় ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ণিকার স্থানীয়।

করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া একবার তাঁহাদের স্তনে অন্য বার স্তন সদৃশ তরঙ্গ মালায় পানি পঙ্কেরুহ অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—হে সুন্দরীগণ! ইহা স্তন কিম্বা ইহা স্তন? অর্থাৎ তরঙ্গ মালায় পানি পঙ্কজ সমর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা কি স্তন? পুনরায় স্তনোপরি পানি কমল অর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা কি স্তন? তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ২৯ ॥

স্তনোপরি কর কমল যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করিলেন, অমনি ব্রজরঙ্গিনী সকল মণ্ডলী বন্ধত্যাগ করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে ইতস্ততঃ অপসরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তটস্থিতা কুন্দলতা নিজ চঞ্চল লোচন সফর যুগলে জলমধ্যে খেলাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ পলায়ন পরায়ণা শ্রীব্রজ নারীগণের তাদৃশ রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন, এবং অনঙ্গমদ রঙ্গিয়া যুবযুগলের সলিল রণে পাণ্ডিত্য দেখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন—হে হরে! তুমি শোভায় জলধর, তোমার এই রমণীগণও করে জলধরা, অতএব ইহাদের সঙ্গে ক্ষণকাল জলাজলি যুদ্ধ কর, এবং ক্রমেন জি ধাতুর কর্ম্ম ও স্তু ধাতুর কর্ত্তা হও।

শ্রীকৃষ্ণ পক্ষাশ্রিত কুন্দলতার "জি ধাতুর কর্ত্তা হও" অর্থাৎ ইঁহাদিগকে তুমি জয় কর, এবং "স্তু ধাতুর কর্ম্ম হও" অর্থাৎ পরাজিতা হইয়া ইহারা তোমাকে স্তুতি করুক, ইহাই বলিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে মুখ হইতে বিপরীত রূপে অর্থাৎ জি ধাতুর কর্ম্ম ও স্তু ধাতুর কর্ত্তা হও" বাহির হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কুন্দলতা তুমি কি বলিলে?

তখন কুন্দলতা অত্যন্ত সম্ভ্রম বশতঃ পুনরায় পরিবর্ত্তন

করিয়া জি ধাতুর কর্ত্তা হও ও স্তু ধাতুর কর্ম্ম হও পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রীব্রজসুন্দরীগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে সরস্বতী সত্যরূপে অগ্রে উদিত হইয়াছেন তাঁহাকে তব বশা * সুভদ্রাঙ্গনা অন্যথা করিতেছে কেন? ॥ ৩০-৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গর্ব্বিনীগণ! তোমাদের জয় হইলে চুম্বনাদি পণ গ্রহণে বলাৎকারের কর্ত্তৃত্ব জন্য সুখানুভব তোমাদেরই হইবে, এই নিমিত্ত জয় বাঞ্ছা করিতেছ? আমি যদি বিধি বশতঃ পরাজিত হইয়া জি ধাতুর কর্ম্মত্ব নিবন্ধন ব্যথা অনুভব করি, তাহা হইলে কোথায় পলায়ন করিয়া সুখ লাভ করিব, এরূপ স্থান দেখিতেছি না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নান্দীমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নান্দীমুখি! "এই জলবিহারে কি পণ হইবে" তাহা তুমি নির্ণয় করিয়া বল?

নান্দীমুখী কহিলেন—হে ব্রজযুবরাজ! স্মৃতি শাস্ত্রে লিখিত আছে, ধনী জন যদি কোন সময় কোন ক্রীড়ায় পরাজিত হয়, তাহা হইলে জয়ী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে ধনী জনের নিকট ধন গ্রহণ করিয়া পরে তাহাকে বাঁধিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে নান্দীমুখি! আমরাই ধনী, ও পদক কিঙ্কিণী কঙ্কণ প্রভৃতি আমাদের ধন, আমাদের মধ্যে যাহার পরাজয় হইবে অর্থাৎ আমি যদি পরাজিত হই, তাহা হইলে এই গোপিকাগণ আমার পদকাদি ধন লইবেন, আর গোপিকাগণের পরাজয় হইলে আমি ইঁহাদের পদক কিঙ্কিণী

* এখানে শ্লেষার্থে অত্যন্ত পরিহাস কুন্দলতাকে করা হইয়াছে, সুভদ্রাঙ্গনা—বলীবর্দ্দের স্ত্রী, অর্থাৎ গবী, বশা—বন্ধ্যা।

প্রভৃতি অলঙ্কার লইব; এবং ভুজরূপ ভুজঙ্গ পাশে বন্ধন করিব, এই বাক্য শুনিয়া ভ্রূধনু কম্পন পুরঃসর গোপিকাগণ হুঙ্কার করিতে করিতে নান্দীমুখীকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

পরে সুন্দরীগণ শ্রীকুণ্ডজলে মণ্ডলী বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পর সংশ্লিষ্ট অঙ্গুলীযুক্ত করদ্বয় দ্বারা জলগ্রহণ করিয়া করভ পীড়ন দ্বারা চালন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল,—অরুণ পঙ্কজরূপ তুণ হইতে স্বয়ং নিঃসৃত বাণ দ্বারা প্রিয়তমে প্রিয়াগণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে স্থিত সর্ব্বতোমুখ-শ্রীকৃষ্ণ লঘুগতিদ্বারা ভ্রমণ করিতে করিতে মদনের সর্ব্বতোমুখ-শরের ন্যায় রমণীগণের অঙ্গে জল নিক্ষেপ করিয়া একাকী শত সহস্র প্রেয়সীগণে স্ববিক্রমে পরাজয় করিলেন, ব্রজ রমণীগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের তটস্থ মধুমঙ্গল তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন—হে সখে! "তোমারই জয় হইয়াছে" "তোমারই জয় হইয়াছে" এই বিফল গর্ব্বিনী গোপিকাগণ, পদকাদি নিজ ধন গোপন করিতে করিতে পলায়ণ করিয়া যাইতেছে, ইহাদের অঙ্গ হইতে পদক, কিঙ্কিণী, কঙ্কণ প্রভৃতি অলঙ্কার উত্তারণ করিয়া আমার করতলে শীঘ্র প্রদান কর, আমি এখনই ত্বরা করিয়া মথুরাপুরে যাইয়া ইহাদের এই অলঙ্কার সমূহ বিক্রয় পূর্ব্বক তাহা দ্বারা শিতোপলা (ওলা) ক্রয় করিয়া আনিব।

বটুর এইবাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন ওরে কুটিল! থাক্ থাক্, সময় পাইলে দেখিব ॥ ৩৭-৩৯ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাদি পদ্মিনীগণের অপাঙ্গ শর পঞ্জর মধ্যে বলপূর্ব্বক মধুসূদন প্রবেশ করিয়া মধুপান করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং মণিময় অভরণ সকল খুলিয়া লইতে লাগিলেন, তাহাতে অলঙ্কারগণের ঝঙ্কার হইতে লাগিল এবং শ্রীরাধা প্রভৃতির মধ্যে, "কেহ আমার হার গেল," "কেহ আমার পদক গেল," "কেহ আমার কাঞ্চী গেল," "কেহ কিঙ্কিণী গেল," "কেহবা বলয়াদি খুলিয়া লইবার সময় বড় ব্যথা লাগিতেছে, বলিয়া উচ্চৈঃ রব করিতেছেন" তাহাতে যে কোলাহল হইল, তাহা শ্রবণ করিয়া ভয় বশতঃ কেকি, কোকিল প্রভৃতি যে উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল তাহা দ্বারা শ্রীরাধাদির কোলাহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল ॥ ৪০ ॥

প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের করাকরি ও নখানখি স্মর রণ আরম্ভ হইল, তাহাতে লজ্জা ও ভয় ঘনরস তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া গেল। ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ ভুজঙ্গ পাশে বদ্ধ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে নিজভুজ ভুজঙ্গ পাশে বন্ধন করিলেন। কতিপয় ক্ষণ পরে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকুণ্ড হইতে কমল তুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের উত্তরীয় বসন কঞ্চুক ও অভরণ হরণ করিয়া লইলে, ইঁহারা অতি অনির্ব্বচনীয় মাধুরী ধারণ করিলেন—ইঁহাদের মন্দপবনে কম্পিত অশ্বত্থ পত্রের সদৃশ উদর অতিশয় শোভা ধারণ করিল। ইঁহারা লজ্জা বশতঃ বিগত

কঞ্চুক ও হরি-নখর-বিক্ষত স্বীয় স্বীয় কুচযুগল বাহুদ্বয় দ্বারা আবরণ করিলেন, ইঁহাদের মুখে আদ্রীভূত অলক প্রলিপ্ত হইল, ইঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, ইঁহারা পদ্মিনী রমণী নহেন, কিন্তু শশিশেখরগণকে অসম বানের ভয়ঙ্কর পাশদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক কামের সেনাগণ যেন শোভা বিশেষ শোভা ধারণ করিয়াছে। *

ইঁহারা এই অবস্থায় নান্দীমুখীর নিকটে আগমন পূর্ব্বক স্খলিত গদ্গদাক্ষরযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে শঠে! এই অনীতিজ্ঞের সঙ্গে কেন তুমি আমাদিগকে খেলা করাইলে?

ইহা শুনিয়া নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন—হে গিরিধর! তুমি কেন অনীতির কার্য্য করিয়াছ?

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে সহসা নান্দীমুখীর নিকট আসিয়া সাহস পূর্ব্বক কহিলেন, হে নান্দীমুখি! আমি জল বিহারে জয়ী হইয়া পণ গ্রহণের জন্য অলিগণাবৃত স্বুবর্ণ নলিন সমূহের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাদের মুখ পরিমল আঘ্রাণ করি নাই, এবং চক্রবাক্ যুগলে কৌতুক বশতঃ করতলে আকর্ষণ করিয়া ধারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাদের স্তন স্পর্শও করি নাই, ইহাতে আমার কি অপরাধ হইয়াছে, তাহা বল ॥ ৪২-৪৫ ॥

নান্দীমুখী হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন—হে কৃষ্ণ তুমি

* শশিশেখর মহাদেব স্থানীয় নখাঙ্ক বলিত স্তন, এবং শ্রীব্রজদেবীদিগের ভূজলতা অসমবানের—অর্থাৎ মদনের ভয়ঙ্কর পাশ অর্থাৎ এ পাশে বাঁধা পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের মুক্তিলাভ করা সহসা কঠিন।

সত্যই বলিতেছ, তোমার সত্যবাদিত্বে অধরে ও স্তনে দশন নখর ক্ষত ধারিকা গোপিকাগণ তোমার কথায় কোপিকা হইয়া সাক্ষি প্রদান করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে নান্দীমুখি! তুমি শঠতার সম্পুট সদৃশী রাধাদি গোপিকাগণে কদাচ বিশ্বাস করিও না, অর্থাৎ ইহাদের বহুক্ষণ জল ক্রীড়া করিয়া শীত বশতঃ কম্পিত নিজ দশন দ্বারা যে অধর ক্ষত হইয়াছে, এবং মৃণাল কণ্টক দ্বারা যে স্তন ক্ষত হইয়াছে, তাহাই "মৎ কর্ত্তৃক সম্পাদিত" ইহা শঠতা করিয়া তোমার নিকট জানাইতেছে। যদি বা আমার দ্বারা এ কার্য্য (অর্থাৎ ইহাদের অধরে ও উরোজে দশন নখর ক্ষত) হইয়া থাকে ও তাহা আমার না জানা অবস্থায় হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অলিগণাবৃত স্বর্ণ কমল, এবং ইহাদের অলকাবৃত বদন এবং চক্রবাক্ মিথুন ও স্তনে কিছু মাত্র ভেদ দেখিতে না পাইয়া মুগ্ধতা বশতঃ স্বর্ণ নলিন ভ্রমে ইহাদের মুখে দশন ক্ষত ও চক্রবাক্ ভ্রমে স্তনে নখর ক্ষত উৎপাদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত অর্থাৎ না জানিয়া করার নিমিত্ত অপরাধ অল্প হউক ॥ ৪৬ ॥ ইহাদের স্তনাধর ক্ষত করণে আমার কোন দোষ নাই যেহেতু এই কুলাঙ্গনাগণ তৎকালে ইহা স্বর্ণ কমল নহে মুখ, এবং চক্রবাক্ মিথুন নহে স্তন, ইহা উচ্চ বচনে বলিয়া আমাকে নিষেধ করে নাই, এক্ষণে কি নিমিত্ত এই দম্ভিনীগণ, আমার উপরি কোপ করিতেছে? ॥ ৪৭ ॥

তাহার পরে নান্দীমুখী কহিলেন—হে কৃষ্ণ! হে সুন্দরীগণ! এখন কলহের আর প্রয়োজন নাই, এবং পণ রাখিয়া

খেলারও প্রয়োজন নাই। পরন্তু জল মণ্ডূক বাদ্যে তোমাদের কেমন চাতুরী তাহা অদ্য দেখিব।

এই বচন শ্রবণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণও ব্রজদেবীগণ জলাঘাত দ্বারা বিবিধ তাল নাট্য ক্রমে বিবিধ বাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

জলদগর্জ্জন-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি প্রতিধ্বনি শ্রীকুণ্ড তটে হইতে লাগিল, তাহাতে মেঘ ভ্রমে চাতকগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং উন্মদ ময়ূরগণ কেকাধ্বনি করিতে করিতে পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক নাচিতে লাগিল, মধুমঙ্গলও ময়ূরগণের সঙ্গে কক্ষতালি দিয়া হীহী শব্দে হাঁসিতে হাঁসিতে নাচিতে লাগিলেন। শ্রীকুণ্ডতটবর্ত্তি বৃক্ষগণও যেন জল মণ্ডূক বাদ্য মাধুরী শ্রবণ করিয়া মধুধারা ছলে অবিরত অশ্রুধারা বর্ষণ পূর্ব্বক ভ্রমর ঝঙ্কতি ছলে ইঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরী স্বরূপ রস সিন্ধুগণ সরোবরে জলকেলি সমাপণ করিয়া তটে আগমন করিলেন, কিঙ্করীগণ বস্ত্রাদির দ্বারা ইহাদের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

তথা হইতে মণিমন্দিরে প্রবেশ করিলে, বিপিন পালিকা বৃন্দাদেবী রসাল, পনস প্রভৃতি অমৃত গর্ব্বহারি ফল সমূহ ভোজন করিতে প্রদান করিলেন। তাহা ঘন প্রণয় বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোপিকাগণ পরস্পর পরস্পরকে ভোজন করাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদিগকে প্রীতি সহকারে ভোজন করাইলেন, শ্রীগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি সহকারে ভোজন করাইলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীরাধাকুণ্ডের জলকেলি

লীলা এইরূপে সমাধা করিয়া লাবণ্য সলিল প্রবাহে পূর্ণ মধুর প্রত্যঙ্গরূপ সরোবরের রসে পুনরায় জল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, * তন্নিমিত্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কুসুম নির্ম্মিত মৃদুল শয়নে স্রস্তাঙ্গ হইয়া পতিত হইলে দাসীগণ তাম্বুল, ব্যজন, জল, দর্পণ, বেষাদি ও পাদসম্বাহনাদির দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, তাহাতেই ইঁহাদের নিদ্রার আবেশ হইল ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে জল বিহার লীলাস্বাদনোনাম চতুর্দ্দশসর্গঃ।

---

* ইহাদ্বারা ভঙ্গী করিয়া রহোলীলা বলা হইল।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

পঞ্চদশসর্গঃ।

পাশা খেলা ও সূর্য্য পূজা প্রভৃতি লীলা।

শ্রীরাধিকা ললিতাকে কহিলেন—সখি! ললিতে! মধুপান, দোলান্দোলন ও জলখেলা প্রভৃতি কৌতুকে করীন্দ্র যেমন নলিনীগণে পরাভব করে, এইরূপ কৃষ্ণ আমাদিগকে পরাভব করিয়া প্রাগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব হে বুদ্ধিমতি! ললিতে! যাঁহাতে বল প্রয়োগের প্রয়োজন—এইরূপ খেলায় আর আমাদের প্রয়োজন নাই, যাহা দ্বারা বুদ্ধি বলে জয় হইয়া থাকে, এইরূপ একটী খেলা বিচার করিয়া স্থির কর, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের গর্ব্ব ধ্বংস হইবে॥ ১॥ ২॥

ললিতা কহিলেন—হে রাধে! পাশা খেলায় জয়রূপ কুমুদমণ্ডলীর সম্বন্ধে তুমি সাক্ষাৎ চন্দ্রজ্যোতি স্বরূপা, অতএব হে গর্ব্বধারিনি! তোমাকে পরাভবরূপ অন্ধকার, দুঃখ প্রদান করিতে পারিবে না॥ ৩॥

এই প্রকার সখীসহ মন্ত্রণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আহ্বান করিয়া শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে প্রিয়তম! হে প্রভবিষ্ণো! পাশক

যুদ্ধের চাতুর্য্যরূপ রঙ্গ স্থলে জিগিষা নর্ত্তকীকে কেন তুমি অঙ্গীকার না করিতেছ ? * ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে সখি ! রাধে ! তুমি স্বয়ং সত্য সত্যই নিজ হৃদয়ে সেই জিগিষারূপা নর্ত্তকীকে নাচাইতেছ ? কিন্তু আমার করতলরূপ অম্বুজ পট্টে (রাজাসনে) যখন জয় নামক নৃপতি আসিয়া উপবেশন করিবেন, এখন যে জিগিষা নর্ত্তকী তোমার হৃদয়ে নাচিতেছে, তখনই সে নিলয়-গামিনী † হইবে ॥ ৫ ॥ মদিরনয়না শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য ভ্রূলতার ঈষৎ কম্পনভঙ্গীদ্বারা অবজ্ঞা করিয়া সুদেবী দ্বারা সপরিচ্ছদ সারি (পাশার ঘুঁটী) আনয়ন করিলেন ॥ ৬ ॥

পাশা খেলায় এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্য দিকে শ্রীরাধা। নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণপক্ষের ও বৃন্দাদেবী, শ্রীরাধিকাপক্ষের সাক্ষিণী হইলেন। সভিকা অর্থাৎ দ্যুত প্রবর্ত্তিকা কুন্দলতা, ইষ্টদায় অর্থাৎ দশ বামঞ্চ বিন্দু, প্রভৃতি উপদেশ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে মধুমঙ্গল ও শ্রীরাধিকাপক্ষে ললিতা থাকিলেন ॥ ৭ ॥

প্রথমতঃ শ্রীরাধিকার করতলরূপ অরুণ জলজোদর রূপ রঙ্গভূমিতে পাশকরূপ কুশিলব ‡ যুগল নাচিতে নাচিতে ভূমির উপরি কুর্দ্দন করিতে লাগিল ; তখন বলয়াবলী নৃত্যোপ-যোগী যেন বাদ্য করিতে লাগিল ¶ তাহাতে উচ্ছলিতাঙ্গী

* অর্থাৎ নর্ত্তকীরে সঙ্গ করিলে তোমার সঙ্গ আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে, যদি না কর, তাহা হইলে স্বয়ং পরাজয় হইবে, ইহা গূঢ় ভাব।

† নিলয় গৃহ ও নিতরাং লয়।

‡ কুশিলব বালক নট। তৎকালে দুই খানি পাশায় খেলা হইত।

¶ খেলিবার সময় করতলের উপরি নাচাইয়া ভূমির উপরি পাশা নিক্ষেপ করা অক্ষক্রীড়াকারকদিগের ব্যবহার, তদ্বিষয়ে ইহা উৎপ্রেক্ষা।

শ্রীরাধার কক্ষ ও কুচযুগলের অপরিসীম শোভায় তরঙ্গে শ্যাম নাগরের নয়ন যুগল ডুবিয়া গেল, কিন্তু অভ্যাসাতিশয় বশতঃ পাশক গ্রহণে ও চালনে চাতুরী, কিঞ্চিন্মাত্র ভঙ্গ না হওয়ায় তাঁহাকে কলঙ্কিত হইতে হয় নাই ॥ ৮॥ ৯ ॥

শ্রীরাধিকা কোন সময় দশ দশ বলিয়া রব করিতে করিতে পাশক নিক্ষেপ করিতেছেন, কোন সময় বিদু বিদু বলিয়া পাশক নিক্ষেপপূর্ব্বক অভীষ্টদায় পাতিত করিয়া মূর্ত্তিমতী জয়শ্রী হইতেছেন? ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধিকা দশ দশ বলিয়া পাশক নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে প্রিয়ে! দ্যুতক্রীড়ায় তোমার বিত্তি নামক দায় পতিত হইয়াছে, কিন্তু দশ পতিত হয় নাই, অতএব বারে বারে দশ দশ বলিয়া প্রার্থনা করা উপহাসকর। এই ক্রীড়ায় তোমার জয়ের বার্ত্তা কোথায়। *

শ্রীরাধিকা নিজ কোষ্ঠে পাশার সারি (ঘুঁটী) বাঁধিয়া রাখিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কোষ্ঠে হইতে নিজ কোষ্ঠে নিজ সারিকা লইয়া যাইতে অসমর্থ হইয়া চরবিধি বিচার পূর্ব্বক

---

* শ্লেষে অত্যন্ত রহস্য জনক পরিহাস ব্যক্ত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় দশ দশ এই দুই ক্রিয়াপদে দংশন কর দংশন কর, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। তাহা অবলম্বনে পরিহাস যথা—

হে প্রিয়ে বারে বারে যে দশ দশ বলিয়া অর্থাৎ অধর দংশন কর বলিয়া প্রার্থনা করিতেছ, তাহা উপহাস কর। যেহেতু তাবৎ প্রমাণ স্মর ক্রীড়ায় অর্থাৎ সম্প্রয়োগাতিশয়ে বিত্তি অর্থাৎ জ্ঞান, পতিত অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়— অর্থাৎ বিপরীত রতি কালে তুমি অচৈতন্য হইয়া যাও তোমার জয় সম্ভবনা কোথায়?

নিজ সারিকাগণে শ্রীরাধিকার দ্বারা ঘাতন পূর্ব্বক জিগিষা-পরতন্ত্র হইয়া খেলা করিতে লাগিলেন॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ইষ্টদায় পাতনে পটু শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণে পরাজয় করিলে, মৃদুল প্রকৃতি সখীবৃন্দ হাস্য করিতে নিতান্ত প্রখরতাবলম্বন করিলেন। এবং মধুমঙ্গলকে কহিলেন—রে বটো! এখন কেন অধোমুখ হইতেছিস্, জলবিহার সময়ে আমাদের পরাভব দেখিয়া যে নাচিয়া ছিলি, সে নাচার পারিপাট্য এখন কোথায় গেল? আর শিতোপলা ক্রয় করিবার জন্য আমাদের কঙ্কনাদি অলঙ্কার বিক্রয়ের ভঙ্গীই বা কোথায় গেল॥১৩॥১৪॥

শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে সখীগণ! এই বটু বড়ই শিতোপলা প্রিয়, অতএব পর্ব্বত শিখর হইতে নবীন শিতোপলালি * আনয়ন করিয়া ইহার মস্তকে বর্ষণ কর, তাহার আস্বাদ অনুভব করুক॥ ১৫ ॥

মধুমঙ্গল এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরবে থাকিলে পুনরায় সখীগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অরে! এখন কেন কিছু বলিতেছিস্ না, পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া ক্ষমা, ধৈর্য্য, শান্তি প্রভৃতি মুনি ধর্ম্মের দ্বারা তোর বটুত্ব সত্য হইল॥ ১৬ ॥

তাহার পর খেলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ কৌস্তুভ হারিলে সখীগণ কহিলেন—এই কৌস্তুভ বহু রমণীগণের স্তনস্পর্শ করিয়াছে, ইহা কিরূপে প্রিয় সখীর হৃদয়ে ধারণ করাইব; তবে একটি উপায় এই আছে যে, এই কৌস্তুভের বিনিময়ে উত্তম কঙ্কন আনয়ন করিব, কিম্বা কৌস্তুভকেই বহু বার ধৌত দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইয়া প্রিয় সখীর বক্ষঃস্থলে পরাইয়া দিব।

---

* সিত উপল আলি—শুক্লবর্ণ প্রস্তর সমূহ।

হে বটো! তোর সখার যে গৌরবে তোর ভূমিতলে পদতল স্পর্শ হয় না, এই পাশা খেলায় তোর সখার সে গৌরব কোথায় গেল? অরে মূঢ়! ইহা গোচারণের কানন নহে, এবং বক, বৎস্য, বকীর মারণ নহে, ইহার নাম পাশাখেলা, ইহাতে বিদগ্ধ জনের বুদ্ধি পরীক্ষা হয়" এই প্রকার সখীগণের খর স্রোতঃযুক্তা সরস্বতীরূপ সরস্বতীনদী বটুর পাটবতরু সমূলে উন্মূলিত করিলে, ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন, হে সখে! আমার হস্তে কৌস্তভ মণি প্রদান কর আমার কোন কার্য্য আছে, তন্নিমিত্ত আমি চলিলাম, তোমাকে একাকী পাইয়া যদি এই ব্রজরামাগণ আক্রমণ করে, তাহা হইলে ব্রজরাজ মহিষীর নিকট জানাইয়া তাঁহার বিকট শাসন পাশে বাঁধিয়া ইহাদিগকে লজ্জারূপ অন্ধকার কুহরে নিক্ষেপ করিব ॥ ১৭-২১ ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—নির্ব্বুদ্ধে! তোমায় ধিক্‌!! কেন বৃথা ভীত হইতেছ? এই আমি এখনই ইহা-দিগকে জয় করি দেখ; অত্যন্ত অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আমার পরাভব ঘোষণা করিও না ॥ ২২ ॥

মধুমঙ্গল এই বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি হিত বলিলেও ক্রুদ্ধ হইতেছ, তোমার হস্ত হইতে কৌস্তভ চুরি যাউক, আমি এক্ষণে চলিলাম, এই যুবতীগণ তোমাকে রঙ্ক (নির্ধন) করিয়া নাচাইয়া ভ্রমণ করুক, ইহা বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মধুমঙ্গলে সকলে বুঝাইয়া অন্যত্রে যাইতে দিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণ ভ্রুভঙ্গী দ্বারা সভ্যাদিগকে নিজ পক্ষপাতীর ন্যায়

অবগত হইয়া মিথ্যা কহিলেন—হে সভ্যগণ! আমি এই যুবতীগণে জয় করিয়াছি, তথাপি ইহাদের প্রখরতা তোমরা দেখ।

সভ্য সকলে কহিলেন—হে কৃষ্ণ! তোমার যদি জয় হইবে, তবে কেন গোপিকাগণ মধুমঙ্গলকে যখন তিরস্কার করেন, তখন তুমি নিরবে ছিলে ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—জয় না করিয়া যাহাদের এত প্রগল্ভতা যদি তাহাদের জয় হয়, তবে যে কি করিবে, ইহা বুঝিতে না পারিয়া আমি বিস্মিত হইয়া নিরবে ছিলাম ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

অনন্তর হাঁসিতে হাঁসিতে বিশাখা কহিলেন—ওহে নটবর! "তোমার ভ্রূকে আমি নমস্কার করিলাম" অর্থাৎ তোমার ভ্রূ নাচিয়া নাচিয়া সভ্যগণকে স্বপক্ষপাতী করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া তুমি মিথ্যা জয় ঘোষণা করিতেছ ? ॥ ২৫ ॥ আর এক কথা তোমার কুঞ্চিত কোণা কটাক্ষরূপা রমণী আমাদের কুলধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া বৈরিণী হইয়াছিল, এক্ষণে সে তোমার বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রিয়সখীর ন্যায় আমাদিগকে সুখি করিতেছে ॥ ২৬ ॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পক্ষের সাক্ষিণী নান্দীমুখী কহিলেন, "হে ব্রজযুবরাজ! এই বার তোমার পরাজয় হইয়াছে, অতএব শ্রীরাধিকাকে কৌস্তুভ প্রদান কর," এই কথায় মিথ্যা প্রগল্ভতাকারী শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইলে, কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠ হইতে কৌস্তুভ মণি উত্তারণ করিয়া শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে ধারণ করাইলেন।

তৎকালে পাশা খেলিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকার সম্মুখে

উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলস্থ কৌস্তুভে পতিত হওয়ায় শোভা বিশেষ অনুভব করিয়া কুন্দলতা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! মণিবর কৌস্তুভে প্রতিবিম্বিত হইয়া শ্রীরাধার কুচ-মধ্যগত হওয়ায় তোমার কৈমন শোভা হইয়াছে, দেখ! হে প্রেমসিন্ধো! এত দিন তুমি যাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক বহন করিয়াছিলে,অদ্য সেই মণিরাজ শ্রীরাধাকুচমধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রণয় বশতঃ তোমাকে নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছে ॥২৭-২৮॥

শ্রীকৃষ্ণ, কৌস্তুভে পতিত নিজ প্রতিবিম্বের শোভাতিশয় দেখিয়া মোহিত হইয়া কহিলেন—"হে মদীয় প্রতিবিম্ব! তুমিই শোভাময় কৃষ্ণ, আমি তোমার কান্তির প্রতিবিম্ব মাত্র, এখন তুমি যেখানে বিরাজিত হইতেছ, শ্রীরাধার এই কুচমধ্যে অব-স্থান করিতে সর্ব্বদা আমার বাঞ্ছা হয়।" ইহা বলিতে বলিতে গিরিধারীর নয়ন হইতে জলবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। শ্রীরাধিকাও শীঘ্র অন্য কর্ত্তৃক অলক্ষিত ভাবে ঈষৎ অধোবদনা হইয়া স্বীয় কুচমধ্যস্থিত কৌস্তুভে স্বীয় প্রাণনাথের প্রতিবিম্ব দেখিয়া কঞ্চুক ও লজ্জাকে দ্বেষ করিতে করিতে (অর্থাৎ কঞ্চুক থাকার নিমিত্ত বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির স্পর্শের বাধা হওয়ায় এবং লজ্জা থাকায় দর্শনে বাধা হওয়ায় ইহাদিগকে মনে মনে তিরস্কার করিতে করিতে) আনন্দ জাড্য জলধি মধ্যে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৯ ॥৩০ ॥

ক্ষণকাল পরে কুন্দলতা কহিলেন—হে রসনিধিযুগল! পুনরায় খেলাকর" এই বার আলিঙ্গন পণ থাকিল? পুনরায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ খেলারম্ভ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জয়ী হইয়া আলিঙ্গন-রূপ পণ লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

শ্রীরাধিকা তাহাতে ভ্রু কৌটিল্য প্রকটন পূর্ব্বক কুঞ্চিত গাত্রী হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে গর্ব্বিণি! আমি তোমাকে ন্যায় পূর্ব্বক জয় করিয়াছি, তুমি আলিঙ্গনরূপ পণ দিবার সময় ভ্রুকুটি করিয়া কুঞ্চিত গাত্রী কেন হইতেছ? তুমি সুকলা অর্থাৎ দান শীলা হইয়া পণ দানে কৃপনা হইতেছ, ইহা বড় অনুচিত কার্য্য? ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক পণ গ্রহণ করিলে পুনরায় চুম্বন পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইল, সেই বার শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণে জয় করিয়া প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ, বিদূষকবৎ হাঁসিতে হাঁসিতে ভঙ্গী করিয়া নিজ গণ্ড শ্রীরাধা-মুখাব্জ নিকটে নিধান করিয়া কহিলেন,—"হে সখি! রাধে! আমি এই সভায় পরাজিত হইয়াছি, অতএব নিজ চুম্বন পণ গ্রহণ কর" শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ভঙ্গীর সহিত রসময় বচন শ্রবণ করিয়া ললিতাদি সখীগণ সশব্দে হাঁসিয়া উঠিলেন, তাহা দেখিয়া শ্রীরাধিকারও শ্রীমুখে যে হাস্য উদয় হইল, সেই হাস্য-যুক্ত মুখ অঞ্চল দ্বারা আবরণ করিয়া সশব্দে হাঁসিয়া চলিয়া পরিলেন। পরে হাস্যের বেগ ঈষৎ উপশম হইলে শ্রীরাধা কহিলেন "হে সাহসিক আমি তোমায় জয় করি নাই" শ্রীকৃষ্ণ তখন হে সখি! যখন তুমি নিজ মুখে আমার জয় স্বীকার করিলে, অতএব আমি আমার পণ গ্রহণ করি, ইহা বলিয়া বলপূর্ব্বক শ্রীরাধার গণ্ডে অসকৃৎ চুম্বন করিতে লাগি-লেন; তাহা দেখিয়া কুন্দলতা হাস্য করায় শ্রীরাধা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে কুন্দলতে! হে দেবর-প্রিয়ে! এতাদৃশ মন্দ পণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া এখন আমাকে

উদ্দেশ করিয়া হাঁসিতেছ, আমি আর খেলিব না, তুমি এই প্রকার পণ রাখিয়া নিজ দেবরের সঙ্গে খেলা কর” ইহা বলিয়া শ্রীরাধা খেলায় বিরত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ ৩৬ ॥

কুন্দলতা মিষ্ট বচনে শ্রীরাধাকে কহিলেন—“হে সখি! আর এতাদৃশ পণের প্রয়োজন নাই, এই বার শ্রীকৃষ্ণের বেণু ও তোমার বীণা পণ থাকিল? খেলা আরম্ভ কর, এই বার খেলায় তোমারই জয় হইবে”।

তদনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ খেলা আরম্ভ করিলেন, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণে জয় করিয়া কহিলেন, “হে নাগর! বেণু দেও, শ্রীকৃষ্ণ নিজ তুন্দবন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া বেণু না পাইয়া মধুমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সখে! আমার বেণু কোথায় গেল?

মধুমঙ্গল কহিলেন যে জন বহুক্ষণ হইতে এই বনে আছে সে, আমিই বা কোথায়? এবং পর্য্যটন মত্ত তুমিই বা কোথায়? এবং মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম আমিই বা কোথায়? দ্যূত পান বনিতাশক্ত তুমিই বা কোথায়? ॥ ৩৭-৩৯ ॥ তোমার কৌস্তুভ অগ্রেই গিয়াছে, কেবল মাত্র তোমার মোহন অস্ত্র যে বেণু ছিল, সেও চলিয়া গেল, এক্ষণে যথা তথা উপবেশন করিয়া মুখে গোপজাতি-স্বভাবসিদ্ধ বী-বী গীত করিয়া কালযাপন কর ॥ ৪০ ॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিতে লাগিলেন—হে আর্য্য মধুমঙ্গল! তুমি ভাল কথা বলিতেছ? তোমার সখার বেণু গিয়াছে, এখন কোন্ দ্রব্যের বলে তোমার সখা ব্রজরামাগণে আকর্ষণ করিবেন, এবং কি উপায়েই বা কাল

যাপন করিবেন, তোমার অত্যন্ত সঙ্কট উপস্থিত হইল; অর্থাৎ যে বেণুদ্বারা তোমার সখা রমণীগণে বনে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করেন, সেই বেণু যাওয়ায় এক্ষণে রমণীগণে সখার নিকট তোমায় আনিয়া দিতে হইবে, তন্নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ তাহাদের নিকটে যাতায়াত করায় তোমার মহা সঙ্কট উপস্থিত হইল ॥ ৪১ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন—হে ললিতে! একাকিনী তুমি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবতী এবং আমার উপর দয়াবতী; অতএব হে ধন্যে! এই দীন ব্রাহ্মণের সঙ্কট কৃপা করিয়া তোমার দূর করিতে হইবে, অর্থাৎ করুণা করিয়া স্বয়ং আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া আমার যাতায়াত নিমিত্ত সঙ্কট অপনয়ন করিবা” বটুর এই বাক্যে সুনয়নাগণ হাঁসিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

তাহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া ললিতা কহিলেন—হে দ্বিজ! যে তোমাকে পৌরহিত্যে বরণ করায় তুমি দুর্গা দেবীর উদ্দেশে প্রদত্ত দিব্য বলি ভোজন করিয়া থাক, সেই পদ্মার সখী চন্দ্রাবলী তোমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া এই কুঞ্জে আসিয়া তোমার সখার মদন কদন দূর করিবে ॥ ৪৩ ॥

এই প্রকার ক্রোধগর্ভ পরিহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ললিতে! এখন হাস্য ত্যাগ কর বংশী কোথায় বল?

ললিতা কহিলেন—হে কৃষ্ণ! আমি জানি না?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে ললিতে! এই সঙ্কটে তুমিই আমার গতি। তোমার সখী শ্রীরাধা কি চুরি করিয়াছেন?

ললিতা কহিলেন—আমাদের মধ্যে এতাদৃশী কেহই নাই যে পর-বস্তু হরণ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে সখি! ললিতে! হিন্দোলন সময়ে আমার তুন্দবন্ধ হইতে মুরলী পতিত হইয়া গিয়াছিল তুমি সেই সময় হরণ করিয়াছ?

ললিতা কহিলেন—হে মাধব! সূর্য্যের শপথ আমি হরণ করি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে সখি! তবে মধুপান সময়ে তুমি হরণ করিয়াছ?

ললিতা কহিলেন—হে অচ্যুত! বিষ্ণুর শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার মুরলী আমি হরণ করি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—তবে জলযুদ্ধ সময়ে তুমি লইয়া থাকিবা?

ললিতা কহিলেন—হে কমলনয়ন! আমি কঠিন শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার মুরলী আমি হরণ করি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—তবে আমার মুরলী কোথায় গেল?

ললিতা কহিলেন—হে সভ্যগণ! কৌতুক দেখ। ইনি কোথায় মুরলী স্বয়ং হারাইয়া আসিয়া আমাদিগকে চোর বলিয়া অপবাদ দিতেছেন।

কুন্দলতা কহিলেন—হে দেবর! তুমি পাশা খেলায় হারিয়াছ, এই বার পণ মুরলী যদি দিতে না পার, তাহা হইলে শ্রীরাধিকা তোমাকে এখনই ভূজলতা পাশে বাঁধিয়া মনোজ নৃপতির নিকটে লইয়া যাইবেন, এ বিষয়ে কি যুক্তি বল?॥ ৪৪-৪৭॥

এই কথা শুনিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে নান্দীমুখী কহিলেন, হায় হায় !! রাধে ! তুমি যদি ভুজলতা পাশে ব্রজপুর পুরন্দর নন্দনে বন্ধন কর, তবে তাহার সে কষ্ট আমরা দেখিতে পারিব. না, অতএব আমাদের কথায় ক্ষমা করিয়া পণ নিমিত্ত ইহার পীতোত্তরীয় গ্রহণ কর ॥ ৪৮॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মধুমঙ্গল ! তুমি জ্যোতিঃ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, অতএব গণনা করিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে আমার মুরলী কে হরণ করিয়াছে ?

মধুমঙ্গল কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন—হে সখে ! ললিতা হরণ করিয়াছে ॥ ৪৯ ॥

ললিতা কহিলেন—হে কুটিল বটো ! আমি হরণ করি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—ললিতে ! তোমার নিবীবন্ধ, কঞ্চুক, কবরী উন্মোচন করিয়া আমাকে দেখাও; নচেৎ স্বয়ং উন্মোচন করিয়া দেখিব; আমি কাহাকেও ভয় করিনা॥ ৫০॥

এই কথা শ্রবণ মাত্রে ললিতা নিজ দুকুল কম্পন করিতে লাগিলেন, এমন সময় অতর্কিত ভাবে শ্রীহরি আগমন করিয়া ললিতার কবরী কর দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক নখদ্বারা কঞ্চুকী খণ্ডন করিলেন, সেই সময় নিবারণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ নিবারিত না হওয়ায় ললিতাদেবী নয়নেঙ্গিতে শ্রীরাধিকাকে দেখাইয়া দিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাধিকা তোমার মুরলী হরণ করিয়াছেন, ইহা সূচনা করিলেন ; শ্রীনাগর শেখর শ্রীরাধিকার অবস্থা ললিতার ন্যায় সম্পাদন করিলেন, শ্রীরাধিকাও নয়নেঙ্গিতে বিশাখাকে সূচনা করিলে বিশাখারও তদবস্থা সম্পাদন

করিলেন, বিশাখাও পূর্ব্ববৎ অন্য সখীর প্রতি সূচনা করিলেন, এইরূপে প্রতিসখীর কঞ্চুক ছিন্ন করিলেন। এমন সময় একজন বনদেবী আসিয়া কহিলেন, "সূর্য্য সদনে জটিলা আসিয়াছেন" এই কথা শ্রবণ মাত্রে ব্রজসুন্দরীগণ নিখিল কেলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রস্তনেত্রে জটিলার নিকটে গমন করিলেন।

জটিলা শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সুমে! এতবিলম্ব কোথায় হইল?

শ্রীরাধা কহিলেন—হে আর্য্যে! মানসজাহ্নবীর পবিত্র সলিলে স্নান করিতে গিয়াছিলাম।

জটিলা। কুন্দলতাকে দেখিতেছি না কেন?

শ্রীরাধা। সে আমার সূর্য্য পূজার পুরোহিত আনিতে গিয়াছে।

জটিলা। এখন পর্য্যন্ত আসিতেছে না কেন?

শ্রীরাধা। আর্য্যে! ঐ দেখ কুন্দলতা পুরোহিতে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত।

ইহার পরেই বিপ্রবেশধর কৃষ্ণসহ কুন্দলতা আসিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন—হে আর্য্যে! অদ্য বহুক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও আমাদের গোষ্ঠে একজনও বিপ্রসুত পাইলাম না, অনেক ক্লেশে মধুপুরীবাসি নিখিলবিদ্যৈকনিকেতন এই গর্গ শিষ্য বটুকে পাইয়াছি। হে আর্য্যে এই বহুবর্ণী * মতিমান্ বটুকে পণ্ডিতগণ স্তুতি করিয়া থাকেন, আমি অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া

---

* বহুবর্ণী—উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী, এবং বহুরূপী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যোগী প্রভৃতি বেশধারী এবং শুক্লোরক্ত তথা পীত ইত্যাদি, শ্রীমদ্ভাগবতে বহুবর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া কথিত।

ইহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি, তুমি বধূর পুরোহিত করিয়া বরণ কর ॥ ৫১-৫৭ ॥

জটিলা বিপ্রবেশি কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন—হে বিপ্র-বর্য্য! আমি অদ্য তোমার দর্শন মাত্রে কৃতার্থা হইয়াছি।? আমার বধূকে পূজা করাও।

ধীরতার নয়ন, এবং দর্ভ সম্বলিত পুস্তক কর, সামগান-পরায়ণ মূর্ত্তিমান্ শমেরন্যায় লোক লোচনগোচরীভূত বিপ্র-বেশি-শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে বৃদ্ধে! যদ্যপি ব্রহ্মচারিদিগের স্ত্রীবিলোকন করা উচিত নহে, তাহা হইলেও অতিসাধ্বী বস্ত্রাবৃততনু তোমার বধূকে * কামপূরকাংশু মৎযজন করাইব। বহুবর্ণী নাগরশেখর স্বস্তিবাচন করিয়া নতাক্ষী শ্রীরাধিকাকে কহিলেন—হে সাধ্বি! তুমি বাসরেন-বর-সাদর-সেবা চার্য † আমাকে বরণ কর, ও মিত্রে সুখীকর ॥ ৫৮-৬১ ॥ হে ধর্ম্মশীলে! অর্চ্চন বিধির উপচার সংগ্রহপূর্ব্বক মিত্রে স্মরণ কর, এবং প্রচুরতর ভাবের দ্বারা তাহার তুষ্টি সম্পাদন কর, আমি মন্ত্র বলিতেছি উচ্চারণ কর, ওঁ জয় সর্ব্বব্যাপক! ঈশ্বর! জগদ্ধিতকারিন্-ভাস্কর! নয়ন দুঃখ নিবারক! পদ্মিনীগণ বিকাশক! ধর্ম্মদায় নমঃ, পরামার্থ সবিত্রে নমঃ, কামদায় নমঃ মহসে তুভ্যং নমঃ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ‡

---

* কামপূরক যে আংশুমৎ—অর্থাৎ সূর্য্য তাহার যজন-অর্চ্চন, এবং কাম-পূরক যাহার অংশু অর্থাৎ কান্তি, এতাদৃশ মদ্ যাজন অর্থাৎ আমার পূজা করাইব।

† বাসরের ইনবর প্রভুবর যে সূর্য্য, তাঁহার সাদর সেবা বিষয়ে আচার্য্য এবং বাসরে অর্থাৎ দিনে নরবর নরশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আমি।

‡ নয়ন দুঃখ নিবারক অদর্শনে নয়নের যে দুঃখ থাকে তাহা তোমার দর্শন

এই প্রকার রসময় কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে মিত্র যজন করাইলে বৃদ্ধা জটিলা অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন—"হে বিপ্রবর্য্য! আমার অত্যন্ত স্নেহ ভাজন এই শ্রীরাধার পতির (অভিমন্যুর) তোমার কৃপায় অযুত গবাপ্তি অর্থাৎ অযুত সংখ্যক গো লাভ হউক, এবং অনবরত নৈরুজ্য এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হউক" এই বর প্রার্থনা করি॥ ৬৪॥

শ্রীকৃষ্ণ "এবমস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—পরে মধু-মঙ্গল "আমি সূর্য্যসূক্ত পাঠ করিতেছি" বলিয়া বিবিধ নৈবি-দ্যের উপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন॥ ৬৫॥

তখন বৃদ্ধা জটিলা কহিলেন—রে মূর্খ! রে লম্পট মিত্র! তুই কেন এখানে আসিয়াছিস্? এই শ্যামবর্ণ সৌম্য বটু আমার বধূকে প্রতি দিন পূজা করাইবেন॥ ৬৬॥

এই মহাযজ্ঞ পূর্ণ হইলে বৃদ্ধা স্বুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করি-লেন, কিন্তু বিপ্রবেশিহরি তাহা গ্রহণ না করায় মধুমঙ্গল গ্রহণ করিলেন, এবং নৈৰিদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণান্ত হইলে বিপ্রবেশি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কহি-লেন— হে সতীকুল চূড়ামণি! "ভাস্বতে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ উত্থিত হইয়া পরিক্রমন পূর্ব্বক নমস্কার কর।

শ্রীরাধিকাও তাহাই করিলেন, এবং বিপ্রবেশি শ্রীকৃষ্ণের

দূরে যায়। পদ্মিনীগণবিকাসক পদ্মিনী রমণীগণের রূপদ্বারা আনন্দিত কারক। ধর্ম্মদ—ধর্ম্মখণ্ডক, পরমার্থদ—সম্ভোগরূপ পরমার্থ প্রদান কর্ত্তা। প্রথমার্থ সুগম, এই জন্য রহস্যার্থ দেওয়া হইল।

—এখানে আর একটি অতি রহস্য অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ইহার পতি তুমি তোমা হইতে ইহার অযুত সুখলাভ হউক।

পাটব সুধা রসের দ্বারা তাহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল তজ্জন্য প্রণাম করিবার সময় বেণী হইতে "ঠনৎ" এই শব্দ করিয়া মণিময়ী মুরলী ক্ষিতি পৃষ্ঠে পতিত হইল, তাহা জানিতে পারিলেন না ॥ ৬৭-৬৯ ॥

যৎকালে মণিময়ী মুরলী ক্ষিতিতলে পতিত হইল, "কি পতিত হইল" বলিয়া বৃদ্ধা ত্বরায় গ্রহণ করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের মুরলী চিনিতে পারিয়া বদন কাঁপাইতে কাঁপাইতে ক্রোধে অরুণিত নয়না হইয়া হুঁহুঁ বলিয়া পন্নগীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে মৃগ নয়না শ্রীরাধিকাকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

তদ্দর্শনে শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে আর্য্যে। অদ্য গোবর্দ্ধন সানুতে এই মুরলী পতিত হইয়াছিল, আমি তথায় পাইয়াছি, এ মুরলী আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়া থাকে, একারণ ইহাকে যমুনায় ভাসাইয়া দিব বলিয়া লইয়াছি, তুমি কেন অকারণ কোপ করিতেছ ? ॥ ৭১ ॥

শ্রীরাধার এই বচনে বৃদ্ধা জটিলা আরও অধিক কোপবতী হইয়া কহিতে লাগিলেন—হা কলঙ্কিণি ! হা মন্দবংশ জাতে ! আমাকে এইরূপে প্রতিদিন তুই প্রতারণা করিয়া থাকিস্, অদ্য বৃদ্ধা গোপীদিগের সভায় এই মুরলী দেখাইয়া তোর ও তোর কামুকের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে যত্ন করিব ॥ ৭২ ॥

এই প্রকার বৃদ্ধার নিজ বধূর প্রতি তর্জ্জন দেখিয়া বিপ্রবেশি রসিক নাগর কহিলেন, হে বৃদ্ধে ! তুমি কি নিমিত্ত বধূকে ক্রোধ বশতঃ তর্জ্জন করিতেছ, এই প্রসঙ্গ আমি কিছুই

অবগত নহি, আমি তোমাদের হিতকারী, অতএব অসংকোচে বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট বল ॥ ৭৩ ॥

জটিলা কহিলেন—হে আর্য্য! হে বিপ্র তনয়! তুমি কি ব্রজরাজকে জান?

বিপ্রবেশি কৃষ্ণ কহিলেন—তিনি আমাদের মধুপুরেও মহা যশস্বী তাঁহাকে কেনা জানে?

জটিলা কহিলেন—তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়াছে।

বিপ্রবেশী কৃষ্ণ কহিলেন—যিনি অঘাসুর, বকাসুর ও কেশী নামক অসুরকে বধ করিয়াছেন, তাঁহার খ্যাতিও মধুপুরে শুনিয়াছি ॥ ৭৪ ॥

জটিলা কহিলেন—তাহার কোন গুণ বলি শ্রবণ কর, এই গোষ্ঠ মধ্যে তাহার গুণে, নাম রাখিবার জন্যও একটিও সতী নাই, কেবল আমার এই বধূটী মাত্র আছে, পরে কি হইবে তাহা জানিনা? হে বিপ্রবর! এই তার মুরলী, ইহার গান-রূপ মোহন মন্ত্র দ্বারা সে কুলবতীদিগকে বনে আনয়ন করিয়া······ইহা বলিয়াই লজ্জা বশতঃ জিহ্বা দংশন করিয়া "ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নম" বলিয়া নিরব হইলেন ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

বিপ্রবেশি কৃষ্ণ জটিলার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু মৃদু হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন—হে বৃদ্ধে! মুরলী কিদৃশী, কখন দেখি নাই, আমার হস্তে একবার দেও, ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা প্রদান করিলে, নাগররাজ, করে লইয়া এইরূপে মুরলী দেখিতে লাগিলেন, যেন কখনও দেখেন নাই।

জটিলা কহিলেন—হে আর্য্য! হে অর্থ গ্রহণরূপ কার্য্যা-ভিজ্ঞ! তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমাকে প্রদান

করিলাম, তুমি এই মণিময়ী মুরলী গ্রহণ কর, এই দুষ্টা মুরলী ব্রজবন হইতে মধুপুরীতে চলিয়া যাউক, এখানে সতীদিগের কুল ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকুক ॥৭৭॥৭৮॥ এখন আজ্ঞাকর আমি বধূসহ নিজ গৃহে শীঘ্র গমন করিব, হে গুণাব্ধে! সূর্য্যপূজা সময়ে নিত্য আসিও, এক্ষণে তোমার ভক্তা আমাদিগকে সুখীকর ও বধূর প্রতি অনুগ্রহ রাখিও *।

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের ত্রিজগত ব্যাপিনী লীলারূপা অমৃতময়ী লতায় মধ্যাহ্নে বিকসিত ব্রজ মধ্যে কেলিরূপ যে কুসুম সমূহ চয়ন করিলাম, এই কুসুম সমূহে † সুদৃকগণের বড়ই প্রীতি। এই কুসুম সমূহ বিস্তার করিয়া মদন,বাণ প্রস্তুত করিয়াছে, সেই বাণ সমূহ ব্রজসুন্দরীগণের মর্ম্মভেদী হয়, এবং সেই বাণে বিদ্ধ মর্ম্ম যেজন হয়, সে শ্রীকৃষ্ণ সংযোগে সুখ পূর্ণ হয় ॥ ৭৯৮১ ॥

এই প্রকারে বিপ্রবেশি হরিকে অভিবন্দন পূর্ব্বক সখীসহিত অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবতী নিজ বধূসহ যৎকালে বৃদ্ধা নিজালয়ে গমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও তৎকালে নিজ প্রিয় সখার পানি ধারণ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎবর্ত্তি পথে নয়ন নিক্ষেপ করিতে করিতে যথায় সখাগণ গোরক্ষা করিতেছেন, তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে মধ্যাহ্ন লীলাস্বাদনোনাম পঞ্চদশসর্গঃ।

---

* সূর্য্যপূজা সমাপ্তি পর্য্যন্তই মধ্যলীলা। † সুদৃক্—জ্ঞানী ও সুনয়না ব্রজরমণী।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

ষোড়শসর্গঃ।

আপরাহ্নিক লীলা।

শ্রীরাধিকা প্রিয়তমের বাসগৃহসদৃশ এবং অমলকমল দ্বন্দ্ব সদৃশ নয়ন যুগলের তট হইতে প্রিয়তম বিদূরে গমন করিলে, প্রেমের স্থিরত্ব সত্বেও ধৈর্য্য রহিতা হইলেন, পরে বিষাদাদিরূপ তাপগণ শ্রীরাধার হৃদয় নগরী বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া ভেদ করিবার জন্য তথায় প্রবেশ করিল। শ্রীরাধা সেই সময় প্রাণপ্রিয়তমের বিরহ জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলেন, সখীগণ যে আশ্বাস বচনরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল, সুতরাং ক্ষণার্দ্ধ শত কল্পের ন্যায় এবং গুরুগৃহ নির্জ্জল কূপের ন্যায় এবং লজ্জাকে বজ্র নির্ম্মিত অতি কঠিন জালের ন্যায় মানিতে লাগিলেন॥ ১॥ ২॥ শ্রীরাধিকার তাদৃশ অস্বাস্থ্য দেখিয়া অতি ব্যাকুলিত হৃদয়ে সখীগণ পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ চন্দন দ্রব পুনঃ পুনঃ অঙ্গেলেপন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ চন্দন দ্রব লেপন করিবা মাত্রই হরি-বিরহ তাপিত শ্রীরাধা অঙ্গের তাপে শুকাইয়া ধূলার ন্যায় যতবার হইতে লাগিল, ততবার পুনঃ চন্দন লেপণ

করিলেন, এবং কর্পূর বাসিত জলার্দ্র বিস, কিসলয় দ্বারা শ্রীরাধাতনু আচ্ছাদন করিতেছেন, এমন সময় প্রণয় বিকলা, চন্দন কলানাম্নী এক সখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তাঁহাকে দেখিয়া সখীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে চন্দনকলে! তুমি কোথা হইতে আসিলে?

চন্দনকলা কহিলেন—বৃন্দাবন হইতে।

সখীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি জন্য?

চন্দনকলা কহিলেন—গোষ্ঠ রাজ্ঞীর আজ্ঞাক্রমে।

সখীগণ কহিলেন—কি তাঁহার আজ্ঞা।

চন্দনকলা কহিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শীঘ্র ভোজন সামগ্রী শ্রীরাধার দ্বারা প্রস্তুত করিয়া আনয়ন কর"?

সখীগণ কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কি করিতেছেন।

চন্দনকলা কহিলেন—বয়স্যদিগের সহিত কন্দুক সমূহ নিক্ষেপ ও তাহা গ্রহণরূপ খেলা করিতেছেন। তাহার পরে শ্রীদামের সহিত খেলা করিতে করিতে শ্রীদাম অহঙ্কার বচন প্রয়োগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—অরে শ্রীদামন্! কি বলিতেছিস্ তোর কি মনে নাই, আমার আড়ম্বর ঘটা দ্বারা তোর কর্ণ স্ফুটিত হয় এবং মল্লযুদ্ধ সময়ে আমার বাহুরূপ অর্গলের তটীরূপ লোঠী (নোড়া) চালন দ্বারা তোর নিখিল তনু পিষ্ট হয়, এখন যদি মঙ্গলবাঞ্ছা থাকে, তবে বাহু যুদ্ধের নাম শুনিয়া বিরত হইয়া অপসরণ কর্।

পরে শ্রীদামা কহিলেন—প্রথিত প্রভাবের ধাম শ্রীদামেই চির দিন জয়শ্রী বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীদামার জয়, এখন শ্রীদামার জয়, ও পরেও শ্রীদামার জয়, হইবে,

এ বিষয়ে তোমার * স্কন্ধ সাক্ষী রহিয়াছে, তথাপি তুমি মুখাটোপী কোপী হইয়া নিজ মহিমা বিলোপ করিবার জন্য চপলতা অবলম্বন করিতেছ ? ॥ ৩-৬ ॥ হে কৃষ্ণ ! তুমি অসুর সংহারী বলিয়া যে গর্ব্ব করিয়া থাক, তাহা অকিঞ্চিৎকর, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্র দ্বারা বকীকে (পুতনাকে) বধ করিয়াছেন; যদি বল অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আমি বধ করিয়াছি, ওহে কৃষ্ণ ! তুমি একাকীই কি অঘের উদরে প্রবেশ করিয়াছিলে ? আমরা কি প্রবেশ করি নাই ? বকাসুরকে কেবা গণনা করে ? যদি বল আমি গিরি ধারণ করিয়াছি, তবে শুন, ব্রজবাসীগণের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক গিরি স্বয়ং আকাশে উঠিয়াছিলেন, তুমি তাহার তলে হস্তস্পর্শ করিয়াছিলে মাত্র ; অতএব তোমাতে কি জন্য যে গর্ব্ব রহিয়াছে, তাহা জানিনা।

হে প্রিয়সখীগণ ! যে শ্রীদামাদি অর্ব্বুদ নিযুত প্রাণ দিয়া যাঁহার নখ কিরণ নির্ম্মঞ্ছন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামাদির অহংকৃতি ব্যঞ্জক বচনরূপ অমৃত বিন্দুর দ্বারা রণোৎসাহ বিপুলিত করিয়া যমুনাতটে দুই তিন প্রণয়ি মিত্রের সহিত মূর্ত্তিমান্ প্রণয় রসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

চন্দন কলা, এই প্রকারে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তারূপা অমৃত তরঙ্গিনীর মধ্যে শ্রীরাধার যে প্রাণ সফরী উপকণ্ঠে বিলুঠিত হইতেছিল, তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা

* খেলায় জয় করিয়া শ্রীদামা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে, তাহাই ভঙ্গী করিয়া শ্রীদাম কহিলেন।

করিলেন, অর্থাৎ নদীর উপকণ্ঠে যদি সফরীগণ লুণ্ঠিত হয়, তবে তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যদি কেহ করুণা করিয়া নদী জলে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে আর তাহাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না, এইরূপ শ্রীরাধার যে প্রাণ সফরীগণ উপকণ্ঠে লুঠিত হইয়া চরমদশা গ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাদিগকে দয়াবতী চন্দনকলা শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তারূপা অমৃত নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা কহিলেন; পরে পুত্র স্নেহে ক্লিন্ন হৃদয়া ব্রজপতি গৃহিণীর আদেশে আনন্দ হৃদয়া শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনার্থ মোদক প্রস্তুতে প্রবৃত্তা করিলেন॥ ৯ ॥ মোদক রচনা করিয়া শ্রীরাধা ষোড়শ আকল্প ধারণ করিলেন, প্রথমে স্নান করিলেন (১) বসন পরিধান (২) চন্দন চর্চ্চা (৩) তিলক (৪) লীলা কমল (৫) গণ্ডে মকরী (৬) চরণে অলক্তক (৭) গলায় মালা ধারণ করিলেন (৮) বেণী রচনা করাইলেন (৯) প্রতিসর (পঁহুচি নামক অলঙ্কার) (১০) অবতংস অর্থাৎ কর্ণ ভূষণ ধারণ (১১) নয়নে অঞ্জন (১২) নাসিকায় শ্রীমুক্তা (বেশর) (১৩) চিবুকে মৃগমদ বিন্দু (১৪) কুসুমযুক্তকেশ ধারণ করিয়া (১৫) মুখে তাম্বুল চর্ব্বন করিতে লাগিলেন (১৬)।

এবং শিরোরত্ন (১) গ্রৈবেয়ক (চিক্) (২) পদক (৩) কেয়ূর (৪) কাঞ্চী (৫) চক্রিশলাকা (৬) তাটঙ্ক (ঢেঁরি) (৭) বলয় (৮) হার (৯) মঞ্জীর (১০) করে অঙ্গুরীয় (১১) এবং পদে অঙ্গুরীয় (পাশুলী) (১২) এই দ্বাদশাভরণ পরিধান করিলেন॥ ১০॥ ১১॥ এই প্রকার বেশভূষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জন্য ব্যাকুল হইয়া উৎকণ্ঠা বশতঃ নিজ সখীকে কহিলেন—

হে সখি! এই যাম অর্থাৎ (দিবসের চতুর্থ ভাগ) যমাধিকৃত সময় হইল, যেহেতু অদ্য যুগ সহস্র চলিয়া গেল, কিন্তু দিবসের অবসান হইতেছে না। হে প্রাণসখি! আমার হৃদয়রূপ কীট দষ্ট শস্য বিশেষ চূর্ণ করিবার জন্য শঠহৃদয় বিধি, এই শেষ যামের ছলে কঠিনতর লোঠ অর্থাৎ (নোড়া) প্রস্তুত করিয়াছে, শ্রীরাধা ইহা বলিয়া ক্রন্দন করায় নেত্রযুগল হইতে অবিরত ধারা বহিতে লাগিল, বদন, ম্লান হইল, এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ব্যাধির ভিষক্ সদৃশী শ্রীললিতাদেবী দ্রুতগতি অট্টালিকার উপরি শ্রীরাধাসহ আরোহণ করিয়া কহিলেন, হে রাধে! তুমি কটুতর খেদ জলনিধি উত্তীর্ণা হইলে, হে সখি! ঐ দেখ! পূর্ব্বদিকে গোধূলি দেখা যাইতেছে॥ ১২॥ ১৩॥ গোধূলি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়া আসিতেছেন, অবগত হইয়া পরমানন্দ সিন্ধু নিমগ্না শ্রীরাধা কহিলেন— হে ভদ্রে! হে ললিতে! তোমার ভ্রম হইয়াছে, ইহা গোধূলী নহে, কিন্তু তাপিত নয়ন সুশীতলকারী কর্পূর ধূলি; যেহেতু এই ধূলি দূর হইতে আমার নয়নে প্রবেশ করিয়া নয়নের তাপ নিবারণ পূর্ব্বক শীতল করিতেছে, হে সখি! কিম্বা ইহা কর্পূর ধূলিও নহে, মৃতসঞ্জীবনের ঔষধ, যেহেতু এই ধুলি আমার প্রাণরূপ বিহঙ্গগণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, ইহাদিগকে হৃদয় মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে জীবিত করিল॥১৪॥ এমন সময় পূর্ব্বদিক্ হইতে স্বাভাবিক শীতল বায়ু বহন করিতে লাগিল, তাহার স্পর্শে শৈত্যানুভব পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্বেদ কণা বহনেই এই বায়ুর এতাদৃশ শৈত্যগুণ জন্মিয়াছে, ইহা অনুরাগ বশতঃ অবগত হইয়া ললিতাকে কহিলেন, হে ললিতে! তোমাদের

প্রিয়তমের বদন নলিনের স্বেদ কনিকা বহন করতঃ শৈত্যা-মোদী বিপুলকরুণ প্রাচ্যপবন আমাকে স্পর্শ করিয়াই জীবিত করিল, আমার অহো ভাগ্য, অর্থাৎ যদি এই প্রাচ্যবায়ু আমাকে না জীবিত করিত তাহা হইলে তোমাদের প্রিয়-তমের দর্শন আর পাইতাম না; অতএব হে সখি! এই বায়ু যে কেবল নামমাত্রে জগৎপ্রাণ, তাহা নহে, গুণেও জগৎ-প্রাণ ॥ ১৫ ॥ হে সখি! প্রেমসিন্ধু ব্রজরাজকুমার স্ববিরহ দীনা আমাকে স্মরণ করিয়া গোসমূহে অগ্রবর্ত্তি করিয়া দ্রুত আগমন করিতেছেন, কিন্তু কি প্রকারে ইনি দ্রুত আগমন করিবেন, যেহেতু মদমত্ত বৃষভ রাজের ন্যায় ইহার স্বাভাবিক অলস গতি, এবং দূরবর্ত্তি বনপথ বা কি প্রকারে নিকটবর্ত্তী হইবে? অর্থাৎ হে সখি! যদিচ এই গোধুলি দর্শনে আমার বাঁচিবার আশা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আগ-মনে বিলম্ব হওয়ায় এই দুর্ভাগার প্রাণ এ দেহে বুঝি আর থাকিতে পারে না ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধিকা এই প্রকারে ব্যাকুলা হইলে শ্রীললিতা কহিলেন—সখি! রাধে! কেন তুমি খেদ করিতেছ? তোমার সেই কান্ত, বিমল তিলক শোভিত ও চঞ্চল অলকাযুক্ত মুখকমল ধারণ করিয়া এবং যাহার উপরি ভৃঙ্গ যূথ গুঞ্জন করে, তাদৃশ তুলসীর মালার পরিমলে দিঙ্মণ্ডল সুগন্ধিত করতঃ পিঞ্ছ খচিত এবং অরুণ বর্ণ ও ঈষৎ আনত উষ্ণীষ ধারণ করিয়া তোমার নিখিল দুঃখ দূর করিবার জন্য আগত প্রায় ॥ ১৭ ॥ এবং হিহী পিঙ্গে! ধূম্রে! ধবলি! শবলি! শ্যেনি! হরিণি! ইত্যাদি নামানুযায়িক গোযূথের বর্ণ সদৃশ

মণিমালা জপ পরায়ণ তোমার জীবিত বন্ধু, অসংখ্য গোগণে গণনা করিতে করিতে তোমারই নয়ন জ্বর শান্তি করিবার জন্য আসিতেছেন ॥ ১৮ ॥ সখি রাধে ! ঐ শ্রবণ কর বংশী বাজিতেছে, এই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া অনঙ্গোদয় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ গৃহের বাহিরে যাইবার জন্য ব্রজ রমণীগণের কলকল ধ্বনি শ্রবণ কর, অতএব ইহাদের অগ্রেই আমরা কুসুম চয়ন ছলে বৃদ্ধাকে প্রতারণা করিয়া নিজ আরামে গমন করি, ইহা শ্রবণ মাত্র শ্রীরাধা সখীসহ দ্রুত বেগে উদ্যানে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

অন্যত্র বকুলমালা নাম্নী সখী শ্যামলার বেশ করিতেছিলেন, এমন সময় বংশীধ্বনি নেদিয়ান্ হইলে ব্যাকুলা হইয়া বকুল মালাকে শ্যামলা কহিতে লাগিলেন—হে সখি ! বকুলমালে ! কুসুমাভরণ দ্বারা আমার কর্ণযুগল আর বিভূষিত করিতে হইবে না। কারণ এই শ্রবণযুগলে দূর হইতে বংশীধ্বনিরূপ অবতংশ লাগিয়াছে, হে সখি ! আমি তোমার চরণে পতিত হইলাম, আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি কৃষ্ণাম্বুদের ঘন রসে শীতল হইব ; হে সখি ! আমার নয়নে আর অঞ্জন দিতে হইবে না, কারণ বিপিন হইতে আমাদের সংজ্বরহর প্রিয়তমরূপ শ্যামাঞ্জন ঐ আসিতেছে, উহাকেই নয়নে ধারণ করিব, তুমি কেন অঞ্জন নামে খ্যাত ভস্ম আনিয়া নয়নে দিতে উদ্যত হইলে ? এই ভস্ম এখন নয়নে দিব না, ইহা বলিয়া নিজ তনুর ভূষণাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্যামলা শ্রীরাধার নিকট গমন করিলেন।

পরে শ্রীকৃষ্ণ যাবট গ্রামের নিকটবর্ত্তি হইলে যূথেশ্বরী-

গণের সখীগণ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—হে ভদ্রে! আর বিলম্ব করিও না, হে চন্দ্রাবলি! কাতরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুত শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কর, হে ধন্যে! তুমি মাৎসর্য্য ত্যাগ কর, হে কমলে! তুমি সদন হইতে দ্রুত ধাবিত হও, হে পালি! আর কেন দুঃখানুভব করিতেছ, শীঘ্র চল, শ্রীহরির সৌন্দর্য্যামৃতের দ্বারা জীবিত হও।

পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের সহিত মিলন সময় অবলোকন করিয়া বলদেব, শ্রীদাম প্রভৃতি নন্দীশ্বর পুরী প্রবেশ করিবার জন্য কোন একটি ছল ভাবিতেছেন, এমন সময় গোষ্ঠ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া নিখিল সুরভীগণ হম্বা রবের দ্বারা নিজ নিজ বৎসগণে আহ্বান করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া শ্রীবলরাম তাহাদের সঞ্চালন ছল অবলম্বন পূর্ব্বক ত্বরিত গমনে নন্দীশ্বরপুরে প্রবেশ করিয়া জননীগণে বিষাদ সাগর হইতে প্রথমে উদ্ধার করিলেন।

তদনন্তর যাবটগ্রাম মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবার সময় প্রমদ ও মদভরে অলস ও চঞ্চল কটাক্ষ সম্বলিত নয়ন দ্বারা কৃশাঙ্গী ব্রজ সুন্দরীগণে মদন সম্বন্ধিনী অতি হর্ষ ঘূর্ণামধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বক্ষঃস্থলস্থ বনমালা দুলিতে লাগিল, এবং মনরূপ কুসুম নির্ম্মিত কন্দুক নিক্ষেপ ও গ্রহণ ছলে রামাগণের কন্দক লইয়া যেন খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে নবীন লাবণ্য জলধি যেন শরীরে উচ্ছলিত হইল॥ ২০-২৪॥ এবং নিজাঙ্গ কান্তির দ্বারা ব্রজের পথকে বিকসিত-নীল-কমলের বন সদৃশ করিয়া তাহাতে কান্তাগণের নয়নরূপ ভ্রমরগণের মধুর রস

সত্রে বিরচন করিলেন, অর্থাৎ সত্রে যেমন অবাধে অন্ন জল প্রাপ্ত হয়, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ কান্তির দ্বারা যে ব্রজপথ নীল-কমলবনসদৃশ হইয়াছে, তথায় শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নয়ন ভ্রমরগণ মধুর রস লাভ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ, আরও মন্দ মন্দ চলিতে লাগিলেন, চলিবার সময় শ্রীচরণের নূপুর, উচ্চধ্বনি করিতে লাগিল, তাহাতে রমণীগণ মোহিত হইতে লাগিলেন, এইরূপে সুবলাদি প্রিয়সখা সঙ্গে গোকুল ভূমি মধ্যবর্ত্তী যাবট গ্রামস্থিত শ্রীরাধিকার উদান সমীপে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, শ্রীরাধিকাকে শ্যামলা কহিলেন—হে সখি! রাধে! আর লজ্জার দম্ভ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই, বরদ পশুপতি দেব সম্মুখে উপস্থিত, চঞ্চল তারং* রূপ ভৃঙ্গযুক্ত বিকসিত নয়ন কমল ইঁহার উপরি নিক্ষেপ কর, এই প্রকারে পশুপতি পূজা করিলে তোমার প্রতি অতনু যে দ্রোহ করিতেছে, তাহা শান্তি হইবে, হে সুন্দরি! এতাদৃশ শুভক্ষণ সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না॥ ২৫॥

শ্রীরাধা কহিলেন—হে সখি! শ্যামলে তুমি হৃদ্য † কমল কোরকযুগল উপহার দিয়া এই মহেশের পূজা কর, হে সুমুখি! এই মহেশ পূজা পাইয়া এই মুহূর্ত্তে যদি তোমার কাম সম্পাদন ‡ করেন, তাহা হইলে অমৃত জলনিধি মধ্যে আমি নিমগ্ন হইব॥ ২৬॥ ২৭॥

তাহার পরে পরিহাস বিশারদা শ্যামলা শ্রীললিতাকে,

---

* তার শব্দের অর্থ চক্ষুর তারা।

† হৃদ্য কমল—সুন্দর কমল এবং হৃদয় জাত কমল অর্থাৎ স্তন।

‡ কাম সম্পাদন—অভিলাষ পুরণ এবং দ্বিতীয় অর্থ রহস্য।

সাক্ষিণী করিয়া কহিলেন, হে সখি! ললিতে! তুমি মিথ্যা বলিও না, এই মধুকর যুবা সমুৎফুল্লা লতাপটলী পরিত্যাগ করিয়া কিহেতু ঘূর্ণিত হইতেছে।

ললিতা কহিলেন—সখি! শ্যামে! সত্য বলিয়াছ? এই মধুকর যুবা মালতীর অতুল-পরিমল-তটিনীর ভ্রমি মধ্যে পতিত হইয়াছে, তাহাতে চলিতে পারিতেছে না, শ্যামলা ও শ্রীরাধার এই প্রকার সংলাপ, প্রণয়-সরসীর ধোরণীর (জল নিঃস্বরণের প্রণালী) ন্যায় দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিযুগল যেমন সুশীতল করিল, অমনি মত্তগদিরযুগলের নৃত্য সম্বলিত বিকচ সরসীরূহ সদৃশ শ্রীরাধাবদন একবার শ্রীকৃষ্ণের নয়ন গোচর হইয়া পুনরায় কুসুমিত লতামধ্যে লুকাইল? ॥২৮॥২৯॥

তাহা দেখিয়া গিরিধর সখেদে মনে মনে কহিতেছেন— হায়! হায়!! আমার পিপাসার্ত্ত নয়নরূপ চকোরযুগল নিকটে চান্দ্রোদয় দেখিয়া সুধাপান করিবার জন্য কেবল চঞ্চু প্রসারণ করিয়াছিল, অরে! মহাপরাধিন্! বিধে! তোকে ধিক্, যেহেতু আমার নয়ন চকোরযুগলে চান্দ্রী সুধা প্রদান করিয়া স্বয়ং অপহরণ করিলি ॥ ৩০ ॥

লজ্জাবতী রাধিকাও মনে মনে কহিতেছেন, "হে লজ্জে! আমার সকল দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার যাইতে হইবে না, কেবল নয়নের কোন মাত্র, ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ কর, আমি তাহার দ্বারাই একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বদন বিলেহণ করিব, হে আনন্দমেঘ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার নয়নের কোন রোধ করিও না, হে অতনো! আমার তনু কম্পিত করিও না, আমি তোমাদের চরণে পতিত

হইলাম" ॥ ৩১ ॥ এই বাক্য প্রেমের সহিত স্বগত পুনঃ পুনঃ বলিয়া "একবার এখান হইতে এখন মুখ তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করা অতি ধৃষ্টতার কার্য্য আমি কিরূপে সম্পাদন করিব"। ইহা ভাবিতেছেন, এমন সময় আলীমণ্ডলী অত্যন্ত পটুতা সহকারে বল্লী কুহর হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক অর্থাৎ "হে রাধে! নির্জ্জন স্থানে কুলাঙ্গনাগণের একাকিনী অবস্থিতি করা উচিত নহে, আইস গৃহে যাই, ইহা বলিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি গোচরে উপনীত করিলেন। শ্রীরাধা চকিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণ বদন দেখিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধা বদন দেখিতে লাগিলেন, তাহাতে একদিক্ হইতে প্রবাহিত শ্রীকৃষ্ণের রক্তাংশ ঘটিত কটাক্ষরূপ অরুণবর্ণা সরস্বতী রসের সহিত এবং অন্যদিক্ হইতে প্রবাহিত শ্রীরাধার শ্যামাংশ ঘটিত কটাক্ষরূপা যমুনা মিলিত হইয়া উভয়ের (শ্রীরাধা-কৃষ্ণের) শ্বেতিমাংশ ঘটিত কটাক্ষরূপ সুরধুনী দ্বারা গ্রথিত হইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য !!! এবং ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের হৃদয়রূপ ঐরাবত মগ্ন হইয়া গেল, এবং এই ত্রিবেণীতে উভয় দিক্ হইতে যে প্রবাহ বহিতেছে, তথায় আলিগণের নয়নরূপ বিকচ কমল বিরাজিত হইল, ইহাও আশ্চর্য্য ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ পথে রসিক মিথুন (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) নিষ্পন্দাঙ্গ হইলেন, অর্থাৎ উভয়ের দর্শনে উভয়ের অঙ্গে জড়িমার উদয় হওয়ায় উভয়ে অঙ্গ চালনের শক্তি হীন হইলেন, তাহা দেখিয়া ললিতাদি সখী শ্রীরাধিকাকে তথা হইতে নিজ মন্দিরে যাইবার পথে ও সুবলাদিসখা শ্রীকৃষ্ণকে নিজালয়ে যাইবার পথে লইয়া গিয়া মূর্চ্ছাপসারণ করিয়া প্রত্যাশা বদ্ধ হৃদয় করিলেন, অর্থাৎ

সূর্য্যাস্তগিত হইলেই তোমাদের দুই জনের পুনর্ম্মিলন হইবে, ইহা বলিয়া উভয়কে আশ্বস্ত করিলেন ॥ ৩৪ ॥

পরে জনীর মূর্ত্তিমৎ বাৎসল্যের ন্যায় এবং জনক জননীর বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ সদনে গমন করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া বিশাখা ব্রজেশ্বরীকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-পীযূষ বটিকা প্রদানার্থ তুলসীমঞ্জরিকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

গৃহে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ নয়ন পথ অতিক্রম করিলে শ্রীরাধা তদীয় বিরহে উন্মাদিনী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন—হে বিশাখে! এই ধৃষ্ট রমণীলম্পট বলপূর্ব্বক পথমধ্যে আক্রমণ করিয়া আমার নীবীর উপর হস্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তুমি কি কৌতুক দেখিতেছ? আমি এত উচ্চরবে কাঁদিতেছি, তথাপি সতীগণের মূর্দ্ধন্যা আমাকে ত্যাগ করিতেছে না, হে সখি! তুমি দ্রুত গৃহে গিয়া আর্য্যাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনয়ন কর, এই প্রকারে বিলাপ করিয়া প্রস্বিন্নাঙ্গী ক্লান্তিমতী অত্যন্ত তাপিণী রাধা কাঁপিতে কাঁপিতে নয়ন ঈষৎ উদ্ঘাটন করিয়া কুসুম শয়নে স্বীয়তনু ন্যস্তা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া স্মর পরিভব নিমিত্ত গদ্গদ বাক্যে সখীদিগকে কহিতে লাগিলেন—হে সখি! আমার প্রিয়তম কোথায়? এবং এই পথে আমি কি করিতেছি? এই গৃহ কি আমার প্রিয়তমের পুষ্প বাটিকাস্থিত, কিম্বা গুরু পুরস্থ, তাহা বল? এখন কি সন্ধ্যা কিম্বা প্রাতঃকাল, কিম্বা নিশীথসময়, আমি কি নিদ্রা যাইতেছি, অথবা জাগরিতা আছি, তাহা বল? ॥ ৩৬-৩৮ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধিকাকে সখী কহিলেন—হে অম্বুজমুখি! তুমি এখনই আরাম হইতে গৃহে

আসিয়াছ, তোমার প্রিয়তম ব্রজবিধু, কুঞ্জে তোমার সহিত বিবিধ বিলাস করিয়া নিজালয়ে গিয়াছেন, পিতামাতার নিজাদর্শনজাত খেদ শমন করিয়া তোমার নেত্ররূপ উৎপল-যুগল বিকাশ করিতে অধুনা আসিবেন॥ ৩৯ ॥

যে ব্রজপুররূপ সরোবর জীবন বিচ্যুত হইয়া বিরহ-রবির উগ্রতাপে অন্তর্বিদীর্ণ হইয়াছিল, এখন কৃষ্ণ জলধরের আগমনে আনন্দ ধারাসারে পূর্ণ হইল, এবং ত্বরিত পঙ্কেরুহ বদন প্রফুল্ল হইল ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে আপরাহ্নিক লীলাস্বাদনোনাম ষোড়শসর্গঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য

সপ্তদশসর্গঃ ।

—◯*◯—

গো-দোহনাদি সায়ন্তনীলীলা ।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ প্রবেশ সময়ে গগণগামি বিমান চারিণী দেবাঙ্গণাগণ পরস্পর বলিতেছেন, হে সখি ! কৃষ্ণ ও সূর্য্য পদ্মিনীগণের নিত্যবন্ধু ও ভাস্বান্, বলিয়া বিধি তুলে তুলনা করিল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অবনীতলে থাকিলেন, আর পাণ্ডুরবর্ণ সূর্য্য লঘিষ্ঠতানিবন্ধন আকাশে উঠিল, অর্থাৎ তুলে তুলনা করিবার সময় গুরুবস্তু (ভারবস্তু) নিম্নে থাকে এবং লঘু (হালকা) বস্তু ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ গৌরব বিশিষ্ট বস্তু বিধায় নিম্নে থাকিলেন, এবং লঘু বস্তু নিবন্ধন সূর্য্য উর্দ্ধে উঠিল । হে সখি ! এই তুলনা দ্বারা বিধাতার অত্যন্ত মূঢ়ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, যেহেতু এরূপ কোন সুধী আছেন যে যিনি শর্ষপার্দ্ধের সঙ্গে স্বর্ণের তুলনা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ হে সখি ! বিধাতা এতই অজ্ঞ, যে যাহাদের পরস্পরে কোন সাধর্ম্ম নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ ও সূর্য্যের একত্রে তুলনা করিল । হে প্রিয়সখি ! সূর্য্য, কেবল দিনেই উদিত হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ দিনযামিনী সমুদিত, সূর্য্য কেবল লোচন মাত্র প্রকাশক, শ্রীকৃষ্ণ লোচন সমূহের আনন্দ ধারা বর্ষণ

কর, অর্থাৎ যাহার লোচন আছে, সে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করে, সূর্য্য কেবল মাত্র মনুষ্যগণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রকাশক, আর শ্রীকৃষ্ণ, স্থাবর জঙ্গমের প্রেমধর্ম্ম প্রকাশী, সূর্য্য চণ্ডকিরণ, শ্রীকৃষ্ণ মৃদুল কিরণ; সূর্য্য সহস্রগু; অর্থাৎ সূর্য্যের সহস্র গো * আছে, আর শ্রীকৃষ্ণ গো-সহস্র প্রচারী; সূর্য্য লোকগণের বাহ্য তমোমাত্রহারী; শ্রীকৃষ্ণ লোকান্তর তমোহারী, অর্থাৎ মনুষ্যগণের অন্তঃকরণস্থিত বাসনারূপ তমোহারী, সূর্য্যের শোভা মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হয়; শ্রীকৃষ্ণের মেঘ বিজয়িণী শোভা; সূর্য্য ভীরু হৃদয় চক্রবাক্ যুগলে কর সমর্পণ করিয়া ক্লেশ সমুদ্রের নাম মাত্র তরণি, যেহেতু তাহাদের রাত্রিগত বিরহ দুঃখ নাশ করিতে সামর্থ হীন; শ্রীকৃষ্ণ ভীরু রমণীগণের স্তন চক্রবাক্যুগলে করার্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের কষ্টাম্ভোধির পরম তরণি; সূর্য্য উদয়ের দ্বারা অবনির ভাগ্যস্বরূপ বটে, কিন্তু পরে অস্ত গত হওয়ায় ভাগ্যরাশি নহেন; শ্রীকৃষ্ণ দিবা নিশি অবনির বক্ষঃস্থলে শ্রীচরণ যুগল দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিহরণ করায় অবনির মহা ভাগ্যরাশি। এই অতুল গুণ খনি শ্রীকৃষ্ণ ও সূর্য্য, দিনশেষে গবাধীশ্বরের (বরুণের) আশা (দিক্) পূরণ করিতে গমন করেন, বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গবাধীশ্বর যুগলের (ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর) আশা (মনোরথ) পূরণ করিবার জন্য এই হতভাগিনীগণের নয়ন পথ পরিত্যাগ করিতেছেন॥২॥৩॥ এই প্রকার সুরসুন্দরী গণের কলকল রবে নিজ লঘুতাকেও বিবস্বান্ কর্ণামৃতের ন্যায় অনুভব করিয়াছিলেন, যেহেতু গবাধীশ্বরাশানুগামী, বাক্যের

* গো—কিরণ ও ধেনু।

অর্থ—(শ্রীকৃষ্ণ পশ্চিম দিক্ অনুগমন করিতেছেন), ইহা বুঝিয়া অপারানন্দ লাভ করিয়াছেন। এবং ঐ বাক্যে অর্থাৎ গবাধীশ্বরাশানুগামী, শব্দের অর্থ—বরুণ দিক্ নাগরীর অনুগমন শ্রীকৃষ্ণ করিতেছেন; ইহা বুঝিয়া বরুণ দিক্ অর্থাৎ পশ্চিম দিক্‌রূপা নাগরী আপনাকে মিথ্যা সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়া যে রাগ প্রকটিত করিতেছে, ইহা ইহার মূঢ়তা মাত্র॥ ৪ ॥ *

শ্রীকৃষ্ণ যে যে বিশিখ (গলিরাস্তা) দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই বিশিখ পার্শ্ববর্ত্তী হর্ম্মের উপরি বিদ্যমানা, রমণীগণ, নয়ন সলিলে পূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সজল পুষ্প স্পর্শে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে সুরসুন্দরীগণ, "শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন" মানিয়া পুলকিত কলেবরা হইয়া মুগ্ধতাবশতঃ নিজ নিজ ভাগ্যের প্রশংসা পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহাদের কোন দোষ হয় নাই কারণ কোন সময় সুনয়নাগণের মুগ্ধতা ও আনন্দ বিধান করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

এই প্রকারে মুকুন্দ পিতৃ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদের বাৎসল্য রূপ অমৃত জলনিধি মধ্যে নিমগ্ন হইলেন, এবং সূর্য্যও, শ্রীকৃষ্ণে পাইবার জন্য লবণ জলনিধি মধ্যে মগ্ন হইতে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ কেহ যেমন কোন অভীষ্ট বস্তু লাভের প্রত্যাশায় তপস্যা দ্বারা সমুদ্রে তনুনিক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় ভানু লবণ সাগরে নিজ তনু নিক্ষেপ করিলেন। অতএব সূর্য্যের অনুরাগ ধন্য।

শ্রীরাধার কৃষ্ণ বিরহ জ্বর অনুমাত্র শান্তি করিতে বিসু-

* ইহা সায়ংকালে পশ্চিম দিগ্বিভাগের আরুণতায় উৎপ্রেক্ষা।

কিসলয়, উশীর, কর্পূর, চন্দন, কমল প্রভৃতি সমর্থ হইল না, এমন সময় নন্দীশ্বর হইতে এক সখী আসিয়া উপস্থিত হইয়া ললিতার আদেশ ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্তরূপ-অমৃতরস-বিন্দু শ্রীরাধার কর্ণরন্ধ্রে সেচন করিলেন।

শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ চৈতন্যলাভ করিয়া সম্ভ্রমের সহিত উত্থান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—হে সখি! অদ্য আমার অত্যন্ত তপ্ত শ্রবণরূপ মরুভূমি ধন্য হইল, যেহেতু এই শ্রবণ মরুভূমিতে স্বপ্নে অপূর্ব্ব পীযূষবৃষ্টি অনুভব করিলাম, হে সখি! এই মরুভূমি আমাকে সুখী করিয়া স্বয়ং সুশীতল হইল॥ ৬-৮॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন—হে রাধে! এই তুলসীমঞ্জরী, গোষ্ঠ রাজ্ঞীর গৃহ হইতে আগমন পূর্ব্বক তোমার কর্ণে শ্রীব্রজ-নাগর-বরের যে কথামৃত ধীরে ধীরে সেচন করিয়াছিল, তাহাতেই তোমার চৈতন্য লাভ হইয়াছে।

ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে সখি! তুলসি! তুমি যাহা দ্বারা আমার চেতনা সম্পাদন করিলে আমার প্রাণ প্রিয়তমের তাদৃশ অন্য মধুর বৃত্তান্ত বর্ণন কর, শ্রীরাধার আদেশক্রমে তুলসীমঞ্জরি, প্রিয়তমের সায়ন্তন গুণ-কথা সভামধ্যে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন—হে সখি! শ্রীরাধে! গোষ্ঠ হইতে গোপুরাগ্রে নয়নপথবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ হইলে ব্রজ-রাজ বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া পুলকিত কলেবর ও নিস্পন্দ হইলেন, তৎকালে পিতৃ বক্ষঃস্থলস্থ শ্রীকৃষ্ণে দর্শন করিয়া বোধ হইয়াছিল—কৈলাস ভূধর মধ্যবর্ত্তী সরোবরে অতুল একটি নীলকমল যেন বিকসিত

হইয়া ভাসিতেছে ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ শ্রীব্রজাধিপতি, বক্ষঃস্থলস্থিত প্রাণাধিক নিজ তনয়ের উষ্ণীষ ঈষৎ চালন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার অশ্রুধারায় তোমার প্রাণনাথের উত্তমাঙ্গ অভিষিক্ত হইয়া গেল, পরে নিজ বদন তনয়ের বদনের উপরি রাখিয়া আচ্ছাদন করিলেন, তাহাতে বোধ হইয়াছিল,—জলাভাব বশতঃ সূর্য্যতাপে তপ্ত শরৎকালীন শুভ্রমেঘ, চন্দ্রের চন্দ্রিকা জালের দ্বারা নিজ তাপ দূরীকরণার্থ চন্দ্রে আবরণ পূর্ব্বক আপনাকে অলঙ্কৃত করিল, হে সখি! যে গোষ্ঠেশ্বরী, তনয়ের গৃহে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বারে বারে গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন হইতে গৃহে যাতায়াত করিতে ছিলেন, এবং তনয়ের প্রতি বিবিধ শঙ্কায় যাঁহার বদন শুকাইয়া গিয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত দিবসের শেষ যাম অতিবাহিত করিতেছিলেন—তিনিই হঠাৎ প্রাণাধিক তনয়ে নিকটে বিলোকন করিয়া নেত্রযুগ্ম হইতে দুইটি তরণি-তনয়া এবং কুচযুগল হইতে দুইটী জহ্নু তনয়া সৃষ্টি করি-লেন ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ শ্রীব্রজেশ্বরী জড়িমাবলিত হইয়া তনয়ে ক্রোড়ে করিতে এবং সন্নকণ্ঠী হইয়া কোন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে এবং অশ্রুপূর্ণা হইয়া ভাল রূপে তনয়ে দেখিতেও পাইতেছেন না, তখন শ্রীবলদেবের জননী দীপাবলীর দ্বারা আরত্রিক করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কর ধারণ করিয়া তদীয় মাতার ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন ॥ ১৩ ॥ হে সখি! শ্রীরাধে! জননী ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছিল—নিজ জন্মভূমি সদৃশ বাৎসল্যরূপ অমৃতজলনিধির ক্রোড়ে বিধু যেন উপবেশন করিল; কিম্বা প্রেমরূপ মাণিক্যরাজ, নিজ খনিতে

উপবেশন করিল, কিম্বা স্নেহরূপ অমৃতে কস্তুরী প্রভৃতি দ্রব্য-দ্বারা শ্যামবর্ণ সম্পাদন করিয়া তাহা দ্বারা নির্ম্মিত পুত্তলিকার কুক্ষির ভূষার স্বরূপ হন্মিমণিকে বিধাতা তাহারই ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেও জননীর জড়িমা দূর না হওয়ায় মাতৃবৎসল ব্রজেন্দু, হে জননি! আমি তোমার ক্রোড়ে বসিয়া রহিয়াছি, তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেন নয়ন ধারা বর্ষণ করিতেছ? ইহা বলিয়া স্বহস্তে জননীর নয়নের জল মার্জ্জন করিয়া জননীকে পরমানন্দিতা করিলেন, জননীও তনয়ের অঙ্গ লগ্ন গোধূলি সমূহ স্তনজ পয়ঃ দ্বারা ক্ষালন করিয়া—লালন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

'জননীর আনন্দ তরঙ্গ বিরত হইল না' দেখিয়া বাৎসল্য-লক্ষ্মী জননীকে চৈতন্য করিয়া অভিমত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন—সেই সময় শ্রীব্রজেশ্বরী নিজ তনয়ের তনু পাণি-কমল দ্বারা মার্জ্জন করিয়া দাসীগণে তনয়ের অভ্যঙ্গ স্নান মার্জ্জনাদির নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৬ ॥ স্নেহ-ক্লিন্ন-হৃদয়া জননী তনয়ে কহিতে লাগিলেন—হে বৎস! হে সচ্ছ-প্রণয়! তুমি গোচারণার্থ বনে যাইলে তোমার জন্য আমি বড়ই ব্যাকুলা হই; হে চন্দ্রমুখ! আমার উপরি তোমার স্বল্পমাত্র দয়াও উদ্ভব হয় না। হে তাত! হে স্বকুলকমল! তুমি এক দিনও তোমার হত জননীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করনা ॥ ১৭ ॥ হে করুণ হৃদয়! অত্যন্ত দীর্ঘ দিন কোন-রূপে অবসান হইলেও নিজ জনক কর্ত্তৃক আম্রেড়িত হইয়াও আলয়ে আগমন করনা, ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করিয়া ক্ষাম

হইয়া বন্ধুগণে নিজাবস্থা দেখাইয়া ব্যামোহ যুক্ত কর, অতএব তোমার জননীর কঠোর প্রাণ ধারণের আর প্রয়োজন নাই॥ ১৮॥

জননীর এতাদৃশ কাতর বচন শ্রবণ করিয়া মধুমঙ্গল কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন—হে অম্ব! আমার এই অতি চপল বয়স্য কৃষ্ণ বালালীর * সহিত খেলা সাগরে প্লাবিত হইয়া আপনাকেই ভুলিয়া যায়, তোমাকে কি প্রকারে স্মরণ করিবে? আমি এক মাত্র ইহাদের মধ্যে শিষ্ট, হে জননি! আমি যদি ইহাদিগকে না বারণ করিতাম, তাহা হইলে সম্প্রতি সন্ধ্যাকালেও এই খেলাপ্রিয়, কৃষ্ণ গৃহে আসিত না॥ ১৯॥

শ্রীব্রজেশ্বরী কহিলেন বৎস! বটো! সত্য বলিতেছ, আমি প্রতি দিনই কৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গে নখক্ষত দেখিয়া থাকি, প্রখর নখর বালালী আমার নিষেধ মানে না, তাহারা প্রতি দিন বাহু-যুদ্ধে নীল নলিন অপেক্ষাও অতি মৃদু কৃষ্ণের তনু নখ দ্বারা অঙ্কিত করিয়া থাকে, হায়!! আমি কি করিব, চপল তনয়ে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার কোন উপায় দেখিনা॥ ২০॥

ইহা বলিয়া চন্দনকলা শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি! রাধে! আমি এই প্রকার শ্রীব্রজেশ্বরী ও মধুমঙ্গলের সংলাপ শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীব্রজেশ্বরীর আদেশে শ্রীকৃষ্ণের তাৎকালিক তৈলাভ্যঙ্গাদি পরিচর্য্যা করিলাম। পরে শ্রীরোহিণী রসবতীতে গমন করিলেন, শ্রীব্রজেশ্বরী পৌর্ণমাসী কিলিম্বা মুখরা ও গার্গী প্রভৃতির সহিত পুত্র লালন করিতে লাগিলেন।

---

* বালালী—বালক সমূহ ও বালাস্ত্রীগণ।

শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া পীতাম্বর পরিধান করিলেন, এবং ললাটের প্রান্তে জুটাকারে কেশ বন্ধন করিলেন, এবং মলয়জ চর্চ্চা ও বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিলেন, কাঞ্চী, হার, অঙ্গদ ও বলয় পরিধান করিলেন, বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণিরাজ ধারণ করিলেন, কর্ণে তাটঙ্ক, ও চরণে নূপুর ধারণ করিয়া যৎকালে বিরাজিত হইলেন, সেই সময় স্নান ভূষা ও অনুলেপন ধারণ করিয়া মিত্র বৃন্দের সহিত শ্রীবলদেব ও বটু আগমন করিলেন, সকলকে শ্রীব্রজেশ্বরী সুখে উপবেশন করাইয়া প্রথমতঃ ইষ্ট মিষ্ট সুরভি শীতল পানক পান করাইয়া পরে নানাজাতীয় ত্রিবিধ ভক্ষ্য অর্থাৎ চর্ব্ব্য চোষ্য ও লেহ্য দ্রব্য ভোজন করাইলেন। ভোজন করাইবার সময় ইঁহাদিগকে শ্রীব্রজেশ্বরী কহিলেন—হে বলদেব! হে বটো! হে কৃষ্ণ! হে বালকগণ! এই দ্রব্য তোমাদের অতিপ্রিয়, ইহা বলিয়া হে সখি! রাধে! তোমার প্রস্তুত করা সীধুকেলী প্রভৃতি পঞ্চ প্রকারের বটক পটল সাদরে প্রদান করিলেন। ইহাদের পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্, বটকাবলির রূপামৃত সাগরে গুণকীর্ত্তনামৃত সাগরে সৌরভ্যামৃতসাগরে সুরসামৃত সাগরে মার্দ্দবামৃত সাগরে অবগাহন করিল। ভোজন করিতে করিতে পরিহাস পটু বটু কহিতে লাগিলেন—হে জননি! এই বটকাবলীর সৌগন্ধ যাহার ভাগ্যক্রমে অনুভব পথবর্ত্তীও হয়, তাহার স্বর্গে ও অপবর্গে অরুচি হয়, হে জননি! যে আমার উদর বিভু (ব্যাপক) রূপে সৃষ্টি করে নাই সেই বিধাতাকে ধিক্, এবং যে ব্যক্তি ভোজন কালে "দিওনা" এই বাক্য বলিয়া থাকে; আমি তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া জানি ॥ ২১-২৫ ॥

হে সখি! শ্রীরাধে তোমার নাগর এই প্রকার বটু বাক্য শুনিতে শুনিতে পরস্পরের পরিহাস বচনের সহিত সহভোজন সমাপন করিয়া সুরস খপুরযুক্ত তাম্বুল বীটী চর্ব্বন করিতে করিতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন, পরে জননীর অনুমতি ক্রমে মিত্রবৃন্দের সহিত গো-দোহন করিতে গমন করিলেন, আমিও এখানে আসিলাম ॥ ২৬ ॥

ইহা বলিয়া অঞ্চলের গ্রন্থি উন্মোচনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ঠ কিঞ্চিৎ প্রদান করিলেন। শ্রীরাধা ও তদীয় সখীগণ, চন্দনকলার মুখ বিবর হইতে প্রাপ্ত লীলামৃত রস দ্বারা এবং অঞ্চলগ্রন্থি হইতে প্রাপ্ত ফেলামৃত রস দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধিনী নির্বৃতিরূপা এবং রসনেন্দ্রিয় সম্বন্ধিনী নির্বৃতিরূপা নদীযুগলের দ্বারা নিজ নিজ প্রাণ সিক্ত করিলেন, অর্থাৎ ইঁহারা চন্দনকলার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা শুনিয়া, এবং তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণাবশেষ ভোজন করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহাদের প্রাণ সুশীতল হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গো-দোহন করিতে গো-সদনে আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা সায়ংকালীন স্নান ছলে গুরুগৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া পাবন সরোবর তীরবর্ত্তী উদ্যানে আগমন করিলেন, তত্রত্য অপূর্ব্ব অট্টালিকার উপরি সখীসহ আরোহণ পূর্ব্বক অন্য কর্ত্তৃক অলক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদনের জ্যোৎস্না, চকোরিণীর ন্যায় পান করিয়া চক্ষু সম্বন্ধিনী অপারা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীরাধিকা অট্টালিকার উপরি আরোহণ করিয়া প্রিয়তমের বদন দর্শন করিয়া বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন,

হে সখি! এই নব-নাগরের মুখের উপরিস্থিত কুটিল অলকাবলীর আচ্ছাদক উষ্ণীষ রাজের উপরি মুক্তার দ্বারা বদ্ধ কণক সূত্র পংক্তি (স্তোবরা) ঈষৎ চলিত হইতেছে? অথবা চন্দ্রের উপরি ঘন তমোগ্রাসক উদয় কালীন সূর্য্যের কিরণে নক্ষত্রাবলির যাঁহার দ্বারা মূল গ্রথিত, তাদৃশী বিদ্যুৎ শোভিত হইতেছে? তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, হে সখি! যাহারা নিজ কান্তিদ্বারা ব্রজকুল ললনাগণের ধর্ম্মধ্বান্ত ধ্বংস করে, কৃষ্ণের গণ্ডস্থিত সেই এই চঞ্চল কুণ্ডলযুগল, কুণ্ডলযুগল নহে; কিন্তু বদন সুধাকরের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া নৃত্যদ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য পার্শ্বদ্বয়ে তরণিযুগল বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ২৯॥ ৩০॥ হে প্রাণসখি! ঐ মকর যুগলের উপরি উপবেশন পূর্ব্বক এই নাগরের কটাক্ষরূপ নিশিত শরদ্বারা লক্ষীভূত আমাদের মন বিদ্ধ করিবার কালে, কুসুমিত চূড়ার উপরি মধুপানে মত্ত অলিঘটার গুঞ্জনে ভীত হইয়া অপসরণ করিলে নিজ একাগ্রতার হানি হইলে লক্ষ ব্যর্থ হইয়া যাইবে, ভাবিয়া কন্দর্প নিজ বাহন মকরযুগলে ইহার কর্ণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে॥ ৩১॥

হে সখি! আর এক কৌতুকাবহ ঘটনা অবলোকন কর, শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ নয়নযুগল, তারা নাম্নী যে দুইটী রমণী লাভ করিয়াছে, তাহারা মদমত্ততা নিবন্ধন সর্ব্বদা চঞ্চলা, সুতরাং এই চপল নাগরের স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ নয়ন কর্ত্তৃক চঞ্চলা তারা হইতে কটাক্ষ নামক যে পুত্রগণ উৎপন্ন হইতেছে, ইহারা নিজ জননী দোষে অবিনীত হইয়া রমণী জনের অন্তঃপুর হইতে ধৃতিরূপা কুল বধূদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন

পূর্ব্বক দূষিত করিতেছে * ॥ ৩২ ॥ হে সখি! ভাল করিয়া অবলোকন কর, এই নাগরের দৃষ্টি যেন কন্দর্প নদী, ইহার সকল দিকে প্রবাহ, এবং ইহাতে হর্ষ, ঔৎসুক্য, ধৃতি, মদ প্রভৃতি সর্ব্বতো লঞ্চারি দস্যুগণ তারানাম্নী নীলমণিময়ী নৌকায় আরোহণ করিয়া 'ব্রজসুন্দরীগণের চঞ্চল নয়নরূপ বনিকগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, ইহাই অনুভূতি হইতেছে ॥ ৩৩ ॥ হে প্রাণপ্রিয়তম সখি! এই মোহন নাগরের বিম্বাধরোষ্ঠ হইতে মন্দস্মিত নিঃসৃত হইতেছে না এবং জগৎরূপ ভ্রমর নিমিত্ত বন্ধুক কুসুম যুগল হইতে মকরন্দ চ্যুতও হইতেছে না, কিন্তু বিদ্রুম নির্ম্মিত কন্দর্প যন্ত্রোন্মুক্ত কর্পূরবারি আমার নয়নযুগে প্রবেশ করিতেছে, অবলোকন কর ॥ ৩৪ ॥ এই প্রকারে প্রিয়তমের মুখ বিধু বর্ণন করিয়া লজ্জা বশতঃ হর্ষ পয়োনিধির তরঙ্গ মধ্যে যৎকালে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী প্রবিষ্ট হইলেন, বিশাখা তখনই তাঁহার চেতনা করিতে করিতে কহিলেন, হে প্রিয়সখি! শ্রীকৃষ্ণের দোহন লীলা অবলোকন কর, যাহা দর্শন নিমিত্ত সায়ংকালে শ্বাশুরীর অতি কটুবাক্য ও অমৃত সদৃশ মানিয়াছিলে; হে সখি! এখন আনন্দ সাগরে প্রবেশের সময় নহে ॥ ৩৫ ॥ হে সখি! ঐ দেখ! শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করিবেন বলিয়া যে সকল ধেনু উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধবলী শবলী প্রভৃতি নাম দ্বারা যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করিতেছেন, সেই ধেনু হম্বা হম্বা রব করিতে করিতে অন্য সকল ধেনুগণে বিলঙ্ঘন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ

* শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষের ধৈর্য্যচ্যুতি কারিতা বিষয়ে ইহা উৎপ্রেক্ষা মাত্র।

অশ্রুস্তিমিত নয়না সেই সেই ধেনুর পৃষ্ঠ পানিদ্বারা স্পর্শ করিয়া অঙ্গাঙ্গ কণ্ডূয়ণ দ্বারা তাহাকে সুখী করিতেছেন॥ ৩৬॥ সখি! ঐ দেখ ব্রজযুবরাজ ধেনু দোহন করিতেছেন, পদাগ্রযুগল দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া মণিময় দোহনভাণ্ড দুই জানুমধ্যে রাখিয়াছেন, তাহাতে উঁহার শ্রীমুখেন্দু প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এবং ধেনুর উদর স্পর্শে উষ্ণীষ ঈষৎ শিথিল হওয়ায় তন্মধ্য হইতে ভ্রমর শ্রেণীর ন্যায় অলকাবলি নিঃসৃত হইতেছে, এবং ইঁহার নয়ন কমল নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে॥ ৩৭॥ গো-দোহন সময়ে প্রথম দুই তিন দুগ্ধধারা দ্বারা ধরণীর পূজা করিয়া পরে দুই তিন দুগ্ধধারা দ্বারা নিজাঙ্গুলি কুল ও ধেনুর উধঃ অঞ্চলী আর্দ্র করিলেন, ও উন্নমিত ও অবনমিত পানিপদ্ম যেরূপে হয় এইরূপে অঙ্গুলী কুলের দ্বারা উধোঞ্চলী ধারণ পূর্ব্বক দোহনীর মধ্যে শন শন শন ঘম্ম ঘম্ম শব্দের দ্বারা অন্য গোগণে দোহ সমাপন অবগত করাইয়া উৎকণ্ঠিত করিতেছেন, সখি! দেখ দেখ শ্যামসুন্দর অমল দুগ্ধকণা দ্বারা উরু ও জঙ্ঘা চিত্রিত হইতেছে, এবং গোগণ ও তর্ণকগণ গ্রীবাভঙ্গ দ্বারা সজলনেত্রে ইহার কান্তিরূপ নবীন পীযূষ পান করিতেছে, হে সখি! তোমার প্রিয়তম দুগ্ধ দোহন করিতেছেন ভাল করিয়া বিলোকন কর॥ ৩৮॥ ছাড়িয়া দেও, নিকটে আইস, শীঘ্র কর, লইয়া যাও, দেও, যাও প্রভৃতি গোপগণের নানাবর্ণ বিশিষ্ট গো-সকল (১) নানাবর্ণ ও

---

(১) গোপগণের এই কয়টী শব্দের পরবর্ত্তী নানা শব্দের অর্থ দেওয়া গেল।
গো-সকল—বচন সমূহ নানাবর্ণ নানা অক্ষরযুক্ত।

পরম বিশদ, এবং দুহ্যমান গো-সকল (১) নানাবর্ণ (২) পরম বিশদ, ও দুষ্পার, এবং শ্রীগিরিধর তনুর শ্যামলা যে গোগণ (৩) তাহারাও পরম বিষদ ও দুষ্পার, অর্থাৎ অপরিমিত, সুতরাং তাহা মহা কবিপতিগণের পরিমিত গোগণ (৪) পরিমাণ করিতে পারে না? ॥ ৩৯ ॥

এই প্রকারে গো-দোহন সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, প্রিয়সখা কর্ত্তৃক সূচ্যমানা শ্রীরাধিকার নিকট উদ্যানস্থ বলভী শিখরে প্রণয়ভর বশত গমন করেন, কোন দিন নিজালয়ে গমন করেন। এবং গ্রীষ্মকালে পাবন সরসী নীরে তাপ শান্তির জন্য অবগাহন করিতে গমন করেন, এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতে ধন্য জনগণ মগ্ন হইয়া থাকেন ॥৪০॥ দিবস-পতির সর্ব্বত প্রসারি কিরণরূপ সহস্র সিংহ, আকাশে যে তিমিররূপ দন্তি পটলে বিদীর্ণ করিয়াছিল, এখন সূর্য্য অস্তমিত হইলে এই কিরণরূপ সিংহ সহস্র তিমিররূপ দন্তিগণ কর্ত্তৃক গ্রস্যমান হইয়া লীন হইয়া গেল? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গো-দোহন লীলাবসানে রাত্রি হইল ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে সায়ন্তন লীলাস্বাদনোনাম সপ্তদশসর্গঃ।

---

(১) দুহ্যমান গো-সকল—ধেনু সমূহ।

(২) নানাবর্ণ—নানা রঙ্গের।

(৩) শ্রীগিরিধর তনুর শ্যামলা গোগণ—কান্তি সমূহ।

(৪) মহাকবিপতির গোগণ—বাক্য সমূহ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

অষ্টাদশসর্গঃ।

—○*○—
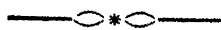
শ্রীরাধার অভিসারাদি প্রদোষকালীন লীলা।

আনন্দ সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের কান্তিকণা মুকুর সদৃশ গগণে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বিশেষানুসন্ধান না করিয়া মুগ্ধ লোক "এই বিধু উদিত হইল" ইহা বলিয়া বর্ণনা করিতে উদ্যোগী হইতে লাগিল ॥ ১ ॥ চন্দ্রোদয় সময়ে অট্টালিকার উপরিস্থিত পদ্মিনীগণের (শ্রীব্রজসুন্দরীগণের) প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অবলোকন করিলে তাঁহারা লজ্জায় নিজ বদন বস্ত্রের দ্বারা আবরণ করিলেন, তাহা দেখিয়া সরোবরস্থিত জলজালি, পদ্মিনীত্ব অভিমান বশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া মুখ মুদ্রণ করিল, অর্থাৎ জলজালী ব্রজসুন্দরীরূপ পদ্মিনীগণ যখন মুখাবরণ করিলেন, আমরা পদ্মিনী, আমাদেরও তাহা করা উচিত, ইহা ভাবিয়া বুঝি নিজদল দ্বারা মুখাবরণ করিল, অহো! জলজালীর মূঢ়তা !!! যেহেতু শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২ ॥ ক্রমশঃ প্রদোষ কাল আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই প্রদোষে দিন রাত্রিরূপ নৃপতির অধিকার নিশ্চয় না হওয়ায় কোন প্রজার সুখ ও কোন প্রজার দুঃখ

হইতে লাগিল, একদিকে চকোরগণ চন্দ্রোদয় দেখিয়া সুধা-পানে আনন্দ লাভ করিতে লাগিল, অন্য দিকে চক্রবাকগণ বিয়োগে বিধুর হইয়া রোদন করিতে লাগিল, অলিবৃন্দের মধ্যে কতিপয় ভৃঙ্গ প্রফুল্ল কুমুদবনে বিচরণ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল, এবং কতিপয় ভৃঙ্গ মলিন নলিন মধ্যে বদ্ধ হইল ॥ ৩ ॥ গৃহস্থিত অন্ধকার দীপ দেখিয়া ভয় পাইয়া বিপিনে গমন করিল, এবং বিপিনস্থ কুসুম পরিমল গৃহে আসিতে লাগিল, অর্থাৎ গৃহস্থিত ব্যক্তি দুর্জ্জনের দ্বারা দুঃখ ভোগ করিলে বৈরাগ্যোদয় বশতঃ যেমন বনবাসী হয়, এইরূপ দীপ দ্বারা দুঃখ পাইয়া গৃহের অন্ধকার বনবাসী হইল, এবং বৈরাগ্য লোপ হইলে যেমন বনবাসীগণ গৃহে আসিয়া থাকে, এইরূপ কুসুমের গন্ধ, গৃহে আসিতে লাগিল, রাত্রিকালেই যাহার দর্প সমধিক বৃদ্ধি হয়, সেই কন্দর্প সর্পের ন্যায় কেলি আরম্ভ করিলে অর্থাৎ সর্পে যাহাকে দংশন করে, সে ব্যক্তি বিষানলে দংদহ্যমান তনু হইয়া যেমন জাগিয়া যামিনী যাপন করে, এইরূপ কন্দর্পরূপ সর্পে যাহাকে দংশন করে, তাহারও তনু মন প্রাণ দংদহ্যমান হইয়া যামিনী জাগিয়া অতিবাহিত করিতে হয়, সেই কন্দর্প গোপীগণের হৃদয়রূপ আলয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ধৈর্য্য ও লজ্জা খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪ ॥ এই প্রকারে দিন রাত্রি রূপ উভয় নরপতির অধিকার নিশ্চয় না হওয়ায় * কুল জাতি জ্ঞান ধর্ম্ম বিগলিত হইতে লাগিল, পরে তাদৃশ বলবান্ প্রদোষ ব্রজভূমি হইতে

---

* শ্লেষে কুলজা—অতিজ্ঞান্ ধর্ম্ম অর্থাৎ কুলাঙ্গনাগণের অতিজ্ঞান ধর্ম্ম প্রদোষ কালে শ্রীকৃষ্ণাভিসারার্থ বিগলিত হইতে লাগিল।

বিরত হইল, হইবার কথা, যেহেতু কখন কাহারও তামসী সম্পৎ চিরস্থা হয় না ॥ ৫ ॥

অপরাহ্নে গোষ্ঠাগমন সময়ে পথি মধ্যে প্রিয়তমে দেখিয়া শ্রীরাধিকা যে আনন্দ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত প্রাণনাথের সহিত পরমানন্দে রমমানা হইয়া তদবধি কালাতিপাত করিতেছিলেন, এবং গুরুপুর মধ্যে নয়নরূপ কবাটের দ্বারা অবরুদ্ধ নিজতনুরূপ কনক ভবনে মনরূপ শয্যায় প্রিয়তমে অধিশায়িত করিয়া যে শ্রীরাধা কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাহাকে সুখী করিবার জন্য ইন্দুপ্রভানাম্নী এক সখী ব্রজেন্দ্রালয় হইতে আগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন—হে রাধে! তুমি যাঁহার সঙ্গাভাবে বিধুর রুচি (খণ্ডিতকান্তি) হইয়া থাক, এখন সেই বিধু তোমা বিনা অন্য রমণীগণে রুচিহীন হইয়াছে, এবং সেই তোমার প্রাণ-বল্লভ ত্রিলোকীর হৃদয়হারী হইয়াও তোমার হৃদয় হারী-ভূততা লাভ করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশাখা কহিলেন—হে সখি ইন্দুপ্রভে! সেই নাগরের কথারূপ অমৃত বৃষ্টিকর, ইহা শুনিয়া ইন্দুপ্রভা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অভিনব তৃষ্ণার সহিত সখী সমূহের কর্ণপালীরূপ চকোরীগণ পান করিতে লাগিলেন—এখানে ইহাই আশ্চর্য্য যে বৃষ্টির জল চকোরীগণ পান করিতে লাগিল। হে সখি! ব্রজধরণী মহেন্দ্র, বামপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণে ও দক্ষিণ পার্শ্বে বলদেবে উপবেশন করাইয়া নন্দীশ্বর পুরে ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইলেন, তাহাতে বোধ হইল—ধনপতি পদ্ম ও শঙ্খ নিধি দুই পার্শ্বে রাখিয়া শোভিত হই-

তেছেন॥৮॥৯॥ দিবসে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ গমনাদি নিমিত্ত উৎকণ্ঠা বশতঃ নিমন্ত্রণ সুখকর হয় না বলিয়া শ্রীব্রজরাজ প্রতি রজনীতে যে ভ্রাতৃগণ ও যে ভাতৃপুত্রগণে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীব্রজরাজে বেষ্টন করিয়া ভোজনার্থ উপবেশন করিলেন, ভোজন কালে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে সকলের সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিমিত্ত তাঁহাদিগকে শ্রীহরিবদন চন্দ্রের চকোর সদৃশ বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল, ভাতৃগণ ও ভাতৃপুত্রগণে আবৃত হইয়া রামকৃষ্ণসহ ব্রজরাজে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—প্রেম ভূধরগণে বেষ্টিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ আনন্দপুঞ্জ স্বরূপ হিমাচল যেন উপবেশন করিলেন। হে সখি! বল জননী ধীরে ধীরে এক একটী করিয়া কোন বার দুই তিনটী করিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা তৎকর কৃত পাকের বহু শ্লাঘা করায় তিনি অনির্ব্বচনীয় নির্বৃতি লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

নন্দ উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ ভোজন কালে যাহা ভাল লাগিতেছে, তাহা নিজপাত্র হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক রাম ও কৃষ্ণে কহিতে লাগিলেন—“হে তনয়! এই বস্তু ভোজন করিলে পুষ্টি হয়, এই বস্তু ভোজন করিলে বল হয়, অতএব তোমরা দুই ভাই ভোজন কর” ইহা বলিয়া প্রদান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ও ধেনুকারি, রুচির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। বারে বারে শ্রীকৃষ্ণ জননী নয়ন ভঙ্গীর দ্বারা “কিছু ভোজন কর” কহিতে লাগিলেন এবং পিতা ও পিতৃব্যগণ স্পষ্টরূপে “আর কিছু ভোজন কর” কহিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের আদেশ ক্রমে কিছু ভোজন করিলে, ইঁহাদের তৃপ্তি পূর্ণা

হইল, তাহা হইবার কথা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিলেই বন্ধু বর্গের তৃপ্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণ সহ ভোজন কেবল লোকাচার মাত্র ॥ ১২॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুবর্গ এই প্রকারে সহভোজন সমাধা করিলে ইঁহাদের দৃষ্টিরূপা পরিচারিকাগণ, হরিমুখ কমলের মাধুর্য্যরূপ মকরন্দ আনয়ন করিয়া প্রদান করিলে, তাহাদ্বারা সহপান সমাপন করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন। তদনন্তর তাম্বূল বীটি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ ভবনে গিয়া শয়ন করিলেন ॥ ১৪ ॥ হে রাধে! তোমার প্রিয়তম, ধবল বলভী মধ্য কুসুমতল্পে হসিত বদন বয়স্য মণ্ডলী কর্তৃক আবৃত হইয়া শয়ন করিয়া তোমার বিরহ জন্য অবসাদে তোমারই মধুরিমা গরিমার প্রশংসা করতঃ যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর—প্রথমতঃ সুবলের কর ধারণ করিয়া কহিলেন—হে সুবল! 'অদ্য অপরাহ্নে গোচারণ করিয়া আসিবার সময় অসম মহিমশালি গোপগণের পশ্চাৎবর্ত্তি আমার ধৈর্য্য সমূহ, যাহারা খণ্ডন করিয়া আমাকে মোহিত করিয়াছিল, সেই শোভা সকল গোষ্ঠ প্রদেশে কোথা হইতে আসিয়াছিল? ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ হে প্রাণপ্রিয়তম সখ! সেই শোভা সংহতি কি মথিত মধুরিমসাগরের সুধা, অথবা বস্ত্রপূত ললিত সৌদামিনী পটলীর তরঙ্গ, কিম্বা পরিমলরূপ দেশের মুর্ত্তিমতী সাম্রাজ্য লক্ষ্মী, কিম্বা চম্পক কুসুম নির্ম্মিত অতনু বিশিখের রাশি, তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই ॥ ১৭ ॥ ভাই সুবল! কি আশ্চর্য্য!!! সেই কান্তি মণ্ডলীর উপরি কুঙ্কুমাক্ত সরোজ প্রফুল্ল হইয়াছিল কিম্বা প্রথম-রস-জলধি-জাত কোন অনির্ব্বচনীয় অকলঙ্ক পূর্ণশশী উদয় হইয়াছিল,

তাহাও স্থির করিতে পারি নাই, সেই অপূর্ব্ব বস্তুর নিকট আমার দৃষ্টি উপস্থিত হইতেছিল, হায়! হায়!! সেই চন্দ্র বা সরোজের উপরি যে মণিময় মত্ত খঞ্জন যুগল নাচিতেছিল, তাহারা পুচ্ছের * দ্বারা আঘাতি করিয়া আমার দৃষ্টিকে প্রপীড়িতা করিয়াছে ॥ ১৮ ॥ হে প্রাণ সহচর! সুবল! এই অদ্ভুত বস্তু কি? তাঁহা জানিবার জন্য আমি সম্ভ্রমযুক্ত কেবল হইতেছিলাম, এমন সময় ঘন জলদাবলীর † দ্বারা আবৃত হইয়া সেই বস্তু, লতা জালে লীন হইল, আমি আর তাহা লেহন করিতে পারিলাম না ॥ ১৯ ॥

হে সখে! আমার হৃদয়রূপ ভট সেই বস্তু অন্বেষণ করিতে গিয়াছে, এবং আমার নয়ন যুগল পথ দর্শন করাইবার জন্য তাহার আগে আগে যাইয়াছে, হে সখে! এখন অবধি হৃদয় ভট ফিরিল না, তবে কি বনভূমিতে কন্দর্প দস্যু তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে? ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই কাতরোক্তি শুনিয়া সুবল কহিলেন, হে অঘহর! তুমি যাহাকে দেখিয়াছিলে, যাঁহার রূপের ত্রিজগত প্রসংশা করে, তিনি সেই রাধা, যদবধি তিনি তোমাকে দেখিয়াছেন, তদবধি ধৈর্য্যহীনা ও বিবিধ মনোবেদনার পাত্রী হইয়া ধরণীবক্ষে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন। সম্প্রতি বিবিধ তাপপাত্রী সেই শ্রীরাধা নিজ সখীকুলে কাঁদাইয়া বিগলিত নয়ন ধারায় ধৌত গাত্রী হইয়া অচৈতন্যা হইয়াছেন ॥ ২১ ॥ হে প্রিয়বয়স্য! শ্রীরাধার তাদৃশ বৈক্লব্য বিলোকন করিয়া সখীগণ কহিতেছেন, হে তন্বি! রাধে! এই মুকুন্দ তোমাকে সুশ্রী

* পুচ্ছাঘাত—এখানে কটাক্ষ। † ঘন জলদালী—নীল শাটী।

করিবার জন্য আসিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া মূর্চ্ছা দূরে যাওয়ায় সসম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! কোই! কোই! আমার সেই জীবনৌষধি কোই? ইহা শুনিয়া নয়ন-সলিল-তিমিত বদনা সখীগণ প্রথম রজনী জাত ধ্বান্ত দর্শন করাইয়া কহিলেন, সখি! ঐ তোমার জীবিত বন্ধু দেখ! এই প্রকারে সখী বচনে ভ্রান্তা, শ্রীরাধিকা অন্ধকারকে তোমার ভানে তাৎকালিক বিরহ ব্যথার শান্তি অনুভব করিলেন, এবং লজ্জাবশতঃ বসনের দ্বারা নিজাঙ্গ আবরণ করিলেন।

ইন্দুপ্রভা এই মাত্র বলিয়া পরে বলিলেন—হে রাধে! সুবলের মুখে তোমার বিরহ বেদনার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়ন হইতে স্থূল স্থূল জল বিন্দু পতিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—মঞ্জু চঞ্চু চকোর যুগল হিমকর কররাজী ভ্রমে যে সকল মুক্তাফল ভোজন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা যেন এক একটী করিয়া বমণ করিতেছে॥ ২২॥ ২৩॥ আমি তোমার নাগরের নিকটে থাকিয়া পরিচর্য্যা করিতেছিলাম, আমাকে দেখিয়া উৎকণ্ঠায় কুণ্ঠিত বদন হইয়া কহিলেন—হে সখি! তুমি দ্রুত গিয়া শ্রীরাধিকাকে কহ, পতঙ্গ তনয়াতটে কল্পতরু নিকটে সাহজিক অনুরাগের সহিত তিনি দ্রুত অভিসার করুন॥ ২৪॥

আমি চলিয়া আসিলে শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিতেছেন, তাহাও শ্রবণ কর, শ্রীকৃষ্ণে দেখিবার নিমিত্ত সভা গৃহে যে সকল সভ্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহাদিগকে দর্শন দিবার নিমিত্ত গায়ক প্রভৃতি গুণিগণের মুরজ নিনাদ শ্রবণ করিয়া

নাট্যরঙ্গ ভূমিতে গমন করিবেন, এবং কিয়ৎক্ষণ সভায় অব-স্থান করিয়া সভ্যগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া ক্ষণকাল পরেই জননী কর্ত্তৃক আহুত হইয়া নিজ বলভীতে শয়ন করিতে আসিবেন ॥ ২৫ ॥ হে রাধে! অতুল চতুর তোমার নাগর অলক্ষিত ভাবে মিহিরদুহিতার তটবর্ত্তী সঙ্কেত স্থলে গমন করিয়াছেন, বলিয়া অবগত হও, অতএব তুমিও কিছু ভোজন করিয়া নিজ গুরুগণে বঞ্চনাপূর্ব্বক অনুরাগের সহিত নিজ প্রাণনাথ সমীপে অভিসার কর, ইহা বলিয়া ইন্দুপ্রভা প্রয়ান করিলেন ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর শ্রীরাধাকে জটিলা ভোজন করিতে আহ্বান করিলেন, শ্রীরাধা লজ্জাবশতঃ জটিলার সম্মুখে ভোজন করিতে সঙ্কুচিতা হইলে জটিলা কহিলেন—হে সাধ্বি! তুমি যদি আমার সম্মুখে ভোজন করিতে সঙ্কুচিতা হও, তাহা হইলে তোমার যাহা যাহা অতিপ্রিয় সেই সেই ব্যঞ্জন ইচ্ছামত এখান হইতে লইয়া গিয়া সখীসহিত নিভৃত নিজ গৃহে গিয়া ভোজন কর। হে রাধে! তোমার নিজ প্রিয়ভক্তার্থ তুমিই স্বয়ং তৎবিদ্যমান স্থানে গমন কর, এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা স্মিতমধুর নয়ন কমল—আলিরূপ অলিনীগণে আস্বা-দন করাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ "নিজ প্রিয়ভক্তার্থ তদবস্থিতি স্থানে তুমি গমন কর" এই কথায় জটিলার হার্দ্দ যে তুমি নিজে যে ভক্ত অর্থাৎ অন্ন (ভাত) ভাল বাস তাহা যেখানে আছে, তথায় গিয়া লইয়া আইস" কিন্তু অন্যার্থে নিজের প্রিয় ভক্ত অর্থাৎ তোমার প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণ যথায় আছেন, তথায় তাহার জন্য তুমি গমন কর, এই অর্থ বুঝিয়া শ্রীরাধা মৃদু মৃদু

হাসিয়া সখীদিগের প্রতি কটাক্ষ ভঙ্গীদ্বারা তাহাই জানাইতে লাগিলেন। এবং বিনয় মহত্ব দ্বারা জটিলাকেও সুখী করিয়া কহিলেন, হে আর্য্যে! তুমি যাহা অনুমতি করিলে আমি তাহাই করিব, ইহা বলিয়া অন্নাদি গ্রহণপূর্ব্বক নিজ শয়ন গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ তথায় গিয়া নিজ গৃহে যে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা সেই অন্নে মিশ্রিত করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীমুখ মকরন্দের আমোদে সুরভিত হইল, এবং তন্নিমিত্তই সেই অন্নাদি তাঁহাদের আস্বাদ্য হইয়া থাকে। কারণ গঙ্গায় যত্র তত্রত্য জল মিলিত হইলে সেই জল জগতের শমল ধ্বংসী ও লোকবন্দনীয় হয় ॥ ২৯ ॥

ভোজনাবসানে শ্রীললিতা কহিলেন—হে সখি! রাধে! শ্রবণ কর, তোমার গুরুগণ অভ্যন্তরে নিদ্রাগত হইয়াছেন, এবং তোমার পতি অভিমন্যু দূরবর্ত্তী গো-সদনে (বাতানে) আছে, তাহার গৃহে আসিবার এখন কোন সম্ভব নাই, অতএব স্মৃতি, মতি, ধৃতি, লজ্জা, নিজ শয্যায় শয়ন করাইয়া নিজ প্রিয়তমের নিকট কেলিকুঞ্জে পরমানন্দসহ অভিসার কর ॥ ৩০ ॥ হে রাধে! তুমি একাকিনী অভিসার করিতে কোন ভয় করিওনা তোমার পদে পদে বলমান প্রেম পথ প্রদর্শক হইয়া সঙ্গে যাইতেছে, এবং কুসুমশররূপ ভট তোমাকে রক্ষা করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে, হৃদয়ে উৎকণ্ঠারূপা সখীকে আলিঙ্গন করিয়া তুমি এই মুহূর্ত্তে গৃহের বাহির হও, পথ শ্রমের লেশও তোমার অনুভব হইবে না ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ হে রাধে! যদি জনততি নয়নরূপ সন্দংশ (সাঁড়াশী) হইতে ভীতা হইয়া

থাক, তাহা হইলে ধবল নিচোলের দ্বারা অঙ্গাবরন কর, মল্লিকার মাল্য ও মুক্তাহার ধারণ কর, এবং কর্পূর চন্দনের দ্বারা অঙ্গানুলেপন কর,আর যদি ভূষণ সিঞ্জিত মনুষ্যের কর্ণ গোচর হইবে বলিয়া ভয় পাইয়া থাক তাহা হইলে হে সখি! তুমি যেমন মুখর লোকে উপেক্ষা করিয়া থাক, এইরূপ মুখর নূপুরে উপেক্ষা কর, অর্থাৎ নূপুরে নিজ চরণে এখন স্থান দিওনা, হে সুন্দরি! গগণে বিধুরবিধুকে একবার অবলোকন কর, সখি! তোমার চরণ নখর শশধরের স্বল্পমাত্রে চন্দ্রিকা এই জগৎ অবদাত করিতে সমর্থ হয়, অতএব এই গগণের বিধু পৌনরুক্ত হওয়ায় অশুদ্ধ বোধে কলঙ্ক ছলে মসীরেখার দ্বারা বিধি ইহাকে কাটিয়া দিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ এই প্রকার নিজ সহচরী বচন দ্বারা যাঁহার মন্মথ উদ্দীপিত হইয়াছে সেই নিরূপম গুণভার বাহিকা শ্রীরাধিকা সুসজ্জিত হইয়া গুরুবাধা গণনা না করিয়া গোষ্ঠ পুর হইতে নির্গত হইয়া মাধুর্য্য ধারা-বাহিনী প্রণয় তরঙ্গিনীর ন্যায় কাননে আগমন করিলেন। শ্রীরাধিকার দক্ষ ও চতুর পরিজনগণ গুরুবৃন্দদিগের বার্ত্তা অবগত হইবার নিমিত্ত কিয়ৎকাল বিলম্ব করিলেন, পরে নিজ নিজ সেবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হওয়ায় গুরুবার্ত্তা অধিগত হইয়া শ্রীরাধিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া বনভূমি মধ্যে নিজেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইলেন, যদি কেহ কহেন পরিজনগণের গমনানন্তর যদি কেহ বিরোধ অবরোধে শ্রীরাধিকাকে অন্বেষণ করেন, তখন কি হইবে? ইহার উত্তর ব্রজপতি সুতের লীলা পর্ব্ব নির্ব্বাহের ভার যাঁহার উপর বিন্যস্ত আছে, সেই যোগ-মায়া তাহার উপায় স্থির করিয়া জাগরিত থাকিলেন।

অনুরাগিনী শ্রীরাধিকার বনভূমিতে গমন করিয়া যে কোন নিনাদ শ্রবণ করিলে বংশীধ্বনি অনুভব হইতে লাগিল। এবং সম্মুখে কদম্বতরু দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান হইতে লাগিল, এবং যে কোন পরিমল পাইলেই শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের পরিমল রূপে অনুভব হইতে লাগিল এবং পথমধ্যে স্ফূর্ত্তি দ্বারা সম্মুখে, শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টি গোচর হইলেন॥ ৩৪-৩৭ ॥ পৃষ্ঠস্থিত বেণী অকস্মাৎ স্কন্ধগত হওয়ায় "শ্রীকৃষ্ণ আমার স্কন্ধে হস্ত অর্পণ করিলেন" ইহা অনুরাগের প্রবলতা নিবন্ধন অবগত হইয়া রোষ ভরে ললিতাকে কহিতে লাগিলেন—হে ললিতে! তুমি কি কৌতুক দেখিতেছ, তোমার ভুজঙ্গ আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া স্কন্ধে ভূজার্পণ করিল, ইহা বলিয়া ভ্রূকার্ম্মুক যেন সজ্জিত করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

এই ঘটনা দেখিয়া শ্রীললিতা বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়সখি! মাধব পরমার্থী, তুমিও তাহাকে চিত্তবিত্তাদি প্রদান করিয়া পরমোদারা হইয়াছ, আমি স্মৃতিভব * ধর্ম্মাধর্ম্ম বিজ্ঞা হইয়া তোমাদের দুই জনের বারয়িত্রী কিরূপে হইব? অর্থাৎ যাঁহারা স্মৃতিভব ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত আছেন, তাঁহাদের অর্থিজনে ও উদার জনে নিবারণ করা উচিত নহে॥ ৩৯ ॥ হে কমলমুখি! এই ভূমণ্ডলে এক কর্ণই দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তুমি দুই কর্ণ শ্রীকৃষ্ণে প্রদান করিয়াছ, এবং এক বলি দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তুমি শ্রীকৃষ্ণে কোন মহোৎসবের সময়ে ত্রিবলি অর্পণ করিয়া দানশীলার মুকুটমণি হইয়াছ॥ ৪০ ॥ হে রাধে!

* স্মৃতি, শাস্ত্রোক্ত এবং মদন।

তুমি এই নয়নযুগল কৃষ্ণরূপে দান করিয়াছ, এবং কৃষ্ণের পরিমল সাগরে নাসা প্রক্ষেপ করিয়াছ, এই বেণীও তাঁহাকে দিয়াছিলে, এক্ষণে হরি এই বেণীকে নিজ সামগ্রী জানিয়া ইহাকে বাহু স্বরূপ করিয়া তোমার কণ্ঠ বন্ধন করিয়াছেন॥ ৪১॥

এই প্রকার সখী পরিহাস করিলে শ্রীরাধা লজ্জিতা হইলেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে সমুদিত লক্ষ লক্ষ তৃষ্ণার দ্বারা বিগলিত ধৈর্য্য ধরিতে ধরিতে মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে বকুলবনে আগমন করিলেন॥ ৪২ ॥ সেই বকুলবনে তরুণ তমালে হেলনা দিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার পথ প্রতি দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া রহিয়াছেন, হঠাৎ ভূষণ শিঞ্জিত শ্রুতি গোচর হওয়ায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বগত কহিতে লাগিলেন, অহো !!! একি, শ্রীরাধিকার ভূষণ শিঞ্জিত শুনিতেছি, কিম্বা চটকের রবে ভ্রান্ত হইতেছি, শ্রুতি পথ গত হইয়া এই অভিনব নিনদ যখন আমাকে ক্ষুব্ধ করিল তখন ইহা অন্য কোন ধ্বনি নহে আমার ভাগ্যতরু ফলিত হইল, অর্থাৎ শ্রীরাধা আসিতেছেন, এই প্রকার শ্রীরাধিকার ভূষণ শিঞ্জিতামৃত শ্রুতি চষক দ্বারা পান করিয়া মদভরে অবশ হইয়া তমালাবলম্বনে স্থিত শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া বিশাখা সখী পরমানন্দ সহকারে অম্বুজ নয়না শ্রীরাধিকাকে কহিলেন, হে সুমুখি ! রাধে ! ঐ মাধব রহিয়াছেন দেখ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীবিশাখার এই বাক্য শ্রবণে সম্মুখস্থিত শ্রীকৃষ্ণে দর্শন করিয়া মনে মনে শ্রীরাধা ভাবিতে লাগিলেন, সম্মুখস্থিত তমাল তরু এইরূপ অদ্য আসিবার সময় পথে কতবার দেখিয়াছি, এ আমার প্রাণবল্লভ নহে তমাল তরু, শ্রীরাধার প্রেমের

কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দ্রুতহৃদয়া ও ঘূর্ণায় আকীর্ণা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে তমালরূপে নিশ্চয় করিলেন ॥৪৫॥

পরে কাতর বচনে কহিলেন—সখি! বিশাখে! আমার প্রাণবল্লভের দর্শন তৃষ্ণায় যে নয়নযুগল মূঢ় হইয়াছে, এই সময় তাদৃশ নয়নযুগলে পরিহাস করিয়া ভ্রান্ত করা কি তোমার উচিত হইতেছে? কিম্বা "হে সখি! মাধবে দেখ, ইহা যথার্থই তুমি বলিয়াছ, যেহেতু মধু ঋতুতে উৎপন্ন হয় বলিয়া স্থির তমালের নামও মাধব ॥ ৪৬ ॥

বিশাখা কহিলেন—হে রাধে! আমি তোমাকে পরিহাস করি নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া তোমাকে আশ্বস্তা করিবার জন্য তমাল তরুকে কৃষ্ণ বলিয়াছিলাম তুমি অতি চতুরতার সাগর স্বরূপা তজ্জন্য আমার মিথ্যা বচনেও ভ্রমযুক্তা হও নাই, তাহা হইলে এই পরম সুন্দর তরুণ তমাল তরুর কান্তি দেখিয়া ক্ষণকাল তুষ্টি লাভ কর ॥ ৪৭ ॥

সরসিজ-মুখী বিশাখা সখীর এইবাক্যরূপ অভিনব সুধাপান করিয়া মণিভূষণধারী পরম কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, পীতোত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া শাখার ন্যায় দুই ভুজ উত্তোলন করিয়া সাক্ষাৎ তরুবরের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

তাহা দেখিয়া মিলনার্থ যুক্তি উত্থাপন করিয়া বিশাখা কহিলেন—সখি রাধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ বড়ই ব্যাকুলা হইয়াছ, এখান হইতে বহুদূরে সুরতরু তলে শ্রীকৃষ্ণ আছেন; তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ সহ এই বকুলকুঞ্জে আসিতে আমাদের যে বিলম্ব হইবে, হে নলিন মুখি! তদবধি তুমি এই তমালের

স্কন্ধে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া ধৈর্য্যের সহিত অবস্থান কর, আমরা তোমার নিকট হইতে চলিলাম বলিয়া কোন ভয় করিওনা, কারণ আমরা অবগত আছি এই তমাল তরুর আশ্রয়ে কাহারও কোন ভয় থাকে না ॥ ৪৯ ॥

ইহা বলিয়া সখীগণ তথা হইতে প্রয়ান করিয়া লতাজালে নিজ নিজ তনু আবরণ করিয়া গুপ্তভাবে রহিলেন—বর-তনু শ্রীরাধা তরুণ তমালে দেখিয়া অমন্দ কন্দর্প চিন্তা সম্বলিত হইয়া ধীরে ধীরে নিকটে গিয়াই যুগপৎ বিস্ময় সাগরে পতিত হইলেন এবং অতনু মহীধরের উপরি আরোহণ করিলেন। এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি কত তমাল, কতবার অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু এই তমাল সাক্ষাৎ ব্রজপতি-সুতের রমণী মোহিনী কান্তি ধরিয়াছে, অতএব স্থাবরের মধ্যে এতাদৃশ অপার মাধুর্য্যভর যে সৃষ্টি করিয়াছে, সেই শ্রীবিধাতাকে ধন্য ধন্য বলিয়া স্তুতি করি ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ইঁহার নিকটে গিয়া এক্ষণে ঈক্ষণ যুগলের তৃপ্তি বিধান করি, ইহা স্থির করিয়া অপরিমিত আনন্দ সহকারে একবারে নিকটস্থা হইয়া অশ্রু নিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন—হে নিরুপম রুচি-জাল তমাল ! তোমাকে আমি আর অধিক কি স্তুতি করিব, তুমি তরু নহ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। হে ভূমিরুহেন্দ্র ! আমি, অতিতাপে শীর্ণা হইয়াছি, আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মধুরিম বৃন্দের দ্বারা সেচন কর, তাহা হইলে কন্দর্প-দবার্ত্ত-চিত্ত সুখজলধিতরঙ্গে প্লাবিত করিতে পারিব ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীরাধা উত্তমরূপে তমালাকারেস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সমূহ ভাল করিয়া অবলোকন করিয়াও প্রৌঢ় শুদ্ধানুরাগ বশতঃ

পরিচয় করিতে পারিলেন না। যদি কেহ কহেন "শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন তাহা দেখিয়াও শ্রীরাধার কেন তমাল ভ্রম দূরে গেল না", তাহার উত্তর পীতবসনকে হেম নিন্দিত নিজ তনুর কান্তিপুঞ্জ তমালে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে বলিয়া প্রৌঢ়ানুরাগ বশতঃ অবগত হইয়াছিলেন।

পরে চকিত নয়নে সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজভুজলতিকাযুগল দ্বারা বলপূর্ব্বক যখন আলিঙ্গন করিলেন তখনই প্রেম রত্নাকর শ্রীকৃষ্ণ, স্মরমদে ঘন ঘূর্ণাযুক্ত হইয়া প্রতি পরিরম্ভন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ তৎকালে কন্দর্প শ্রীরাধা-কৃষ্ণের তনুযুগ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া একত্র করিয়া উভয়ের চিত্ত রত্ন হরণ করিল, অর্থাৎ চোর যেমন ফুৎকার ভয়ে যাহার দ্রব্য হরিবে তাহাকে বাণে বিদ্ধ করে, এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণে কন্দর্প, বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সত্যই তমাল এবং শ্রীরাধাও সেই তমালে বলপূর্ব্বক বেষ্টনকারিণী কনকলতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রেমাবেশ বশতঃ জাড্যো-দয় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণে তমাল ও শ্রীরাধায় তমালে জড়িত কনক-লতার ন্যায় বোধ হইয়াছিল ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর কতিপয় ক্ষণ অতিবাহিত হইলে ধৃত-রতিরণ-রঙ্গা কুন্দদন্তী শ্রীরাধা নিজ-কান্তে অবগত হইয়া লজ্জা তরঙ্গে নিমগ্না হইলেন এবং নিজের অতুল সরলতা ও শ্রীকৃষ্ণের অতুল চতুরতা মুহুর্মুহু আস্বাদন করিতে করিতে বিস্ময়াবিষ্টা হইলেন। পরে পুষ্প-তল্পে উপগত হইয়া পুষ্প বাণের সাম্রাজ্য সংসিদ্ধির নিমিত্ত এই প্রিয়যুগল যাহা যাহা প্রারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আলিগণের নয়নবৃন্দে গুরু করিয়া যদি দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ

সরস্বতী অধ্যয়ন পূর্ব্বক বর্ণন করেন, তাহা হইলেও সেই বর্ণন সমাপণ করিতে পারেন না, যেহেতু বর্ণনার আরম্ভেই পরমানন্দবশতঃ সরস্বতীর স্তম্ভ, অশ্রু ও বাক্য গদ্গদ হয় ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে প্রাদোষিক লীলাস্বাদনোনামোষ্টাদশসর্গঃ।

———

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

ঊনবিংশতিসর্গঃ।

শ্রীশ্রীরাস লীলা।

শ্রীরাধিকা প্রেমনিবন্ধন নিজ সখীগণে শ্রীকৃষ্ণ সহ সঙ্গমার্থ যুক্তি উত্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন, হে প্রিয়তম! তোমার এই কাননে মহাপরাধী কন্দর্প অধিকারী হইয়াছে, তোমাকে যাঁহারা অন্বেষণ করিতে গিয়াছেন, সেই আমার সখীগণে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতেছে, অতএব হে প্রাণনাথ! তাঁহাদিগকে তোমারই ত্রাণ করিতে হইবে।

ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে প্রাণেশ্বরি! তুমি আশ্বস্তা হও। হে অনুপম-স্নেহামৃত-স্নাপিতে! তুমি ইহা অবগত আছ, এই বৃন্দাবনে যে আমাকে কেবল অন্বেষণ মাত্র করিয়া থাকে, আমি তাহাকে অন্বেষণ পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করি ইহাই আমার অচ্ছিদ্রব্রত। অতএব তোমার সখীদিগকে এখনই মঙ্গলের * দ্বারা অঙ্কিত করিতেছি॥১॥২॥

ইহা বলিয়া শ্রীহরি অন্যত্র গমন করিলে, শ্রীবিনোদমঞ্জরী শ্রীরঙ্গিনীমঞ্জরী প্রভৃতি কতিপয় প্রিয় পরিচারিকা পরিচর্য্যা

---

* মঙ্গল—কল্যাণ ও অতিশয়োক্তি অলঙ্কার দ্বারা রতি চিহ্ন।

করিবার জন্য আগমন করিলেন, তাঁহাদিগকে আজ্ঞা করিবা মাত্র তাঁহারা পূর্ব্ববৎ বিধুমুখী শ্রীরাধার বেশ বিন্যাস এরূপ নিপুনতার সহিত সম্পাদন করিলেন যে, তাহা দেখিয়া কোন রূপে শ্রীললিতাদি সখীগণও শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণোপভুক্তা বলিয়া অবগত হইতে সমর্থা হন না। ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধিকাকে বাসকসজ্জা রমণীর ন্যায় যাহাতে দেখেন, এইরূপ কুসুম দ্বারা মঞ্জরীগণ শয্যা প্রস্তুত করিলেন॥ ৩॥ এমন সময় সখীদিগের আগমন সূচক নূপুরধ্বনি অনতিদূরে শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা বিষাদের অভিনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—হে বিনোদিনি! আমার প্রাণবল্লভ কোই? হায় হায়! প্রদোষকাল চলিয়া গেল, তথাপি জীবন রক্ষার ঔষধি আসিল না, হে রঙ্গিনি! হে মাধবি! আমার প্রাণ যায় প্রাণকান্তে আনিয়া দেখাও! ইত্যাদি বিষাদময় বচন নিচয় শ্রবণ করিতে করিতে আলিগণ উপস্থিত হইলেন, শ্রীরাধা তাঁহাদিগকে দেখিয়াই আরও অধিকতর বিষাদ অভিনয় পূর্ব্বক কহিলেন—হে সখীগণ! আমার প্রাণবন্ধু আসিল না, সুতরাং এই হত প্রাণে প্রয়োজন কি? এবং বিভূষিত তনুতেই বা কি প্রয়োজন?

ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধিকার এই প্রকার কৃত্রিম খেদ ব্যঞ্জক বচন শুনিয়া কুটিল নয়নে শ্রীরাধিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রেরণ করিয়া আমাদের এতাদৃশ বিড়ম্বনা করিয়া এক্ষণে কপট বাসকসজ্জিকা হইয়াছ, ইহাই সেই দৃষ্টির দ্বারা ব্যক্ত করিলেন। তাহার পরে শ্রীরাধা সখীগণের রতিচিহ্নযুক্ত অঙ্গ দেখিয়া সমুদিত মৃদু হাস্য আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভ্রূলতা ঈষৎ কুটিল করিয়া

রসময় বচন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন, হে ললিতে! হায় হায়! কি কষ্টের বিষয় তোমাদের বিম্বাধরে ও পয়োধরে ক্ষত হইল কেন? তোমরা কি ভুজঙ্গ ধরিতে কোন গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলে? ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ললিতা কহিলেন—রাধে! যে ভুজঙ্গ আমাদিগকে দংশন করিয়াছে, সে তোমার অধীন, তুমি যাহাকে দংশন করিবার জন্য প্রেরণ কর, সে তাহাকেই দংশন করিয়া থাকে, তোমার এই যশ ব্রজভূমিতে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব এখন আর বৃথা হাঁসিও না। রাধে! আমি যদি তোমার কোন চরিত ব্যাখ্যা করি তাহা হইলে হ্রীদেবী কি তোমার বচন স্থগিত করিবার জন্য আবির্ভূতা হন না? ॥ ৬ ॥

ললিতার বাক্য শেষ হইলে রসিক-মুকুটমণি শ্রীশ্যাম-সুন্দর সভামধ্যে আগমন করিয়া কহিলেন—হে আলিগণ! শ্রীরাধার অদ্যতন সুরম্য চিত্র চরিত বর্ণন করি শ্রবণ কর,— অদ্য রাধা আমার নিকটে আসিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন, হে প্রিয়তম! আমার অধর সুধা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর, আমার হৃদয়ে যে কামাগ্নি জলিতেছে তাহা নির্ব্বাপন কর, আমি এই বামা রমণীর মুখে এতাদৃশ দাক্ষিণ্য ব্যঞ্জক বচন শ্রবণ করিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইলাম এমন সময় এই শ্রীরাধা ধৈর্য্য ও লজ্জা যমুনার সান্দ্রপঙ্কে ডুবাইয়া দিয়া স্বয়ং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া তল্পোপরি নিবিষ্ট করিয়া অতনুরণে পরাজয় পূর্ব্বক কুঞ্জ হইতে অপ-সারিত করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত তোমাদিগের আশ্রয় লইয়া-ছিলাম, ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা অঞ্চল দ্বারা বদন আবরণ

করিলেন ॥ ৭-৯ ॥ এই শুনিয়া ললিতা কহিলেন—হে কৃষ্ণ তুমি মিথ্যা বলিতেছ ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে ললিতে ! 'রবির দিব্য দিয়া নিজ সখীকে জিজ্ঞাসা কর।

ললিতা কহিলেন—হে রাধে ! ইহা কি সত্য ?

শ্রীরাধা কহিলেন—আমি মোহ বশতঃ তমালে উদ্দেশ করিয়া কি বলিয়াছিলাম তাহা আমার মনে নাই ॥ ১০ ॥ ইহা শুনিয়া সখীদিগের বদন-নলিন হাস্যপ্লুত হইল, পরে শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন—হে সখিগণ ! নির্জ্জন স্থানে এই প্রকার সুরত যাচ্ঞা ইহাঁর আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু শারদীয় রাস মহোৎসবের সময় বহু রমণী সভায় "হে কৃষ্ণ তোমার অধরামৃত পুরকের দ্বারা সেচন কর" শ্রীরাধার এই বাক্য আমি কখনই ভুলিতে পারিব না ॥ ১১ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা কহিলেন হে কৃষ্ণ ! আমার যে তৎকালে স্বভাব বিপর্য্যয় হইয়াছিল, তাহার হেতু বংশী, আমি যদি বংশী পাই, তাহা হইলে বাজাইয়া জগৎ উন্মাদিত করিতে পারি, হে রমণীমোহন ! বংশী দ্বারা তোমাকে এবং ললিতাদি সখীগণকে উন্মাদগ্রস্ত করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক বনে আনয়ন করিতে পারি, এবং নিজ নিজ স্বভাবের অননুরূপ রূপ ও বাক্য যাহাতে হয় তাহা করিতে পারি ॥ ১২ ॥

ইহা শ্রবণ মাত্রে শ্রীকৃষ্ণ "এই লও" বলিয়া নিজ বংশিকা প্রদান করিয়া কৌতুকার্থ সখীদিগের সহিত অন্যত্র গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ কুমার ব্যতীত অন্যের বংশির দ্বারা

আকর্ষণ করিবার শক্তি নাই এই নিমিত্ত বিধুমুখী কৃষ্ণাগুরু-যুক্ত মৃগমদ দ্রব দ্বারা নিজাঙ্গ লেপন করিয়া শ্যামাঙ্গী হইলেন, চূড়া বাঁধিলেন, তাহার উপরি শিখিপিঞ্ছ অর্পণ করিলেন, পীত-ধটী পরিপাটীরূপে পরিধান করিলেন, উজ্জ্বল তিলক দ্বারা শ্রীমুখ বিভূষিত করিয়া নটিনীর শিরোমণি বিধুমুখী নটবর বেশে ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশি বাজাইতে লাগিলেন। কি অপরূপ কৌতুক উপস্থিত হইল তাহা আর কি বলিব; মদন-মোহনের মোহিনী মদনমোহন হইয়া যখন বংশী বাজাইতে লাগিলেন, তখন অন্যের স্বভাব ওরূপ বিপর্য্যয় হইবে তৎ-সম্বন্ধে কাকথা, অর্থাৎ তাদৃশ শ্রীগোবিন্দ-জীবিত-ধন শ্রীরাধার শ্রীমুখের বেণু শুনিয়া পুরুষ জাতির পুরুষোচিতরূপ ও পুরুষোচিত কামি স্বভাব দূরে যাইবে তাহাতে কোন অসম্ভব নাই; যে হেতু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রমদাকৃতি ও প্রমদা স্বভাব সম্পন্ন হইলেন, অর্থাৎ কুঙ্কুমের দ্বারা নিজ তনু গৌরবর্ণ সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীরাধার উচিত অভরণ, বসন, তিলক ধারণ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ললিতাদি সখী সঙ্গে বংশী বাদন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

শারদীয় মহারাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ যেমন "এই রজনী ঘোর-রূপা" ইত্যাদি বচন শ্রীগোপিকাগণে বলিয়াছিলেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধিকা কহিতে লাগিলেন, হে কুলাঙ্গনা-গণ! তোমাদের যশঃ শোভা ভুবনে প্রথিতা, কি নিমিত্ত তোমরা এখানে দ্রুত আসিতেছ কহ? এবং কি জন্যই বা দিগ্বিদিকে ভ্রমন করিতেছ? এই ভ্রমন কি কোন পুরুষের নিকট হইতে আদর পাইবার জন্য? যাহা হউক হে অবলাগণ!

অল্প পরিমাণেও ভীতা হওয়া তোমাদের উচিত, তোমরা ব্রজে গমন কর এখানে থাকিও না, স্ত্রীদিগের পতি সেবাই স্বধর্ম্ম, কিম্বা তোমাদের হৃদয়ে পুষ্পমার্গণ * স্পৃহা থাকায় এখানে আসিয়াছ ?· তাহা হইলে তোমাদের গৃহ নিকটবর্ত্তি উদ্যানেই তাহা পূরণ হইতে পারিবে। † ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

মহারাসে যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শ্রবণ করিয়া গোপিকাগণ বিরস বদনা ও অশ্রুপূর্ণা হইয়া নখমণি দ্বারা ক্ষিতি লিখিতে লিখিতে "হে বিভো ! এতাদৃশী নৃশংস বচন বলিতে তুমি যোগ্য নহ" ইত্যাদি বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধিকাকে, শ্রীরাধিকাবেশধারি কৃষ্ণ ও ললিতা প্রভৃতি বলিতে লাগিলেন—হে প্রিয়তম ! হে রসমূর্ত্তে ! আমরা তোমাকেই নিরন্তর ভাবিয়া থাকি, অতএব আমাদিগকে এতাদৃশ কঠোর বচন তুমি বলিও না, হে প্রেমসিন্ধো ! "আমরা মদনদহনে দগ্ধ হইয়া তোমার শ্রীমুখবিধুর অমৃত রস নিষেকের দ্বারা নিজ তনু সুশীতল করিব, আমাদের চিরদিনের এই আশালতাকে বেণু নিনদামৃত দ্বারা সেচন করিয়া এক্ষণে এতাদৃশী কঠোর উক্তিরূপ কুঠারিকা দ্বারা ছেদ করিও না ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

যেমন মহারাসে গোপিকাদিগের কাতর বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য দ্বারা গোপীকাদিগের সকল দুঃখ নিবারণ পূর্ব্বক রমণ করিয়াছিলেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবেশ-ধারিণী শ্রীরাধিকাও নিজ বদনে স্মিত মাধুরী প্রকাশ করিয়া

* পুষ্পমার্গণ—পুষ্পান্বেষণ এবং কাম।

† এই বাক্য শ্লেষার্থে রহস্য ধ্বনিযুক্ত।

তৎক্ষণাৎ গোপীকাদিগের বিধুরতা দূরীভূত পূর্ব্বক নিজবেশ ভাব ভাষা দৃষ্টিধারি নিজকান্ত সহ রমণ করিয়াছিলেন—কিন্তু রমণ কালে পূর্ণমাত্রায় নিজকান্তের নিসর্গ সম্বলিত হইয়া বৃন্দাদির পরম প্রমোদ বিধান করিয়াছিলেন।

বাম্যযুক্ত শ্রীরাধার বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত, চাপল্য-যুক্ত কৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধিকার স্মর-সময়ে বৈদগ্ধি দেখিয়া সখীগণ কৌতুক সাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন। এবং আপনাকেও হরিবেশধারিণী শ্রীরাধিকা দ্বারা মুহুর্মুহু আলিঙ্গিত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া দূরস্থিতা বৃন্দাদেবী নয়ন-সলিল-তিমিত-হৃদয়া হইয়া নিজ জন্ম ধন্য করিয়া মানিয়াছিলেন॥ ১৯॥ ২০॥

শারদিয়া মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরাধা সহ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, এইরূপ কৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধিকা নিজ বেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণ লইয়া সখীমণ্ডলি হইতে অন্তর্হিতা হইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে ক্রীড়াপরায়ণা হইলেন, তৎকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরহে সখীগণ কাতরা হইয়া অশ্বত্থ, নীপ প্রভৃতি তরুগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া নিকুঞ্জ মন্দির মধ্যে উভয়ের রহোলীলা জালরন্ধ্রে নয়ন দিয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। হরিবেশধারিণী শ্রীরাধিকা প্রয়োগাবসানে নিজ বেশধারিণী শ্রীকৃষ্ণ লইয়া বনে বনে ভ্রমন করিতে করিতে বিচিত্র মাল্যাভরণ দ্বারা নিজ বেশধারী প্রিয়তমে বিভূষিত করিলেন। পরে শ্রীরাধাবেশধারী কৃষ্ণ নিজবেশধারিণী শ্রীরাধিকাকে কহিলেন, আর আমি চলিতে পারিতেছি না, তোমার যথায় মন যায় তথায় আমায় লইয়া চল; এই কথা

শুনিয়াই প্রিয়তমে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন নিভৃত স্থানে হরিবেশধারিণী শ্রীরাধা লীন হইলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ তাঁহাতে শ্রীরাধাবেশধারী মাধব অশ্রু দ্বারা ভূমিতল আর্দ্র করিয়া হাহা রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন, পরে ললিতাদি সখীগণ আগমন পূর্ব্বক আবরণ করিলে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সুস্বরে গান করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

হে দইত ! এখানে আগমন করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, তোমার যে মৃদুল চরণকমল আমাদের কঠিন হৃদয় সংস্পর্শে ব্যথা পাইবে বলিয়া ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি তুমি সেই চরণ কমলে তৃণাঙ্কুর দ্বারা ব্যথিত করিও না ॥ ২৪ ॥ এই বিলাপময় গান শ্রবণ করিয়া হরিবেশধারিণী রাধা মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে মণ্ডলি মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। অঙ্গে দিব্য পিতাম্বর ঝলমল করিতে লাগিল এবং নীলবর্ণ কান্তি ভুবন মোহিত করিতে লাগিল। পীতাম্বরধারিণী তাদৃশ শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেমন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ রাধাঙ্গকে নিজ নীল-কান্তি প্রদান করিয়া তাঁহার গৌরকান্তি গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন নিজ পীত কান্তি শ্রীরাধার নিজ বসনে সমর্পণ করিয়া তদীয় নীলকান্তি গ্রহণ পূর্ব্বক মিত্রতা করিয়াছে ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর কোন গোপী হরিবেশধারিণী শ্রীরাধিকার পাণি পঙ্কজ গ্রহণ করিলেন, কোন গোপী পদাম্বুজ গ্রহণ করিলেন, কোন গোপী তাঁহার পুলকযুক্ত স্কন্ধে বাহু নিধান করিলেন, এবং রাধাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের চিল্লিচালন ভঙ্গি আস্বাদন করিয়া কৃষ্ণভাব ভাবিতা রাধা অশ্রুপুত বিশাল নয়নের ভঙ্গি প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

এমন সময় বৃন্দা নিকটে আগমন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণে বলিয়াছিলেন, হে রাধে! তুমি নিজ কান্তকে ভ্রমযুক্ত করিয়া জয়যুক্তা হইয়াছ, হে কৃষ্ণ! তুমিও রাধার দুর্গম ভাব সম্বলিত হইয়া মহতী জয়লক্ষ্মীর দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়াছ অতএব আর এতাদৃশী ক্রীড়ায় প্রয়োজন নাই, হে বৃষভানু কুমারি! আমার হস্তে মুরলী প্রদান কর। হরিবেশ-ধারিণী শ্রীরাধা ইহা শ্রবণ মাত্র বৃন্দার করে মুরলী প্রদান করিলেন, বৃন্দা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ করিলেন, রঙ্গিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুরলী পাইয়াই অহো! "আমি কৃষ্ণ, রাধিকা নহি" এই আশ্চর্য্য বিষয় অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

—যে বিদ্যুন্মেঘ পরস্পর বর্ণভাবের ব্যত্যয় দ্বারা হর্ষ ধারা বর্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহারাই নিজ নিজ রূপ ধরিয়া রাস-স্থলিতে উপবেশন করিলে বনদেবী তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরমানন্দে পরস্পর পরস্পরকে প্রহেলী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে প্রিয়তমে রাধে! আমি একটী প্রহেলী বলি তাহার অর্থ কি বল—"যে স্বভাবতঃ প্রাণহীনা হইয়াও কোনরূপে প্রাণলাভ করিলে প্রাণীগণকে মোহন করিয়া থাকে এবং তাহার নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ।"

একথা শুনিবা মাত্র শ্রীরাধিকা কৌতুক তরঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি যে প্রহেলী কহিলে ইহার অর্থ—তুমি যাহাকে অধরসীধু উৎকোচ দিয়া থাক সেই

তোমার কুট্টিনী বংশী। এই কথা শুনিয়া সখীমণ্ডলি হাঁসিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধিকা কহিলেন—যে অনুরাগিনী বিস্তৃত যশঃ গাইতে গাইতে মূর্চ্ছা * লাভ করিয়া থাকে এবং যাহার গুণশ্রেণী † সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভিত এবং যে গ্রামস্থ ‡ হইয়াও অতনু রসে প্রবীনা, হে প্রণয়িন্নিধে! সে কে? আমার এই প্রহেলীর অর্থ বল ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—রাধে! যে ঈর্ষা পরায়ণা হইয়া কলাবলীর ¶ দ্বারা আমার মুরলিকে জয় করে, এবং নিজ মাধুর্য্যে আমাকে সুখী করিয়া থাকে, হে প্রাণপ্রিয়তমে! সে তোমার ন্যায় সুবৃত্ত পীনতুম্বিস্তনী বীণা।

অনন্তর ললিতাদি সখীশ্রেণী প্রহেলী বর্ণন করিবার ছলে ভঙ্গিদ্বারা শ্রীরাধিকাকে বর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণে সুখী করিতে লাগিলেন। ললিতা কহিলেন—হে কৃষ্ণ! আমার প্রহেলীর অর্থ বল—যাহারা বালত্বে খ্যাত হইয়াও অতি বৃদ্ধ ও যাহাদের বন্ধ ও মোক্ষ দুইই হইয়া থাকে আর যাহারা শুদ্ধ হইয়াও তমোধামা সেই কুটিলদিগের নাম কি? ॥৩৩-৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—যাহারা প্রতি কর্ম্মে § বদ্ধ হয়, যাহাদের রত্যুৎদগমে আমি মোক্ষদাতা সেই বিভক্ত কেশ সকলকে

* মূর্চ্ছা—মূর্চ্ছনা স্বরভেদ বিশেষ এবং মোহ।

† গুণশ্রেণী—তন্ত্রী সমূহ এবং গুণসমূহ।

‡ গ্রাম—স্বরের গতি বিশেষ ও লোক বসতি স্থান বিশেষ।

¶ কলাবলী—বৈদগ্ধী সমূহ ও মধুরাস্ফুট স্বর শ্রেণী।

§ সাজান ও প্রত্যেক কর্ম্ম।

আমি ভজনা করি। চতুর শিরোমণি কৃষ্ণের এই বাক্যে এই অর্থ প্রথমতঃ প্রতীত হয় যে যাহারা প্রত্যেক কর্ম্মে বদ্ধ হইয়াছে তাহাদের রতির উদ্গম হইলে অর্থাৎ ভাবাঙ্কুরজাত হইলে আমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মোক্ষ প্রদান করি সেই বিভক্ত কেশ অর্থাৎ সুখে ঐশ্বর্য্যকারী বিশিষ্ট ভক্তগণে ভজনা করি।

দ্বিতীয়ার্থে—যাহারা প্রতি কর্ম্মে অর্থাৎ প্রসাধনের সময় বদ্ধ হয় এবং রত্যুৎদ্গামে অর্থাৎ সম্প্রয়োগের সময় মুক্ত হয় এতাদৃশ বিভক্ত অর্থাৎ (সিঁতে কাটা) শ্রীরাধিকার কেশ সকলকে ভজনা করিয়া থাকি ॥ ৩৬ ॥

পরে বিশাখা কহিলেন—অর্থতত্ত্ব বিস্তারে পণ্ডিতা (১) ও বিশ্বভাবদর্শিনী (২) যে যোগিনী (৩) বিভূতি (৪) ধারণ পূর্ব্বক পথে ভ্রমন করিয়া থাকে, হে প্রিয়! তুমি যদি তাহাকে জানিতে পার।তাহা হইলে তোমায় ধন্য জানিব ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—অনঙ্গসুখ সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ দেহ-রাহিত্যরূপ যে মুক্তি সুখ তাহার নিমিত্ত যে উজ্জ্বলাত্মবেদন অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাত্মানুভব কৃপার্দ্রা যে যোগিনী দ্বারা আমি করিয়াছি এবং যাহার আজ্ঞাক্রমে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গিয়া নির্বৃতি লাভ করিয়া থাকি সেই প্রিয়াদৃক্ অর্থাৎ প্রিয়জ্ঞান সম্যক প্রকারে যাহা হইতে হয় সেই গুরু যোগিনীকে স্তুতি করিতেছি। শ্লেষার্থে—অনঙ্গসুখ সিদ্ধির

যোগিনী পক্ষে :—(১) অর্থতত্ত্ব বিস্তারে পণ্ডিতা—মহতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিচারে পণ্ডিতা। নয়ন পক্ষে:—মনোগত ভাব বিস্তারে পণ্ডিতা। (২) বিশ্বভাবদর্শিনী—বিশ্বস্থ জনের ভাবাভিজ্ঞ ও কৃষ্ণের মনোগত ভাবাভিজ্ঞা। (৩) অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দ্বারা নয়ন। (৪) বিভূতি—ভস্ম ও কজ্জল ধারণ।

নিমিত্ত অর্থাৎ কামসুখ সিদ্ধির নিমিত্ত উজ্জ্বলাত্মবেদন অর্থাৎ শৃঙ্গার রস স্বরূপের জ্ঞান যাহা দ্বারা আমার হইয়াছে এবং যাহার আজ্ঞাক্রমে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গিয়া নির্বৃতি লাভ করি সেই প্রিয়ার নয়নে অর্থাৎ রাধার নয়নে স্তুতি করিতেছি ॥ ৩৮ ॥

চিত্রা প্রহেলী বলিতে লাগিলেন যে দ্রব্য সদাপবর্গ সাধন * এবং নিভ্রান্ত দান্ত বিগ্রহ † ও শুচিপ্রিয় ‡ এবং অনুরাগভরে নিজ সৌভাগ্য দ্বারা এই জগতে শোভা পাইতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া হে অচ্যুত! নিজ রসজ্ঞাকে ধন্য কর ॥৩৯॥

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন—হে সখি চিত্রে! তুমি যে প্রহেলী কহিলে তাহা দ্বারা যাহা বুঝায় তাহা কি রসনা দ্বারা আলিঙ্গন না করিয়া কেবল বর্ণনপূর্ব্বক আমি বিরত হইতে পারি? অতএব হে আলিগণ! আমার রসনার সহিত সংযোগে সমুৎসুক শ্রীরাধার অধরে ও আমার রসনায় তোমরা যোগ করিয়া দেহ ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধা ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক সখীগণের প্রতি প্রণয় কোপবতী হইয়া কহিলেন—হে কুটীলা সখীগণ! তোমরা এই লম্পটের সহিত লম্পটোচিত কার্য্য কর, আমি এখান হইতে চলিলাম, তোমাদের বিট তোমাদের কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের কীর্ত্তি কলাপ গান করুক। ইহা বলিয়া

---

* সদাপবর্গ সাধন—সদা অপবর্গের অর্থাৎ মোক্ষের সাধন এবং প বর্গের সদা সাধন অর্থাৎ প বর্গ যাহা হইতে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ওষ্ঠ। † দান্ত বিগ্রহ—বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহকারী শরীর যাহার এবং শ্রীকৃষ্ণের দন্তের সহিত বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ হয়। ‡ শুচিপ্রিয়—পবিত্রতাপ্রিয় এবং শৃঙ্গার রসপ্রিয়।

ভীষণ ভ্রূর ও তর্জ্জনীর চালন দ্বারা সখীদিগকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং ক্রোধছলে তথা হইতে অপসারণে উদ্যতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করিয়া কহিলেন, হে সাধ্বি! হে রাধে! তুমি ক্রোধ করিয়া কঠোরা হইও না, আমি তোমাকে প্রহেলিকা দ্বারা নির্ব্বচন করিতেছি, তুমি যদি স্বীয় বৈদগ্ধি রক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে সমর্থা হও, তাহা হইলে তোমায় সুবুদ্ধি বলিয়া জানিব, এবং আমাকেও তুমি জয় করিতে পারিবে; ইহা বলিয়া শ্রীরাধিকা অর্থ বুঝিয়াও লজ্জাবশতঃ মুখে যাহার উত্তর করিতে অসমর্থা হইবেন, এতাদৃশ দুরূহা প্রহেলি শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে রাধে! এমন একটী কথা তোমায় বলিতে হইবে, যাহার প্রথম বর্ণে শোভা, দুই বর্ণে স্বর্গস্থিত দেবগণ, তিন বর্ণে তোমার যাহা অত্যন্ত প্রিয়, চারি বর্ণে কল্পবৃক্ষ, এবং পাঁচ বর্ণে তোমার সখীদিগের কর্ণানন্দকারক বস্তু বুঝায়* ॥৪১-৪৩॥ ইহা শুনিয়া রাধার বদনারবিন্দ অবনত হইল, এবং হাস্য রোধ করিতে পারিলেন না। পরে সূক্ষ্মবুদ্ধি রাধা ছল করিয়া কহিলেন, হে প্রিয়! হে বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ! অগ্রে আমার প্রশ্নের তুমি উত্তর কর, পরে পদ্মার সখীর নিকটে গিয়া তোমার প্রহেলিকার উত্তর শুনিয়া আসিও ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ হে বিচক্ষণ!

প্রথম অক্ষরে "শোভা" ... ... সু।
দুই অক্ষরে "দেবগণ" ... ... সুর।
তিন অক্ষরে "তোমার প্রিয়" ... ... সুরত।
চার অক্ষরে "কল্পবৃক্ষ" ... ... সুরতরু।
পাঁচ অক্ষরে তোমার সখীগণের "কর্ণানন্দকারক বস্তু" ... সুরত রুত।

অবধান পূর্ব্বক প্রহেলিকা শ্রবণ কর—গৃহী কি ইচ্ছা করে ?(১) যুবার বাঞ্ছিত কি ? (২) চারুবাদ্য কি ? (৩) কর্ণবেদ্য কি ? (৪) এবং আমার সখীগণ কি শুনিবার জন্য লতাজালে লুকাইয়া থাকে ? (৫) ইহা শ্রবণ মাত্রে শ্রীকৃষ্ণ "সুরত রুত" এই শব্দ বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে সখীগণ যুবতিমণি শ্রীরাধিকাকে জয় জয় ধ্বনি দিয়া সম্মান করিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে লজ্জাকর প্রহেলির অর্থ শ্রীরাধার মুখ হইতে বাহির করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমতী শ্রীরাধা অন্য প্রহেলিকা বলিয়া তাহাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বাহির করায় সখীদিগের আনন্দের আর সীমা থাকিল না।

বৃন্দা কহিলেন—হে রাধে? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! শ্রীকৃষ্ণ যে শব্দ তোমার মুখ হইতে বাহির করিবার জন্য প্রহেলিকা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তুমি ছলপূর্ব্বক প্রশ্নের দ্বারা সেই শব্দ কৃষ্ণের মুখ হইতে বাহির করাইলে ; অতএব সর্ব্বপ্রকারে তুমিই অজেয়া, এবং কৃষ্ণের বুদ্ধি তোমার বুদ্ধিমত্তার সীমায় উপস্থিত হইতে পারে না। ইহা বলিয়া বহু প্রকারের মাল্য, তাম্বূল, দিব্যাভরণের দ্বারা সেবা করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণে রাস বিলাসে তৃষ্ণাতুর অবগত হইয়া কিঞ্চিৎ প্রস্তাব করিলেন—

---

(১) গৃহী কি ইচ্ছা করে ? ... ...সু খ।
(২) যুবার বাঞ্ছিত কি ?... ... ...র ত।
(৩) চারুবাদ্য কি ? ... ...ত ত।
(৪) কর্ণবেদ্য কি ? ... ...রু ত।
(৫) সখীগণ কি শুনিবার জন্য
লতাজালে লুকাইয়া থাকে ? ... ...সুরত রু ত।

হে রসিক মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! অতুল শিল্পি বায়ু যমুনাপুলিনে বালুকারূপ তুলার দ্বারা উচ্চনীচ ভাবে তরঙ্গাকারে রুচির চিত্রে রচনা করিয়াছে অবলোকন কর; এবং যমুনা জলস্থ সূক্ষ্মতর বিচিত্র তরঙ্গ শ্রেণী অবলোকন কর; যমুনার পুলিন ও যমুনার জলের তরঙ্গাকারত্ব নিবন্ধন যে একরূপ বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা যমুনা জলের শ্যামকান্তি ও পুলিনের শুক্লকান্তি নিরাস করিতেছে, অর্থাৎ যদি পুলিনের শুক্লকান্তি না হইত, এবং জলের কৃষ্ণবর্ণ কান্তিও না হইত, তাহা হইলে দর্শকমাত্রেই যমুনা পুলিন ও যমুনা জলের সহিত কোন ভেদই লক্ষ্য করিতে পারিত না॥ ৪৬-৫০॥

সম্প্রতি উত্তর দক্ষিণ কূলস্থিত অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ পুলিন এবং তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ যমুনার জল দেখিয়া কহিতেছেন, হে কৃষ্ণ! অতি বিস্তৃত কর্পূর সম্বন্ধিনী এই নদী নিজ মধ্যে মৃগমদ রসময়ী অন্য নদী ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, অবলোকন কর; কিম্বা যমুনার উত্তর দক্ষিণ কূলস্থিত এই পুলিন, পুলিন নহে, কিন্তু যমুনারই অপরিমিত যশঃ, রাস সম্বন্ধীয় নৃত্যগীত বাদ্যাদি দ্বারা ত্রিজগতকে যমুনার স্তুতি করাইয়া স্বয়ং অতি আদরের সহিত আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে॥ ৫১॥

বৃন্দার এই বচনের দ্বারা স্মৃতিপথে আরূঢ় রাস বিলাসে অভিলাষী হইয়া কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ, কান্তা মুকুটমণি শ্রীরাধিকার পাণিদল ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে কান্তে! আইস আইস, আমরা রাস বিলাস প্রকটন করিব" ইহা বলিয়াই পুলিন মধ্যে আগমন পূর্ব্বক হল্লীশক * নামক নৃত্য বিশেষ আরম্ভ

* হল্লীশক—নারীগণের মণ্ডলীভূত হইয়া নৃত্য।

করিলেন, এবং গোপীকাগণকে কহিতে লাগিলেন—হে অলস নয়না গোপাঙ্গনাগণ! অবলোকন কর, আমাদিগকে রাস বিলাসে সমুৎসুক দেখিয়া কোনজন কলধৌত * নীর দ্বারা এই উজ্জ্বল পুলিনরূপ স্থল যেন ধৌত করিয়াছে॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ কিম্বা বিধাতা অখিল জগৎবর্ত্তি শুক্লগুণ চূর্ণ পূর্ব্বক মাধুর্য্য রসের দ্বারা সরস করিয়া পশ্চাৎ বস্ত্রের দ্বারা ছানিয়া সেই শুক্লগুণের দ্বারা এই পুলিন সেচন পূর্ব্বক নিজ বৈদগ্ধি প্রকাশ করিয়াছে, এবং ছানিতাংশের নিবিড় যে অবশিষ্ট হেয় ভাগ ছিল, তাহা পুলিনে থাকিলে পুলিন মলিন হইবে, এই আশ-ঙ্কায় ঊর্দ্ধ প্রদেশে নিক্ষেপ বশতঃ আকাশে চন্দ্র হইয়াছে, ও সেই অবশিষ্ট ভাগস্থ অতি মলিন অংশ কলঙ্ক হইয়াছে, এবং নিক্ষেপ সময়ে তাহা হইতে নিঃসৃত যে কণিকা সমূহ ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়াছিল, সেই গুলি লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইয়াছে, হে রাধে! অবলোকন কর ॥৫৪॥৫৫॥ এই প্রকার নিজ কান্ত বর্ণনা করিলে অনুরাগিণী গোপীকাগণ তাঁহাকে মধ্যে রাখিয়া পরস্পর পরস্পরের ভুজবল্লী ধারণ পূর্ব্বক মণ্ডল রচনা করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন। তাদৃশ গোপীমণ্ডলী মধ্যবর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে অব-লোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল—কন্দর্পের কীর্ত্তিরূপ রস পূরিত সরোবরে অনন্তদল বিশিষ্ট ও নীল কর্ণিকাযুক্ত একটী স্বর্ণ কমল বিকশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া দেবাঙ্গনাগণের নেত্ররূপ ভ্রমর শ্রেণী স্তুতি করিতেছে † ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ কিম্বা

---

* কলধৌত—রূপার জল। † এখানে কন্দর্পের যশোরূপ জলপূর্ণ সরোবররূপ পুলিনে এবং সেই সরোবরোৎপন্ন অনন্তদল বিকশিত হেম কমলরূপে গোপী-গণকে এবং সেই কমলের নীল কর্ণিকারূপে শ্রীকৃষ্ণে উৎপ্রেক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

চন্দন চর্চ্চিত ধরণীর ললাটে কাশ্মীর চিত্রাবলী বেষ্টিত কস্তূরি নির্ম্মিত চারু তমালপত্র শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ শ্রীযমুনা-পুলিন, ধরণীর চন্দন চর্চ্চিত ললাট, তদুপরিস্থিত শ্রীকৃষ্ণ, কস্তূরিকা নির্ম্মিত চারু তমালপত্র, এবং গোপীমণ্ডলি কাশ্মীর চিত্রাবলীরূপে অনুভূত হইলেন॥ ৫৮॥

কিম্বা পুলিনরূপ কর্পূর ক্ষেত্রোৎপন্ন গোপীরূপ কণক-রম্ভাগণ, ময়ূরপিঞ্ছ-বিভূষিত তত্রত্য শ্রীকৃষ্ণরূপ তাপিঞ্ছে আবরণ করিয়াছে, কিম্বা শরৎকালীন প্রখর খর-কিরণ তাপে তাপিত হইয়া আকাশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নিগ্ধজলধর,হিমময়-দেশে বিদ্যু-ন্মালা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে॥৫৯॥৬০॥ অনন্তর রসিকেন্দ্রশেখর, চতুঃশ্রুতি স্পর্শি কেদার রাগ রোহ অবরোহ ও গমকের দ্বারা বিভূষিত করিয়া "তা না না না" ইত্যাদি শব্দে আলাপ করিলেন, সে রাগালাপের অপরূপ মাধুরী, পতিসহ বিদ্যমানা বিমানচারিণী সুরসতীগণে বিরস করিয়া কন্দর্প জ্বরে আক্রান্ত করিল, এবং রতিসহ বিদ্যমান রতিপতি, অপ্রাকৃত কন্দর্পস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শর প্রহারে বিধুর হইয়া মহামোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ৬১॥ ৬২॥

অনন্তর রাসরসিকবর শ্রীগোকুলযুবরাজ গোপীমণ্ডলি মধ্যে প্রতি প্রিয়তমাদ্বয়ের মধ্যগত হইয়া তাঁহাদিগের স্কন্ধ-দেশে ভুজার্পণ পূর্ব্বক ললিতাদি সখীগণের কণ্ঠস্বর মিলন হেতু যৎকালে গান ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে বাদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ অলক্ষিতে আগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ক্রিয়া করিয়াছিলেন, এবং রাগ, স্বর, মূর্চ্ছনা, শ্রুতি, গ্রাম, ক্রিয়া, হস্তক ও তালের দেবতাগণ

সম্ভ্রমের সহিত মূর্ত্তিমতী হইয়াই যেন প্রতীয়মান হইয়াছেলেন ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

তৎকালে বীণা সমূহের সহিত মৃদঙ্গগণের প্রতিক্ষণে নব নব শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, এবং সেই গানানুসারে শ্রীঅঘমথন অশ্রুতপূর্ব্ব এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব নৃত্যগতি বিধান করিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় মৃদঙ্গ অর্থাৎ (পাখোয়াজ) বাজিতে লাগিল—

"থৈতথ থৈয়া তাতথ থৈয়া
দৃমিকি দৃমিকি দৃমি ত্রিকি ত্রিকি ত্রিকি থা"

এই তাল শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীমণ্ডলির বদনসরসিজকুল হইতে উদিত হইতে লাগিল, এবং ইঁহারা নাচিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ এবং নাচিবার সময় কিঙ্কিণী, কঙ্কনাদি বাদ্য "ঝনন্নিতি ঝনদিতি" এই মধুরিমার তরঙ্গ গ্রহণ করিতে লাগিল, এবং তৎকালে সকলেই শুচিরসে মৃদুল সুমনা* হইয়াছিলেন।

গোপীকাদিগের অদ্ভুত নৃত্যগতির শোভা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—কন্দর্প কর্ত্তৃক পরমশোভার সাগর মথিত হওয়ায় যে লক্ষ্মীগণ উদ্ভূতা হইয়াছিলেন, তাঁহারাই এই শ্রীগোপীকা-রূপে রাস মণ্ডলে আগমন পূর্ব্বক বিধাতৃসৃষ্ট জগৎবর্ত্তি জন যাহা না জানে, এতাদৃশ নৃত্য চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া নিজকীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছেন ॥৬৬॥৬৭॥ এবং দুই দুই গোপী মধ্যবর্ত্তি এক এক কৃষ্ণের দ্বারা কল্পিত মণ্ডলি দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—যে ইঁহারাই কন্দর্পের জপমালা স্বরূপা; কিন্তু এই জপমালা বিদ্যুৎ ও মেঘ দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, এবং স্বর্ণ ও ইন্দ্রনীল রত্নের

* সুমনঃ—ফুল ও মন।

দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, এবং চম্পককুসুম ও নীলকমলের দ্বারাও নির্ম্মিত নহে, কিন্তু কুঙ্কুম ও মৃগমদলিপ্ত উজ্জ্বল রসের দ্বারায় নির্ম্মিত হইয়াছে॥ ৬৮॥

ইঁহাদিগের রাসাঙ্গের দ্বারা সম্প্রয়োগাঙ্গ সিদ্ধ হইতে লাগিল, যেহেতু অভিনয় বিষয়ীকৃত প্রশস্ত চন্দ্র-কমলাদি পদার্থ প্রভৃতি খ্যাপন ও তালগতি ক্রমে নাট্য যাহাতে আছে, তাদৃশ রাস হইতে পরিরম্ভন, পয়োধর গ্রহণ, ও চুম্বন পৃথক্ হয় নাই।

পরে শ্রীকৃষ্ণ রাধা বদন বর্ণন পূর্ব্বক গান করিতে আরম্ভ করিলেন—

হে সুন্দরি! তব মুখ লাবণ্য আবাস।
যথায় দৃগন্তগণ * করয়ে বিলাস॥
তাহাতে অসমাশোভা, কামকলাগণ,
লভিয়া মোহিল মম অনুরাগি মন॥

শ্রীকৃষ্ণের গান সমাধা হইলে শ্রীরাধাও "সুন্দরীর" পরিবর্ত্তে "সুন্দর" এই পদ প্রয়োগ পূর্ব্বক উক্ত গান করিয়া শ্রীকৃষ্ণে বর্ণন করিলেন॥ ৬৯॥ ৭০॥

প্রিয়তমে! † তব মুখ, হেরি, হারাইয়া সুখ
খেদে ক্ষীণ যামিনীর পতি।
হরিণ লাঞ্ছন ছলে, ধরি দুর্যশঃ পটলে,
অন্তরীক্ষে রহে মূঢ়মতি॥

---

* দৃগন্তগণ—কটাক্ষ সমূহ।

† "প্রিয়তমে" এই স্থলে "প্রিয়তম" এই শব্দ প্রয়োগ করায় শ্রীকৃষ্ণ বদন মহিমা গ্রান হইল।

কিম্বা লোক উপহাসে, পাইয়া বিশেষ ত্রাসে,
আত্মহত্যা করিবার তরে।
করিল গরল পান, দ্বিজাধম লুপ্তজ্ঞান,
তাই কাল হইল কলেবরে॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বদন মহিমা গান করিলেন; শ্রীরাধিকাও "সা রি গা মা প ধা নি" ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ স্বরে শ্রীকৃষ্ণ গীত পদগুলি গান করিয়া অতি চাতুর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বদন মহিমাই গান করিয়াছিলেন॥ ৭১॥ ৭২॥

অনন্তর কুতুকী কৃষ্ণ গোপীদিগের মণ্ডল রচনা বন্ধন দূর করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মহিলাগণ! তোমরা এই ক্ষণে একে একে অদ্ভুত নৃত্য কর; ইহা শুনিবা মাত্রই শ্রীললিতা দেবী নৃত্যচাতুর্য্য ব্যক্ত করিতে করিতে উদ্ভট নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে—

"ধিক্ ধিক্, দ্রাং দ্রাং কুট্ট ঝিকি থা"

শব্দে মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল, ললিতার নৃত্যাবসানে বিশাখাদি সখীগণ যে নাট্যকলার বিদগ্ধতা দেখাইলেন, তাহা মুহুর্মুহু মস্তক বিধূনন করিতে করিতে রাধার সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিয়াছিলেন॥ ৭৩॥ ৭৪॥

তদনন্তর সমস্ত সখী সভ্য হইয়া কহিয়াছিলেন—হে নটিনি শিরোমণি! হে নটরাজ! তোমরা উভয়ে নৃত্য কর আমাদের দেখিবার জন্য বড়ই অভিলাষ হইয়াছে; ইহা শ্রবণ মাত্রে পরম কুতুকী রাধাকৃষ্ণ নাচিতে লাগিলেন, ও কতিপয়

সখী গান করিতে লাগিলেন, কতিপয় সখী মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখ কমল যুগলেও

"তৎতা ধিদ্ধী ততি কট ঘৃঘি তৎ।
তৎতা ধিদ্ধী ততি কট ঘৃঘি তৎ"॥

কর্ণামৃত সম এই মধুর বর্ণগুলি নৃত্য করিতে লাগিল অর্থাৎ মুখেও তাঁহারা এই তাল পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥৭৬॥ তদনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের করকমল ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে ভুজ কম্পনের দ্বারা হস্তস্থিত রত্নাভরণের কান্তি উচ্ছলিত হইতে লাগিল, এবং কর্ণের কুণ্ডল যুগলে চপলতা নিবন্ধন যে কান্তি উদ্ভূত হইল, তাহা শ্রীমুখচন্দ্র যুগলে স্নপন করাইতে লাগিল। পরে পরস্পরের হস্তাবলম্বে দেহ ভার অর্পণ করিয়া অতিবেগে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—কন্দর্পরূপ কুম্ভকারের পীত নীল রত্নময় চক্রযুগল যেন এক হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং তাদৃশ ভ্রমন সময়ে উভয়ের বেণী পৃষ্ঠসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলশোভাযুক্ত পরিধির ন্যায় হইয়াছিল ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর এই চক্রভ্রমি নৃত্যের তাল সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বকালে রাধাকৃষ্ণ পরস্পরের অঙ্গুলি গ্রন্থি ত্যাগ করিয়া এক সময়ে নানাভেদ ও অতিদুর্গম নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাল সমাপ্তি সময়ে শ্রীরাধিকার উরসিজে দক্ষিণ পাণি কমল নিধান করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি শ্রীরাধিকা নিজ

বাম পাণি কমল দ্বারা কৃষ্ণ পাণি নিবারণ করিলেন, অর্থাৎ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া নৃত্য সময়ে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাল সমাপ্তির ছলে নিজ দক্ষিণ করের দ্বারা শ্রীরাধার কুচস্পর্শ করিতে উদ্যত হইছেন, সেই সময়েই শ্রীরাধিকা তাল সমাপ্তি ছলে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাণি নিজ বাম পাণি দ্বারা নিবারণ করিলেন, তাহা দেখিয়া সখীগণ অত্যন্ত হর্ষের সহিত শ্রীরাধার জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন॥ ৭৯॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যেমন নৃত্য সমাপ্তি হইল, অমনি কোন সখী ব্যজন করিতে লাগিলেন, কোন সখী নৃত্যকালে যে সকল ভূষণ ব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহা যথাযথ বিন্যাস করিয়া তনুযুগল চন্দনাদির দ্বারা বিলেপন করিলেন, এবং কেহ শ্রীমুখযুগলে তাম্বুলবীটি অর্পণ করিলেন॥ ৮০॥

অর্ব্বাচীনগণ নিজ রসনার দ্বারা রাসলীলা আস্বাদন করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? যে রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকট কালে যাঁহারা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দর্শন দ্বারা নিজ নয়ন সফল করিয়াছেন, তাহাদের বাক্যেও বর্ণনে সমর্থ হয় না, এবং প্রেম যদি প্রভু হইয়া নিজাশ্রিত কোন চতুর জনে রাসলীলা বর্ণন করিবার জন্য প্রেরণা করেন, তাহা হইলেও রাস সম্বন্ধীয় মাধুর্য্যের দ্বারা অর্থাৎ প্রেম পরবশতা নিবন্ধন বর্ণনও সম্ভব হয় না, অর্থাৎ জাতপ্রেমা ভক্তগণেরও রাস বর্ণনা করিতে উদ্যত হইলে প্রেম পরবশতা নিবন্ধন বাক্‌স্তম্ভিত হওয়ায় বর্ণনে শক্তি থাকে না; কিন্তু রাধাকৃষ্ণের অতুলা কৃপা শক্তি শুকমুখচন্দ্রের জ্যোৎস্নার দ্বারা জগৎ আলোকিত করিয়া যদি দিগ্দর্শন করান, তাহা হইলে সেই দিকে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া রাসস্থলির ধাম আধুনিক জনেও লাভ করিয়া থাকেন॥* ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতারি শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে রাসবিলাসাস্বাদনোনামোনবিংশতিসর্গঃ।

---

* এখানে প্রেমভক্তি বিনা রাস বর্ণন কোনরূপেই সম্ভব হয় না, ইহাই গ্রন্থকার প্রতিপাদন করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য।

বিংশসর্গঃ

অলস নিদ্রাদিলীলা।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণ অনেক তাল মিলন-জাত-প্রবন্ধের অনুসরণ করিয়া এবং আশ্চর্য্য তৌর্য্যত্রিক * বিধান করিয়া যমুনার জলস্থলে বিহার পূর্ব্বক নিজ নিজোচিত বেশ ধারণ করিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। খর্জ্জুর, রম্ভা, জাম, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি স্বাদু ফলবৃন্দ বৃন্দা আনয়ন করিলেন, যে ফলের সৌরূপ্যে এবং সৌগন্ধে মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের অধীশ্বর ও বৃন্দাবনাধীশ্বরী ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

ললিতাদি সখীগণ গৃহ হইতে আনীত কর্পূরকেলি প্রভৃতি পঞ্চক প্রকারের বটক † রাধাকৃষ্ণের অগ্রে সংস্থাপন করিলেন। প্রিয়ার সহিত কৃষ্ণচন্দ্র হসিতবদনে তাহা আস্বাদন করিলেন; পরে কুন্দদন্ত মুকুন্দ, স্বর্ণবর্ণ তাম্বুল বীটি দাসীগণ অর্পণ করিলে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। তাম্বুল চর্ব্বণের সময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের যে শোভা হইল, তাহা আর কি বর্ণন

---

* তৌর্য্যত্রিক—নৃত্যগীত বাদ্য।

† পঞ্চ প্রকারের বটক—কর্পূরকেলি, পীযূষগ্রন্থি অমৃতকেলি, সীধুবিলাস এবং অনঙ্গগুটী।

করিব—বিধাতা যদি নীলনিধির উপরি মাধুর্য্যরসে ধৌত করিয়া চন্দ্র নিধান করে, এবং সেই চন্দ্রের ভিতরে যদি নক্ষত্র নিচয় থাকে, এবং অনুরাগে যদি তাহার মধ্যদেশ অরুণবর্ণ হয়, তবে সেই শোভায় কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য হইতে পারে * ॥৩-৫॥

যখন শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ মুখরূপ চন্দ্রের উদয় হইল, তৎকালে শ্রীরাধার ধৈর্য্য, তিমিরের ন্যায় ধ্বংস হইল, লজ্জা নলিনীর ন্যায় ম্লান হইল, মদনবিকার কুমুদবনের ন্যায় বিকসিত হইল, এবং নয়ন চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় জল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রেয়সী মুকুটমণি শ্রীরাধিকার কন্দর্পভাবোদ্গম অনুমান করিয়া তাদৃশ ভাবপোষক উদ্দীপন দেখাইয়া কহিলেন, হে লোলনয়নে! শ্রীরাধে দেখ! দেখ!! পবন কম্পিত বৃক্ষগণের ঘনপত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে যে সকল জ্যোৎস্না কণা নিঃসৃত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছে, ইহা অবলোকন করিলেই জনগণের মনোমধ্যে মনোজন্মার আবির্ভূতির অনুভূতি হইয়া থাকে। এই পত্র ছিদ্র দ্বারা নিঃসৃত জ্যোৎস্না কণা দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে,—চন্দ্র আমাদের এই বৃন্দাবনের পরিচর্য্যা করিবার জন্য যে জ্যোৎস্না প্রেরণ করিতেছেন, তাহাই আমাদিগের আপ্তজন পবন, পত্র শ্রেণীরূপ চালনি দ্বারা ছানিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

হে প্রাণাধিকে! শ্রীরাধিকে! আমরা এক্ষণে ক্ষণকাল, কল্পতরু কুঞ্জে অনল্প কৌশল যুক্ত কুসুমতল্প আশ্রয় করিয়া

---

* এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ পর্যান্ত শরীর, নীলনিধি, শ্রীমুখ, চন্দ্র। দন্তপংক্তি নক্ষত্রগণ, এবং তাম্বুলরাগ, অনুরাগের অরুণতা।

বিশ্রাম করিব” ইহা বলিয়া কলানিধি কৃষ্ণ প্রিয়ার কর ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। পরে বামবাহুদ্বারা প্রিয়ার কণ্ঠ ধারণ করিয়া পর্য্যঙ্কের উপরি শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিলে রাধাকৃষ্ণের পাদসম্বাহনই যাহাদিগের সুখ জনক কর্ম্ম, সেই কিঙ্করীগণের বাঞ্ছিত পূর্ণ হইল, অর্থাৎ শ্রীরাধা কিঙ্করীগণের “কখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়ন হইবে কখন আমরা পাদ সম্বাহন করিয়া ধন্য হইব” এই অভিলাষ পূর্ণ হইল ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ শয়ন করিলে দুই কিঙ্করী শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া নিজ উরুযুগলরূপ কনক পীঠে নিজেশ্বরী ও নিজেশ্বরের চরণরূপ দেবতা নিধান পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ যেমন পূজকগণ পূজা কালে নিজ দেবতাকে পীঠোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া থাকে, এইরূপ এই কিঙ্করীদ্বয় নিজ উরুযুগলরূপ কনক পীঠোপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণরূপ অভীষ্ট দেবতা স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমতঃ নয়নজল বিন্দুরূপ পাদ্য অর্পণ করিলেন, এবং উদ্গত রোমাঙ্কুর শ্রেণীরূপ অর্ঘ প্রদান করিলেন, তাহাতে চরণযুগলের মৃদুতা চিন্তা করিয়া বিদ্ধ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। পরে পাণিকমলের দ্বারা অর্চ্চনা * করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতাদৃশ পরিচর্য্যায় পটু কিঙ্করীগণেরও পূজাকালে উপচার অর্পণে ব্যতিক্রম হইল, অর্থাৎ অগ্রে গন্ধ প্রদান করিয়া পরে পুষ্প প্রদান করিতে হয়, ইঁহারা গন্ধার্পণেই পূর্ব্বেই পুষ্প প্রদান করিলেন। পরে যে চন্দন কর্পূর সম্বলিত কস্তূরিপঙ্ক উরসিজ যুগলে লিপ্ত ছিল,

* এখানে পাদ সম্বাহণকে অর্চ্চনা বলিয়া উৎপ্রেক্ষা দিয়াছেন।

সেই গন্ধ অর্পণ করিয়া নিশ্বাসধূপ ও নখরত্ন দীপ অর্পণ করিলেন, এবং উরোজরূপ দাড়িম্বযুগলে নৈবিদ্য কল্পনা করিয়া স্পর্শ করাইলেন ও নিকটস্থিত কর্পূর সহিত প্রাণপ্রদীপের দ্বারা প্রেমভরে নির্ম্মঞ্ছন করিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

কিঙ্করীযুগলের উরুদেশস্থিত রাধাকৃষ্ণের চরণযুগল দর্শন করিয়া বোধ হইল—উরুদেশরূপ স্বর্ণরম্ভার উপরি শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ পল্লবযুগল, চরণমর্দ্দনার্থ মুষ্টিকৃত হস্তরূপ রক্তোৎপল কলিকার সহিত মিলিত হইয়া মর্দ্দনার্থ উৎক্ষেপন ও অবক্ষেপণ ক্রিয়ার ছলে যেন মুহুর্মুহ নাচিতেছে নাচিবার সময় মণিবন্ধস্থিত বলয়শ্রেণী রূপ ভ্রমরাবলী যেন ঝঙ্কার করিতে লাগিল, এবং অপর কতিপয় কিঙ্করী বলয় ঝঙ্কারযুক্ত পুষ্পময় ব্যজনের * দ্বারা রাধাকৃষ্ণে ব্যজন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল—কিঙ্করীগণ কবিবৃন্দ বর্ণিত নিজ যশঃপটলী অধীশ্বর ও অধীশ্বরীর অগ্রে নাচাইয়া তাঁহাদিগকে যেন সুখী করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের দুই পার্শ্বস্থিত দুই কিঙ্করী ক্রমুক কর্পূর জায়ফল ও লবঙ্গচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত স্বর্ণবর্ণ তাম্বুল বীটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখযুগলে অর্পণ করিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল—নিকুঞ্জ মন্দিরে কুসুম শয্যার উপরি যে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রযুগল উদিত হইয়াছে, তদীয় কিরণরূপ অমৃতরসে অভিসিক্ত দুই স্বর্ণলতা যেন নিজ নিজ পল্লব দ্বারা উপরোক্ত চন্দ্রযুগলের অর্চ্চনা করিতেছে ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

পরে রসিক নাগরবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকাসহ লীলা

* পুষ্পময় ব্যজন—ফুলের পাখা।

বিশেষ অভিলাষী হইয়া কহিলেন—হে কান্তে! হে প্রিয়ে! তোমার এই কিঙ্করীগণ নৃত্যাদি নিমিত্ত অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছে, ইহাদিগের অলসে নয়ন ঘূর্ণিত হইতেছে, অতএব শয়ন করিবার জন্য ইহাদিগকে আজ্ঞা কর, যদি তোমার পদযুগলের শ্রান্তি দূর না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সম্বাহন করিতেছি।

কিঙ্করীগণ এই কথা শ্রবণ মাত্র "বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধির কাল উপস্থিত হইল" অবগত হইয়া দেবপূজার অনন্তর পূজয়িত্রীগণ দেব মন্দির হইতে যেমন নিঃসৃত হয়, এইরূপ ইহারাও নিকুঞ্জ মন্দির হইতে নিঃসৃত হইলেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অতনুতীর্থসারে নিষ্ণাত অর্থাৎ নিতরাং স্নাত, হইলেন, ও স্নান নিমিত্ত শীতে রোমাঞ্চপূর্ণ হইলেন, এবং মার্জ্জনের দ্বারায় স্ফুরিতোজ্জলাঙ্গ হইলেন, পরে স্মৃত্যুদ্ভব * অশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে দক্ষ শ্রীকৃষ্ণ রভস অর্থাৎ হর্ষ ভজন করিলেন † ॥ ২১ ॥

---

* স্মৃত্যুদ্ভব—স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত।

† শ্লেষার্থে শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পরূপ সরোবরের ঘাটে অবগাহন করিয়া কন্দর্প ভাব উদয় হওয়ায় রোমাঞ্চপূর্ণ হইলেন, এবং তাঁহার উজ্জ্বল রসের অঙ্গ স্ফুরিত হইতে লাগিল, আর স্মৃত্যুদ্ভবের অর্থাৎ কন্দর্পের অশেষ বিশেষ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান নিমিত্ত কুতুহলাক্রান্ত হইলেন, সম্প্রয়োগের আরম্ভে প্রিয়াধরামৃত তিনবার পান কারি—শ্রীকৃষ্ণের সম্প্রয়োগে যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা দ্বারা অনঙ্গবিধি (আলিঙ্গনাদি) প্রিয়ার বাম্যাদি বিঘ্ন স্বত্বেও নিজবলাধিক্য প্রযুক্ত নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গ হইল, এবং বাৎসায়ন সংহিতাপ্রোক্ত হস্তাদি চালন করিয়া প্রত্যাশা বন্ধ বিস্তার করিলেন। অর্থাৎ বাৎসায়ন শাস্ত্রোক্ত করচালনাদি দ্বারা প্রেয়সীর স্তনঙ্গোদ্দীপন অবলোকন পূর্ব্বক অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে অবগত

স্নানান্তর কর্ম্মের প্রারম্ভে তিন বার অমৃত আচমন পূর্ব্বক অঘমথনের, কর্ম্ম শ্রদ্ধাদ্বারা অভিলষিত বিধিবোধিত কর্ম্ম অনঙ্গ হইয়াও অর্থাৎ অঙ্গ হীন হইয়াও নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গ হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

কর্ম্মারম্ভে যজ্ঞেশ্বরের পূজা আরম্ভ করিলেন, পূজার পূর্ব্বে নানা উপচার সংগ্রহ পূর্ব্বক ছোটিকা দ্বারা আশা বন্ধ অর্থাৎ দশদিগ্ বন্ধন করিয়া বিঘ্ন অপসারণ করিলেন, তদনন্তর স্বর্ণ নির্ম্মিত মহাশোভা বিশিষ্ট মহারত্নময়কুম্ভে করন্যাস করিয়া দেবতা পূজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ স্বর্ণ ঘটের উপরি উমার সহিত মহাদেব লিখিয়া অর্চ্চন পূর্ব্বক দ্বিজাচ্ছাদন দান করিলেন, পরে আনন্দাতিশয় তরঙ্গ দ্বারা প্রিয়াঙ্গের সহিত দেবকায়ার ঐক্য ভাবনা করিলেন।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সুরতসুখ অনুভব করিয়া প্রেম বশতঃ নিজ সখীগণে সেই সুখ অনুভব করাইবার জন্য মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি অধুনা যে সুখ অনুভব করিলাম, এই সুখ আমার সখীগণে কি প্রকারে অনুভব করাইব, শ্রীকৃষ্ণ, প্রেয়সীর এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া যত সখী, তত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আশ্বস্ত হইলেন, এবং পয়োধরে করার্পণকালে প্রিয়াকৃত বারণ অপসারণ পূর্ব্বক স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, স্তন ঘটের উপরি নখচিহ্নরূপ সোম লিখিয়া অর্থাৎ (শশীকলা লিখিয়া) দেব সেবন করিলেন, অর্থাৎ ক্রীড়া করিলেন। পরে দ্বিজাচ্ছাদন দান অর্থাৎ অধরোষ্ঠ খণ্ডন করিয়া সম্প্রয়োগাতিশয়ের নিমিত্ত প্রিয়া কলেবরের সহিত একতা অবলম্বন করিলেন।

যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি বিলোকন বিনা প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না, সেই কিঙ্করীগণ গবাক্ষে নয়ন দিয়া কেলি অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ এক কিঙ্করী বলিয়া উঠিলেন—হে আলিগণ! অবলোকন কর, ইঁহাদের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) কি অদ্ভুত দশা আসিয়া উপস্থিত হইল॥২৪-২৬॥ ইঁহাদের দুই জনের কলেবর পরস্পরের বাহুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্ষণকাল নিস্পন্দ থাকিয়া কাঁপিতেছে, হে সখি! অবলোকন কর—পুনরায় বিরহ পীড়া বোধক হা! হা!! এই গদগদ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে উষ্ণ নয়ন বারি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে অভিষিক্ত করিতেছেন, হে সখি! দেখ! দেখ!! ইঁহারা উভয়ে নিবীড় আলিঙ্গন ত্যাগপূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থান করিয়াও নিজ নিজ করধারা হা! হা!! রবে নিজ নিজ ললাটে আঘাত করিতেছেন, এবং অজস্র অশ্রু বর্ষণ হওয়ায় পরস্পর পরস্পরকে না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ বশতঃ কৃশত্ব প্রাপ্ত হইলেন।*

রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের অতিশয় তরঙ্গসমূহ, অনঙ্গ

---

* এখানকার ইহাই অভিপ্রায়—অনুরাগ যখন অত্যন্ত উৎকর্ষত্ব প্রাপ্ত হয়, তৎকালে প্রেমবৈচিত্ত্যের আবির্ভাব হয় তাহার এই স্বভাব—যেমন নয়নের নিকটবর্ত্তি প্রিয়তমের অদর্শনোৎপাদন করাইয়া "আমার প্রিয়তমজন আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন, হায়! আমি কি করিব" এই বিরহ পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই প্রকার এখানে আলিঙ্গন দ্বারা পরস্পরের দৃঢ়স্পর্শ স্বত্বেও স্পর্শের অজ্ঞান উৎপাদন করিয়া "আমার প্রিয়তমজন আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন," এই প্রকার শ্রীরাধামাধবের বিরহ পীড়া উৎপাদম করিলে কোন কিঙ্করী তাহা দেখিয়া খেদ বশতঃ সহসা তাদৃশ সিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় সন্দিহানা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মাত্র।

রসে বিঘ্ন করিল, যেহেতু অনুরাগ সম্বন্ধি-সম্পদগণ, রস বক্রিমারূপ তরঙ্গ দ্বারা শীঘ্র সুখী করিয়া থাকে, এবং দুঃখীও করিয়া থাকে।

ক্ষণকাল পরে অন্য এক কিঙ্করী কহিলেন—হে সখীগণ! তোমরা আর খেদ করিও না, অবলোকন কর—ইঁহারা দুই জনে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিয়া নয়নের শীতল ধারায় পরস্পর অভিষেক করিতেছেন,হে সখি! শ্রবণ কর, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কহিতেছেন, হে মানিনি! প্রিয়ে! আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলে? ইহা শুনিয়া শ্রীরাধিকা কহিতেছেন, হে প্রিয়তম! আমায় পরিহাস করিবার জন্য এতক্ষণ কোথায় লুকাইয়া ছিলে? সখীগণ রাধাকৃষ্ণের এই প্রকার সংলাপ আস্বাদন করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

প্রেমবৈচিত্ত্যের পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন বিলোকন পূর্ব্বক এক জন কিঙ্করী আর এক জনে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে সখি! একত্র থাকিয়া ইহাঁদের দুই জনের কেন বিরহ হইল? এবং কেহ মিলন করাইল না, অথচ অকস্মাৎ কেন মিলন হইল?' ইহার কারণ বল।

ইহা শ্রবণ করিয়া রস বস্তু তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিতে করিতে তিনি কহিতে লাগিলেন, যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব-কুসুম-বাসিত-হৃদয়া এই বিদগ্ধা কিঙ্করী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমস্ত হৃদয়গত ভাব অবগত আছেন,—বিচ্ছেদ হইলে নিরন্তর চিন্তা বশতঃ ধ্যানাতিশয় হইয়া থাকে, পরে ধ্যান বিষয়ীভূত কান্তা ও কান্তের স্ফূর্ত্তিতে প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তৎকালে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত প্রিয়জনে আলিঙ্গন করিতে অধ্যবসায় হয়, কিন্তু

তৎকালে স্ফূর্ত্তিবিষয়ীভূত বস্তু কান্তাদির তৎস্থানে অবিদ্যমানতা নিবন্ধন অর্থাৎ মিথ্যা সত্তা বশতঃ আলিঙ্গন সিদ্ধি হয় না, সেই নিমিত্ত কান্তাদি প্রাপ্তি জ্ঞানের অলিকত্ব নিশ্চয় হওয়ায় পুনঃবিরহ হয়, ইহাই সকল প্রকার বিরহের রীতি, কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্য জন্য বিরহ স্থলে স্ফূর্ত্তিতে যে কান্তাদির প্রাপ্তি অনুভব হয়, সেই কান্তাদি সেই স্থানে বিদ্যমান থাকা প্রযুক্ত স্ফূর্ত্তি সময়ে যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইবেন, তিনি তথায় বিদ্যমান থাকায় আলিঙ্গন যথার্থ রূপে সিদ্ধ হয়, একারণ আর বিরহ পীড়া থাকে না। সখি! এখনই দেখা গেল—বিরহাতিশয় বশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যখন পরস্পর পরস্পরকে স্ফূর্ত্তিতে অবলোকন করিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য যেমন বাহু প্রসারণ করিয়াছেন, অমনি সম্মুখস্থিত পরস্পরের স্পর্শানুভব করিয়া বিরহ পীড়া ইহাঁদের শান্তি হইল ॥২৭-৩৩॥ হে সখি! "বিরহ উৎপাদক বলিয়া প্রেমবৈচিত্ত্য হেয়" ইহা কদাচ বলিও না, যেহেতু বিরহ না হইলে কখনও সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, সম্প্রতি ইহাদের দুই জনের প্রেমবৈচিত্ত্য বিরহের ফল অবলোকন কর—এই প্রেমবৈচিত্ত্য বিরহে ইহাদের উৎকণ্ঠা কোটি গুণ বৃদ্ধি হওয়ায় দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব হেতু সম্ভোগাতিশয়, সমৃদ্ধিমত্ত্ব প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ এখন ইহাদের সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ দেখ ॥ ৩৪ ॥ হে প্রাণসখি! দেখ দেখ! এই প্রিয়যুগল, বিয়োগ ভয়েই যেন পরস্পরের বসন দূর করিয়া নিজ নিজ ভুজ দ্বারা নিজ বল্লভা ও নিজ বল্লভে সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিজ নিজ হৃদয় মধ্যে যেন প্রবেশ

করাইতেছেন ॥ ৩৫ ॥ হে সখি! ইহাদের এই আলিঙ্গন দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে—"আমাকে যেখানে, নিত্য ধারণ করিয়া থাক, অদ্য সেই চিত্তে বিহার করিতে প্রবেশ করিতেছি" ইহাই প্রিয়যুগল পরস্পরকে ধীরে ধীরে বলিয়া পরস্পরের আলিঙ্গন দ্বারা পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে যেন প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

হে সখি! এই বিলাসি যুগলের দুই দেহ আলিঙ্গন দ্বারা যে একীভূত হইয়াছে, তাহা সমুচিত, কারণ "শ্রীরাধাকৃষ্ণের আত্মা এক, মন এক, কিন্তু কেবল তনু মাত্র দুই, থাকা উচিত নহে" ইহা অদ্য মনীষিপ্রবর মনোভব বিচার করিয়া এই দুই তনু আলিঙ্গন ছলে এক করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

সখি! দেখ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল শ্রীরাধার বক্ষোজ দলন করিতেছে, সখি! আমার মনে হইতেছে,—অত্যন্ত অহঙ্কারি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ শ্রীরাধিকার বক্ষোজযুগলের তুঙ্গত্ব দেখিয়া ঈর্ষা বশতঃ বিচার করিল—"এই জগতে একমাত্র আমিই তুঙ্গ, আমাকে এই কুম্ভদ্বয় তুঙ্গত্বের দ্বারা জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে বামনীভূত (খর্ব্ব) করি, ইহা স্থির করিয়া বারে বারে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃ শ্রীরাধার বক্ষোজ পীড়ন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

সখি! ইহাঁদের অধর পান দেখ, আমার ইহাঁদের পরস্পরের অধর পান দেখিয়া বোধ হইতেছে—শীতকর ও অরবিন্দ, মদনের মিত্র, এবং শীতকর অব্জ ও অরবিন্দও অব্জ বিধায় ইহাদের পরস্পরের মিত্রতা হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা না হইয়া ইহাদের চির শত্রুতা রহিয়াছে, তাহা অনু-

চিত, একারণ মদনই শীতকরে ও অরবিন্দে আলিঙ্গন করাইয়া পরস্পরের রস গ্রহণ দ্বারা মিত্রতা করাইল * ॥ ৩৯ ॥ কিম্বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের শরীররূপ উজ্জ্বল রসের অগাধ সরোবরে মুখ-রূপ যে কমলযুগল শোভিত হইতেছিল, হঠাৎ কন্দর্প বাত্যায় সেই কমলযুগল একত্রীভূত হইল, বাত্যায় কমলযুগলের চাঞ্চল্য নিমিত্ত তন্মধ্যস্থিত ভৃঙ্গ ঝঙ্কারের ন্যায় এই শ্রীমুখরূপ কমল-যুগলের মধ্যে শীৎকার রূপ ভৃঙ্গধ্বনি শ্রুত হইতেছে।

সখি! অধর পান সময়ে অলকাবলির চাঞ্চল্য দেখিয়া মনে আরও উদয় হইতেছে,—ব্রহ্মা যে বিধু সৃষ্টি করিয়াছেন, সে এক, ও সর্ব্বদা পূর্ণ নহে, এবং সকলঙ্ক, এই কারণে মদন সর্ব্বদা পূর্ণ কলঙ্কহীন, দুই বিধু শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমুখের ছলে সৃষ্টি করিয়াছে, এই বিধুযুগল সমগুণ নিমিত্ত মাৎসর্য্য বশতঃ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, চন্দ্রযুগলের শত্রু বালতমশ্চয় (অলকারূপ অন্ধকার সমূহ) নিজ বিপক্ষ চন্দ্র যুগলের যুদ্ধরূপ বিপত্তি বিলোকন করিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতেছে ॥ ৪০ ॥

সখি! পরস্পরের নয়নে চুম্বন সময়ে নয়নের অঞ্জন পরস্পরে অধরে লাগিয়াছিল, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অধর পান কালে সেই অঞ্জন বিলুপ্ত করিয়া নিজাধর রাগ শ্রীকৃষ্ণাধরে সমর্পণ করায় আমার মনে হইতেছে—হায়! হায়!! চন্দ্রে যেরূপ কলঙ্করূপা মসী আছে, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধররূপ মনোজ্ঞ কমলে কে মসী অর্পণ করিয়াছে? ইহা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া শ্রীরাধার ওষ্ঠাধররূপ বিম্বযুগল, মসী (অধর লগ্ন অঞ্জন) গ্রহণ

* এখানে শ্রীকৃষ্ণের মুখ শীতকর ও শ্রীরাধার মুখ অরবিন্দ।

করিয়া নিজানুরাগ (তাম্বুল রাগ) দ্বারা কমলে অনুরঞ্জিত করিয়াছে ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

হে সখি! এখনই ইহাঁরা পরস্পরের অধরে যে দন্তাঘাত করিলেন, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে—মকরন্দ লুণ্টাক চারিটী বান্ধুলীর ফুল পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা মদন কুন্দকলিকারূপ শাণিত বাণ দ্বারা এই চারিটী বান্ধুলীর ফুলে বিদ্ধ করিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

হে সখি! শ্রীরাধার স্তনযুগলে নখ ক্ষত দেখিয়া এবং মর্দ্দন সময়ে ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্তনোপরিস্থিত মুক্ত হার ছিন্ন হইয়া এক একটি মুক্তা ক্রমশঃ ভূমিতলে পতিত হইতেছে ইহা দেখিয়া আমার মনে হইতেছে—মদন নিজ শত্রু শম্ভুযুগলে পল্লবরূপ সুন্দর পাশদ্বয় দ্বারা বাঁধিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া শম্ভুযুগলের প্রিয়তমা মস্তকবর্ত্তিনী সুরধুনী ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতলে পতিত হইতেছে।

হে সখিগণ! দেখ দেখ!! মদন সম্বন্ধীয় অহঙ্কার বশতঃ আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সৌদামিনী নব-নীরদের উপরি বল প্রকাশ করিতেছে। ইহা দেখিয়া সখীগণের আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তাহাতে জালাবলী * প্লুত হইল ॥৪৪॥৪৫॥ তৎকালে বহিঃস্থিতা দাসীগণ, যন্ত্র ব্যজনের (টানা পাখা) দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, এবং অজস্র অশ্রু প্লুত হওয়ায়, লীলা দর্শনে বাধা হইতে লাগিল, এই নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া অপরিমিত প্রেমের উপরি ক্রোধ করিতে লাগিলেন,

* জালাবলী—গবাক্ষ সমূহ।

অর্থাৎ "এই প্রেম আমাদিগকে এই মধুর লীলা দর্শন করিতে না দিয়া দুঃখ প্রদান করিতেছে, অতএব এই প্রেম যেন আমাদের এই সময় আর না হউক" ইহাই পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ চন্দ্র প্রফুল্ল নীলকমলের সীধু যথেষ্ট পান করিতে লাগিল, তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া অর্থাৎ "আমার পেয় বস্তু চন্দ্র পান করিতেছে, এই ইর্ষা বশতঃ ভ্রমর যুগল আগমন পূর্ব্বক চন্দ্রের অমৃত পান বলপূর্ব্বক করিতে লাগিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ প্রফুল্ল কমলের অধরামৃত রূপ মধু শ্রীরাধিকার মুখরূপচন্দ্র বিপরীত সম্ভোগ সময়ে যথেষ্ট পান করিল, তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণের নেত্ররূপ ভ্রমরযুগল শ্রীরাধার মুখ চন্দ্রের কান্তিরূপ অমৃত পান করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥*

মেঘের উপরি উদিত চঞ্চল সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে মোক্ষ প্রাপ্তি নিমিত্তক আনন্দ বশতঃ মুক্তাবলী (মুক্তসমূহ) নৃত্য করিতে লাগিল, এবং কণকাবলী নামক কাঞ্চন ভূমিস্থিতে হংস ও অবধূতগণ সহর্ষে বাদ্য করিতে লাগিল।‡ সেই কাঞ্চনী

---

* বিপরীত সম্ভোগে শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণাধর পান সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়ের সহিত শ্রীরাধিকার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে ইহা উৎপ্রেক্ষা।

‡ শ্লেষার্থ। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলরূপ মেঘের উপরি কৌস্তভরূপ চঞ্চল সূর্য্য মণ্ডলে শ্রীরাধিকার মুক্তাহার নাচিতে লাগিল, সেই সময় শ্রীরাধিকার চরণ-রূপ কণকস্থলী আশ্রিত হংস (শ্রীরাধিকার চরণের কটক) অবধূত হইয়া অর্থাৎ (কম্পিত হইয়া) বিচিত্র বাদ্য করিতে লাগিল, শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গযুগলের সম্মর্দ্দ বশতঃ পরিমলাধিক্য প্রকাশ হওয়ায় লক্ষ লক্ষ ভ্রমর আসিয়া শ্রুতিপ্রিয় গান করিতে লাগিল, তাহা দ্বারা শ্রীরূপ, রতি, রঙ্গিণী, মালতী, মাধবী,

ভূমিতে অন্যের আগমন সম্ভব না থাকায়, মধুসূদন আগমন করিলে শ্রুতিপ্রিয় গান হইতে লাগিল, যে গান দ্বারা শুক, নারদ প্রভৃতি রসিকগণের অঙ্গলতা সাত্ত্বিক বিকার বশতঃ দ্রুত হইল ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

মহাকৌটিল্যযুক্ত বালগণ, (অজ্ঞ ১) বিষয় ভোগ নিমিত্ত অত্যন্ত চাঞ্চল্য বশতঃ ইতস্তত সংস্থত হইয়া শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মমার্গে প্রসক্ত এবং প্রতি কর্ম্মে খ্যাত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল * ॥ ৫০ ॥

যাঁহারা অবার্য্যমান অমৃত পানে দৃপ্ত, ও যাঁহাদের চন্দন দ্বারা নির্ম্মিত চর্চ্চারূপ কবচ বিখণ্ডিত হইয়াছে, এবং যাঁহারা পরস্পর ভূজরূপ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, সেই যুবযুগলের প্রতিক্ষণে নব নবায়মান সম্ভোগেচ্ছা সম্পত্তি দ্বারা জিগিষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

রণপটু রসময় নাগর ও রসময়ী নাগরী, অনঙ্গ-রণচাতুরী-ভারবাহিতা পরস্পরকে জানাইবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিলে, অর্থাৎ কন্দর্পরণে কে কেমন চাতুরী জানে, তাহা উভয়ে উভয়কে জানাইবার নিমিত্ত অতিব্যগ্র হইলে, শ্রান্তিরূপা সখী নিদ্রাকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনিয়া উভয়ের কলহ সমাধান করিলেন; অর্থাৎ রতিশ্রমে উভয়ের নিদ্রা আসিল ॥ ৫২ ॥

বিনোদিনী প্রভৃতি মঞ্জরীগণের অঙ্গবল্লী স্বেদাদি সাত্ত্বিক ছলে দ্রুত হইয়া গেল। কুটিল অলকাগণ অতি চঞ্চলতা বশতঃ ইতস্তত গমনাগমন করিতে লাগিল, এবং কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসক্ত হইয়া প্রসাধনোপযোগি হইল।

১ এখানে জ্ঞান সিদ্ধগণের সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গ বর্ণনা করিয়া তাদৃশ শব্দ শ্লেষের দ্বারা বিপরীত সম্প্রয়োগ বর্ণন।

* জ্ঞানিদিগের সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা অর্চ্চি মার্গ বর্ণন করিয়া এক্ষণে কর্ম্মিগণের চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা ধূম মার্গ বলিলেন।

আমি ব্রজকাননেশ্বরী ও ব্রজকাননেশ্বরের সনাতন ও রূপ নামক দুই পরিজনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা-প্রকারজ্ঞাপক বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র ক্রমদীপিকা প্রভৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত বলিয়া, অতিপ্রশস্ত সাধুদিগের অনুরাগময় ভজন পথের অনুসরণ করি। অর্থাৎ শাস্ত্র সম্মত, এবং শ্রীরূপ, সনাতনের অনুমোদিত ও সাধুজনের অনুসৃত রাগানুগা ভজন পথে অনুসরণ করিয়া বাহ্যদেহে ভগবৎ-পরিচর্য্যা করি।

আমি ক্ষিতিতলে উদিত ব্রজকাননেশ্বর ও ব্রজকাননেশ্বরীর সনাতনরূপ (নিত্যরূপ) হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহাদের কেলি-রূপ কল্পবৃক্ষের * সহিত সঙ্গম সময়ে যাঁহাদিগকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বয়ং স্তুতি করিয়া থাকেন, যাঁহারা ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর সঙ্গ জন্য লীলাই সিদ্ধ হয় না; সেই অনুরাগিণী ললিতাদি সখীগণে ভজন করি, অর্থাৎ তাঁহাদের আনুগত্যে অন্তঃকল্পিত তৎসদৃশ-দেহদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করি। †

বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষে অবস্থান করিয়া যে সকল ভ্রমর বসন্তাদি রাগ গান করিয়া থাকে, আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সনাতন রূপ হৃদয়ে ভাবিতে ভাবিতে তাহাদিগকে ভজন করি ‡ ॥৫৩॥

---

* স্বাশ্রিত উপাসকদিগের সর্ব্বাভীষ্ট পূরক বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি, কল্পবৃক্ষ।—

† এই গ্রন্থ রাগানুগা নামক সাধন ভক্তির পদ্ধতি। রাগানুগীয়-ভক্তদিগের শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপগোস্বামি প্রভৃতি ব্রজলোকের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রীরাধামাধবের বাহ্যসেবা করিতে হয়; এবং শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজজনের অনুবর্ত্তী হইয়া অন্তঃকল্পিত তৎসদৃশ দেহে মানসী পরিচর্য্যা করিতে হয়, ইহাই এই শ্লোকের দুইটী অর্থ দ্বারা ব্যক্ত হইল।

‡ এই অর্থ দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার শ্রীবৃন্দাবন বাসে লালসা বিশেষ জ্ঞাপিত হইল।

যিনি কোটী অর্ব্বুদ কন্দর্প অপেক্ষা পরম সুন্দরকান্তিধারা বর্ষণ দ্বারা সর্ব্ববিশ্ব আপ্যায়িত করিয়াছেন, এবং উদয় হইয়াই তমঃপ্রপঞ্চ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-রূপ অদ্ভুত মেঘের * শরণ লইলাম।

যাঁহার শরণাগতিমাত্রেই অজ্ঞান-প্রপঞ্চবিধ্বস্ত হইয়া যায়, যিনি কোটীকন্দর্পের হৃদ্ঘূর্ণকরী শোভা-পরম্পরা দ্বারা সর্ব্ববিশ্ব আপ্যায়িত করিতেছেন; সেই শ্রীকৃষ্ণ (যশোদানন্দন নামক) চৈতন্যঘনপদার্থের শরণাগত হইলাম † ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে নক্তন্তনলীলা-স্বাদনোনামবিংশতিসর্গঃ।

---

* অন্য মেঘ উদয় হইলে তমঃ প্রপঞ্চ (অন্ধকাররাশি) গাঢ় হয়, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুরূপ মেঘের উদয়ে তমঃ প্রপঞ্চ (অজ্ঞান সংহতি) ধ্বংস হয়, একারণ শ্রীমহাপ্রভু অদ্ভুত মেঘ।

† শ্রীভগবৎ শরণাগতির ফল, অননুসংহিত—আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি, এবং অননুসংহিত ভগবদ্রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাস্বাদ শরণাগতিমাত্রেই ভক্তদিগের হইয়া থাকে, ইহাই এই শ্লোকে দুইটী বিশেষণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টযামিক লীলা জপমালা স্বরূপা এক এক লীলা এক, একটী মণি, জপমালায় যেমন যে মণি হইতে জপারম্ভ, সমাপ্তিও তথায়, এইরূপ এখানে যে লীলা হইতে বর্ণনারম্ভ হইয়াছে, সেই লীলায় সমাপ্তি বর্ণন করিলেন। তাহার মধ্যে প্রথম মঙ্গলাচরণের শ্লোকত্রয় সুমেরু।

যে প্রভু লোকনাথ প্রচুরতর করুণা-রশ্মি * দ্বারা প্রচুরতর তমঃকূপ হইতে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করিয়া, অর্থাৎ তিনি করুণা-রশ্মির দ্বারা উদ্ধার করিলেও যতবার নিজবুদ্ধি দোষে আমরা তমঃকূপে পতিত হইয়াছিলাম, ততবারই আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পরিশেষে দৃগ্‌ভঙ্গী দ্বারা নিজ প্রেম-বর্ত্মের দিগ্‌দর্শন করাইলেন, আমরা দিব্য লীলা রত্নাঢ্য সেই বর্ত্ম আশ্রয় করিয়া সম্প্রতি নিভৃত শ্রীগোবর্দ্ধন বাস করিতেছি।

১৬০১ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে বিশ্বানন্দক পূর্ণিমা প্রতিপদ সন্ধি সময়ে বৃহস্পতিবারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ দোলায় আরোহণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম দিনে এই কাব্য পূর্ণতা [illegible] হইয়া শ্রীরাধাশ্যামের কুণ্ড যুগতটে উদয় হইলেন।

শ্রীগুরু পাদপদ্ম মকরন্দে বৈভব কি প্রকারে স্তব করিব আমার চিত্তরূপ অতি মলিন মত্ত ভ্রমর যথায় সহসা পতিত হইলে তাহাকে সংসাররূপ ভয়ঙ্কর মতঙ্গজের মদিরা বিস্মৃত করাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা মাধবের কেলি কল্পলতিকা-বাসে সদা বাস করাইতেছেন।

সমাপ্ত মিদং শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত কাব্যং।

---

* করুণা-রশ্মি—করুণারূপ রজ্জু, রসী।